Banglapdf.net Exclusive

মাসুদ রানা

দুই নম্বর

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কেজিবি, সিআইএ, মোসাড, বিসিআই? রাশিয়ার অনুরোধে জয়েন্ট অপারেশন? শুরুতেই যেন কেমন লাগল মাসুদ রানার। তবে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে, মনটা খুঁতখুঁত করলেও যেতে হলো ওকে। শুরু থেকেই একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কা। সন্দেহের তালিকায় উঠে এল প্রিয় বান্ধবী। কাকে বিশ্বাস করবে রানা?

অ্যারন রোজেনবার্গ নামে এক নাৎসী অপরাধী নিজেকে আর্য সম্রাট ঘোষণা করতে যাচ্ছে, তার বরফ প্রাসাদে এখন বন্দী ও। শুরু হলো নির্যাতন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

দুই নম্বর

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সোহাগ পাল
24-03-03

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCAN & EDIT
SAYOM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-7219-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M–M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সাঁইত্রিশ টাকা

Masud Rana
DUI NAMBOR
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

Rana- 219, 220

দুই নম্বর

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

দুই নম্বর–১ : ৫–১০০
দুই নম্বর–২ : ১০১–২০০

A SUVOM CREATION

দুই নম্বর–১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

SUVOM

এক

লিবীয়ার মিলিটারি ট্রেড মিশন কমপ্লেক্স ত্রিপোলি থেকে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে। উপকূলের কাছাকাছি, কমপ্লেক্সটা কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে সযত্নে আড়াল করা—চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে মিষ্টি-গন্ধী ইউক্যালিপটাস, পরিণত সাইপ্রেস আর আকাশছোঁয়া পাইন। আকাশ থেকে দেখলে একটা কারাগার বলে ভুল হতে পারে। কিডনি আকৃতির জায়গাটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে তিনটে আলাদা, ছয় মিটার উঁচু সাইক্লোন ফেন্স, প্রতিটির মাথায় আরও এক মিটার উঁচু ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতার। রাতে বেড়াগুলোর ফাঁকে টহল দেয় একদল কুকুর, পেরিমিটারের বাইরে নিয়মিত চক্কর দেয় আর্মারড কার। কমপাউণ্ডের ভেতর বিল্ডিংগুলো সবই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। নিচু, কাঠের ব্যারাকে থাকে সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন। আরও দুটো কাঠামো 'হোটেল' হিসেবে পরিচিত—একটা বিদেশী সামরিক প্রতিনিধিদের জন্যে, অপরটা তাদের প্রতিপক্ষ লিবীয়দের জন্যে।

হোটেল দুটোর মাঝখানে গম্ভীরদর্শন একটা একতলা বিল্ডিং, রঙটা হালকা লাল। ওটার দেয়ালগুলো এক মিটার চওড়া, সামনে এক সারি খিলান, কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে সদর দরজায় পৌঁছুতে হয়। একটা মাত্র করিডর ভেতরটাকে দু'ভাগ করেছে। প্যাসেজের ডান ও বাম দিকে প্রশাসনিক দপ্তর আর রেডিও রুম। শেষ মাথায় একজোড়া ভারি ও উঁচু দরজা। ভেতরে লম্বা, সরু একটা কামরা। বিরাট কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার ফেলা আছে, আছে ছায়াছবি প্রদর্শনের সরঞ্জাম, ভিটিআর ও স্লাইড।

গোটা কমপ্লেক্সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামরা এটা। কোন জানালা নেই, তাপমাত্রা ঠিক রাখা হয় এয়ার-কণ্ডিশনিং-এর সাহায্যে। শেষ প্রান্তে ছোট একটা ধাতব দরজা আছে, ব্যবহার করে ক্লিনার আর সিকিউরিটির সদস্যরা।

মিলিটারি ট্রেড মিশন কমপ্লেক্স বছরে পাঁচ কি ছয়বার ব্যবহার করা হয়। এখানকার সমস্ত তৎপরতা পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো মনিটর করে, যতটুকু সম্ভব।

ঘটনার দিন সকালে কম্পাউণ্ডের ভেতর কাজ করছিল সম্ভবত একশো চল্লিশ জন মানুষ।

পশ্চিমা জগতের অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছেই খবর ছিল, একটা চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে। সরকারী বিবৃতি কেউ আশা করেনি, তবে আন্দাজ করা যায় যে লিবীয়া আরও কিছু মিসাইল, ফাইটার প্লেন, বাছাই করা মিলিটারি

হার্ডওয়্যার ইত্যাদি পেতে যাচ্ছে।

শেষ ও চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হবার কথা সোয়া ন'টায়। দুই পক্ষই প্রটোকল মেনে চলার ব্যাপারে কঠোর। লিবিয়ানরা সংখ্যায় প্রায় বিশজন, রাশিয়ানরাও তাই। লালচে রঙের বিল্ডিঙের সামনে মিলিত হলো তারা, কুশলাদি বিনিময়ের পর ভেতরে ঢুকল সবাই, করিডর ধরে হেঁটে কনফারেন্স রূমের দিকে এগোল। দু'জন সশস্ত্র প্রহরী নিঃশব্দে খুলে দিল দরজা।

দুই দলের প্রায় অর্ধেক মানুষ কামরার ভেতর ঢুকেছে, এই সময় গোটা মিছিলটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখের সামনে দৃশ্যটা যেন নিরেট পাথরে পরিণত করল তাদের।

কামরার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দশজন লোক, সবার পরনে একই পোশাক। তারা এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেন কাস্তে আকৃতির চাঁদ। সবার পরনে কমব্যাট জ্যাকেট আর লেদার বুটে ঢোকানো ডেনিম ট্রাউজার। তাদের চেহারা আরও ভীতিকর করে তুলেছে মুখ ঢেকে রাখা ক্যামোফ্লেজ নেট, কালো বেরেট-এর সাহায্যে নেটগুলো জায়গা মত স্থির রাখা হয়েছে। প্রতিটি বেরেটে পালিশ করা ব্যাজ আটকানো। ব্যাজে রয়েছে মানুষের একটা খুলি, খুলির ওপর লেখা—এন. এস. এ. এ.।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কারণ দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা বিল্ডিঙের সামনে আসার পনেরো মিনিট আগে লিবিয়ান অফিসাররা কামরাটা পরীক্ষা করে গেছে।

দশটা মূর্তি একযোগে ক্লাসিক ফায়ারিং পজিশন নিল—বাম পা সামনে, হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে আছে, মেশিন পিস্তল বা অটোমেটিক রাইফেলের বাঁট সেঁটে আছে নিতম্বে। দশটা মাজল তাক করা হলো এরইমধ্যে কামরার ভেতর ঢুকে পড়া প্রতিনিধি ও বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের দিকে। অন্তত দু'সেকেণ্ড গোটা দৃশ্যটা স্থির হয়ে থাকল। তারপর, ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হতেই, গর্জে উঠল অস্ত্রগুলো।

দশটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে দোরগোড়ার দিকে ছুটল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। মাংস ভেদ করল, গুঁড়িয়ে দিল হাড়। বদ্ধ কামরার ভেতর গুলির আওয়াজ কামান দাগার মত প্রচণ্ড শোনাল।

এক মিনিট পুরো হবার আগেই থামল গুলি, তবে ইতিমধ্যে রাশিয়ান আর লিবিয়ান প্রতিনিধিদের ছ'জন বাদে বাকি সবাই হয় মারা গেছে নয়ত গুরুতর আহত হয়েছে। এতক্ষণে লিবিয়ান ট্রুপস আর সিকিউরিটি অফিসাররা তৎপর হলো।

অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, তাদের ট্রেনিংও খুব ভাল। দু'দলের বন্দুকযুদ্ধ প্রথম পর্বে স্থায়ী হলো পনেরো মিনিট, তাতে কামরার ভেতর তারা মারা গেল মাত্র তিনজন। বাকি সবাই বেরিয়ে গেল পিছনের ধাতব দরজা দিয়ে, কম্পাউণ্ডের ভেতর যে যেখানে সুবিধে পেল আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিল। দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধটা হলো এখানেই, স্থায়ী হলো মিনিট বিশেক, সব মিলিয়ে মারা গেল আরও বিশজন। সবশেষে দেখা গেল বহিরাগত টীমের দশজনের মধ্যে একজনও বেঁচে নেই।

পরদিন সকাল ন'টায় (জি. এম. টি.) টেলিফোন যোগে একটা মেসেজ পেল রয়টার। কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা দুনিয়ার মিডিয়ার কাছে পৌঁছে গেল খবরটা।

মেসেজে বলা হলো:

'কাল খুব ভোর বেলা তিনটে হালকা প্লেন লিবীয়ার রাজধানী ত্রিপোলির অদূরে সুরক্ষিত মিলিটারি ট্রেড মিশন কমপ্লেক্সের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। রাডারকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে প্লেনগুলো খুব নিচে দিয়ে আসে, কমপ্লেক্সের কাছাকাছি এসে বন্ধ করে দেয় এঞ্জিন। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মি-র একটা অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট কারও চোখে ধরা না পড়ে কমপ্লেক্সের ভেতর প্যারাস্যুট যোগে নেমে আসে। পরে, সোয়া ন'টার দিকে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাসিজম-এর পক্ষে এই ইউনিট বড় একটা শত্রুদলের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। শত্রুদের এই দলটা অশুভ কমিউনিস্ট আদর্শ প্রসারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যা কিনা বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিপন্থী।

মহান কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালনকালে অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিটের সদস্যরা মারা যাওয়ায় আমরা গর্বের সঙ্গে শোক প্রকাশ করছি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই ইউনিট আমাদের এলিট ফার্স্ট ডিভিশনের অংশ ছিল।

কমিউনিস্ট কোন দেশের সঙ্গে কোন নন-কমিউনিস্ট দেশ বাণিজ্য বা মৈত্রী চুক্তি করলে এভাবে দ্রুত এবং নির্মম প্রতিশোধ নেয়া হবে। কমিউনিস্ট ব্লককে অবশিষ্ট মুক্তবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এন. এস. এ. এ.-র হাই কমাণ্ড থেকে প্রচারিত এই মেসেজকে যোগাযোগ নং-১ হিসেবে অভিহিত করা হবে।'

সে সময় একটা ব্যাপার কেউ খেয়াল করেনি বা খেয়াল করলেও অদ্ভুত বলে মনে করেনি। তা হলো, এন. এস. এ. এ. যে অস্ত্রগুলো ব্যবহার করেছে তার সবগুলোই সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি: ছ'টা কালাশনিকভ আর. পি. কে. লাইট মেশিন গান আর চারটে আর. পি. কে.-র ছোটভাই—হালকা, অত্যন্ত কাজের জিনিস, এ. কে. এম. অ্যাসল্ট রাইফেল। আসলে গোটা দুনিয়ায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এত বেশি ঘটছে যে এ-ধরনের অনেক খবরের ভিড়ে এই খবরটা তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। মিডিয়া ধরে নেয়, এন. এস. এ. এ. ফ্যাসিস্ট ফ্যানাটিকদের ছোট একটা গ্রুপ।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পর, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচজন সদস্য ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সফররত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তিনজন কর্মকর্তাকে। ডিনারে বসা হয়েছে ট্রাফালগার স্কয়ার-এর কাছাকাছি একটা বাড়িতে। সবেমাত্র কফি পরিবেশন করা হয়েছে, এই সময় কলিংবেলের আওয়াজ শুনে মেজবানকে টেবিল ছাড়তে হলো। ইতিমধ্যে রাশিয়ান অতিথিদের নিয়ে আসা ভোদকা উপস্থিত সবাই মনের সাধ মিটিয়ে খেয়েছেন।

সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোকের পরনে প্যারা-মিলিটারি ইউনিফর্ম, ত্রিপোলিতে যারা হামলা চালায় তাদের পরনেও ঠিক তাই ছিল।

মেজবান ভদ্রলোক, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী এক সদস্য, নিজের দোরগোড়ায় গুলি খেয়ে মারা গেলেন। বাকি চারজন ব্রিটিশ ও তিনজন রাশিয়ানও মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিহত হলেন।

খুনীরা পালিয়ে গেল, পরেও তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আটটা লাশের পোস্টমর্টেম করার সময় জানা গেল সবাই তাঁরা রাশিয়ায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে মারা গেছেন। অস্ত্রগুলো সম্ভবত ম্যাকারভ অথবা স্টেচকিন অটোমেটিক পিস্তল ছিল। অ্যামুনিশনগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হলো, সেগুলোও রাশিয়ার তৈরি।

এন. এস. এ. এ. হাই কমাণ্ড থেকে যোগাযোগ নং-২ ইস্যু করা হলো পরদিন ন'টায় (জি. এম. টি.)। এবার অ্যাকটিভ সার্ভিস ইউনিট-এর নাম বলা হলো, 'দা অ্যাডলফ হিটলার কমাণ্ডো'।

পরবর্তী বারো মাসে এ-ধরনের আরও অন্তত ত্রিশটার মত ঘটনা ঘটল, এন. এস. এ. এ. হাই কমাণ্ড এ-সব ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার বা কৃতিত্ব দাবি করল।

পশ্চিম বার্লিন, বন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, রোম, নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন—পরবর্তীতে—মাদ্রিদ, মিলান, কায়রো, দিল্লী, ও যশোরে নামকরা কমিউনিস্টরা খুন হয়ে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে মারা গেলেন ঘটনার সময় উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তা বা বন্ধু-বান্ধবরা। যাঁরা মারা গেলেন তাঁদের মধ্যে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের তিনজন শ্রমিক নেতাও ছিলেন।

অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড-এর সদস্যরাও অনেকে প্রাণ হারাল, তবে তাদের কাউকে আটক করা সম্ভব হলো না। চারটে ঘটনায় এন. এস. এ. এ. সদস্যরা গ্রেফতার এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা করল।

আততায়ীদের প্রতিটি হামলা ছিল ক্ষিপ্র, অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পরিকল্পিত, বজায় রাখা হয়েছে উঁচু মানের সামরিক শৃঙ্খলা ও দক্ষতা। প্রতিটি হামলার পর এন. এস. এ. এ.-র হাই কমাণ্ড থেকে যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি মেসেজে সংশ্লিষ্ট অ্যাকটিভ সার্ভিসের পরিচয় দেয়া হয়েছে—যেমন, ফার্স্ট আইখম্যান কমাণ্ডো, হেনেরিক হিমলার এসএস ডিভিশন। এ-সব পুরানো নাম কুখ্যাত থার্ড রাইখ-এর কুৎসিত স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে মানুষকে। দুনিয়ার পুলিস বাহিনী ও সিকিউরিটি সার্ভিস পাবার মধ্যে মাত্র এই একটাই সূত্র পেল। এন. এস. এ. এ. সদস্যদের লাশ থেকে, সে মেয়েই হোক বা ছেলে, কোন এভিডেন্স বা ক্লু পাওয়া যায়নি। তারা যেন হঠাৎ উদয় হয়েছে, পরিণত বয়স্ক, এন. এস. এ. এ.-র জন্ম। একটা লাশও সনাক্ত করা যায়নি। ফরেনসিক এক্সপার্টরা নগণ্য নমুনা নিয়ে গলদঘর্ম হয়েছে, সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো তাদের গুরুত্বহীন সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা ধরে খোঁজ-খবর নিয়েছে পুলিস, কিন্তু কেউ কোন উপসংহারে পৌঁছুতে পারেনি। সামনে নিরেট পাঁচিল দেখে থেমে যেতে হয়েছে প্রত্যেককে।

পশ্চিমা জগতের একটা দৈনিক একটা প্রতিবেদন ছাপল, দেখে মনে হলো

উনিশশো চল্লিশ সালে তৈরি কোন সিনেমার পোস্টার:

'অন্ধকার থেকে উদয় হয় তারা, খুন হয় কিংবা খুন করে, অথবা অদৃশ্য হয়ে যায়, কোথায় কেউ তা জানে না। কালো নাৎসী আমলের এই সব অনুসারীরা কি তাহলে কবর থেকে উঠে আসে, সাবেক নেতাদের হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে? এতদিন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছে বামপন্থী আদর্শবাদীদের দ্বারা, এখন নিজস্ব পদ্ধতি ও ঈর্ষণীয় দক্ষতার সাহায্যে এন. এস. এ. এ. সন্ত্রাসকে দিয়েছে ভীতিকর নতুন মাত্রা।'

সিকিউরিটি ও ইন্টেলিজেন্সের গোপন আর নিষিদ্ধ, রহস্যময় আর বিপজ্জনক জগতে অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল লোকজন, যেন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙছে তাদের, ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারছে দুঃস্বপ্নটা সত্যি। ব্যাপারটা শুরু হলো দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের মাধ্যমে। তারপর, সতর্কতার সঙ্গে, শুরু হলো তথ্য আদানপ্রদান। অবশেষে অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলো তারা।

দুই

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে যোগ দেয়ার পর থেকেই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে মাথার ভেতর টেলিফোন নম্বর জমা করে রাখতে অভ্যস্ত মাসুদ রানা। এখন ওর মাথায় এক হাজার বা কিছু কম লোকের ফোন নম্বর ফাইল করা রয়েছে, ইচ্ছে করলেই স্মরণ করতে পারবে। পেশা ও কাজ, এই শিরোনামের নিচেই বেশিরভাগ নম্বর, কাজেই কাগজে লিখে রাখার মধ্যে ঝুঁকি আছে।

লীনা পেকার পেশা বা কাজ নয়। লীনা শুধুই খেলা আর ফুর্তি।

হেলসিঙ্কির উত্তরপ্রান্তে হোটেল শেরাটনের একটা কামরায় রয়েছে রানা, বিছানায় শুয়ে ডায়াল করছে। অপরপ্রান্তে দু'বার রিঙ হলো, রিসিভার তুলে ফিনিশ ভাষায় কথা বলল এক তরুণী।

রানা ইংরেজিতে বলল, 'লীনা পেকার, প্লীজ।'

ফিনিশ অপারেটর এবার ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'কি পরিচয় দেব আপনার?'

'আমার নাম রানা, মাসুদ রানা।'

'এক মিনিট, মি. রানা। আমি দেখছি মিস পেকারকে পাওয়া যায় কিনা।'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। কানে ভেসে এল পরিচিত মিষ্টি জলতরঙ্গের আওয়াজ, 'রানা? রানা, তুমি কোথায়?' যত মেয়েকে চেনে রানা, লীনার মত মধু কারও গলায় নেই।

রানা বলল, শেরাটনে রয়েছে ও।

'এখানে? এখানে, হেলসিঙ্কিতে?' লীনার আনন্দ গোপন থাকছে না।

'হ্যাঁ,' আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল রানা, 'এখানে, হেলসিঙ্কিতে, ফিনএয়ার যদি

ভুল জায়গায় নামিয়ে না থাকে।'

'ফিনএয়ার ঘরমুখো পায়রার মত,' আনন্দে উচ্ছ্বাসে হেসে উঠল লীনা। 'ভুল জায়গায় খুব কমই নামে ওরা। কিন্তু একি সারপ্রাইজ! তুমি আমাকে বলোনি কেন যে আসছ?'

'নিজেও ছাই জানতাম নাকি,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'হঠাৎ প্ল্যান বদল আর কি।' এটা অবশ্য সত্যি কথা। 'হেলসিঙ্কি হয়ে যেতে হচ্ছে, তাই ভাবলাম একবার থামি। বলা যায় ঝোঁকের মাথায়।'

'ঝোঁক?'

'খেয়াল। হঠাৎ পাগলামি। হেলসিঙ্কির ভেতর দিয়ে যাব, অথচ লীনা বিউটিফুলকে দেখব না, তা কিভাবে সম্ভব!'

হেসে উঠল লীনা, খুশি করার জন্যে নয়, খাঁটি জিনিস। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল, হাসির দমকে লীনার মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকি খেল, মুখ খোলা, ভেতরে দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মত দাঁত আর লালচে জিভ। যত মেয়েকে চেনে রানা, লীনার মত প্রাণচঞ্চল কেউ নয়।

'আজ রাতে তুমি ব্যস্ত নাকি?' জানতে চাইল রানা। ওকে পাওয়া না গেলে সন্ধেটা একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে।

'সাংঘাতিক ব্যস্ত,' আবার সেই হৃদয় দোলানো হাসি হাসল লীনা। 'এমন একটা দিনে এলে!'

'ও।' হতাশা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা।

'মন খারাপ, রানা?'

'তুমি তাহলে ফ্রী হবে কখন?'

'তোমার জন্যে, মাসুদ রানা, চিরকাল প্রতিটি মুহূর্ত আমি ফ্রী।'

'শুধু আজ রাতে নয়?'

'ডিয়ার গড, আমার হিরো রসিকতাও বোঝে না!' আবার খিল খিল করে হেসে উঠল লীনা। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'এতদিনের পরিচয়, এখনও তুমি জানো না তোমার জন্যে কি না করতে পারি আমি!'

আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো পরস্পরকে চেনে ওরা। প্রথমবার দেখা হয়েছিল লণ্ডনে।

সময়টা ছিল বসন্তকাল, যখন অফিসের মেয়েগুলোকে দেখে মনে হয় কাজে যেতে খুব আনন্দ লাগছে তাদের, পার্কগুলোয় যখন ড্যাফোডিল হলুদ কার্পেট বিছিয়ে রাখে।

দিনগুলো তখন সবে লম্বা হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একদল উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছে। ঘটনাচক্রে ফিনল্যাণ্ডের বাণিজ্যমন্ত্রীও সে-সময় লণ্ডনে। যোগাযোগ হলো টেলিফোনে, বাংলাদেশ ও ফিনিশ দূতাবাসের মধ্যে। ফিনিশ দূতাবাস জানাল, বাংলাদেশ থেকে পাট কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় তারা। তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী যেহেতু লণ্ডনে রয়েছেন, আলোচনায় একমত হওয়া গেলে একটা চুক্তিও

হতে পারে। এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না ভেবে বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতা তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তারপরই ফিনিশ ও বাংলাদেশ দূতাবাসে এক লোক টেলিফোন করে জানাল, পাট নিয়ে কোন আলোচনা শুরু করলে প্রতিনিধিদের গুলি করে মারা হবে।

পাট নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বহুকালের পুরানো। একটা কুচক্রী মহল সব সময় তৎপর। বোঝা গেল, আলোচনায় তারাই বাদ সাধতে চাইছে। বাংলাদেশ ও ফিনিশ দূতাবাস থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ব্যাপারটা জানানো হলো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তদন্ত শুরু করল বটে, তবে সেই সঙ্গে পরামর্শ দিল আলোচনা বৈঠকে না বসাই ভাল।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় বসে টেলিফোনে খবরটা পেয়ে রেগে গেলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। তিনি বাংলাদেশ দূতাবাসকে জানালেন, আপনারা নিজেদের অফিসে আলোচনায় বসার আয়োজন করুন, নিরাপত্তার দিকটা দেখবে রানা এজেন্সি। ভাগ্যক্রমে সে-সময় লণ্ডনেই ছিল রানা। টেলিফোনে রাহাত খান তাঁর অন্যতম এজেন্টকে নির্দেশ দিলেন, বৈঠক চলার সময় রানা যেন নিজে ওখানে উপস্থিত থাকে।

পেশাগত দৃষ্টিতে রানার 'অ্যাসাইনমেন্ট'-টা ছিল ঘটনাবিহীন, কারণ টেরোরিস্টরা হুমকি দিলেও তাদের কাউকে দূতাবাসের ধারেকাছে দেখা যায়নি। সেবার ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে পঁচিশ কোটি ডলারের পাট রফতানির একটা চুক্তি হয় বাংলাদেশের। দেশের লাভ হয়েছে, সন্দেহ নেই। আর লাভ হয়েছে রানার। হ্যাঁ, লাভই তো—লীনা পেকার রানার জীবনে বিরাট একটা লাভ।

লোকজন ভর্তি কামরার ভেতর লীনাকে প্রথমবারই দেখে ফেলে রানা, সেজন্যে শুধু তার রূপযৌবন দায়ী নয়, কামরার ভেতর মেয়ে বলতে একমাত্র সে-ই ছিল। টেরোরিস্টরা হুমকি দেয়ায় মিডিয়ার লোকজন অনেকেই আসে, তবে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে ওই একজনকেই দেখা গেছে। লীনাকে দেখার আগে একটা তালিকায় তার নাম আগেই দেখেছিল রানা।

সাদা পোশাকে পরীর মত লাগছিল তাকে। প্রথমদর্শনেই রানার ভাল লেগে যাবার কারণ হলো, মেয়েটার চোখ আর চুল কুচকুচে কালো। তার চুল কাঁধের কাছে স্তূপ হয়ে আছে, অসম্ভব ঘন ও ভারি, যেন ঝড়ের মধ্যেও এলোমেলো হবে না। রোগা-পাতলা একহারা গড়ন, চোখ দুটো বিশাল, দেহভঙ্গিমায় উপচে পড়ছে লাবণ্য। আর ঠোঁট জোড়ার এমন আকৃতি, ওগুলোর একটাই যেন উদ্দেশ্য।

লীনাকে দেখে প্রথমেই পেশাগত একটা চিন্তা খেলে যায় রানার মাথায়। কী সাংঘাতিক একটা টোপ বা ফাঁদ হতে পারে মেয়েটা। ওর জানা ছিল, ভাল টোপ বা ফাঁদ পাওয়া ফিনল্যাণ্ডে একটা সমস্যা। বেশ অনেকক্ষণ দূরে সরে থাকে রানা, বুঝে নিতে চায় মেয়েটা একা এসেছে কিনা। তারপর এগোয় ও, নিজের পরিচয় দেয়, জানায় তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী স্বয়ং তার ওপর খেয়াল রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন ওকে।

দু'বছর পর, রোমে, লীনা রানাকে বলেছে, সেদিন লণ্ডনে সারাটা বিকেল

বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেই তার মন জয় করার চেষ্টা চালান, মিসেস মিনিস্টারের অনুপস্থিতিতে।

সেবার লীনা লণ্ডনে ছিল এক হপ্তা। প্রথমদিন গভীর রাতে লীনাকে রিজ-এ নিয়ে যায় রানা কফি খাওয়ানোর জন্যে। রিজ-এর পরিবেশ লীনার কাছে 'নীরস' লাগে। নিজের হোটেলে রানাকে কনুইয়ের গুঁতো মারে সে, বেমক্কা।

লীনা প্রত্যাখ্যান করায় একটা জেদ চেপে যায় রানার মনে। এরপর মেয়েটাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। ডরচেস্টার, স্যাভয়, রয়্যাল গার্ডেন রুফ, দা ইন ইত্যাদি সব নামকরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় রানার সঙ্গে গেছে ঠিকই লীনা, তবে রোমাঞ্চিত বা পুলকিত করা যায়নি তাকে। বিনীত ভঙ্গিতে রানাকে সে জানিয়েছে, এ-সব জায়গায় আগেও বহুবার এসেছে সে, কাজেই তার পক্ষে মুগ্ধ হবার ভান করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, লণ্ডন শহরে ভাল কোন হোটেল-রেস্তোরাঁ আর বাকি থাকল না। কিন্তু তারপরও মেয়ে টলে না। এবার রেগে গেল রানা, হিলটন থেকে ডিনার খেয়ে লীনাকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়ার সময় বলল, 'তবে কি তোমার আশা আমাকে ছেড়ে দিতে বলো?'

এই প্রথম বিস্ফোরিত হয় জলতরঙ্গ। খিলখিল করে হেসে ওঠে লীনা। হাসি থামতে বলে, 'এরজন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। কবে তুমি রাগবে!'

অত্যন্ত দ্রুত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল ওরা। সমান আগ্রহ আছে এমন সব বিষয় আবিষ্কারের খেলায় মেতে উঠল। দু'জনেই ওরা সেইলিং, জাজ আর এরিক অ্যাম্বলারের লেখা ভালবাসে। আরেকটা খেলার সাংঘাতিক ভক্ত ওরা, সেটা খেলা হলো পাঁচ দিনের দিন। তুখোড় খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত রানা, স্বীকার করল, লীনা তার চেয়েও ভাল, সোনার মেডেল পাবার উপযুক্ত। আর লীনা বলল, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে পারলে রানা হতে পারে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও এ-ব্যাপারে রানার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পরবর্তী বছরগুলোয় পরস্পরের অত্যন্ত ভাল বন্ধু হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ওরা। মাঝে মধ্যেই দেখা হয়, বেশিরভাগ সময় ঘটনাচক্রে। নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, মিউনিক, এ-সব জায়গায়। গত বছর শেষ দেখা হয়েছে ব্রাসেলসে, গরমে। আজ রাতে হেলসিঙ্কিতে, অর্থাৎ লীনার নিজের উঠানে এই প্রথম ওদের দেখা হতে যাচ্ছে।

'ডিনার?' জানতে চাইল রানা।

'রেস্তোরাঁটা যদি আমার বাছাই করার সুযোগ থাকে।'

'তুমিই কি সবসময় বাছো না?'

'তুমি আমাকে তুলে নিতে চাও?'

'তা তো চাইই, আরও কিছু চাই।'

'আমার ফ্ল্যাটে। সাড়ে ছ'টায়? তোমার কাছে ঠিকানা আছে?'

'হৃদয়ে খোদাই করা, সুন্দরী।'

'এ-কথা তুমি সব মেয়েকেই বলো।'

'বলি, যদি তারা সত্যি সুন্দরী হয়। অর্থাৎ, এ-ব্যাপারে আমি আন্তরিক ও সৎ।

তাছাড়া, তুমি জানো, কালো চুল আর কালো চোখ আমার বিশেষ পছন্দ।'

'তুমি একটা বেঈমান, তা না হলে শেরাটনে উঠতে না। ফিনিশ কোন হোটেল তোমার চোখে পড়ল না? কেন, হেসপেরিয়ায় উঠলে কি হত?'

'উঠিনি, কারণ ওখানে লিফটের সুইচে হাত ঠেকালেই ইলেকট্রিক শক খেতে হয়।'

'শেরাটনেও একই অবস্থা। কারণটা ঠাণ্ডা, সেন্ট্রাল হিটিং আর...'

'আর কার্পেট। আমি জানি। কিন্তু এগুলো আরও দামী ইলেকট্রিক শক, বিলও আমি দিচ্ছি না। অন্যের পয়সায় বিলাসবহুল ইলেকট্রিক শক খেতে আপত্তি নেই।'

'কোন জিনিস ছোঁয়ার ব্যাপারে সাবধান, রানা। এখানে ঘরের ভেতর যে-কোন মেটালে হাত ঠেকালেই শক মারে, বছরের এই সময়টায়। বাথরুমে খুব সাবধান, রানা।'

'পায়ে আমার রাবারের জুতো।'

'দূর বোকা, আমি তোমার পা নিয়ে চিন্তিত নই। তোমার ভেতর খেয়াল আর হঠাৎ পাগলামি আছে, সেজন্যেই এত কথা বলা। আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বহাল তবিয়তে থেকো। সাড়ে ছ'টায় দেখা হচ্ছে।' রানা জুতসই একটা জবাব দেয়ার আগেই অপরপ্রান্তে রিসিভার রেখে দিল লীনা।

বাইরে শূন্যের নিচে পঁচিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। বিছানা থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা, তারপর ঢিল দিল পেশীতে।

কামরাটা বেশ গরম, সারা শরীরে আরামদায়ক একটা অনুভূতি। ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়, কী সাংঘাতিক একটা ধকল গেছে। আজই সকালে শূন্যের চেয়ে চল্লিশ ডিগ্রী নিচের তাপমাত্রা পিছনে ফেলে এসেছে রানা। হেলসিঙ্কিতে ছুটি কাটাতে বা বেড়াতে আসেনি ও। সম্প্রতি ওকে আর্কটিক সার্কেলে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে ফেরার পথে হেলসিঙ্কিতে যাত্রাবিরতি।

জানুয়ারি মাসে আর্কটিকে যাওয়া স্রেফ বোকামি। তবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে গোপনে কেউ যদি সারভাইভাল ট্রেনিং নিতে চায়, আর্কটিক সার্কেলের ফিনিশ এলাকাকে আদর্শ না বলে উপায় নেই।

বিসিআই কর্তৃপক্ষ মাঠ কর্মীদের শারীরিক যোগ্যতা বজায় রাখতে চান, সেজন্যে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে ধকল সামলাবার শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা আছে আধুনিক কলা-কৌশল শেখানোর জন্যে ট্রেনিঙের। সে-কারণেই বছরে অন্তত একবার অদৃশ্য হয়ে যায় রানা। কখনও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোন অভিযানে থাকে, কখনও কোন বন্ধু দেশের নৌ-মহড়ায় অংশগ্রহণ করে, যখন যেমন সুযোগ পাওয়া যায়।

গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, দেশেও গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম শুরু হয়েছে, কাজেই 'কর্তব্য পালনের সময় খুন করার অনুমতি' নামে যে বিশেষ অধিকার ভোগ করত বিসিআই-এর সেরা দু'একজন এজেন্ট, তা আর এখন বহাল নেই। তবে বিভিন্ন সময়ে বসের কথা শুনে রানার মনে হয়েছে, ওই বিশেষ অধিকার থেকে বস্ ওকে অন্তত বঞ্চিত করতে

ইচ্ছুক নন। 'আমি যতদূর বুঝি, তুমি মাসুদ রানা মাসুদ রানাই আছ। তোমার সব দায়-দায়িত্ব আমি বহন করব, এবং আগের মতই একা শুধু আমার কাছ থেকে নির্দেশ ও অ্যাসাইনমেন্ট পাবে তুমি। আমাদের দেশটা গরীব আর দুর্বল বলে অনেকেই খোঁচা মেরে মজা পায়, কাজেই তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ-দেশের একটা ভোঁতা অস্ত্র দরকার। তুমি এ-দেশের সেই অস্ত্র।'

সিআইএ-র ভাষায় রানাকে 'সিঙ্গেলটন' বলা যেতে পারে। ভবঘুরে এক কেস অফিসার, বিশেষ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চাপিয়ে লাগাম খুলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

রানার সব রকম 'মান' বজায় রাখার জন্যে রাহাত খান বছরে অন্তত একবার অত্যন্ত কঠিন ফিল্ড এক্সারসাইজের আয়োজন করেন। এবার ওকে আর্কটিক সার্কেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। নির্দেশটা হঠাৎ আসে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ারও তেমন সময় পায়নি রানা।

শীতকালে সাধারণত উপমহাদেশের কোন একটি দেশে ট্রেনিঙে পাঠানো হয় রানাকে। এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এবার উপমহাদেশে নয়, রানাকে পাঠানো হলো আর্কটিক সার্কেলে, তা-ও কারও সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই। বলা হলো, গোটা ব্যাপারটাই গোপন রাখতে হবে, এমন কি ওর ট্রেনিং এক্সারসাইজ যে দেশে অনুষ্ঠিত হবে সে দেশ অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডকেও কিছু জানানো হবে না।

রানার এই ট্রেনিঙে কারও জন্যে কোন হুমকি ছিল না, ছিল না অশুভ কিছু। মাত্র এক হপ্তার সারভাইভাল এক্সারসাইজ, অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অল্প ক'জন অফিসার।

সামরিক বাহিনীর এই অফিসাররা রানার চেয়ে অনেক বেশি ভুগেছে। কারণ তাদেরকে গোপনে দুটো সীমান্ত পেরোতে হয়েছে, নরওয়ে থেকে ঢুকতে হয়েছে সুইডেনে। তারপর, এ-ও গোপনে, পেরোতে হয়েছে ফিনিশ বর্ডার, ল্যাপল্যাণ্ডে রানার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ওখানে, পরবর্তী সাতদিন, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে হয়েছে ওদেরকে। প্রত্যেকের কোমরে বিশেষভাবে তৈরি একটা করে বেল্ট ছিল, বেঁচে থাকার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ওই বেল্টে ভরে দেয়া হয়। মিশনটা ছিল দুর্গম ও বৈরী এলাকায় টিকে থাকার, থাকতে হবে কারও চোখে ধরা না পড়ে, ও পরিচয় গোপন রেখে।

এক হপ্তা পর চারদিনের একটা কোর্স ছিল, নেতৃত্ব দিয়েছে রানা, ফিনিশ সীমান্ত ধরে নিঃশব্দ পায়ে ছুটে ঢুকতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এরপর আলাদা হয়ে গেছে ওরা—সামরিক বাহিনীর অফিসারদের দুর্গম এক এলাকা থেকে তুলে নিয়েছে একটা হেলিকপ্টার, রানা শুরু করেছে অন্য একটা কোর্স।

ফিনল্যাণ্ডে রানার জন্যে 'কাভার' কোন সমস্যা না। ওর পরবর্তী কোর্স ছিল, কর্কশ শীতকালীন পরিবেশে নিজের সাব টার্বো নিয়ে টেস্ট-ড্রাইভ। সাব-স্কানিয়া প্রতিবছরই আর্কটিক সার্কেলে উইন্টার ড্রাইভিং কোর্স-এর আয়োজন করে, ফিনিশ স্কি রিসর্ট রোভানেইমি-র কাছাকাছি। কোর্সে অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ পাবার

ব্যবস্থা করতে কোন অসুবিধে হয়নি, কয়েকটা টেলিফোনেই কাজ হয়ে যায়। রানার সাব ছিল লণ্ডনে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফিনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয় সেটাকে, গোপন অতিরিক্ত সরঞ্জাম সহ। এরপর প্লেনে করে হেলসিঙ্কি হয়ে রোভানেইমি চলে আসে ও, ড্রাইভিং এক্সপার্টদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ড্রাইভিং কোর্স শেষ করতে অল্প ক'দিন লাগে। ড্রাইভিং এক্সপার্টদের একজন, বার্নাড ওয়াটসন, রানার পুরানো বন্ধু। তাকে ওর গাড়িটার ওপর নজর রাখতে বলে রোভানেইমির কাছাকাছি হোটেলটা থেকে বেরিয়ে পড়ে রানা। সময়টা ছিল সকাল, আর ঠাণ্ডার কথা না বলাই ভাল।

ওর শীতকালীন পোশাক ইউরোপিয়ান তরুণীদের পছন্দ হবার মত ছিল না। ডামার্ট থারমাল আণ্ডারঅয়্যার নির্দিষ্ট কিছু তৎপরতার জন্যে একটা বাধাস্বরূপ। লং জন-এর ওপর একটা ট্র্যাক স্যুট, হেভী রোলনেক সোয়েটার, প্যাড লাগানো স্কি প্যান্ট ও জ্যাকেট পরেছে ও। পায়ে মাকলাক বুট। মুখ ঢেকে রেখেছে থারমাল হুড, স্কার্ফ, উলেন হ্যাট আর গগলস। হাতে চামড়ার দস্তানা। সঙ্গে ছোট একটা প্যাক, ভেতরে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। আর ওর ওয়েবিং বেল্ট।

তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করল রানা, মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডেবে যাচ্ছে। দিনের আলোয় সরু ট্র্যাক দেখে রেখেছে, লক্ষ্য রাখল সেটা যেন হারিয়ে না ফেলে। ডান বা বাম দিকে ভুল পা ফেললে স্যাঁৎ করে নেমে যেতে পারে তুষার ঢাকা কোন গহ্বরে, ঢাল বেয়ে উঠে আসতে জান বেরিয়ে যাবে। এদিকে এ-ধরনের গর্ত সংখ্যায় অনেক, ছোট একটা গাড়ি অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে।

ব্রিফিং অফিসার যেমন বলেছিলেন, জায়গামতই পাওয়া গেল স্নো স্কুটার। ওটা ওখানে কিভাবে এল সে-প্রশ্ন কেউ তুলতে যাচ্ছে না। এঞ্জিন বন্ধ রেখে স্নো স্কুটারকে নড়ানো অত্যন্ত কঠিন, লুকানো জায়গা থেকে ওটাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করতে দশ মিনিট লেগে গেল। ফার গাছের শাখাগুলো যেমন নিচু তেমনি শক্ত, ভাঙবে তবু মচকাবে না। অতি কষ্টে লম্বা এক ঢালের মাথায় তোলা হলো ওটাকে, ঢালটা নিচের দিকে প্রায় এক কিলোমিটার নেমে গেছে। ধাক্কা দিতেই সচল হলো ওর বাহন, লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠে পড়ল রানা, পা দুটো সেঁধিয়ে দিল প্রটেকটিভ গার্ড-এ।

ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে নামতে শুরু করল স্নো স্কুটার, এক কিলোমিটার পেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তুষার বা বরফের ওপর দিয়ে ভেসে আসা শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা গেলেও, হোটেল থেকে যথেষ্ট দূরে রয়েছে রানা, এঞ্জিন স্টার্ট দিলে ওখানে কেউ শুনতে পাবে না। কম্পাস বেয়ারিং নিল ও, ঢাকনি পরানো টর্চ জ্বেলে ম্যাপের ওপর চোখ বুলাল। জ্যান্ত হয়ে উঠল ছোট্ট মোটর। থ্রটল খুলল রানা, গিয়ার এনগেজ করল, শুরু হলো ওর অভিযান। সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগল ওর।

রোভানেইমি ছিল আদর্শ জায়গা। শহরটা থেকে উত্তর দিকে, আরও নির্জন এলাকায়, দ্রুত সরে যাওয়া যায়। এখান থেকে দ্রুতগামী স্নো স্কুটারে রুশো-ফিনিশ বর্ডার মাত্র দু'ঘণ্টার পথ।

গরমের দিনে আর্কটিক সার্কেলের এই অংশটুকু তেমন বিপজ্জনক নয়। কিন্তু শীতকালে প্রচণ্ড বাতাস থাকে, ডীপ ফ্রিজ কণ্ডিশনে ভারি তুষারপাত সব কিছু ঢেকে দেয়, পথ চলা হয়ে ওঠে অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল ও ভীতিকর।

সবগুলো ট্রেনিং কোর্স শেষ করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা রানার। এরপর স্বভাবতই বিশ্রাম, ঘুম আর আরাম দরকার ওর। কিন্তু যে-ধরনের বিশ্রাম আর আরাম দরকার তা শুধু লণ্ডনে পাওয়া যেতে পারে। অন্তত ওর সেরকমই মনে হলো। ট্রেনিং চলার সময়, খুব যখন ধকল যাচ্ছে, লণ্ডনে ওর ফ্ল্যাটের ছবি ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কিন্তু ট্রেনিং শেষ করার পর, আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল ও, শরীরে কোথাও একবিন্দু ক্লান্তি নেই। দু'হপ্তা পর রোভানেইমিতে ফিরে ওর মনে হলো শরীরে অসম্ভব শক্তি এসে গেছে, অনেক দিন হলো যেটার অস্তিত্ব অনুভব করেনি।

রোভানেইমিতে সকাল সকাল ফিরল রানা, পিছনের দরজা দিয়ে পোলার হোটেলে ঢুকল। অন্যান্য সাব-এর সঙ্গে ওর গাড়িটাও এখানে রাখা আছে। বার্নাড ওয়াটসনের জন্যে একটা নোট লিখল, গাড়িটার মতিগতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করবে তাকে। তারপর একটা লিফট নিয়ে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এসে উঠে বসল পরবর্তী হেলসিঙ্কি ফ্লাইটে। এই পর্যায়ে রানার প্ল্যান ছিল হেলসিঙ্কিতে কানেকটিং ফ্লাইট ধরে সোজা লণ্ডনে ফিরে যাবে।

হেলসিঙ্কি ভান্তা এয়ারপোর্টে প্রায় পৌঁছে গেছে ডিসিনাইন-ফিফটি, সাড়ে বারোটা বাজে, এই প্রথম লীনা পেকারের কথা ভাবল রানা। সন্দেহ নেই চিন্তাটা পরিপুষ্ট হতে শুরু করল তরতাজা থাকার নতুন অনুভূতির সহায়তায়।

প্লেন টারমার্ক স্পর্শ করার পর দেখা গেল রানার প্ল্যান সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঢাকায় ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়নি ওকে, ফিরতে বলা হয়েছে লণ্ডনে, তা-ও নির্দিষ্ট কোন সময়-সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। তাছাড়া, যে প্রচণ্ড ধকল গেছে, অবশ্যই ছুটি পাবার অধিকার আছে ওর, যদিও বস্ ওকে বলে দিয়েছেন ফিনল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লণ্ডনে ফিরতে হবে ওকে।

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি শেরাটনে চলে এল রানা, নাম লেখাল খাতায়। পোর্টার ওর কেস রূমে আনার পরপরই লীনাকে টেলিফোন করল ও।

লীনার ফ্ল্যাটে, ছ'টা ত্রিশ মিনিটে। সারা শরীরে রোমাঞ্চ, আপনমনে মিটিমিটি হাসছে রানা।

ওর জানার কথা নয় পুরানো এক বান্ধবীকে ফোন করে, তাকে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এমন এক বিপদ ডেকে আনছে যে পরবর্তী কয়েক হপ্তা ওর জীবন সাংঘাতিক বদলে যাবে।

তিন

গরম পানিতে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো রানা, তারপর খুব সাবধানে কাপড় পরল। আবার অনেক দিন পর ধূসর গ্যাবার্ডিন স্যুট পরার সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাগছে ওর। শার্টটা নীল, লাল-নীল ডোরাকাটা টাই। এমনকি শীত যখন তুঙ্গে, হেলসিঙ্কির ভাল হোটেল-রেস্তোঁরায় আশা করা হয় সম্মানী অতিথিরা টাই পরবেন।

ভারি ভিপিসেভেনটি-র জায়গায় রানার বগলের নিচে এখন রয়েছে হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পি-সেভেন, স্প্রিং-ক্লিপ হোলস্টারে ভরা। নগ্ন ও নির্লজ্জ শীতকে ঠেকাবার জন্যে স্যুটের ওপর ভারি একটা গ্রেটকোট চড়িয়েছে, সঙ্গে উল দিয়ে তৈরি একটা হুডও আছে। ফলে চেহারায় সামরিক অফিসার সুলভ একটা ভাব এসে গেছে।

ট্যাক্সি দক্ষিণ দিকে ছুটল। রাস্তা আর ফুটপাথ থেকে তুষার সরিয়ে দু'পাশে স্তূপ করা হয়েছে। তুষারের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো, শাখাগুলো থেকে নিচে নেমে এসেছে বরফের ঝুরি। দূর থেকেই ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখা গেল, ছুঁচালো টাওয়ার আকাশের দিকে যেন আঙুল তাক করে আছে।

কুয়াশা আছে, তবে প্রায় স্বচ্ছ। ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত আপেনস্কাই ক্যাথেড্রাল দেখে রানা বুঝতে পারল মস্কোর দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করার দরকার হলে চিত্র-নির্মাতারা হেলসিঙ্কিতে আসে কেন।

জঙ্গল আর মরুভূমির মধ্যে যেমন কোন মিল নেই, এই দুটো শহরের মধ্যেও ঠিক তাই। ফিনিশ রাজধানীর আধুনিক বিল্ডিংগুলোর ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে সৌন্দর্য ও সুরুচিকে প্রাধান্য দিয়ে, সে তুলনায় মস্কোর ভবনগুলো মোচাকৃতি দানব যেন এক একটা। মিল দেখে বিস্মিত হতে হয় দুই শহরের পুরানো এলাকার—শহর যেন একটাই, অপরটা আয়নায় সেটার প্রতিফলন। সরু রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে, ছোট ছোট চৌরাস্তা, প্রতিটি বাড়ির সামনের অংশ অলংকৃত, মনে করিয়ে দেয় এক সময় পুরো মস্কো শহরটাই এরকম ছিল—জার আমলের দুঃসময়, রাজকুমার আর রাজকুমারীদের সুসময়, বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষ। রানা ভাবল, এখন ওখানে পলিটব্যুরো আছে, কেজিবি আছে, আর আছে সাধারণ মানুষকে শোষণ করার পদ্ধতি, এবং কমিউনিজমকে ব্যর্থ করার আয়োজন।

লীনা যে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে থাকে সেখান থেকে এসপ্লানেড পার্ক দেখা যায়, ম্যানারহেইমিনটাই-এর দক্ষিণ-পুব কোণে। শহরের এই অংশে আগে কখনও আসেনি রানা, কাজেই বিস্মিত হবার সুযোগ ও ভ্রমণের আনন্দ পাচ্ছে।

দু'সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে লম্বা এক ফালি পার্ক। চিহ্ন দেখে বোঝা যায় গরমের দিনে এখানে গাছের ঠাণ্ডা ছায়া পাওয়া যায়, ঝোপ ঢাকা সরু পথে হাঁটা যায়। এখন, শীতের সময়, এসপ্লানেড পার্ক পরিণত হয়েছে নানা বয়েসী শিল্পীদের

স্বর্গে। স্নো স্কাল্পচার প্রদর্শনের খোলা গ্যালারি বললেই হয়। তাজা তুষার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য দৃশ্য, তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। পুরুষ ও নারীর জোড়া মূর্তি থেকে শুরু করে নৃত্যরত ব্যালেরিনা, ভাষণদানরত শ্রমিক নেতা, জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো নাবিক, ঘোড়সওয়ার, পিকনিক পার্টি, দলবদ্ধ শিশু, কি নেই। দেখেও বিশ্বাস হয় না যে এগুলো বরফ বা তুষারের তৈরি, মনে হবে কাঠ বা মেটাল ব্যবহার করা হয়েছে, এমনই নিখুঁত শিল্পকর্ম। ট্যাক্সি থামল এক দম্পতির সামনে, পরস্পরকে শক্তভাবে আলিঙ্গন করে আছে তারা, যেন বিচ্ছিন্ন হবে শুধু বসন্ত এলে।

পার্কের চারধারে বাড়িগুলো বেশিরভাগই পুরানো, তবে দু'চারটে আধুনিক ধাঁচের ভবনও চোখে পড়ল। রাস্তায় কোন লোকজন নেই, একদম ফাঁকা। পার্কেও শুধু শিল্পীরা কাজ করছে, কোন দর্শক নেই। কে জানে, এরা হয়তো সবাই শিল্পী, কাজেই দর্শক হবার সুযোগ নেই কারও।

কোন কারণ নেই, তবু রানার মনে হলো লীনা নিশ্চয়ই কোন নতুন ভবনে বাস করে। কিন্তু না, ঠিকানা মিলিয়ে পুরানো একটা পাঁচতলা বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়াল ও। প্রতিটি জানালায় শাটার লাগানো, সবগুলো বন্ধ। বিল্ডিংটা নতুন রঙ করা হয়েছে— সবুজ। বাড়ির সামনের অংশে বিভিন্ন রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে ফুল, পাখি ইত্যাদি। ভেতরে ঢোকার একটাই দরজা, কাঁচ মোড়া, তালা লাগানোর কোন ব্যবস্থা নেই।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। এক পাশে একসারি মেইলবক্স, খুদে ফ্রেমে আটকানো রয়েছে একটা করে কার্ড, যারা এখানে বাস করে তাদের নাম লেখা। হলওয়ে আর সিঁড়িতে কার্পেট নেই। নতুন রঙ করা হয়েছে, গন্ধটার সঙ্গে মাংস রান্নার ঘ্রাণ আসছে। চারতলায় থাকে লীনা।

গ্রেটকোটের বোতাম খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে দুটো করে দরজা, ডান ও বাম দিকে, চেহারাই বলে দিল অত্যন্ত মজবুদ আর নিরেট। প্রতিটি দরজার পাশে কলিংবেলের বোতাম, বোতামের নিচে খুদে ফ্রেমে একটা করে কার্ড, যেরকম নিচতলায় দেখে এসেছে ও।

শেষ প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় থ্রীএ লেখা দরজাটা দেখতে পেল রানা। লীনার নাম লেখা কার্ডটাও চোখে পড়ল। স্রেফ কৌতূহলবশত থ্রীবি-র কার্ডটাও পড়ল রানা। লীনার পাশের ফ্ল্যাটে বাস করেন এক মেজর ভদ্রলোক, সি. মেরাক। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল অবসরপ্রাপ্ত একজন সামরিক অফিসারকে, তাঁর সময় কাটে ওয়র পেইন্টিং, রণকৌশল সম্পর্কে বই, যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে। স্বাধীনতার জন্যে তিনবার রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে ফিনল্যাণ্ডকে। ফিনিশ প্রকাশকরা সে-সব যুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে অসংখ্য বই ছেপেছে।

লীনার কলিংবেল বাজাল রানা। তারপর দরজার ঠিক মাঝখানে মুখ করে দাঁড়াল, ছোট্ট স্পাই-হোলে চোখ রাখলে ভেতর থেকে যাতে দেখা যায় ওকে।

ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে চেইন খোলার আওয়াজ ভেসে এল। তারপর খুলে গেল

দরজা।

ওই তো, দোরগাড়ায় দাঁড়িয়ে লীনা। সিল্ক আলখেল্লা পরেছে, বেল্টটা আলগা করে নাভির কাছে বাঁধা। সেই পরিচিত লীনা, হাস্যময়ী ও লাস্যময়ী।

লীনার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখল রানা, যেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কিছু উচ্চারণ করতে চাইছে। ঠিক সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল, এ মেয়ে ওর পরিচিত লীনা নয়। এর গালের দু'পাশে লালচে আভা নেই, সাদাটে হয়ে আছে। দরজা ধরে থাকা হাতটা কাঁপছে। ঘন কালো চোখের তারায় ভয়ের ছায়া।

ইনটিউইশন, বিসিআই ট্রেনিঙে শেখানো হয়েছে, তোমার অর্জন করতে হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—এ জিনিস কেউ জন্মসূত্রে পায় না।

গলা চড়িয়ে রানা বলল, 'সাত সাগরের ওপার থেকে তোমার বন্ধু এসেছে।' সেই সঙ্গে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল, জুতোর একটা পাশ দরজার গায়ে। 'আমাকে দেখে খুশি হওনি?' কথা শেষ করেনি, তার আগেই বাঁ হাত দিয়ে লীনার কাঁধ আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, স্যাঁৎ করে টেনে নিল তাকে ল্যাণ্ডিঙে। ওর ডান হাত এরইমধ্যে অটোমেটিক স্পর্শ করেছে। তিন সেকেণ্ডেরও কম সময়ের ভেতর মেজর সি. মেরাক-এর দরজার গায়ে পিঠ ঠেকল লীনার, একটা লাফ দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়েছে রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে হেকলার অ্যাণ্ড কোচ।

লোক ওরা দু'জন। ছোটখাট এক ছুঁচোমুখো, পক্সের দাগ চেহারাটাকে চাঁদের উল্টোপিঠ করে রেখেছে, দাঁড়িয়ে আছে রানার বাম দিকে, ভেতর দিকের দেয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। ওখান থেকে লীনার দিকে একটা রিভলভার তাক করে কাভার দিচ্ছিল সে, দেখে মনে হলো ওটা একটা চার্টার আর্মস আণ্ডারকভার থারটিএইট স্পেশাল। কামরার দূর প্রান্তে প্রকাণ্ডদেহী অপর লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ক্রোম আর লেদার দিয়ে তৈরি এক সেট সোফার কাছে। বিশাল শরীর, হাত দুটো শরীরের তুলনায় বেমানান রকম বড়। দৃষ্টি কাড়ে নাকটাও, হাতের মত সেটাও অতিরিক্ত লম্বা। দেখে মনে হলো নিরস্ত্র।

ছুঁচোর রিভলভার রানার বাম দিকে উঠে এল, একই সঙ্গে পা বাড়াল প্রকাণ্ডদেহী। রানা হামলা চালাল অস্ত্রটার ওপর। বড়সড় হেকলার অ্যাণ্ড কোচটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করল ও, যদিও হাত থেকে ছাড়েনি। ছুঁচোর কব্জিটা গুঁড়ো না হলেও, নির্ঘাত ফাটল ধরেছে হাড়ে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, হাত থেকে ছিটকে গেল রিভলভার।

হেকলার অ্যাণ্ড কোচ দৈত্যটার দিকে তাক করল রানা, বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ছুঁচোকে, হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে সরিয়ে এনে ব্যবহার করল ঢাল হিসেবে। একই সময়ে ভাঁজ করা একটা হাঁটু সবেগে ওপরে তুলল ও। কুঁজো হয়ে গেল ছুঁচো, অক্ষত হাত দিয়ে তলপেটের নিচেটা চেপে ধরল। শুয়োরের মত গোঙাতে গোঙাতে রানার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

প্রকাণ্ডদেহীকে দেখে মনে হলো, অস্ত্র দেখে ভয় পায়নি সে। তারমানে হয় সে অসম্ভব সাহসী, নয়ত মানসিক বৈকল্যের শিকার। একটা হেকলার অ্যাণ্ড কোচ এত কাছ থেকে যে-কোন মানুষের বেশিরভাগটাই উড়িয়ে দেবে।

পায়ের ওপর মোচড় খাচ্ছে ছুঁচো, পিছিয়ে এসে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা তাকে। অস্ত্রটা সামান্য উঁচু করল, পুরোটা হাত লম্বা হয়ে আছে, চিৎকার করে থামতে বলল দৈত্যটাকে। 'থামো, নয়তো পটল তুলবে!' হুমকি নয়, নির্দেশ, কারণ ইতিমধ্যে ট্রিগারে ওর আঙুল চেপে বসেছে।

কিন্তু রানার নির্দেশ কানে তুলল না লোকটা। তার বদলে অশুদ্ধ রুশ ভাষায় খিস্তি করল সে। রানা নাকি ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কি কি সব করে অভ্যস্ত।

অকস্মাৎ ঠিকরে একপাশে সরে গেল লোকটা, এত দ্রুত যে রানার চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়তে দেরি হয়ে গেল। ওর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ সে, সাংঘাতিক ক্ষিপ্র। এক পাশে সরে যাচ্ছে লোকটা, অস্ত্রের মাজল বরাবর আবার তাকে পাবার জন্যে নড়ে উঠল রানা। এতক্ষণে তীক্ষ্ণ, অপ্রত্যাশিত ব্যথাটা ডান কাঁধে অনুভব করল ও।

ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে, মুহূর্তের জন্যে তাল হারিয়ে ফেলল রানা। হাত দুটো ঝুলে পড়ল, সেই সঙ্গে সবেগে ওপর দিকে উঠে এল দানবটার একটা পা। রানা উপলব্ধি করল, শত্রুকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে ও। তবে মানুষ সম্পর্কে যে তার ধারণা সব সময় ঠিক হবে, এ সম্ভব না। আজ শক্ত এক লোকের পাল্লায় পড়েছে—একজন অভিজ্ঞ খুনী, ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ লোক।

এ-সব উপলব্ধির সঙ্গে আরও তিনটে বিষয়ে সচেতন রানা। কাঁধের ব্যথা, লাথি খেয়ে হাত থেকে ছুটে গেছে অস্ত্রটা, ওর পিছনে গোঙানোর একটা আওয়াজ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মার খেয়ে পালাচ্ছে ছুঁচো, সিঁড়ি থেকে ভেসে আসছে তার নেমে যাবার শব্দ।

দৈত্যটা আবার এগিয়ে এল। একটা কাঁধ ঢালু হয়ে আছে, রানার দিকে পাশ ফিরে এগোচ্ছে সে।

দ্রুত নিজের ডান দিকে পিছু হটল রানা এক পা, সরে এল দেয়াল ঘেঁষে। নড়ার সময় চোখে পড়ল কাঁধে ব্যথা পাবার কারণটা। দরজার চৌকাঠে আট ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি গাঁথা রয়েছে—হাতলটা শিঙের তৈরি, ফলাটা ডগার কাছে বাঁকানো। এই ছুরি দিয়ে সাধারণত চামড়া ছাড়ানো হয়, বিশেষ করে হরিণের।

হাত তুলে হাতলটা ধরে ফেলল রানা। ইতিমধ্যে ব্যথায় অবশ হয়ে গেছে ওর কাঁধ। স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল আবার, ডান হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে ছুরিটা, ফলা ওপর দিকে তাক করা, ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে হাতলের সামনেটা দু'আঙুলে ধরে আছে। ট্রেনিঙের সময় বারবার বলা হয়েছে, ছুরি হাতে কখনও আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না, সব সময় আক্রমণে থাকবে।

ঘুরল রানা, লোকটার দিকে পুরোপুরি ফিরল, ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে একটা পা—ক্লাসিক নাইফ-ফাইটিং পজিশন।

রীতি-পদ্ধতি জানা আছে লোকটার, তার গতি শ্লথ হয়ে পড়ল। রানা ধারণা করল, ইংরেজিতে যাকে নাইফম্যান বলে, সে তাই; আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু

জানে না। টেপ দিয়ে আটকানো একাধিক ছুরি রয়েছে তার কাছে, প্রকাণ্ড ডান হাতে একই ধরনের আরেকটা ছুরি দেখা যাচ্ছে এখন।

'আমার আত্মীয়াদের সম্পর্কে কি যেন বলছিলে তুমি,' গমগম করে উঠল রানার গলা, ওর রুশ ভাষা প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক ভাল।

দৈত্যটা নিঃশব্দে হাসল, হলদেটে দাঁত বের করে। 'যেন মনে হচ্ছে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, মি. রানা?'

দু'জনেই ওরা চক্কর মারছে। লাথি মেরে একটা চেয়ার সরাল রানা, বাড়িয়ে নিল যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি। ছুরিটা এক হাত থেকে আরেক হাতে লোফালুফি শুরু করল প্রতিপক্ষ, হালকা পায়ে ঘুরছে, মুহূর্তের জন্যেও স্থির নয়, ক্রমশ ছোট করে আনছে বৃত্ত। এটা পরিচিত একটা কৌশল, প্রতিপক্ষকে ভাবতে দাও যে-কোন মহূর্তে আক্রমণ হবে, কিন্তু অযথা দেরি করো, ফলে সে-ই ধৈর্য হারিয়ে আক্রমণ করে বসবে। উদ্দেশ্য হলো তাকে কাছে আসতে বাধ্য করা, তারপর আঘাত হানো।

আয় ব্যাটা, ভাবছে রানা, কাছে আয়।

বৃত্তটা আরও ছোট করে ফেলল প্রতিপক্ষ, যেন বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়। রানা তাকিয়ে আছে তার চোখ দুটোর ওপর, তবে খেয়াল রেখেছে ছুরিটার দিকে। এখনও সেটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে লোকটা। প্রতিবার শূন্য থেকে ধরার সময় তালুর ওপর শব্দ করছে হাতলটা। আলো লেগে ঝিক করে উঠছে ফলা।

ব্যাপারটার ইতি ঘটল অকস্মাৎ ও দ্রুত।

আরও কয়েক ইঞ্চি কাছে সরে এল লোকটা, আগের মতই ঘন ঘন হাতবদল করছে ছুরি। স্যাঁৎ করে সামনে বাড়ল রানা, ল্যাং মারার ভঙ্গিতে ডান পা লম্বা করে দিল, পায়ের গোড়ালি প্রতিপক্ষের দু'পায়ের মাঝখানে পৌঁছে গেল। একই সময়ে ছুরিটা ডান দিক থেকে বাম দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর ভান করল রানা, যেন আবার ডান হাতে ছুরিটা ফিরিয়ে আনতে চাইছে, ঠিক যেমনটি আশা করবে ওর প্রতিপক্ষ।

চমৎকার এই মুহূর্তটি রানার নিজের তৈরি। ও দেখল, লোকটার চোখ সামান্য একটু ঘুরে গেল, যেদিকে ছুরিটার যাবার কথা। এক পলকেরও কম সময়ের জন্যে তার চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল। রানার বাম হাত দু'ইঞ্চি উঁচু হলো, পরমুহূর্তে সবেগে লম্বা হলো নিচের দিকে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘষায় ধাতব শব্দ শোনা গেল।

ছুরিটা হাতবদল করছিল লোকটা। ওটা তার দু'হাতের মাঝখানে শূন্যে থাকতে রানার ফলা আঘাত করল, ফেলে দিল মেঝেতে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় মেঝেতে ডাইভ দিয়ে পড়ল লোকটা, হাতটা লম্বা করে দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করল ছুরিটার। রানার ছুরি ওপর দিকে উঠে এল।

দ্রুত সিধে হলো লোকটা, হাঁপানোর শব্দ বেরিয়ে এল নাক থেকে। একটা হাত উঠে গেল মুখে, ওখানে একটা খাল কেটেছে রানার ফলা, কান থেকে চোয়াল পর্যন্ত লম্বা। দ্রুতগতি দ্বিতীয় আঘাতে ফলাটা তার মুখে তোলা হাত চিরে দিল। এবার রাগ আর ব্যথায় বাঘের মত হুংকার ছাড়ল দৈত্য।

রানা তাকে খুন করতে চায় না। ফিনল্যাণ্ডে সে-ধরনের ঝুঁকি নেবে না ও। অন্তত এই পরিস্থিতিতে। আবার ঠিক এই অবস্থায় ব্যাপারটা ফেলে রাখাও যায় না।

রানাকে আবার এগোতে দেখে প্রতিপক্ষের চোখ অবিশ্বাসে ও ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। আবার ওপর দিকে উঠল ছুরি, মুখের অপর অংশে লম্বা এবড়োখেবড়ো নর্দমা তৈরি করল, কেটে নিল একটা কানের লতি।

চেহারাই বলে দিল পালাবার পথ খুঁজছে প্রতিপক্ষ। হোঁচট খেয়ে এক পাশে সরে গেল সে, তারপর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে দরজার দিকে ছুটল। মনে মনে স্বীকার করল রানা, প্রথমে যেমন ধারণা হয়েছিল ওর, লোকটা তারচেয়ে বুদ্ধিমান।

কাঁধের ব্যথাটা ফিরে এল আবার, সেই সঙ্গে আচ্ছন্ন একটা ভাব। কাঠের সিঁড়িতে দৈত্যের ভারি পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও। না, লোকটাকে ধাওয়া করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই।

'রানা?' কামরায় ফিরে এসেছে লীনা। 'কি করব বলে দাও আমাকে। পুলিস ডাকব, নাকি…?' আতংকিত দেখাল তাকে, মুখে রক্ত নেই।

লীনার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কি বললে?'

'পুলিসকে খবর দেব?'

'না। না, পুলিসকে খবর দেয়ার দরকার নেই, লীনা।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা। 'দরজা বন্ধ করো, চেইন লাগাও। তারপর জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখো।'

রানার মনে হলো, আশপাশের প্রতিটি জিনিস যেন ওর কাছ থেকে দূরে সরে আছে। চিন্তাশক্তি ঠিক মত কাজ না করলেও, একটা ব্যাপারে বিস্মিত হলো ও। লীনা ওর কথা মতই করল কাজগুলো। সাধারণত তর্ক করা তার স্বভাব। লীনা এমন একটা মেয়ে, যাকে কেউ নির্দেশ দিতে পারে না।

'কিছু দেখছ?' রানার নিজেরই মনে হলো, গলার আওয়াজটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

'একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। কোন লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি না…'

কামরাটা দুলে উঠল, তারপর আবার স্থির হলো।

'…রানা, তোমার কাঁধ!' নিজের পাশে লীনার উপস্থিতি অনুভব করল রানা, তার গন্ধ পেল নাকে।

'ঠিক কি ঘটেছে আমাকে বলো, লীনা,' বলল ও। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওরা ভেতরে ঢুকল কিভাবে? ওরা কারা? তুমি ওদের চেনো?'

'তোমার কাঁধ, রানা!'

কাঁধের দিকে তাকাল রানা। গ্রেটকোট থাকায় আঘাত গুরুতর হতে পারেনি। তবু চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকেছে ফলা, কাপড় ভিজিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছে

রক্ত।

'আগে আমাকে বলো কি ঘটেছে,' রানা তাগাদা দিল।

'রানা, তুমি আহত! প্রথমে আমি ক্ষতটা বেঁধে দিই।'

আপোষ করল ওরা, কাপড় খুলে খালি গা হলো রানা। কাঁধের মাংসে কাস্তে আকৃতির ক্ষতটা আধ ইঞ্চি গভীর, দেড় ইঞ্চি লম্বা। ডিজইনফেকট্যান্ট, গরম পানি, টেপ আর গজ ব্যবহার করল লীনা, ক্ষতটা ধুয়ে তুলো দিয়ে ঢেকে দিল। কাজ করছে, কথাও বলছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে শান্ত, তবে রানা লক্ষ করল তার হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। কথাও বলছে খুব ধীরে ধীরে, বারবার থামছে, যেন দ্রুত সব কথা মনে করতে পারছে না।

রানা কলিংবেল বাজাবার দু'মিনিট আগে খুনী দু'জন এসেছিল। 'আসলে অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় দিশে হারিয়ে ফেলি। তাড়াহুড়ো করে ঘরদোর গুছাচ্ছিলাম, মনেও ছিল না যে দরজায় চেইন লাগানো নেই। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ভাবলাম তুমি এসেছ। স্পাইহোলে চোখ রেখে একবার দেখলামও না।' দরজা খুলতেই আগন্তুকরা জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়ে, পিছু হটতে বাধ্য হয় লীনা। ভেতরে ঢুকে আওয়াজ করতে নিষেধ করে লীনাকে, তা না হলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তারপর নির্দেশ দেয়, কি করতে হবে বলে দেয় তাকে। জানায়, তাদের নির্দেশ অমান্য করা হলে খুন তো করা হবেই, তার আগে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রেপও করা হবে।

রানা বিবেচনা করে দেখল, এরকম পরিস্থিতিতে একমাত্র যে কাজটি করা দরকার ঠিক সেটাই করেছে লীনা। ও বুঝতে পারছে, লীনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রশ্ন অনেকগুলো, উত্তর পেতে হলে লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে ওকে, এজেন্সি-চ্যানেলের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। একজন এসপিওনাজ এজেন্টের পেশাগত জীবনে এ-ধরনের ঘটনা বিচিত্র বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, তবে এরই মধ্যে ঘটনাটার মধ্যে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে বলে সন্দেহ হতে শুরু করেছে ওর। ও এখানে পৌঁছুনোর দু'মিনিট আগে এসেছে আততায়ীরা, তারমানে ওর ট্যাক্সি এসপ্ল্যানেড পার্কে থামার অপেক্ষায় ছিল তারা।

'যাই হোক, দরজা খুলেই ইঙ্গিত দেয়ায় ধন্যবাদ,' বলল রানা, আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে টেপ লাগানো কাঁধটা নাড়াচাড়া করছে।

মুখ ভার করল লীনা। 'আমি তোমাকে কোন ইঙ্গিত দেইনি। আতংকে স্রেফ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'এটা তোমার বিনয়,' লীনার দিকে ফিরে হাসল রানা। 'তুমি আসলে ভয় পাবার অভিনয় করছিলে। সত্যি কেউ ভয় পেয়েছে কিনা আমি তার চেহারা দেখেই বলে দিতে পারি।'

ঝুঁকল লীনা, চুমো খেলো রানাকে, তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'রানা, আমার এখনও ভয় করছে। সত্যি যদি জানতে চাও, ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে আছি। অস্ত্রটা সম্পর্কে কি জবাব দেবে তুমি? তোমার প্রতিক্রিয়াও একটা প্রশ্ন তুলেছে। আমি তো জানতাম তুমি স্রেফ একজন সিভিল সার্ভেন্ট।'

'তোমার জানায় কোন ভুল নেই। সিনিয়র অ্যাণ্ড ভেরি সিভিল।' থামল রানা, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তোলার জন্যে প্রস্তুতি নিল। কিন্তু ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল লীনা।

সরে গেল সে, হাঁটার সময় মনে হলো কোন উদ্দেশ্য নেই, তারপর হঠাৎ বাঁক নিয়ে ঝুঁকল, দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা রানার অটোমেটিকটা তুলে নিল দ্রুত।

রানা তাকিয়ে আছে, স্থির পাথর। ফিরে আসছে লীনা।

পিস্তলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে। অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে তাকে। 'আবার কি ফিরে আসবে ওরা?' একটা ঢোক গিলে জানতে চাইল লীনা। 'আবার আমার ওপর হামলা হতে পারে?'

'শোনো,' বলল রানা, হাত দুটো মেলে দিল দু'দিকে, 'বিশেষ কোন কারণে দু'জন গুণ্ডা আমার পিছনে লেগেছে। কেন, সত্যি আমি জানি না। হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে আমি সামান্য বিপজ্জনক দায়িত্ব পালন করি—অস্ত্রটা সেজন্যেই রাখতে হয় সঙ্গে। কিন্তু হেলসিঙ্কিতে কেন ওরা আমার ওপর হামলা চালাবে, এ আমি বুঝতে পারছি না।'

রানা আরও জানাল, এ-সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো লণ্ডনে ফিরে জানতে পারবে ও। আর, ও চলে গেলে, লীনার বিপদ কেটে যাবে। আজ রাতে লণ্ডনগামী কোন ফ্লাইট নেই, তারমানে নিয়মিত ফিনএয়ার সার্ভিসের অপেক্ষায় কাল সকাল পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে ওকে। সবশেষে বলল, 'আমাদের ডিনার ভেস্তে গেছে।' হাসিটা ক্ষমাপ্রার্থনার।

লীনা জানাল, ফ্ল্যাটেই খেতে পারে ওরা। কথা বলার সময়, রানা লক্ষ করল, তার গলা কাঁপছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলো, প্রশ্ন যা করার এখুনি করা দরকার, তবে আসল সমস্যার কথা পরে তোলাই ভাল। আসল সমস্যা হলো, আততায়ীরা জানল কিভাবে হেলসিঙ্কিতে রয়েছে ও? কিভাবে খবর পেল লীনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে আজ?

'তোমার গাড়ি আছে, লীনা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাছাকাছি কোথাও?'

নিচে গাড়ি ও পার্কিং স্পেস দুটোই আছে, জানাল লীনা।

'পরে তোমার কাছে আমি একটা উপকার চাইতে পারি,' জানিয়ে রাখল রানা।

'খুশি হব, অপেক্ষায় থাকব,' বলে হাসতে চেষ্টা করল লীনা।

'গুড। এ-প্রসঙ্গে আবার ফেরার আগে, আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে।' সাধারণ সব প্রশ্ন, দ্রুত একের পর এক উচ্চারণ করে যাচ্ছে রানা। লীনাকে চাপের মধ্যে রেখেছে, সে যাতে দ্রুত উত্তর দেয়, চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না নিয়ে বা কোন প্রশ্ন এড়িয়ে না গিয়ে।

'ফিনল্যাণ্ডে তুমি তোমার বন্ধু বা সহকর্মীদের আমার কথা জানিয়েছ কখনও? আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত?'

'অবশ্যই জানিয়েছি।'

'ফিনল্যাণ্ডে জানিয়েছ, অন্যান্য দেশে?'

'যখন যেখানে গেছি, যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদের প্রসঙ্গ উঠলে

সবার আগে তোমার নামটাই বলেছি।'

'ফিনল্যাণ্ডে বা বিদেশে, যাদেরকে আমার কথা বলেছ, সব মিলিয়ে কতজন হবে তারা? তাদের নাম বলতে পারবে?'

কয়েকটা নাম বলল লীনা, বেশিরভাগই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, নয়ত সহকর্মী, যাদের সঙ্গে সে কাজ করে।

রানা জানতে চাইল, ওর কথা আলোচনা করছে এ-সময় আশপাশে কেউ ছিল? এরকম কোন ঘটনার কথা তার মনে পড়ে? এমন কোন পুরুষ বা মেয়ে, যাকে লীনা চেনে না? উত্তরে লীনা বলল, এরকম ঘটতে পারে, তবে সেরকম কোন ঘটনার বিবরণ দিতে পারল না।

রানার পরবর্তী প্রশ্ন, 'শেরাটন থেকে যখন তোমার অফিসে ফোন করলাম, তোমার সঙ্গে কেউ ছিল?'

'না।'

'ফোন কলটা অন্য কোথাও থেকে শোনা যেতে পারে, সেরকম সিস্টেম আছে?'

'সম্ভবত পারে। সুইচবোর্ডের কেউ হয়তো শুনেছে।'

'আমি ফোন করার পর কারও সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে আলাপ করেছ? কাউকে বলেছ আমি হেলসিঙ্কিতে? সাড়ে ছ'টায় তোমাকে তুলে নিতে এখানে আসছি?'

লীনা বলল, 'মাত্র একজনকে বলেছি। বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ তার সঙ্গে আজ আমার ডিনার খাবার কথা ছিল। আমাদের অফিসেই অন্য এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করে সে। ডিনারে বসে তার সঙ্গে কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা হবার কথা ছিল আজ আমার।'

মেয়েটার নাম বেটিনা মর্টিমার। তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে বেশ অনেকটা সময় ব্যয় করল রানা। অবশেষে থামল ও, দাঁড়াল, হেঁটে এল জানালার সামনে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল নিচে।

নিচের দৃশ্য ফাঁকা, খানিকটা ভূতুড়ে। জমাট বাঁধা স্কাল্পচারগুলো তুষারের ওপর কিম্ভূতকিমাকার ছায়া ফেলেছে। উল্টোদিকের ফুটপাথে ফার মোড়া একজোড়া সচল পোঁটলা দেখা গেল, মানুষ বলে চেনা দায়। রাস্তার দু'দিকেই বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, ওগুলোর মধ্যে অন্তত দুটো এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, লীনার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখতে হলে ওই দু'জায়গাই সবচেয়ে সুবিধেজনক। রানার মনে হলো, একটা গাড়ির ভেতর কেউ যেন নড়ে উঠল। সিদ্ধান্ত নিল, যখনকার সমস্যা তখন দেখা যাবে।

ফিরে এসে চেয়ারে বসল আবার।

'ইন্টারোগেশন শেষ হয়েছে?' জানতে চাইল লীনা।

'ওটাকে ইন্টারোগেশন বলে না।' পকেট থেকে গানমেটাল সিগারেট কেস বের করে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'একদিন, হয়তো, তোমাকে দেখাব ইন্টারোগেশন কাকে বলে। মনে আছে, বলেছি, একটা উপকার চাইতে হতে পারে?'

'চেয়ে দেখো পাও কিনা।'

হোটেলে ওর লাগেজ আছে, লীনাকে জানাল রানা। লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে হবে ওকে। ভোর চারটে পর্যন্ত তার ফ্ল্যাটে থাকতে পারে ও? 'আমি চাই তোমার গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরব, তারপর বিল মিটিয়ে চুপিসারে কেটে পড়ব। তোমার গাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে এখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।'

'গাড়ি চালিয়ে কোথাও তুমি যাচ্ছ না, রানা,' বলল লীনা, তার গলায় জেদ। 'তোমার কাঁধের অবস্থা সিরিয়াস। ওটার চিকিৎসা দরকার। হ্যাঁ, ভোর চারটে পর্যন্ত এখানে তুমি আমার কাছে থাকতে পারো—সেটা কোন সমস্যা না। তারপর আমিই তোমাকে গাড়ি করে হোটেলে, তারপর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। কিন্তু অত ভোরে কেন? তোমার ফ্লাইট তো সকাল ন'টায়। তুমি এখান থেকে ফোন করে টিকেট রিজার্ভ করতে পারো।'

আরেকবার ব্যাখ্যা করল রানা, লীনার সঙ্গ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করা উচিত ওর। তার সঙ্গে ও থাকলে তার বিপদের আশংকাও থেকে যাবে। 'সেজন্যেই ভোরবেলা চলে যেতে চাইছি। তাতে আমারও কিছু সুবিধে আছে। এয়ারপোর্টের মত জায়গায় এমনভাবে পজিশন নেয়ার সুযোগ থাকে, যেখানে হঠাৎ কেউ তোমাকে চমকে দিতে পারবে না। আর, না, তোমার ফোন ব্যবহার করব না—কেন, বুঝতেই পারছ।'

সমস্ত ব্যাপারে একমত হলেও, লীনার একই জেদ সে-ই গাড়ি চালাবে। রানা ভাবল, লীনা লীনাই, তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

'তোমাকে এখন আগের চেয়ে সুস্থ দেখাচ্ছে।' রানার গালে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল লীনা। 'হুইস্কি?'

'মার্টিনি,' বলল রানা। 'আমার পছন্দ তুমি জানো।'

কিচেনে চলে গেল লীনা, একটা জগে রানার পছন্দসই মার্টিনি তৈরি করল। প্রায় বছর তিনেক আগে, লণ্ডনে, রানাই ওকে শিখিয়েছিল এই বিশেষ রেসিপি-র রহস্য। পদ্ধতিটা নির্দিষ্ট একটা কাগজে ছাপা হবার পর অভিজাত কিছু লোকের জন্যে আকাঙ্ক্ষিত মান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমবার গ্লাস খালি করার পর কাঁধের ব্যথাটা অনেক কমে গেল। দ্বিতীয় গ্লাসটা ধীরে ধীরে খালি করল রানা, মনে হলো প্রায় আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। 'তোমার সিল্ক আলখেল্লাটা দারুণ পছন্দ আমার।' ওর মন শরীরকে উদ্দেশ করে সংকেত দিতে শুরু করেছে। আর, আহত হোক বা না হোক, সাড়াও দিচ্ছে শরীর।

'শোনো তাহলে,' লাজুক হাসি দেখা গেল লীনার ঠোঁটে, 'তোমাকে সত্যি কথাই বলি। আমি আগেই এখানে তোমার জন্যে ডিনারের আয়োজন করে রেখেছি। বাইরে বেরুনোর কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। রান্না শেষ করে ঘরদোর গুছাচ্ছি, এই সময় ওই লোকগুলো···ওই গুণ্ডাগুলো কলিংবেল বাজাল। কাঁধ কি বলে?'

'দাবা বা যে-কোন ইনডোর গেমের নাম বলো, খেলতে কোন অসুবিধে হবে না আমার।'

'ঠিক তো?' লীনার চোখে ক্ষীণ দ্বিধা। 'নাকি খেলতে নেমে ভুল-ভাল করে বসবে?'

'ঠিক, বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

লীনার হাতটা শুধু নড়ে উঠল, সিল্ক আলখেল্লাটা খসে পড়ল কোমর থেকে। 'বলছিলে, তোমার পছন্দ আমি নাকি জানি,' হালকা সুরে বলল সে। 'তবে, আবার বলছি, বুঝে দেখো নিজের ওপর জোর খাটাতে হবে কিনা।'

রানা জবাব দিল, 'কাজের সময় আমাকে আর কথা না বলালে খুশি হই।'

খেতে বসল ওরা প্রায় মাঝরাতে। মোমবাতি জ্বেলে টেবিল সাজাল লীনা। সাধারণ খাবার, তবে যত্ন করে রান্না করেছে লীনা, ফলে খাওয়া শেষ হবার পরও স্বাদ লেগে থাকল মুখে। সবশেষে তরল চকলেট পরিবেশন করল সে।

চারটের আগেই কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে গেল রানা, এক গাদা গরম কাপড়ে লীনাও ঢেকে নিল নিজেকে। ঠিক চারটের সময় দরজা খুলে বেরুল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে রানার পিছু পিছু নামতে শুরু করল লীনা।

পিসেভেন হোলস্টার থেকে বের করে হাতে রেখেছে রানা, রাস্তায় বেরুবার সময় ছায়ার ভেতর থাকল। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে রাস্তা পেরুল, জমাট বাঁধা তুষারে পিচ্ছিল হয়ে আছে রাস্তা। প্রথমে একটা ভলভোর পাশে থামল ও, তারপর একটা অডি-র পাশে। ভলভোয় একজন লোক রয়েছে, তবে পিছন দিকে মাথা ঝুলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। লোকটা যদি শত্রুপক্ষের চর হয়, ভাবল রানা, তার দায়িত্ববোধের প্রশংসা করা যায় না। অডিতে কেউ নেই।

সংকেত দিল রানা, দৃঢ় পায়ে রাস্তা পেরিয়ে নিজের গাড়ির কাছে চলে এল লীনা। প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল গাড়ি, ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা হিম বাতাসে। দক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে লীনা, বোঝা যায় প্রতি বছরই তুষার আর বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত সে। হোটেলে ফেরার পথে বার কয়েক পিছন দিকে তাকাল রানা। কেউ অনুসরণ করছে না। হোটেলে পৌঁছে লাগেজ সংগ্রহ করল, বিল মেটাল—কোন অসুবিধে হলো না। আবার গাড়িতে উঠল ওরা, রওনা হলো উত্তর অর্থাৎ ভান্তার দিকে। এবারও কেউ পিছু নেয়নি।

অফিশিয়ালি ভান্তা এয়ারপোর্ট সকাল সাতটার আগে খোলে না, তবে লোকজন সব সময়ই থাকে। ভোর পাঁচটার সময় স্টীমার ঘাট, রেলওয়ে স্টেশন আর এয়ারপোর্টে একই দৃশ্য দেখা যায়। কফি বা চা আর সিগারেট খেয়ে অপেক্ষারত মানুষজন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হাঁটাচলায় জড়তা চলে আসে।

লীনাকে বেশিক্ষণ থাকতে দিতে রাজি হলো না রানা। কথা দিল লণ্ডনে পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোন করবে ও। পরস্পরকে আন্তরিক চুমো খেয়ে শুভবিদায় জানাল ওরা।

লীনা চলে যাবার পর ডিপারচার লাউঞ্জে পজিশন নিল রানা। কাঁধটা আবার ব্যথা করতে শুরু করেছে। বুকস্টল থেকে একটা ইংরেজি কাগজ কিনে চোখ বুলাচ্ছে ও, পড়ার ছলে চারদিকে নজর রাখছে। সোফা আর গদি আঁটা চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে অনেকে। বেশ কিছু পুলিসকেও দেখা গেল, জোড়ায় জোড়ায় টহল

দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে কোথাও কোন ঝামেলা নেই, ঝামেলা হবার লক্ষণও চোখে পড়ল না।

সাতটার পরপরই জায়গাটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। বড়সড় ডিসিনাইন-ফিফটি ন'টা বারোতে যখন রানওয়ে ধরে ছুটল, গোটা এয়ারপোর্ট তখন লোকে লোকারণ্য। সাদাটে মেঘের ভেতর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল হেলসিঙ্কি। তারপর মেঘ থেকে উজ্জ্বল রোদ আর নীল আকাশে বেরিয়ে এল প্লেন।

ওই একই প্লেন লণ্ডন সময় দশটা দশে হিথরোতে ল্যাণ্ড করল।

লণ্ডনে রানার জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হিথরোতে ল্যাণ্ড করার এক ঘণ্টা পর রিজেন্ট পার্কের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল ও। খানিকটা হেঁটে লম্বা এক বিল্ডিঙে ঢুকল। এলিভেটরে না চড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল, করিডর ধরে পৌঁছুল শেষ মাথায়। এখানে সাদা পোশাকে দু'জন বাঙালী দাঁড়িয়ে আছে। রানাকে তারা চেনে, তবু পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো। তারপরই শুধু রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার ভেতর ঢোকার অনুমতি পেল রানা। ইতিমধ্যে কাঁধের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে, রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে ও, অসুস্থ বোধ করছে।

চার

'ঠিক জানো, ওরা প্রফেশনাল ছিল?' প্রশ্নটা এবার নিয়ে তিনবার করলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

'আমার কোন সন্দেহ নেই, স্যার,' জবাব দিল রানা, আগেও যেমন দিয়েছে। 'এবং আমিই ছিলাম ওদের টার্গেট।'

'হুম!' গম্ভীর আওয়াজ করলেন বিসিআই চীফ।

রানা এজেন্সি লণ্ডন শাখার দোতলায়, রাহাত খানের খাস কামরায় বসে আছে ওরা। উনি শুধু লণ্ডনে এলে কামরাটা খোলা হয়। কামরার ভেতর এই মুহূর্তে তিনজন উপস্থিত—রানা, রাহাত খান, বিসিআই-এর অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদ। বস্ লণ্ডনে, এটা রানার জন্যে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি রহস্যময়। শুধু বস্ একা নন, বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে পুরো একটা দল নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। কারণটা এখনও জানার সুযোগ হয়নি রানার। ইলোরাকে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কোন সদুত্তর পায়নি।

বিল্ডিঙে ঢোকার পর, আউটার অফিসে ইলোরাকে দেখতে পায় রানা। 'তুমি?' কাঁধের অসহ্য ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখ, তবু বিস্ময়ের ধাক্কাটা চেপে রাখতে পারে না ও। ওর জানা আছে, ইলোরা বসের পি. এ., বস্‌কে ছেড়ে কোথাও যায় না।

মুখ তুলে তাকায় ইলোরা। প্রথমে মিষ্টি হাসি ফোটে ঠোঁটে। তারপর অস্ফুটে যেন্ গুঙিয়ে ওঠে, 'রানা…!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ে সে, ডেস্ক ঘুরে ছুটে এসে ধরে ফেলে রানাকে। 'তুমি টলছ কেন? কি হয়েছে তোমার?' ওকে ধরে সাবধানে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

'ধন্যবাদ, ইলোরা,' বলল রানা, আচ্ছন্ন বোধ করছে ও, ক্লান্ত লাগছে। 'তোমার গন্ধটা দারুণ। সব মেয়েরই আলাদা একটা গন্ধ আছে...'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইলোরা, রানাকে রসিকতা করতে দেখে বুঝতে পারে ওর অসুস্থতা গুরুতর কিছু না। 'তোমার নাকটা কেটে ফেলে দাও,' বলল সে। 'আমার না, তুমি গন্ধ পাচ্ছ সেন্টের। আমি পাঁচমেশালি একটা গন্ধ পাচ্ছি—অ্যান্টিসেপটিক, ঘাম আর শয়তানির।'

'তুমি এখানে কেন?'

'আমি একা নই, রানা। বস্ও এসেছেন। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর সঙ্গে বৈঠক করছেন, দুপুরের পর ফিরবেন। উনি জানেন আজ তুমি আসতে পারো, এলে তোমাকে কোথাও যেতে নিষেধ করেছেন।'

'কি ব্যাপার বলো তো?'

'বস্ এলেই জানতে পারবে,' বলে এ-প্রসঙ্গের ইতি টানল ইলোরা, রানাকে নিয়ে চলে এল সিক বে-তে। ওখানে দু'জন নার্স রানার কাঁধটা পরিষ্কার করল। ইতিমধ্যে খবর চলে গেছে, আসার পথে রয়েছেন একজন ডাক্তার।

লীনা ঠিকই বলেছিল, ক্ষতটার চিকিৎসা দরকার। প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেয়া হলো, তারপর সেলাই করা হলো ক্ষতটা। বিকেল তিনটের দিকে সুস্থবোধ করল রানা, বস্ ওকে তাঁর নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন।

মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান কঠিন ভাষা কখনোই ব্যবহার করেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো ঝোঁকটাকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন। 'মেয়েটার কথা বলো আবার। লীনা পেকার। ডেস্কের ওপর খানিকটা ঝুঁকলেন তিনি, শুধু স্পর্শের সাহায্যে পাইপটা ভরছেন, কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ দুটি চোখে কঠিন দৃষ্টি—সব মিলিয়ে ভাবটা যেন, রানাকে বিশ্বাস করা যায় না।

লীনা সম্পর্কে যতটুকু যা জানে সব আবার ধীরে ধীরে বলতে হলো রানাকে।

'আর তার বন্ধু? যার কথা বলল সে?'

'বেটিনা মর্টিমার। দু'জনে একই এজেন্সিতে কাজ করে, দু'জনের একই গ্রেড। বর্তমানে বিশেষ একটা কাজে পরস্পরকে সাহায্য করছে ওরা। একটা কেমিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনকে পরামর্শ দিচ্ছে ওদের এজেন্সি, অর্গানাইজেশনের হেডকোয়ার্টার কেমি-তে। ওটা উত্তরে, তবে সার্কেল-এর এদিকটায়।'

'কেমি কোথায় আমি তা জানি,' প্রায় ধমকে উঠলেন রাহাত খান। 'রোভানেইমি যাবার পথে ওদিকে তোমাকে থামতে হবে।' সোহেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'নাম দুটো কমপিউটরে দাও। দেখো কিছু পাও কিনা।'

সশ্রদ্ধভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল।

দরজা আবার বন্ধ হতে চেয়ারে হেলান দিলেন রাহাত খান। 'হুম। তোমার ব্যক্তিগত ধারণা তাহলে কি, এমআর নাইন?' গাঢ় কালো চোখ দুটো চকচক করছে, রানা ভাবল আসল ঘটনা বোধহয় এরইমধ্যে জানা হয়ে গেছে বসের, আরও এক হাজার একটা গোপন তথ্যের সঙ্গে তালা দিয়ে রেখেছেন মাথার ভেতর।

খুব সাবধানে, ভেবে-চিন্তে কথা বলল রানা, 'আমার ধারণা আমাকে ওরা চিনে ফেলেছে—হয় আর্কটিকে ট্রেনিঙের সময়, নয়ত হেলসিঙ্কিতে যখন ফিরলাম। যেভাবেই হোক, আমার হোটেলের ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র লাগিয়েছিল ওরা। আর তা না হলে ধরে নিতে হবে লীনা…যদিও তা বিশ্বাস করা যায় না… কিংবা এমন কেউ, যার সঙ্গে কথা বলেছে লীনা। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে, কারণ হেলসিঙ্কিতে প্লেন থেকে নামার আগে আমি নিজেও জানতাম না যে ওখানে থাকব। অসম্ভব দ্রুত মুভ করেছে ওরা। মেরে ফেলাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।'

মুখ থেকে পাইপটা নামালেন রাহাত খান, পিস্তলের মত তাক করলেন রানার দুই চোখের মাঝখানে। 'ওরা কারা?'

'লীনা বলল, ফিনিশ ভাষায় কথা বলেছে ওরা। আমার সঙ্গে রুশ বলার চেষ্টা করে, উচ্চারণে টান ছিল। লীনার ধারণা ওরা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, তবে ফিনিশ নয়।'

'উত্তর হলো না, রানা। আমি জিজ্ঞেস করছি, ওরা কারা?'

'কেউ হয়তো লোকাল নন-ফিনিশ ট্যালেন্ট ভাড়া করেছিল। প্রফেশনাল খুনী।'

'কেন কেউ তোমাকে মারার জন্যে খুনী ভাড়া করতে যাবে?' স্থির হয়ে বসে আছেন রাহাত খান, শান্ত গলা।

'আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বেশি, স্যার।'

'আরও স্পষ্ট করে বলো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'আমাকে মারার জন্যে প্রফেশনালদের সঙ্গে কেউ একটা চুক্তি করে থাকতে পারে। আপনি জানেন, সিআইএ-র দু'জন কর্মকর্তা, বব ফিদারহোপ আর টিম জেফারসন আমাকে তাঁদের চিরশত্রু বলে ঘোষণা করেছেন। কেজিবি-র অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর ভ্লাদিমির বেনিন সম্পর্কেও জানেন, ভদ্রলোক আমাকে খুন করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন। আনাড়ি অন্তত পাঁচ-সাতটা টেরোরিস্ট গ্রুপ আছে, যারা…'

'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মি-কে তুমি আনাড়ি একটা গ্রুপ বলবে?'

'তাদের স্টাইলের সঙ্গে মেলে না, স্যার। ওদের টার্গেট কমিউনিস্টরা—গুলি আর বোমা ফাটাবার পর একটা করে মেসেজ পাঠায়।'

কি মনে করে ক্ষীণ হাসলেন রাহাত খান। 'ওরা একটা এজেন্সিকে ব্যবহার করতে পারে, পারে না? হয়তো একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, তোমার বান্ধবী লীনা যে-ধরনের এজেন্সিতে কাজ করে।'

'স্যার!' হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবটা যেন, ওর সন্দেহ হচ্ছে বসের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

'না, রানা। স্টাইলটা আসলেও ওদের নয়। তবে কাউকে হুমকি বলে মনে করে খুব তাড়াতাড়ি যদি সরাতে চায়, তাহলে আলাদা কথা।'

'কিন্তু আমি তো ওদের বিরুদ্ধে…'

'সেটা ওদের জানার কথা নয়। তারা কিভাবে জানবে হেলসিঙ্কিতে তুমি থেমেছ বোকা প্লেবয়ের ভূমিকা নেয়ার জন্যে। তোমার এ-ধরনের ভূমিকা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, রানা। আর্কটিক এক্সারসাইজ শেষ হলে সরাসরি লণ্ডনে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছিল তোমাকে।'

'কেউ তেমন জোর দিয়ে কিছু বলেনি আমাকে,' সুরটা ক্ষমাপ্রার্থনার, তবে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টাও আছে। 'আমি ভাবলাম...'

'তোমার ভাবনায় কিছু আসে যায় না, এমআরনাইন। আমরা তোমাকে এখানে আশা করছিলাম। তা না এসে হেলসিঙ্কিতে দেরি করলে। বিসিআই-এর ক্ষতি হতে পারত, তোমাকে আমরা হারাতে পারতাম।'

'আমি...'

'তোমার জানার কথা নয়।' মনে হলো রাহাত খান খানিকটা নরম হয়েছেন। 'আর্কটিকে তোমাকে পাঠানো হয়েছিল ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে। হ্যাঁ, ওখানে বিপদ হতে পারত, সে ঝুঁকি আমাকে নিতে হয়েছে। কিন্তু তোমাকে পাঠানোর সময় সব কথা খুলে বলা সম্ভব ছিল না।'

'সব কথা?'

রাহাত খান পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকলেন। পিছনে, দেয়ালের গায়ে, রবার্ট টেইলর-এর অরিজিনাল 'ট্রাফালগার' যেন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনস্বরূপ ঝুলছে। ওটা ওখানে ঝুলে আছে আজ দু'বছর। তার আগে কুপার-এর 'কেপ সেইন্ট ভিনসেন্ট' ছিল ওখানে, দুর্লভ সম্মান দেখিয়ে ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম থেকে ধার দেয়া হয়েছিল। তারও আগে...মনে করতে পারল না রানা, তবে ছবিগুলো সবই নৌ-যুদ্ধে ব্রিটেনের বিজয়ী হবার ঘটনার ওপর ভিত্তি করে আঁকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা সময় ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীতে অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রাহাত খান, যুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানও ছিল।

অবশেষে মুখ খুললেন রাহাত খান, 'এই মুহূর্তে আর্কটিক সার্কেলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশন চলছে আমাদের। তোমার এক্সারসাইজ ছিল ওয়ার্ম-আপ। এখন তোমাকে ওই অপারেশনে অংশ গ্রহণ করতে হবে।'

'কার বিরুদ্ধে?' রানা আশা করছে, উত্তরটা পাওয়া যাবে।

'দ্য ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মি।'

'ফিনল্যাণ্ডে?'

'রুশ সীমান্তের কাছাকাছি।' ডেস্কের ওপর কনুই রেখে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন রাহাত খান, যেন চাইছেন না রানা ছাড়া আর কেউ তাঁর কথা শুনে ফেলুক। 'ওখানে আগে থেকেই আমাদের একজন লোক আছে—না, বলা উচিত, ছিল। তাকে আমরা ডেকে নিচ্ছি। কেন ডেকে নিচ্ছি, কি বৃত্তান্ত তা নিয়ে এখুনি আলোচনা করার দরকার নেই। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। গোটা টিম বেরিয়ে এসে নতুন করে জড়ো হতে যাচ্ছে, তোমার সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবে। তবে প্রথমে আমি তোমাকে ব্রিফ করব।'

'গোটা টিম মানে, স্যার?'

'পাঁচ রকম মানুষ, রানা। হেলসিঙ্কিতে যে কাণ্ড করেছ তুমি, ট্যাকটিকাল সারপ্রাইজ-এর সুযোগ আমরা বোধহয় হারিয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম কারও চোখে ধরা না পড়ে ভেতরে ঢুকবে তুমি, নিও-নাৎসীদের কিছু বুঝতে না দিয়ে যোগ দেবে টীমে।'

'টীমে আমরা কে কে থাকছি, স্যার?' একই প্রশ্ন আবার করল রানা।

খুব করে কাশলেন রাহাত খান, সময় নিচ্ছেন। 'এটা একটা বহুজাতিক অপারেশন, রানা। না, ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার অনুরোধে আয়োজনটা করা হয়েছে।'

রানার ভুরু কুঁচকে উঠল। 'আমরা মস্কো সেন্টারের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'হ্যাঁ,' বলার সুরেই প্রকাশ পেল, ব্যাপারটা যেন তিনি নিজেও পছন্দ করতে পারছেন না। 'আর শুধু মস্কো সেন্টার না। আমরা ভার্জিনিয়ার ল্যাংলি আর তেল আবিবের সঙ্গেও জড়িত হচ্ছি।'

'হোয়াট, স্যার?' রানা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তেল আবিব? মোসাড?'

'বললামই তো, পাঁচ রকম মানুষ।'

আপন মনে বিড়বিড় করছে রানা, 'আমরা, কেজিবি, সিআইএ, মোসাড?'

'ঠিক তাই।' থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার পর বাকি সব তথ্য প্রকাশ করতে রাহাত খান আর দ্বিধা করছেন না। 'অপারেশন কোল্ড ওঅর। নামটা আমেরিকানদের দেয়া। রাশিয়ানরা মেনে নিয়েছে, কারণ তারাই আবেদন জানিয়েছিল...'

'কেজিবি সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানিয়েছে?' রানার গলায় এখনও অবিশ্বাস।

'গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে, হ্যাঁ। প্রথম যখন খবরটা শুনি আমরা, আমাদের মধ্যে অনেকেই সন্দিহান ছিল। তারপর আমাকে গ্রসভেনর স্কয়ারে পায়ের ধুলো ফেলার আমন্ত্রণ জানানো হয়...'

'ওখানে গিয়ে জানতে পারেন ওদের কাছেও সাহায্য চাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আর স্বভাবতই কোম্পানির লোকেরা জানে যে মোসাডকেও অনুরোধ করা হয়েছে। একদিন পর আমরা একটা বৈঠকের আয়োজন করি, তাতে সিআইএ ও মোসাড যোগ দেয়।'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'কিন্তু, স্যার, মোসাড আমাদের চরশত্রু...'

'বোকার মত কথা বোলো না,' স্নেহের সুরে ধমক দেন রাহাত খান। 'শুধু প্রেম আর রাজনীতিতে নয়, এসপিওনাজেও শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমার কাছে নির্ভুল খবর আছে নরওয়ের মধ্যস্থতায় পিএলও-র সঙ্গে গোপনে আলোচনা করছে ইসরায়েল, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ফিলিস্তিনীরা স্বায়ত্তশাসন পেয়ে যাবে যে-কোনদিন। ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেলে, ইসরায়েল আমাদের শত্রু থাকে কি করে?'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা।

'গোটা ব্যাপারটা সবদিক থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে,' বলে যাচ্ছেন রাহাত খান। 'বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এর মধ্যে ফাঁদ আছে কিনা। ফাঁদ নয়, জোর করে তা বলার উপায় নেই। অপারেশন ব্যর্থ হলে কি করা হবে সেদিকটাও

ভেবে দেখা হয়েছে। তারপর ফিল্ড অফিসার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি দল থেকে অন্তত তিনজন করে নেয়ার কথা বলি আমরা। রাশিয়ানরা আপত্তি তোলে। সংখ্যাটা নাকি বেশি হয়ে যায়। তারপর আমাদের সঙ্গে সোভিয়েত নেগোশিয়েটর ইউরি মায়াকোভস্কির দেখা হয়…'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ফার্স্ট ডাইরেক্টরিট-এর কর্নেল। থার্ড ডিপার্টমেন্ট। তেরো নম্বর কে. পি. জি.-তে আছে—কাভার, ট্রেড-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি।'

'হ্যাঁ, তুমি তাঁকে চেনো,' বললেন রাহাত খান। কে. পি. জি. মানে কেনসিংটন প্যাসেল গার্ডেন। তেরো নম্বর, অর্থাৎ সোভিয়েত দূতাবাস। কেজিবির ফার্স্ট ডাইরেক্টরিট-এর থার্ড ডিপার্টমেন্ট শুধু ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাক-ভারত উপমহাদেশ আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ইন্টেলিজেন্স অপারেশন চালায়। 'মানুষটা ছোটখাট, মাথায় মোরগের মত লাল ঝুঁটি।' বর্ণনা শুনে মনে মনে হাসল রানা। ভদ্রলোকের চুল সত্যি লালচে, দেখতে ঝুঁটির মতই লাগে। তাঁর সঙ্গে দু'একবার লাগতে হয়েছে ওকে। ত্রুটিপূর্ণ একটা ল্যাণ্ড মাইনকে যতটুকু বিশ্বাস করা যায়, এই ভদ্রলোককে ততটুকুই বিশ্বাস করে ও।

'তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হলো, আর তিনি সব ব্যাখ্যা করলেন?' রানা ঠিক প্রশ্ন করছে না। 'ব্যাখ্যা করলেন কেন কেজিবি ফিনিশ এলাকায় গোপন একটা অপারেশনে বিসিআই, সিআইএ আর মোসাডের সাহায্য চাইছে? কিন্তু ওদের তো সি. ইউ. পি. ও.-র সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকার কথা, সরাসরি তাদের সঙ্গে কাজ করছে না কেন?' সি. ইউ. পি. ও. ফিনিশ ইন্টেলিজেন্স।

'অসুবিধে আছে,' বললেন রাহাত খান। 'এন. এস. এ. এ.-র ওপর আমাদের ফাইলটা তুমি পড়েছ?' জানতে চাইলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা, বলল, 'তেমন কিছু নেই ফাইলে। ত্রিশ না বত্রিশটা সফল হামলার বর্ণনা আছে শুধু।'

'পঞ্চাশ পাতা জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিসিস…ওগুলো?'

রানা জানাল, ওগুলোও পড়েছে সে। 'ওতে বলা হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মিকে ছোট একটা ফ্যানাটিকাল অর্গানাইজেশন ধরে নেয়া ঠিক হবে না, ওদেরকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ধারণাটা ঠিক কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'আমার নেই,' রাহাত খান বললেন। 'এন. এস. এ. এ. ফ্যানাটিক তো বটেই, দুনিয়ার সেরা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো এ-ব্যাপারেও একমত যে সংগঠনটা নাৎসী নীতির ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। ওরা যা বলছে তা করেও দেখাচ্ছে। প্রচুর লোক পাচ্ছে ওরা, সারাটা দুনিয়া জুড়ে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সংগঠনের নেতারা নিজেদেরকে ফোর্থ রাইখ-এর আর্কিটেক্ট বলে ভাবছে। বর্তমানে ওদের টার্গেট অর্গানাইজড কমিউনিজম। তবে ইদানীং দুটো আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে।'

'যেমন?'

'গোটা ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে…'

'তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কোন প্রমাণ…'

একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। '…এবং, দ্বিতীয়ত, ওদের একজনকে আমরা ঝোলায় ভরেছি।'

'এন. এস. এ. এ.-র সদস্য? কিন্তু আমি যতদূর জানি আজ পর্যন্ত ওদের একজনকেও কেউ…'

'ধরতে পারেনি, এই তো? কিন্তু আমরা ধরেছি, যদিও তা প্রকাশ করা হয়নি।'

রানা জানতে চাইল, আমরা মানে কি শুধু বিসিআই?

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তাকে ধরা হয়েছে লণ্ডনে, রাখাও হয়েছে লণ্ডনে। সত্যি কথা বলতে কি, এই বিল্ডিঙেরই গেস্ট উইং-এ।' নিচের দিকে একটা আঙুল তাক করলেন রাহাত খান, বোঝাতে চাইলেন বেসমেন্টের ইন্টারোগেশন সেন্টারে রাখা হয়েছে তাকে। বস্ বলছেন, কাজেই অবিশ্বাস করতে পারল না রানা। তবে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য তো বটেই। ব্রিটেনের মাটিতে বিদেশী কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কাউকেই গ্রেফতার করতে পারে না, তাকে আটক রাখার অধিকারও রাখে না।

'ব্যাপারটা বেআইনী নয়?' জানতে চাইল রানা।

'আইন নাক গলাতে আসবে ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর,' বললেন রাহাত খান।

'একজন লোককে আটক করা হলো, কেউ তা জানল না কেন?'

ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান। এন. এস. এ. এ. লণ্ডনে দ্বিতীয়বার হামলা চালায় ছ'মাস আগে, হামলা চালায় বিসিআই-এর প্ররোচনায়। স্রেফ একটা ফাঁদ পাতা হয়, ফাঁদে পা দেয় ওরা। লণ্ডনে এর আগে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যেমন একটা পাট রফতানি চুক্তি হয়েছিল, অনেকটা সেরকম একটা চুক্তির জন্যে বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে প্রস্তাব দেয় পূর্ব ইউরোপের একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের দূতাবাস। গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সব লোকই ছিল বিসিআই এজেন্ট। আলোচনা শুরু হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ট্রেড)-র বাসভবনে। যা ধারণা করা হয়েছিল তাই ঘটে, এন. এস. এ. এ. কমাণ্ডোরা হামলা চালায়। বিসিআই এজেন্টরা তৈরিই ছিল, বন্দুকযুদ্ধে কমাণ্ডোরা সবাই মারা যায়, একজন বাদে। সে নিজের পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয়নি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে খবর দেয়া হয়, তবে তার আগে বন্দী লোকটাকে সরিয়ে ফেলে বিসিআই এজেন্টরা।

'গুলি সে করেছিল, তবে জায়গামত লাগেনি,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা তার চিকিৎসা করি, লক্ষ্য রাখি যাতে না মরে। সে আমাদেরকে যা বলেছে তার ওপর ভিত্তি করেই একটা ধারণা পেয়েছি আমরা।'

'লোকটা মুখ খুলেছে?'

'অল্প একটু।' কাঁধ ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'তার কথার ওপর ভিত্তি করে বাকিটা আমরা আন্দাজ করে নিয়েছি। খুব কম লোকই ব্যাপারটা জানে, রানা। তোমাকে এটুকু বললাম শুধু এই জন্যে, তোমার যাতে সন্দেহ না থাকে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।'

রানা চুপ করে থাকল। চিন্তা করছে।

'আমরা শতকরা আশি ভাগ নিশ্চিত যে এন. এস. এ. এ.-র জাল দুনিয়া জুড়ে সবখানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন ওদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে, রানা। এই পর্যায়ে ওদেরকে যদি থামানো না যায়, প্রকাশ্যে একটা তুমুল আন্দোলন শুরু করবে ওরা, ফলে বহু গণতান্ত্রিক দেশের ভোটাররা ওদের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। কারণ আছে, ওদের শ্লোগানগুলো শুনতে খুব ভাল লাগে।'

'কিন্তু রাশিয়ায় তো গণতন্ত্র নেই, ভোটাররা হয় কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেবে নয়ত কাউকে দেবে না। এন. এস. এ. এ.-কে ঠেকাবার জন্যে রুশ সরকারের এত আগ্রহ কেন?'

'ওদের অন্যরকম স্বার্থ আছে। আর আমরা ওদের আবেদনে সাড়া দিচ্ছি এই কারণে যে কেজিবি ছাড়া অন্য কোন ইন্টেলিজেন্সের কাছে নিরেট কোন ক্লু নেই।'

স্থির হয়ে গেল রানা।

রাহাত খান বললেন, 'আমাদের হাতে কি আছে ওরা তা জানে না, স্বভাবতই। তবে ওদের সম্পর্কে ওরা আমাদেরকে জানিয়েছে। তথ্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এন. এস. এ. এ.-র অস্ত্রাগার সম্পর্কে।'

মাথাটা একপাশে সামান্য কাত করল রানা। 'ওরা সব সময় রাশিয়ান অস্ত্র ব্যবহার করছে, কাজেই আমি ধরে নিয়েছিলাম···'

'কিছুই ধরে নেবে না, রানা—প্রথম নিয়মই হলো এটা। কেজিবির হাতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে যে এন. এস. এ. এ.-র ইকুইপমেন্ট সোভিয়েত রাশিয়ার ভেতর থেকে সুকৌশলে চুরি করা। চুরি করে বের করে আনছে, সম্ভবত একজন ফিনিশ নাগরিকের সহায়তায়, তারপর বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিতে জমা করছে। সেজন্যেই রাশিয়ানরা ফিনিশ সরকারকে কিছু না জানিয়ে গোপন একটা অপারেশনে যেতে চাইছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে ডাকার কারণ কি, স্যার?' ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে রানার কাছে।

'ওরা বলছে,' জবাব দিলেন রাহাত খান, 'ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে একাধিক ব্যাক-আপ থাকতে হবে, আসতে হবে ইস্টার্ন ব্লকের বাইরের অন্য সব রাষ্ট্র থেকে। ইসরায়েল তো থাকবেই, কারণ পরবর্তী টার্গেট সম্ভবত তারাই হতে যাচ্ছে। আর আমেরিকা জড়িত আছে জানতে পারলে দুনিয়ার মানুষ প্রভাবিত হবে। বাংলাদেশকে ওরা জড়িত করতে চাইছে বিসিআই-এর সুনাম ও দক্ষতার কথা ভেবে।'

'আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করছেন, স্যার?'

গম্ভীর হয়ে উঠলেন রাহাত খান। 'না,' বললেন তিনি। 'পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না। তবে আমার মনে হয় না যে এর মধ্যে ওদের কোন শয়তানি আছে। বিশেষ করে এতগুলো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস যেখানে জড়িত।'

'অপারেশন কোল্ড ওঅর কতদিন চলবে?' জানতে চাইল রানা।

'ছ'হপ্তা। প্রথমেই ওরা তোমাকে পাঠাতে বলেছিল, কিন্তু তোমাকে পাঠাবার আগে বরফ কি রকম শক্ত পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছি আমি। কি বলতে চাইছি

আশা করি বুঝতে পারছ।'

'কি মনে হলো আপনার? বরফ যথেষ্ট শক্ত?'

'তোমার ভার সহ্য করতে পারবে, রানা। অন্তত আমার তাই ধারণা। যদিও হেলসিঙ্কিতে যা ঘটে গেছে, নতুন একটা বিপদ আছে।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ভারি দরজার বাইরে, মনে হলো অনেক দূরে, একটা টেলিফোন বাজছে।

'যে লোককে আপনি পাঠিয়েছেন…,' নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'লোক আসলে দু'জন। প্রতিটি অর্গানাইজেশনের একজন করে রেসিডেন্ট ডিরেক্টর হেলসিঙ্কিতে ঘাঁটি গেড়েছে। আমরা ফিরিয়ে আনছি মাঠ কর্মীকে। হাসান। হাসান শাহরিয়ার। কিছুদিন স্টকহোমে ছিল।'

'যোগ্য লোক,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। অল রাউণ্ডার। আপনি বলছিলেন ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ…?'

রাহাত খান সরাসরি রানার দিকে তাকালেন না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, জানালার সামনে থামলেন, তাকালেন রিজেন্ট পার্কের দিকে। তাঁর হাত দুটো পিছনে, পরস্পরকে শক্ত করে ধরে আছে। 'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'হ্যাঁ, মার্কিন মিত্রের মুখে কষে একটা থাপ্পড় মেরেছে।'

'হাসান?'

রাহাত খান ঘুরলেন। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব। 'কাজটা সে আমার নির্দেশে করেছে। সময় পাবার জন্যে—বললাম না, বরফ পরীক্ষা করার দরকার ছিল—আর, ট্রেনিং দিয়ে তোমাকে তৈরি করার জন্যে।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল, ভাঙলও রানাই, 'আমাকে তাহলে টিমে যোগ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ।' বিসিআই চীফকে খানিকটা অন্যমনস্ক দেখাল। 'হ্যাঁ। ওরা সবাই বেরিয়ে এসেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা তোমার। আগেই ঠিক করা হয়েছে কোথায় তোমরা দেখা করবে। আমিই ঠিক করেছি। ফানচাল, ম্যাডিরা-য়, হোটেল গোল্ডেন ইন-এ। আশা করি তোমার পছন্দ হবে।'

'জ্বী, হবে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'গুড। এখন তাহলে বাকি থাকল তোমাকে আমাদের ব্রিফ করা। যদি ফিট মনে করো নিজেকে, কাল রাতে রওনা হয়ে যাবে তুমি। ম্যাডিরার পর তোমার গন্তব্য হবে আর্কটিক, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। এখন, এদিকে অনেক কাজ বাকি আছে। বুঝতেই পারছ, অপারেশনটা সহজ হতে যাচ্ছে না। মানে, লোকে যেমন বলে, আ পীস অভ কেক, ব্যাপারটা সেরকম নয়।'

'ম্যাডিরা কেকও নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাসি চেপে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ছোট্ট শব্দ করে হেসে উঠলেন রাহাত খান।

পাঁচ

রওনা হতে দেরি হয়ে গেল রানার। প্রস্তুতি শেষ করতে সময় লাগল, ওদের ডাক্তারও জেদ ধরলেন পুরোপুরি চেক-আপ করবেন ওকে। তারপর সোহেল হাজির করল লীনা পেকার আর তার বান্ধবী বেটিনা মর্টিমার সম্পর্কে রিপোর্ট।

অন্তত দুটো উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেল। অনুসন্ধানে জানা গেছে, জন্মসূত্রে লীনা সুইডিশ, যদিও ফিনিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে সে। তার বাবা এক সময় সুইডিশ কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভদ্রলোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ডান-পন্থীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে।'

'এর মানে সম্ভবত লোকটা একজন নাৎসী,' বললেন রাহাত খান।

চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। এরপর সোহেল যা বলল, শুনে আরও খারাপ হয়ে গেল ওর মন। 'সম্ভবত,' রাহাত খানের সুরে সুর মিলিয়ে বলল সে। 'তবে মেয়েটার বান্ধবীর বাবা নির্ঘাৎ একজন নাৎসী ছিল বা এখনও আছে।'

সোহেলের সব কথা শোনার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লীনার সঙ্গে দেখা করার একটা জেদ চাপল রানার মনে। শুধু লীনার সঙ্গে নয়, তার বান্ধবী বেটিনা মর্টিমারের সঙ্গেও দেখা করতে চায় ও।

মেয়েটা সম্পর্কে কমপিউটর বেশি কিছু জানাতে পারেনি, তবে তার বাবা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিয়েছে। ফিনিশ আর্মির সাবেক উচ্চপদস্থ অফিসার, উনিশশো তেতাল্লিশ সালে কর্নেল এরিক মর্টিমার ফিনল্যাণ্ড সেনাবাহিনীর সি-ইন-সি মার্শাল ম্যানারহেইম-এর স্টাফ ছিলেন, এবং ওই একই বছর জার্মান আর্মির পাশে দাঁড়িয়ে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় ওয়াফেন এসএস-এ একটা পদ গ্রহণ করেন। এরিক মর্টিমার মনে-প্রাণে একজন সৈনিক হলেও, নাৎসী জার্মানীর প্রতি তাঁর নিঃশর্ত সমর্থন আর অ্যাডলফ হিটলারের প্রতি অন্ধ ভক্তি কোন সীমা মানত না। উনিশশো তেতাল্লিশের শেষ দিকে এসএস-ওবারফুয়েরার হিসেবে পদোন্নতি পান তিনি, পোস্টিং হয় নাৎসী ফাদারল্যাণ্ডে। যুদ্ধের শেষে মর্টিমার গায়েব হয়ে যান, তবে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে তিনি বেঁচে আছেন। নাৎসী-শিকারীরা আজও তাঁকে খুঁজছে, কারণ নাৎসীদের বহু অন্যায় তৎপরতায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তার মধ্যে একটা হলো উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে বিখ্যাত 'গ্রেট এস্কেপ' ঘটনায় দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা পঞ্চাশজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা।

পরে, মনটাউবান থেকে নরম্যাণ্ডিতে দ্বিতীয় এসএস পাঞ্জার ডিভিশন ঐতিহাসিক ও রক্তাক্ত মার্চ করার সময় অসমসাহসের সঙ্গে লড়েছেন মর্টিমার। সবাই জানে উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের ওই দুই হপ্তা যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে বীভৎস ও রোমহর্ষক আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। একটা গ্রামে ছয় শো চব্বিশজন নারী-পুরুষ ও শিশুকে জ্যান্ত পোড়ানো হয়। এই হত্যাকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মর্টিমারের।

'একজন নাৎসী যুদ্ধাপরাধী,' বলল সোহেল। 'বুড়ো হলেও, নাৎসী-শিকারীরা এখনও তাঁকে খুঁজছে। উনিশশো পঞ্চাশের দিকে দক্ষিণ আমেরিকায় নিঃসন্দেহে চেনা গেছে একবার, তবে প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া হচ্ছে ষাট সালে পরিচয় বদলে ইউরোপে চলে এসেছেন।'

তথ্যগুলো মাথার ভেতর গুঁজে রাখল রানা, বলল কোন ডকুমেন্ট বা ফটোগ্রাফ থাকলে ওকে যেন দেখার সুযোগ দেয়া হয়। তারপর বলল, 'হেলসিঙ্কিতে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই আমার? আমার ইচ্ছে লীনার সঙ্গে কথা বলি, দেখা করি বেটিনা মর্টিমারের সঙ্গে।'

ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। মাথা নাড়লেন তিনি। 'সম্ভব নয়। সময় নেই। অপারেশন জোন থেকে পুরো টিম বেরিয়ে এসেছে দুটো মাত্র কারণে—তোমার সঙ্গে দেখা করবে, ব্রিফ করবে তোমাকে; তারপর মিশনের চূড়ান্ত পর্বের একটা প্ল্যান তৈরি করবে।'

'চূড়ান্ত পর্ব? শুরুতেই চূড়ান্ত পর্বের প্ল্যান তৈরি হবে কিভাবে?'

'তোমাকে বলা হয়নি। ওদের ধারণা, ওরা জানে অস্ত্রগুলো কোত্থেকে আসছে, কিভাবে তুলে দেয়া হচ্ছে এন. এস. এ. এ.-র হাতে, এবং—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এন. এস. এ. এ.-র অপারেশন কে পরিচালিত করছে, কোত্থেকে পরিচালিত করছে।'

নতুন করে পাইপে তামাক ভরলেন রাহাত খান, হেলান দিলেন রিভলভিং চেয়ারে, তারপর বলতে শুরু করলেন। তিনি যা প্রকাশ করলেন, শুনে রানার মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাবার অবস্থা হলো।

অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে থাকতে হলো ওদেরকে, তারপর রানাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেয়া হলো ওর পুরানো ফ্ল্যাটে। বসের বিশেষ নির্দেশ, ওর সঙ্গে ইলোরাও এল। ফ্ল্যাটে ঢুকেই মাতৃসুলভ শাসন শুরু করল ইলোরা, 'বস্ বলে দিয়েছেন, খেয়েই সোজা বিছানায় উঠতে হবে তোমাকে। তুমি বসো, দেখি তোমার জন্যে কি আনা যায়।'

সত্যি খুব ক্লান্ত লাগছে রানা, ইলোরার সঙ্গে তর্ক করল না। বিছানায় বসে কয়েকটা চিঠি খুলল ও, ওর মেইডসার্ভেন্ট বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখে গেছে। আধ ঘণ্টা পর ডিম, রুটি, ফল আর কফি নিয়ে ফিরে এল ইলোরা। নিজের হাতে খাওয়াল রানাকে।

'এটাও কি বসের নির্দেশ?' জানতে চাইল রানা।

'এটা তোমার উপরি পাওনা।' মৃদু হেসে জবাব দিল ইলোরা। 'না চাইতেই পাচ্ছ, যাতে অন্য কিছু চেয়ে না বসো।'

খাওয়ার খানিক পর রানাকে ঠেলে শুইয়ে দিল ইলোরা। আঙুলের আলতো স্পর্শে চোখের পাতা বন্ধ করল, তারপর বিলি কাটল চুলে। 'বস্ বলেছেন, এভাবে আমাকে ঘুম পাড়াতে হবে?' জানতে চাইল রানা, এরইমধ্যে ঘুম এসে যাচ্ছে ওর। 'ঘুমোবার আগে ঘুমের ওষুধ দিতে হবে, এ-কথা বলে দেননি?'

'বস্ বলেছেন, লক্ষ্য রাখবে যাতে রানার ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। ও

যখন ঘুমাবে, ওকে তুমি পাহারা দেবে।'

দুর্বল হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তারমানে আজ রাতে তুমি আমার দেহরক্ষী?' ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে ওর গলা। 'দেহদাত্রী নও?'

'এরকম অসভ্যতা করলে আমি কিন্তু চলে যাব,' হুমকি দিল ইলোরা।

'তোমার চাকরি থাকবে?'

'ফোন করে বস্‌কে বলব তুমি অন্যায় সুযোগ চাইছ।'

'বস্ কি বলবেন আমি জানি। বলবেন, অকিউপেশন্যাল হ্যাজার্ড, আমাকে রিপোর্ট করার দরকার কি!'

'সেক্ষেত্রে ছুটি চাইব আমি।'

'আমাকে তুমি এতই অপছন্দ করো?'

ঝুঁকে রানার কপালে চুমো খেল ইলোরা। 'ছুটি নিয়ে আবার তোমার কাছে, এখানে ফিরে আসব। বুঝতে পারছ না কেন, আমি এখন ডিউটিতে রয়েছি!' রানা কথা বলল না। 'রানা?' ফিসফিস করে ডাকল ইলোরা। সাড়া না পেয়ে বুঝল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল, ওকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে দিয়েছে ইলোরা। বিছানার পাশে ডিজিটাল ক্লকে প্রায় দশটা বাজে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ইলোরাকে ডেকে নাস্তা চাইল ও। ফোনটা বাজল আরও কয়েক মিনিট পর।

রানা দেরি করছে দেখে অপরপ্রান্তে অস্থির হয়ে উঠেছেন মে. জেনারেল রাহাত খান।

লণ্ডনে অতিরিক্ত সময় থাকতে হওয়ায় লাভই হলো রানার। অপারেশন কোল্ড ওঅর-এ ওর যারা সঙ্গী হবে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ তো হলোই, যথেষ্ট সময় নিয়ে বিসিআই অফিসার হাসান শাহরিয়ারের সঙ্গে কথাও বলা গেল।

রানার চেয়ে বয়েসে বড় শাহরিয়ার, কঠিন চেহারার গুণী মানুষ, রানা তাকে শ্রদ্ধা করে।

'হাতে যদি আরও সময় পেতাম,' রানাকে বলল সে, 'তাহলে হয়তো পুরো সত্যটাই জানার সুযোগ হত আমার। কিন্তু ওরা আসলে তোমাকে চেয়েছিল। আমি রওনা হবার আগেই বস্ আমাকে কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। একটা কথা ভুলবে না, রানা—সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, তোমার পেছনে যেন দেয়াল থাকে। তোমার নিরাপত্তার দিকটা ওরা কেউ দেখবে না। মস্কো সেন্টার নিরেট কিছুর দিকেই হাত বাড়িয়েছে, তবে চাতুরি আর ছলনায় কেউ কারও চেয়ে কম যাচ্ছে না। এমন হতে পারে আমার স্বভাবটাই সন্দেহপ্রবণ। কেজিবি যে অনেক কিছু গোপন করে রাখছে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

কেজিবির লোকটা রানার একেবারে অপরিচিত নয়। তার 'খ্যাতি' সম্পর্কে শুনেছে ও। লোকটার 'কীর্তি' প্রচুর, তবে কোনটাই হজম করার মত নয়।

রাসকিন-ইংলিশ, আমেরিকান-ইংলিশ, জার্মান, ডাচ, সুইডিশ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ ও ফিনিশ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। এখন তার বয়েস তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। মস্কোর ট্রেনিং স্কুলে সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিল সে। পেশাগত জীবনের শুরুতে কেজিবির সেকেণ্ড চীফ ডিরেক্টরিট-এর অধীনে টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রুপে কিছুদিন ছিল সে—ওটাকে পেশাদার সিঁধেল চোরদের দল বলা হয়।

রানা এজেন্সি লণ্ডন শাখার ফাইলে তার ছদ্ম-পরিচয় সম্পর্কেও তথ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিকোলাস ওয়েদারবাই হিসেবে ছিল সে, সুইডেন ও অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশে তাকে সবাই ডান ট্রেনড্রিল নামে চেনে। ব্রিটেনেও এসেছে সে, নাম ছিল নিক কার্টার।

'বাতাসে মিলিয়ে যাবার একটা প্রবণতা আছে তার মধ্যে,' রাহাত খান জানিয়েছেন। 'ঠিক যখন মনে হবে কোণঠাসা করা গেছে, তারপরই তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

রানা ওর আমেরিকান সহকর্মী সম্পর্কেও খুশি হতে পারল না। পিটার ম্যাকফারসন, ইন্টেলিজেন্স সার্কেলে যাকে সবাই 'বিটার' ম্যাক বলে চেনে, সিআইএ-র গোঁয়ার-গোবিন্দ গ্রুপের লোক। ল্যাংলিতে বেশ কয়েকবার শুদ্ধি অভিযান চালানো হয়, চোর বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা, তবে প্রতিবারই টিকে গেছে সে। কারও কারও মতে, পিটার ম্যাকফারসন ডু-অর-ডাই টাইপের মানুষ, একজন হিরো, একটা কিংবদন্তী। তার সম্পর্কে অপর একদল লোকের বক্তব্য, ফিল্ড অপারেশনে আপত্তিকর পদ্ধতি ব্যবহার করে সে, তার বিবেচনায় সর্বশেষ ফলাফলটা আসল কথা, পদ্ধতিতে কিছু আসে যায় না। ক্ষুধার্ত নেকড়ে বলা হয় তাকে।

তারমানে, ভাবল রানা, ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মস্কো সেন্টারের রাক্ষস আর ল্যাংলির লক্ষ্যভেদী পিশাচের ওপর, যারা আগে কামড় দেয় তারপর প্রশ্ন করে।

মেডিকেল চেক-আপ আর ব্রিফিং-এ দিনের বাকি সময় ও পরদিন সকালটা বেরিয়ে গেল, কাজেই তিন দিনের দিন বেলা দুটোয় টিএপি ফ্লাইট ধরে লিসবনের উদ্দেশে রওনা হতে হলো রানাকে। ওখান থেকে বোয়িং সেভেনটুসেভেন শাটল ধরে ফানচাল যাবে।

পশ্চিমে ঝুলে পড়েছে সূর্য, ফানচালে ল্যাণ্ড করল প্লেন। ট্যাক্সি নিয়ে গোল্ডেন ইনে চলে এল রানা। এক ঘণ্টা পর খোঁজ করল নতুন বন্ধুদের। ম্যাকফারসন বা রাসকিন, দু'জনের একজনকে অন্তত পাবে বলে আশা করছে ও। বলা যায় না, সবার আগে হয়তো অপারেশন কোল্ড ওঅর-এর একমাত্র সদস্যার সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে। মোসাড এজেন্ট সম্পর্কে বিসিআই অফিসার হাসান শাহরিয়ার কি বলেছে মনে পড়ে গেল রানার।

'সাহসী, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, বিপজ্জনক—প্রতিটি বিশেষণের আগে অসম্ভব শব্দটা বসিয়ে নাও। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়েস। সম্পূর্ণ অন্য জাতের মেয়ে।'

'অন্য জাতের মানে?'

'নিজের পেশায় অসম্ভব ভাল। এই মেয়ের বিরুদ্ধে লাগতে না হলে খুশি হব আমি...'

আর রাহাত খান বলেছেন, ইসরায়েলি এজেন্ট আসলে একটা রহস্য। তার নাম সেলিনা জামায়েল। ফাইলে বলা হয়েছে, 'কিছু জানা যায়নি।'

প্রথম দিন ওদের খোঁজ পেতে ব্যর্থ হলো রানা, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের জোড়া সুইমিং পুলে চলে এল ও। চোখে সানগ্লাস, মানুষজনের মুখ আর মানুষীজনের শরীরের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্যে স্বর্ণকেশী, লম্বা এক তরুণী ওর নজর কাড়ল। বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে পানির কিনারায়। অসম্ভব সুন্দর দেহসৌষ্ঠব, সেজন্যেই নিজেকে ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। তারপর ভাবল, আমি তো একজনকে খুঁজছি, হয়তো ওই মেয়েটাকেই, কাজেই আবার তাকালে দোষের কি আছে। রানা তাকাল, মেয়েটাও লাফ দিল পানিতে।

রোদের মধ্যে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে রানা, কাঁধ সামান্য আড়ষ্ট হয়ে থাকলেও দ্রুত শুকিয়ে আসছে ক্ষতটা। মেয়েটা সাঁতরাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। তার সুগঠিত লম্বা পা দুটো ভাঁজ হচ্ছে, তারপর আবার খুলে যাচ্ছে, আর হাত দুটো এমন অলস ভঙ্গিতে নড়ছে যেন মনে হয় যৌনাবেদন সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস।

মিলিত হবার জায়গাটা বস্ ঠিক করেছেন, মনে পড়ে যেতে মুচকি হাসল রানা। গোল্ডেন ইনের ঐতিহ্য যেমন আছে, তেমনি আছে আধুনিকতা। হোটেলের শপে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বিক্রি হয়—যেমন, বাগানে তোলা স্যার উইনস্টন ও লেডি চার্চিলের ফটো। বয়োবৃদ্ধ অথচ ঋজু ভদ্রলোকরা, তাঁদের গোঁফ নিখুঁতভাবে ছাঁটা, বিশুদ্ধ বাতাসে ভরপুর খোলামেলা পাবলিক রূমে বসে বই বা পত্রিকা পড়ছেন। তরুণ দম্পতিরা, পরনে বিখ্যাত টেইলারিং শপে বানানো পোশাক, সম্মানজনক খেতাবে ভূষিতা বৃদ্ধা রমণীদের সঙ্গে খোশগল্প করছে বিখ্যাত টি টেরেসে বসে।

বালির ওপর শুয়ে সুইমিং পুলের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছে রানা। ম্যাকফারসনের কোন চিহ্ন নেই। চিহ্ন নেই রাসকিনেরও। লণ্ডনে ওদের ফটো দেখেছে ও, চোখে পড়লেই চিনতে পারবে। তবে সেলিনা জামায়েলের কোন ফটো পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞেস করায় সবজান্তার ঢঙে হেসে শাহরিয়ার ওকে বলেছে, 'কি রকম দেখতে খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে তুমি।'

লোকজন এবার পুল রেস্তোরাঁর দিকে যেতে শুরু করেছে। রেস্তোরাঁটা দু'দিকে খোলা, লালচে পাথরের খিলান দিয়ে আড়াল করা। টেবিল-চেয়ার সাজানো হয়েছে, অপেক্ষা করছে ওয়েটাররা। বার আছে, আছে বুফে টেবিল। সব ধরনের সালাড আর ঠাণ্ডা মাংস পাওয়া যায়, চাইলে গরম স্যুপও মিলবে।

খিদে পাওয়ায় রানা বুঝল লাঞ্চের সময় হয়েছে। পুরানো অভ্যাসটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পিছু নিয়ে ম্যাডিরা পর্যন্ত চলে এসেছে। টাওয়েলিং রোবটা গায়ে জড়িয়ে বুফে টেবিলের সামনে চলে এল ও, প্লেটে এক ফালি গরুর মাংস তুলে নিয়ে বহুরঙা সালাড থেকে পছন্দ মত বাছাই করতে শুরু করল।

'এ-সবের আগে গলা ভেজানোর একটা ব্যাপার থাকে না, মি. রানা? স্নায়ুকে উত্তেজিত হতে না দিলে যুদ্ধ করবে কিভাবে?' নরম গলা, উচ্চারণে কোন জড়তা বা আঞ্চলিকতা নেই।

'মিস জামায়েল?' রানা তার দিকে তাকাল না।

'হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ ধরে তোমাকে আমি লক্ষ্য করছি। তুমিও আমাকে দেখছিলে। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি না? বাকি সবাইও পৌঁছে গেছে।'

ঘুরল রানা। এ সেই পরমাসুন্দরী স্বর্ণকেশী, যাকে সুইমিং পুলে দেখেছে ও। এখনও তার পরনে বিকিনি, তবে এটা কালো আর শুকনো। তার ত্বক চকচকে তামার মত। ছোট করে কাটা সোনালি চুল অসংখ্য ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করেছে মুখের চারপাশে। বিকিনি, চুল আর ত্বকের তিনটে আলাদা রঙ সেলিনা জামায়েলকে সৌন্দর্যপিপাসু পুরুষদের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকন্যাই শুধু করে তোলেনি, তার অতুলনীয় স্বাস্থ্য তাদের শিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবারও দাবি রাখে। প্রাণপ্রাচুর্যে ও লাবণ্যে দীপ্তিময় অবয়ব, কলংকবিহীন, ক্লাসিকাল, প্রায় নরডিক—মুখের গড়নে বলিষ্ঠতা আছে, কালো চোখের তারায় আছে কৌতুক আর দুষ্টামির ঝিলিক।

'মানলাম,' স্বীকার করল রানা, 'আমাকে পাশ কাটিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছ তুমি, সেলিনা জামায়েল।'

'ধন্যবাদ মি. রানা…,' লালচে ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল, নির্ভেজাল ও আন্তরিক।

'আমাকে শুধু রানা বলতে পারো তুমি।' হাসিটা রানার মনে একটা দোলা দিয়ে গেছে।

'আমাকেও যদি তুমি শুধু সেলিনা বলো।' আবার হাসল সে।

আগেই হাতে একটা প্লেট নিয়েছে সেলিনা, তাতে আধখানা মুরগি, কয়েক টুকরো টমেটো, আর চাল ও আপেল দিয়ে বানানো খানিকটা সালাড। ইঙ্গিতে কাছাকাছি একটা টেবিল দেখাল রানা। হাঁটার সময় ওর সামনে থাকল সে, তার শরীর কোমল ও নমনীয়, নিতম্বের মৃদু ঢেউ প্রায় অবাধ্য। হাতের প্লেটটা সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে আপন খেয়ালে বিকিনিটা সামান্য উঁচু করল সেলিনা, তারপর পায়ের ভেতর দিকের কিনারায় আঙুল ঢুকিয়ে সুগঠিত নিতম্বের চারধারে ভাল করে টেনে দিল সেটা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সচেতন কোন চিন্তা ছাড়াই সৈকতে বা সুইমিং পুলে উপস্থিত মেয়েদেরকে অসংখ্যবার এরকম করতে দেখা যায়। তবে সেলিনার ভঙ্গিটা অত্যন্ত উত্তেজক মনে হলো রানার, মনে হলো ভঙ্গিটার মধ্যে শুধু যে যৌনাবেদন আছে তা নয়, আমন্ত্রণও আছে।

এই মুহূর্তে, রানার উল্টোদিকে বসে, আবার হাসল সে, ছোট্ট জিভের ডগাটা ওপরের ঠোঁটের ওপর বুলাল। 'বিদেশে স্বাগতম, রানা। কতদিনের ইচ্ছে আমার তোমার সঙ্গে কাজ করি—,' সামান্য বিরতি—'যদিও আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের সম্পর্কে ঠিক এ-কথাটা বলতে পারি না।'

মেয়েটার দিকে তাকাল রানা, চেষ্টা করল তার কালো চোখ ভেদ করার। প্লেট আর মুখের মাঝখানে স্থির হয়ে থাকল ওর ফর্ক, জিজ্ঞেস করল, 'এত খারাপ?'

'খারাপের খারাপ,' বলল সেলিনা। 'নিশ্চয়ই তোমাকে বলা হয়েছে তোমার আগের লোক কেন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে?'

'না।' সরল দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'আমাকে হঠাৎ ঠেলে দেয়া হয়েছে, এমনকি ব্রিফ করারও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। ওরা বলল, টিমের লোকজনই পুরো কাহিনী সবিস্তারে জানাবে আমাকে। টিমটা, কি বলব…,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। '…অদ্ভুতই বলব আমি।'

আবার হাসল সেলিনা। 'ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ বলতে পারো। পিটার ম্যাকফারসনের যা স্বভাব, আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখাচ্ছিল। তোমাদের লোক তার মুখে ঘুসি মারে। আমি সে-সময় একটু অন্য খেয়ালে ছিলাম। বলতে চাইছি, আমি নিজেই ম্যাকফারসনকে উচিত শাস্তি দিতে পারতাম।'

মুখে খাবার ভরল রানা, চিবাল, তারপর ঢোক গিলে অপারেশন প্রসঙ্গে জানতে চাইল।

চোখের পাতা খানিকটা নামিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল সেলিনা। 'সর্বনাশ!' সকৌতুকে একটা আঙুল রাখল ঠোঁটে। 'নিষিদ্ধ বিষয়, মুখ খোলা মানা। টোপ, রানা—আমাকে তুমি টোপ বলতে পারো। আমি তোমাকে বড়শিতে গেঁথে এক্সপার্টদের কাছে নিয়ে যাব। তোমাকে ব্রিফ করার সময় আমাদের সব্বাইকে হাজির থাকতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ওরা আমাকে সিরিয়াসলি নেয় না।'

রানার মুখে গম্ভীর হাসি। 'তাহলে বলতে হবে তোমার সার্ভিস সম্পর্কে আসল কথাটাই জানা নেই ওদের।'

'নিজেদের কাজে সত্যি আমরা ভাল। ভাল আমাদেরকে করতেই হয়, কেন না, বিকল্পটা এমনই ভীতিকর যে ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়,' কথাগুলো গড়গড় করে বলে গেল সেলিনা, যেন তোতাপাখির মত, মুখস্থ।

'তুমি ভাল কিনা?' মুখভর্তি খাবার, চিবাচ্ছে রানা।

'মাছ সাঁতার জানে? পাখি উড়তে পারে?'

'তারমানে আমাদের কলিগরা বোকা।'

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সেলিনা। 'বোকামি নয়, রানা। উৎকট স্বদেশ-প্রীতি। মেয়েদেরকে ছোট ভাবে, তাদের সঙ্গে কাজ করে অভ্যস্ত নয়।'

'মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হয় না।' রানার চেহারা নির্লিপ্ত।

'না। সে আমি শুনেছি।' যেন হঠাৎই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সেলিনা, কথা কম বলছে। রানা ভাবল, কে জানে, এটা হয়তো কাছে ঘেঁষতে না দেয়ার সংকেত।

'তাহলে নিষেধ আছে? কোল্ড ওঅর সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে না?'

মাথা নাড়ল সেলিনা। 'চিন্তা কোরো না। ওদের সঙ্গে দেখা হলে সবই তুমি জানতে পারবে।'

এমনকি সেলিনার তাকানোর মধ্যেও সাবধান করে দেয়ার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হলো রানার। ব্যাপারটা যেন, বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, তারপর হঠাৎ করে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। সেরকম দ্রুতই

আবার আগের মত হয়ে উঠল সেলিনা, রানার চোখে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি।

হালকা লাঞ্চ শেষ করল ওরা, কোল্ড ওঅর প্রসঙ্গটা রানা আর তুলতে চেষ্টা করল না। ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে কথা বলল ও, আলোচনা করল কিভাবে সমস্যাটার সমাধান করা সম্ভব। সেলিনার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো ইচ্ছে করেই এড়িয়ে থাকল।

'দামড়া দুটোর সঙ্গে দেখা করার সময় হয়েছে, রানা।' ঠোঁটে ন্যাপকিন চেপে ধরল সেলিনা, হোটেলের দিকে ছুটে গেল দৃষ্টি। জানাল, রাসকিন আর ম্যাকফারসন সম্ভবত এই মুহূর্তে তাদের ঝুল-বারান্দা থেকে ওদেরকে দেখছে। পাঁচতলায় পাশাপাশি দুটো কামরায় উঠেছে তারা। দুই ঝুল-বারান্দা থেকেই বাগান আর সুইমিং পুল পরিষ্কার দেখা যায়।

দু'জনে আলাদা চেঞ্জিং রুমে ঢুকল, বেরিয়ে এল কাপড় পরে। সেলিনা পরেছে গাঢ় রঙের স্কার্ট আর সাদা শার্ট। রানা পরেছে ওর প্রিয় নেভি স্ল্যাকস, সী আইল্যাণ্ড কটন শার্ট আর মোকাসিন। এক সঙ্গে হোটেলে ফিরল ওরা, এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতলায়।

'আহ্, মি. মাসুদ রানা।'

নিকোলাই রাসকিনের চেহারায় এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যার বর্ণনা দেয়া যায়। তার বয়েস আন্দাজ করাও কঠিন, পঁচিশ হতে পারে, আবার পঁয়ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়।

'নিকোলাই রাসকিন,' বলল সে, রানার হাতটা ধরল। করমর্দনের ধরনটাও কিছু প্রকাশ করে না। তার চোখ পাঁশুটে মেঘের মত, দৃষ্টি ভোঁতা, রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভাবলেশহীন।

'একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশি আমি।' মন ভোলানো হাসি রানার মুখে, লোকটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে। তেমন লম্বা নয় রাসকিন, সোনালি চুল কাটানো হয়েছে যেন কোন আনাড়ি নাপিতকে দিয়ে। তার চেহারা বা পোশাকের কোন চরিত্র নেই। হাত-কাটা ব্রাউন চেক শার্ট পরেছে সে, একটু বেশি ঢোলা স্ল্যাকস।

একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল, যদিও রানা ঠিক দেখতে পেল না ইঙ্গিতটা কিভাবে করল সে—কোন ভঙ্গি ছাড়াই, শরীর না নড়িয়েই। 'পিটার ম্যাকফারসনকে চেনো তুমি?' তার ইংরেজি ত্রুটিহীন।

চেয়ারটায় বসে আছে পিটার ম্যকফারসন। প্রকাণ্ড শরীর, পাথরে খোদাই করা মুখ। হাত দুটো পেশীবহুল, কর্কশ। কালো চুল ছোট করে ছাঁটা, প্রায় খুলি কামড়ে আছে। শরীরের তুলনায় মুখটা ছোট। গালের বাম পাশটা সামান্য ফুলে লালচে হয়ে আছে দেখে খুশি হলো রানা।

অলসভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ম্যাকফারসন রানাকে যেন স্যালুট করল। 'হাই।' কর্কশ গলা, যেন অনেক চর্চা করে আয়ত্ত করেছে। 'ক্লাবে স্বাগতম, মাসুদ।'

লোকটার মুখে হাসি নেই, রানাকে দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে, মি. ম্যাকফারসন।' মিস্টার বলার পর সামান্য বিরতি নিল।

'পিটার,' ভারি গলায় বলল ম্যাকফারসন, এবার তার মুখের চারধারে ক্ষীণ হাসির আভাস দেখা গেল। মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তুমি জানো, গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে?' নিকোলাই রাসকিন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে।

'খুব কম জানি আমি···'

নাক গলাল সেলিনা, হাসছে রানার দিকে তাকিয়ে। 'রানা আমাকে বলল, এখানে ওকে হঠাৎ পাঠানো হয়েছে। ওর লোকজন ওকে ব্রিফ করারও সময় পায়নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রাসকিন, একটা চেয়ারে বসল, ইঙ্গিতে আরেকটা চেয়ার দেখাল। সেলিনা বসল বিছানার ওপর, ভাঁজ করা পা দুটো ঢাকা পড়ল শরীরের নিচে। ভাবটা যেন, কামরা থেকে ওকে সহজে বের করা যাবে না, যে যতই চেষ্টা করুক না কেন।

খালি চেয়ারটা ধরল রানা, ঠেলে দেয়ালের কাছাকাছি এমন জায়গায় নিয়ে এল যেখান থেকে ওদের তিনজনকেই ভাল করে দেখতে পায়। এখান থেকে জানালা আর ঝুল-বারান্দার দিকেও নজর রাখতে পারবে।

বড় করে শ্বাস টানল রাসকিন। 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই,' শুরু করল সে। 'এখান থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে, ফিরতে হবে অপারেশনাল এরিয়ায়।'

ইঙ্গিতে কামরার চারদিকটা দেখাল রানা। 'এখানে কথা বলা নিরাপদ তো?'

ম্যাকফারসন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল। 'তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। আগেই আমরা সার্চ করেছি। পাশেরটাই আমার কামরা, এই কামরাটা বিল্ডিঙের এক কোণে। কয়েকবার সার্চ করা হয়েছে।'

রাসকিনের দিকে ফিরল রানা। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সে। এমন কি তার অপেক্ষা করার ভঙ্গিটার মধ্যেও অনুগত একটা ভাব আছে। 'তোমার কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগছে? বিসিআই, মোসাড, কেজিবি আর সিআইএ একসঙ্গে কাজ করছে?'

'আশ্চর্য লাগারই কথা, প্রথমে লেগেওছিল তাই।' আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার জন্যে পেশীতে ঢিল দিল রানা। বস্ ওকে এই সময়টা সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন। সম্ভাবনা আছে রাসকিন কিছু কিছু ব্যাপার গোপন করে যাবে। তা যদি করে, অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে ওকে। 'কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম···অসুবিধে কি, সবাই তো আমরা একই পেশায় আছি। দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আলাদা, তবে পারস্পরিক কল্যাণের জন্যে একসঙ্গে কাজ করতে না পারার তো কারণ দেখি না।'

'ঠিক,' বলল রাসকিন। 'এবার তাহলে তথ্যগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলি

তোমাকে।' থামল সে, নিজের চারদিকে ধীরে ধীরে তাকাল, যেন চোখে ভাল দেখে না। 'সেলিনা। ম্যাক। যদি দেখো আমি কিছু বাদ দিয়ে গেছি, তোমরা যোগ কোরো।'

মাথা ঝাঁকাল সেলিনা। বেসুরো গলায় হেসে উঠল ম্যাকফারসন।

'ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি।' রাসকিনের চেহারায় প্রফেসরসুলভ একটা গাম্ভীর্য চলে এল। 'গোটা ব্যাপারটা, তুমি সম্ভবত জানো, রানা, ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মিকে নিয়ে। আমার দেশ, তোমার দেশ, গোটা পৃথিবীর জন্যে ওরা একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। পুরানো আদর্শ নিয়ে নব্য ফ্যাসিস্ট।'

আবার হাসল ম্যাকফারসন, কর্কশ ও বিদ্রূপাত্মক। 'ফ্যাশন। ফ্যাসিস্ট হওয়া আজকাল যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

রাসকিন তাকে গ্রাহ্য করল না। তার ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক গায়ে না মাখাই সবচেয়ে ভাল। 'আমি ফ্যানাটিক নই,' রাসকিন তার গলা নামাল। 'এন. এস. এ. এ. আমাকে পাগল করেও তোলেনি। তবে, তোমার সরকারের মত আমার সরকারও বিশ্বাস করে যে সংগঠনটা ছোট নয়, দিনে দিনে আরও বড় হচ্ছে। সন্দেহ নেই, দুনিয়ার জন্যে একটা হুমকি…'

'ফালতু কথা বোলো না তো।' সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঝাঁকাল ম্যাকফারসন, দেশলাই জ্বেলে ধরাল একটা, ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। 'যা সত্যি তাই বলো, নিকোলাই। এন. এস. এ. এ.-র ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সোভিয়েত রাশিয়া।'

'সন্দেহ নেই,' আবার বলল রাসকিন, যেন ম্যাকফারসনের কথা শুনতে পায়নি, 'দুনিয়ার জন্যে একটা হুমকি। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইস্টার্ন ব্লকের জন্যে নয়।'

'তোমরাই ওদের প্রধান টার্গেট,' ভারি গলায় বলল ম্যাকফারসন।

'এবং তুমি জানো যে আমাদেরকে জড়িত করা হয়েছে। সেজন্যেই আমার সরকার তোমাদের সরকারকে প্রস্তাব দেয়।' আবার রানার দিকে ফিরল রাসকিন। 'তুমি হয়তো জানো, ওরা যে-সব অস্ত্র ব্যবহার করছে তার সবই একটা সোভিয়েত উৎস থেকে আসছে। অস্ত্র পাচারের ঘটনা মোট পাঁচবার ঘটে, তারপর সেন্ট্রাল কমিটিকে রিপোর্ট করা হয়। অন্যান্য সরকার ও এজেন্সি সন্দেহ করছিল আমরা কোন অর্গানাইজেশনকে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছি, সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে, তারা ওগুলো এন. এস. এ. এ.-র হাতে তুলে দিচ্ছে। ব্যাপারটা তা নয়। তথ্যটা পাওয়ায় আমাদের একটা সমস্যা মিটে গেল…'

'টাকার বাক্সে কারও হাত ছিল,' বাধা দিয়ে বলল ম্যাকফারসন।

'ছিল,' ধমকের সুরে বলল রাসকিন। 'গত বসন্তে স্পট ইন্সপেকশনে গিয়ে রেড আর্মির একজন সিনিয়র অফিসার বিরাট গরমিল দেখতে পান। গত দু'বছরে এটাই ছিল প্রথম ইন্সপেকশন। গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র গায়েব হয়ে গেছে। সবই একটা উৎস থেকে।' দাঁড়াল সে, হেঁটে এসে বিছানার ওপর থেকে

একটা ব্রীফকেস নিয়ে খুলল, ভেতর থেকে বের করল বড় একটা ম্যাপ। সেটা কার্পেটে মেলা হলো। 'এখানে,' কাগজের ওপর আঙুল রাখল সে। 'এখানে, অ্যালাকুরতির কাছে, আমাদের বড় একটা অর্ডন্যান্স ডিপো আছে...'

ফিনিশ সীমান্ত থেকে অ্যালাকুরতি ষাট কিলোমিটার পুবে, আর্কটিক সার্কেলের বেশ ভেতর দিকে—রোভানেইমি থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার উত্তর-পুবে, রানা যেখানে সম্প্রতি ট্রেনিং নিয়েছে।

রাসকিন বলে চলেছে, 'গত শীতের সময় ওই নির্দিষ্ট অর্ডন্যান্স ডিপোয় হানা দেয়া হয়। এন. এস. এ. এ. যে-সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে সেগুলোর সিরিয়াল নম্বর আইডেনটিফাই করতে পেরেছি আমরা। হ্যাঁ, সেগুলো অ্যালাকুরতি থেকেই এসেছে।'

কি কি চুরি গেছে জানতে চাইল রানা।

তালিকাটা ব্রীফকেস থেকে বের করে পড়ার সময় রাসকিনের চেহারা ভালমানুষের মুখোশ হয়ে উঠল। 'কালাশনিকভ আর. পি. কে, এ. কে, এ. কে. এম., ম্যাকারভ ও স্টেচকিন পিস্তল, আর. ডি. জি.- ফাইভ, আর. জি.-ফরটিটু গ্রেনেড...বহু জিনিস, অ্যামুনিশন সহ।'

'এগুলোর চেয়ে ভারি কিছু নয়?' স্বাভাবিক সুরে প্রশ্নটা করল রানা।

মাথা নাড়ল রাসকিন। 'এগুলোর গুরুত্বও কম নয়। নিখোঁজ হয়েছে বিপুল পরিমাণে।'

প্রথম কালো দাগ, ভাবল রানা। রাহাত খান আগেই জেনেছেন, তাঁর নিজস্ব সূত্র থেকে—নিকোলাই রাসকিনের তালিকায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অস্ত্রটারই নাম নেই। সেটা হলো বিপুল সংখ্যক আর. পি. জি.-সেভেন ভি অ্যান্টি-ট্যাংক লঞ্চার, রকেট সহ—রকেটগুলো বিভিন্ন ধরনের ওঅরহেড বহন করে—কনভেনশনাল, কেমিকাল, এবং ট্যাকিটিকাল নিউক্লিয়ার। ওগুলো যথেষ্ট বড়, ছোট একটা শহর গুঁড়িয়ে দেয়ার শক্তি রাখে। যেখানে বিস্ফোরিত হবে, চারদিকে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে সব।

'এ-সব ইকুইপমেন্ট নিখোঁজ হয়েছে শীতকালে, বেস ব্লু ফক্স-এ আমরা যখন ছোট একটা গ্যারিসন বসাই। বেস ব্লু ফক্স আমাদের ডিপোর নাম। কর্নেল, যিনি গরমিলটা ধরেন, ব্লু ফক্সের কাউকে কিছু না বলে রিপোর্ট করেন সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ জিআরইউ-কে।'

'জিআরইউকেই তো জানাবে,' ফোড়ন কাটল ম্যাকফারসন। 'কারণ কেজিবিকে বিশ্বাস করা যায় না। ওখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সব সময়ই তুঙ্গে। কে যে নিয়ন্ত্রণে আছে, তোমরা নিজেরাও জানো না।'

তার কথায় কান না দিয়ে বলে চলেছে রাসকিন, 'জিআরইউ দু'জন সাধুকে পাঠায় ওখানে। সাধু মানে আণ্ডারকাভার এজেন্ট, হয় আর্মি ইউনিট নয়ত সরকারী অফিসে কাজ করে।'

'রিপোর্টে কি বলল তারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিঙলীডারদের চিনতে পেরেছে তারা। বাইরের কোন উৎস থেকে লোভী এন.

সি. ও.-রা টাকা খেয়েছে।'

'কাজেই তোমরা তাহলে জানো যে কিভাবে ওগুলো চুরি হয়েছে?'

হাসল রাসকিন। 'কিভাবে চুরি হয়েছে জানি, জানি কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, গত শীতে কনসাইনমেন্টটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফিনিশ সীমান্তের দিকে। ওদিকের রুশ-ফিনিশ সীমান্ত কাভার দেয়া অত্যন্ত কঠিন, যদিও কিছু এলাকায় মাইন পুঁতেছি আমরা, মাইলের পর মাইল কেটে ফেলা হয়েছে বনভূমি। তারপরও লোকজন প্রতিদিন আসা-যাওয়া করছে। ওই পথেই ওগুলো চলে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

'প্রথম গন্তব্য কোথায় তা তোমরা জানো না তাহলে?' এটা রানার দ্বিতীয় পরীক্ষা, উত্তরটা ওর জানা আছে।

ইতস্তত করছে রাসকিন। 'আমরা ঠিক নিশ্চিত নই। আমাদের স্যাটেলাইট সম্ভাব্য একটা লোকেশন পিনপয়েন্ট করার চেষ্টায় আছে, আমাদের লোকেরাও সন্দেহজনক জায়গার ওপর নজর রাখছে। তবে তথ্য-প্রমাণ এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়নি।'

বাকি দু'জনের দিকে ফিরল রানা। 'ব্যাপারটা কি তোমাদের কাছে অস্পষ্ট?'

'রাসকিন যা বলেছে তার বেশি কিছু জানি না আমরা,' বলল সেলিনা। 'এটা একটা ফ্রেণ্ডলি অপারেশন, পরস্পরকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।'

'আমার শুধু বলার আছে, ল্যাংলি থেকে আমি একটা নাম পেয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে তা কেউ উচ্চারণ করেনি।' বোঝা গেল, পিটার ম্যাকফারসন আর কিছু বলতে রাজি নয়।

কাজেই আবার রাসকিনের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার কিছু বলার আছে? কোন নাম?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। রাহাত খান নামটা রানাকে বলেছেন, সেটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে ও।

'ব্যাপারটা এত অনিশ্চিত...,' কোণঠাসা হয়ে পড়লেও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রাসকিন।

কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে রানা, রাসকিন তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'আগামী হপ্তায়। আগামী হপ্তায় এই সময় আমরা হয়তো জাল গুটিয়ে আনতে পারব। আমাদের জিআরইউ সাধুরা রিপোর্ট করেছে, আরেকটা কনসাইনমেন্ট চুরি হতে যাচ্ছে। সেজন্যেই আমাদের হাতে সময় খুব কম। টিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, চুরির প্রমাণ সংগ্রহ করা, তারপর যে পথে অস্ত্রগুলো পাচার হচ্ছে সে পথ অনুসরণ করা—চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত।'

'এবং তোমার ধারণা ওগুলো যিনি রিসিভ করবেন তাঁর নাম কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ?' রানার মুখে চওড়া হাসি।

রাসকিনের চেহারায় বিস্ময় বা ভাবাবেগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ঘোঁৎ করে আওয়াজ বেরুল ম্যাকফারসনের গলা থেকে। 'ল্যাংলির মত, ঢাকাও তাহলে তথ্যটা জানে।'

'কাউন্ট রোজেনবার্গ কে?' জিজ্ঞেস করল সেলিনা, হতভম্ব ভাবটা গোপন

করছে না। 'আমাকে তো কেউ কোন কাউন্টের কথা বলেনি।'

হিপ পকেট থেকে গানমেটাল কেসটা বের করল রানা, ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে ধরাল, ধোঁয়া ছাড়ল লম্বা করে। 'বিসিআই-এর কাছে, দেখা যাচ্ছে সিআইএ-র কাছেও, খবর আছে যে ফিনল্যাণ্ডে এন. এস. এ. এ.-র প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এক কাউন্ট ভদ্রলোক, অ্যারন রোজেনবার্গ। খবরটা ঠিক, রাসকিন?'

রাসকিনের চোখ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। 'ওটা একটা কোড নেম। একটা ছদ্মনাম। ব্যস, ওইটুকুই। এ-ধরনের তথ্য এখুনি তোমাদেরকে দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'কেন মানে হয় না? তুমি কি আরও কিছু গোপন করে যাচ্ছ, রাসকিন?' এবার রানার মুখে হাসি নেই।

'শুধু আমার একটা আশা। আগামী হপ্তায় ব্লু ফক্সে আমাদের সার্ভেইল্যান্স শেষ হলে আমি তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে ফিনল্যাণ্ডে রোজেনবার্গের আস্তানায় নিয়ে যাব। আমার আরও আশা, তোমরা আমার সঙ্গে রাশিয়ায় ঢুকে গোটা ব্যাপারটা চাক্ষুষ করবে।'

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। কেজিবির একজন এজেন্ট বাঘের খাঁচায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে, বিপুল পরিমাণে অস্ত্র চুরি হবার ঘটনায় সাক্ষী হবার অজুহাতে। এখন জানার কোন উপায় নেই রাসকিনের এই প্রস্তাব অপারেশন কোল্ড ওঅর-এর অংশবিশেষ, নাকি রাশিয়ার মাটিতে ওদেরকে ফাঁদে ফেলার একটা ষড়যন্ত্র।

এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে, লণ্ডন থেকে ম্যাডিরার পথে রওনা হবার আগে রাহাত খান ওকে সাবধান করে দিয়েছেন।

ছয়

কোল্ড ওঅর টিমের চারজন ডিনারে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিল, যদিও রানার অন্যরকম উদ্দেশ্য রয়েছে। রাহাত খান ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, ওর পার্টনারদের মধ্যে দুনম্বরী ব্যাপারস্যাপার থাকতে পারে। তিনি যে মিথ্যে সন্দেহ করেননি তা রাসকিনের কামরায় সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং-এর সময় স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যাকফারসন খোঁচাটা না দিলে কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গের নামটা উচ্চারিতই হত না। অথচ রাহাত খানের কথা অনুসারে এই রহস্যময় ব্যক্তিটিরই নাটের গুরু হবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা। রাসকিন আরও একটা তথ্য গোপন করে গেছে, ব্লু ফক্স অর্ডন্যান্স ডিপো থেকে চুরি যাওয়া সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটার নাম সে বলেনি।

রানার মত ম্যাকফারসনেরও বেশ কিছু তথ্য জানা আছে, মনে হচ্ছে অন্ধকারে আছে একা শুধু সেলিনা। অপারেশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সীমান্তের রুশ এলাকায় উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম চুরির ঘটনা চাক্ষুষ করার ব্যাপারটা সহ, রানার

দৃষ্টিতে মোটেও শুভ বলে মনে হচ্ছে না।

ডিনারে একত্রিত হবার প্রস্তাবটা আসে রাসকিনের তরফ থেকে। তারপর সে জেদ ধরে, কোল্ড ওঅর-এর চারজন সদস্যকেই দ্বীপটা ছেড়ে ফিনল্যাণ্ডের অপারেশনাল এরিয়ায় ফিরে যেতে হবে, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওখানে পৌঁছে কোথায় আবার সবাই মিলিত হবে তা-ও ঠিক করা হয়েছে, অর্থাৎ তার প্রস্তাবে রাজিও হয়েছে সবাই।

রানা জানে ঠাণ্ডা নরক আর্কটিক সার্কেলে সবার সঙ্গে মিলিত হবার আগে কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে হবে ওকে। রোববার সকালে ম্যাডিরা থেকে কয়েকটা ফ্লাইট আছে, কাজেই ডিনারে বসে সবাইকে পরামর্শ দেবে রাসকিন, কে কিভাবে আলাদাভাবে রওনা হবে ওরা। কিন্তু না, রাসকিনের নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি নয় রানা।

বিদায় নিয়ে রাসকিনের কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে ও, ফিসফিস করে সেলিনা প্রস্তাব দিয়ে বসল বারে বসে ওর সঙ্গে বিয়ার খেতে চায় সে। সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল রানা, সোজা নিজের কামরায় চলে এল। পনেরো মিনিট পর নিজের পথে রওনা হয়ে গেল ও, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফানচাল এয়ারপোর্টে চলে আসে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ওকে। শনিবার, বিকেল তিনটের ফ্লাইট ধরতে পারেনি। কাজেই রাত দশটা পর্যন্ত পরবর্তী ফ্লাইটের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো।

প্লেনে চড়ে রওনা হবার পর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল রানা, প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে যে ওর কলিগরা লিসবনে পৌঁছুতে শুরু করবে রোববারের প্রথম ফ্লাইট টেক-অফ করার পর। হেলসিঙ্কির দিকে এগিয়ে থাকতে চায় ও, ওরা কেউ মেইনল্যাণ্ডে পৌঁছুনোর যতটা সম্ভব আগে রওনা হতে চায়।

সহায়তা করল ভাগ্য। ফানচাল থেকে শেষ ফ্লাইট আসার পর লিসবন থেকে কোন ফ্লাইট টেক-অফ করে না। তবে বিকেলের আমস্টারডামগামী কে. এল. এম. ফ্লাইট হল্যাণ্ডের আকাশ খারাপ থাকায় অনেক দেরি করে ফেলেছে, খালি একটা সীট পেয়ে গেল রানা।

ভোর চারটের সময় আমস্টারডামে, শিফল এয়ারপোর্টে পৌঁছুল রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে চলে এল। অত ভোরে ওখান থেকে ফিনএয়ার এইটফোর সিক্স-এর একটা সীট বুক করতে কোন অসুবিধে হলো না, হেলসিঙ্কির উদ্দেশে রওনা হবে সন্ধে সাড়ে পাঁচটায়।

কামরায় ঢুকে প্রথমেই রানা দ্রুত ওর ওভারনাইট ব্যাগ আর ব্রীফকেসটা চেক করে নিল। ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে একজোড়া কমাণ্ডো নাইফ আর একটা হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পিসেভেন অটোমেটিক আছে, এমনভাবে সুরক্ষিত যে এয়ারপোর্টের এক্স-রে মেশিনে ধরা পড়বে না।

শাওয়ার সেরে বিছানায় ওঠার আগে রোভানেইমির বার্নাড ওয়াটসনকে জরুরী একটা টেলিগ্রাম করল রানা, তাতে ওর সাব সম্পর্কে কয়েকটা নির্দেশ থাকল। তারপর একটা ফোন কল বুক করল, রুম সার্ভিসকে বলে রাখল কখন ব্রেকফাস্ট

খাবে।

রাসকিন, ম্যাকফারসন আর সেলিনাকে নিয়ে মাথার ভেতর অনেক সমস্যা আছে, বিশেষ করে রাসকিনকে নিয়ে, তারপরও ঘুমটা ভালই হলো রানার। বিছানা ছাড়ল তাজা একটা ভাব নিয়ে, তবে সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে লণ্ডনের একটা নম্বরে ফোন করল রানা, জানে রোববার সকালে বস্‌কে কোথায় পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ ঘটার পর রাহাত খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল রানা, বলল, 'তিনজন খদ্দেরের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে, স্যার। ওরা আগ্রহী, তবে পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কিনবে কিনা।' ফিল্ড থেকে যোগাযোগ করলে বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহার করে রানা ও রাহাত খান, যেগুলোর বিশেষ অর্থ একমাত্র ওদের দু'জনের কাছেই শুধু পরিষ্কার।

'ওদের প্ল্যান সম্পর্কে সব কথা ওরা তোমাকে বলেছে?' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'না। প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে মি. ইস্ট কিছু জানাতে রাজি নয়। ভার্জিনিয়া মনে হচ্ছে সব খবরই রাখে, তবে আব্রাহাম বোধহয় এখনও অন্ধকারে।'

'আচ্ছা!' রাহাত খান অপেক্ষা করছেন।

'লাস্ট শিপমেন্টের উৎস আমাকে দেখানোর ব্যাপারে মি. ইস্টের সাংঘাতিক আগ্রহ। সে বলছে, খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা শিপমেন্ট আছে।'

'সম্ভব, থাকতে পারে।'

'কিন্তু আপনাকে আমার জানানো দরকার যে লাস্ট কনসাইনমেন্ট সম্পর্কে সমস্ত ডিটেলস সে আমাকে দেয়নি।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, কিছু কিছু ব্যাপার চেপে যাবে সে।'

রানা কল্পনায় দেখতে পেল, কথাটা ফলে যাওয়ায় আপনমনে মিটিমিটি হাসছেন বস্‌। 'যাই হোক, আজ সন্ধের দিকে আবার আমি উত্তর দিকে রওনা হচ্ছি।'

'দরদাম সম্পর্কে কিছু বলতে পারো আমাকে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'টাকার অঙ্কে?' রানাকে আসলে ম্যাপ রেফারেন্স জানাবার একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন তিনি, নিজেও জানতে চান সবার সঙ্গে কোথায় ওর দেখা হবার কথা হয়েছে।

আগেই রেফারেন্স বের করে রেখেছে রানা, গড়গড় করে বলে গেল। শুনলে মনে হবে টাকার অঙ্ক, সঠিক রেফারেন্স উদ্ধার করতে হলে উল্টেপাল্টে সাজাতে হবে। পদ্ধতিটা রাহাত খানেরও জানা আছে।

'ঠিক আছে,' লিখে নেয়ার পর বললেন রাহাত খান। 'তুমি আকাশ পথে যাচ্ছ তো?'

'সড়ক পথেও। ব্যবস্থা করেছি, গাড়িটা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর আবার বলল, 'আরেকটা কথা, স্যার।'

'ইয়েস?'

'সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে আছে আপনার? যাকে নিয়ে আমাদের সমস্যা হয়েছিল—ছুরির মত ধারাল?'

'ইয়েস।'

'মানে, তার গার্লফ্রেণ্ড। যার বাপ খুব মজার লোক।' বেটিনা মর্টিমারের কথা বলছে রানা।

'বলো।'

'তাকে চেনার জন্যে একটা ফটো দরকার আমার।'

'ঠিক বলতে পারছি না। কঠিন হতে পারে। কঠিন তোমার জন্যে হতে পারে, আমাদের জন্যেও হতে পারে।'

'পেলে খুব ভাল হত, স্যার। মনে হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'দেখি কি করতে পারি।' রাহাত খান ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

'যদি সম্ভব হয় পাঠিয়ে দেবেন। প্লীজ, স্যার।'

'ঠিক আছে...'

'যদি পারেন আর কি। আরও খবর যোগাড় হলে যোগাযোগ করব।' হঠাৎ করে, দ্রুত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। আবার ব্যাপারটা লক্ষ করল ও, বসের মধ্যে অনিচ্ছার একটা ভাব। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ওর। লণ্ডন ব্রিফিং-এ সেলিনা জামায়েলের নাম ওঠার সময় তাঁর এই অনিচ্ছার ভাব প্রথম লক্ষ করে ও । এখন, বেটিনা মর্টিমারের পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানার প্রশ্ন তুলতেই আবার সেটা ফিরে এল। কারণটা কি?

ফিনএয়ারের ডিসিনাইন-ফিফটি অর্থাৎ ফ্লাইট এইটফোরসিক্স আমস্টারডাম থেকে সন্ধ্যার সময় রওনা হয়ে হেলসিঙ্কি এয়ারপোর্টে নামতে শুরু করল ন'টা পঁয়তাল্লিশে। জানালা থেকে উঁকি দিয়ে তুষারে ম্লান আলোর দিকে তাকাল রানা, ভাবল বাকি তিনজন এরইমধ্যে ফিনল্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে কিনা। শেষবার এখানে মাত্র অল্প ক'দিন আগে এসেছিল ও, ইতিমধ্যে আরও তুষার পড়েছে, বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করতে হয়েছে রানওয়ে।

টার্মিনাল ভবনে পা দেয়ার মুহূর্ত থেকে ওর সবগুলো ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে উঠল। শুধু যে তিনজন পার্টনারের ছায়া বা গন্ধ খুঁজছে তা নয়, অচেনা শত্রুদের কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেদিকেও খেয়াল আছে। মাত্র ক'দিন আগে এই সুন্দর শহরেই তো দু'জন খুনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর।

ট্যাক্সি নিয়ে হেসপেরিয়া হোটেলে যাচ্ছে রানা। ওদের মিলিত হবার জায়গার উদ্দেশে একা রওনা হতে চায় ও। ওরা সম্ভবত আলাদাভাবে এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, হয়তো এই মুহূর্তে ফিনিশ রাজধানীতে রয়েছে। টীমের কেউ যদি রানাকে খোঁজে, শেরাটনে অবশ্যই নজর রাখা হবে। সেজন্যেই ওখানে উঠছে না রানা।

এ-সব কথা মনে রেখে খুব সাবধানে পা ফেলছে রানা। ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে অনেকটা সময় নিল, ভাল করে দেখে নিল চারদিকটা। হোটেলের মেইন ডোর-এ থামল কয়েক সেকেণ্ড, আরেকবার চোখ বুলাল। তারপর ভেতরে ঢুকল।

রিসেপশনে বসা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার সময়ও এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল রানা, যেন মেইন ডোরটা চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পায়। সাব টার্বো সম্পর্কে প্রশ্ন করল

ও।

'জ্বী, হ্যাঁ, একটা সাব টার্বো সিলভার। ডেলিভারি দেয়া হয়েছে মাসুদ রানার নামে।' মেয়েটার ভুরু সামান্য কুঁচকে আছে, ভাবটা যেন, বিদেশী অতিথির নামে হোটেলে ডেলিভারি দেয়া গাড়ির খবর জানানো ছাড়া আরও কাজ আছে তার।

এক রাতের জন্যে খাতায় নাম লেখাল রানা, অগ্রিম টাকা মেটাল, তবে গাড়ি পৌঁছে থাকলে হেলসিঙ্কিতে রাত কাটানোর কোন ইচ্ছে নেই ওর। বছরের এই সময়টায় রোভানেইমি থেকে হেলসিঙ্কি চব্বিশ ঘণ্টার পথ, তা-ও যদি তুষার ঝড়ে পড়ে মাঝেমধ্যে থামতে না হয়। বার্নাড ওয়াটসনের পক্ষে সময়মত পৌঁছুনো কঠিন কোন ব্যাপার না, সাবেক র‍্যালি ড্রাইভার হিসেবে বিরাট অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা আছে তার।

রানা ভেবেছিল তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ওকে। কিন্তু ডেস্কের মেয়েটা বলছে ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে গাড়ি। যেন সে মিথ্যে কথা বলছে না প্রমাণ করার জন্যেই চাবিটা রানার মুখের সামনে দোলাল।

নিজের কামরায় ঢুকে এক ঘণ্টা ঘুমাল রানা, তারপর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ড্যামআর্ট আণ্ডারঅয়্যারের ওপর ট্র্যাক স্যুট, স্কি প্যান্ট, মাকলাক বুট, ভারি রোলনেক সোয়েটার আর প্যাড লাগানো কোল্ড ওয়েদার জ্যাকেট পরল। জ্যাকেট পরার আগে হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পিসেভেন ভরার জন্যে স্ট্র্যাপ লাগাল হোলস্টারের। বিশেষভাবে তৈরি ওটা, কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ফিট করা যায়। এবার রানা স্ট্র্যাপগুলো এমন আঁট করল, ওটা যাতে ঠিক বুকের মাঝখানে থাকে। তারপর চেক করল পিসেভেন, লোড করল, সবশেষে কয়েকটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন ভরল জ্যাকেটের পকেটে, প্রতিটি দশ রাউণ্ডের।

বাকি যা কিছু দরকার সবই ব্রীফকেসে আছে। কাপড়চোপড় আছে ওভারনাইট ব্যাগটায়। অন্যান্য অস্ত্র, টুলস, ফ্লেয়ার ইত্যাদি পাওয়া যাবে গাড়িতে।

কাপড়চোপড় পরার সময়ই লীনা পেকারের নম্বরে ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্তে চব্বিশ বার রিং হলো, কেউ রিসিভার তুলল না। এরপর লীনার অফিসে ফোন করল ও, যদিও জানে রোববার রাতে সেখানে এখন কেউ নেই।

লীনাকে না পাওয়ায় কাজ একটা বাড়ল, ভাবল রানা। মাথায় ড্যামআর্ট হুড চাপাল, তার ওপর থাকল উলের তৈরি একটা হ্যাট। হাতে পরল থারমাল ড্রাইভিং গ্লাভস। গলার চারধারে একটা উলেন স্কার্ফও জড়াল, পকেটে রাখল একজোড়া গগলস। জানে, সাব-জিরো টেমপারেচারে গাড়ি ছাড়তে হলে মুখ আর হাতের সবটুকু ঢেকে রাখতে হবে ওকে।

প্রস্তুতি নেয়া শেষ হতে ফোন করে রিসেপশনকে জানাল, হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও। নিচে নেমে সোজা চলে এল পার্কিং এরিয়ায়, দেখল আলোর নিচে চকচক করছে ওর সিলভার নাইনহানড্রেড টার্বো।

মেইন কেসটা বুটে চলে গেল। তার আগে বুটটা চেক করে দেখে নিল রানা যা যা চেয়েছিল সব তোলা হয়েছে কিনা—কোদাল, দু'বাক্স ফিল্ড রেশন, অতিরিক্ত ফ্লেয়ার, বড় আকৃতির 'স্পীডলাইন' লাইন-থ্রোয়িং প্যাক। প্যাকটা দুশো পঁচাত্তর

মিটার কেবল্ ডেলিভারি দেবে, দুশো ত্রিশ মিটার দূরত্বের মধ্যে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না, গতিও খুব দ্রুত।

অ্যালার্ম সুইচ অফ করার জন্যে গাড়ির সামনেটা খুলল রানা। তারপর বাকি ইকুইপমেন্ট সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল। গোপন একটা কমপার্টমেন্টে রয়েছে ম্যাপ, আরও কিছু ফ্লেয়ার, একটা ·৪৪ ম্যাগনাম রিভলভার। ওটার গুলি মানুষকে তো থামাবেই, ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে একটা গাড়িকেও থামিয়ে দেবে।

ড্যাশবোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিল রানা। পিছনে সরে গেল একটা দেরাজ, বেরিয়ে পড়ল আধ ডজন ডিম্বাকৃতি তথাকথিত 'প্র্যাকটিস গ্রেনেড'। ওগুলো আসলে স্টান গ্রেনেড। গ্রেনেডের পিছনে রয়েছে আরও চারটে মারাত্মক হাতবোমা। এলটুএটু।

গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে রানা দেখল ওর কমপাসটা জায়গামতই আছে, সঙ্গে বার্নাড ওয়াটসনের একটা নোট—'কি করতে যাচ্ছ জানি না, তবে আমার শুভেচ্ছা থাকল। বাঁ পায়ের যে কাজটা শিখিয়েছি, সেটার কথা মনে রেখো।'

আপনমনে হাসল রানা। মনে পড়ে গেল বার্নাড ওয়াটসন ওকে শিখিয়েছে ব্রেকিং টেকনিকের সাহায্যে বরফের ওপর গাড়িকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ঘোরাতে হয় লাটিমের মত।

সবশেষে বেরিয়ে এসে গাড়ির চাকাগুলো পরীক্ষা করল রানা। স্যালা অনেক দূরের পথ, প্রায় একহাজার কিলোমিটার। ভাল আবহাওয়ায় কোন অসুবিধে হয় না, তবে তুষার আর বরফের মধ্যে পদে পদে বিপদ হতে পারে।

প্লেন টেক-অফ করার আগে পাইলট যেমন কন্ট্রোল চেক করে, রানাও তেমনি হেড-আপ ডিসপ্লে ইউনিটের সুইচ অন করে সব দেখে নিল। আলোকিত ডিসপ্লেতে ডিজিটাল স্পীড আর ফয়েল রিডিং দেখা যাচ্ছে। আরও রয়েছে একই বিন্দুতে মিলিত অসংখ্য রেখা, বিভিন্ন অংশে ভাগ করা— এগুলো ড্রাইভারকে নিরাপদে গাড়ি চালাতে সাহায্য করে—খুদে রাডার সেনসর, ডান-বাঁয়ে সচল তুষার বা স্তূপ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, ফলে গভীর বা উঁচু-নিচু তুষারের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না।

স্যালার উদ্দেশে রওনা হবার আগে আরেক জায়গায় একবার ঢুঁ মারতে হবে রানাকে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও, এসপ্লানেড পার্কের দিকে যাচ্ছে।

বরফের দৃশ্য আর মূর্তিগুলো এখনও পার্কের শোভা হয়ে আছে—তরুণ-তরুণীরা জড়িয়ে ধরে আছে পরস্পরকে। গাড়ি লক করার সময় শহরের দূর প্রান্ত থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল বলে মনে হলো রানার—যেন ব্যথায় কাতর একটা পশু চেঁচিয়ে উঠল।

লীনার দরজা বন্ধ, তবে একটা খুঁত ধরা পড়ল রানার চোখে। জ্যাকেটের ওপরের দুটো বোতাম খুলল ও, প্রয়োজনের সময় যাতে দ্রুত হাতে চলে আসে হেকলার অ্যাণ্ড কোচ। তারপর ডান পায়ের মাকলাক বুট দরজার বাইরের কিনারায় ঠেকিয়ে চাপ দিল। পিছন দিকে সরে গেল কবাট দুটো, কব্জাগুলো নড়বড় করছে।

তালা আর চেইন ভাঙা দেখল রানা, ইতিমধ্যে অস্ত্রটা হাতে চলে এসেছে। দেখেই বোঝা যায়, গায়ের প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে ভেতরে ঢোকা হয়েছে। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকল ও, নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছে। লীনার ফ্ল্যাট থেকে বা অ্যাপার্টমেন্টের অন্য কোথাও থেকে কোন শব্দ আসছে না।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল রানা। ফ্ল্যাটের ভেতরটা তছনছ করা হয়েছে। ভেঙেচুরে চারদিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ফার্নিচার আর অলংকার। এখনও পা টিপে টিপে হাঁটছে রানা, বেডরূমের দিকে এগোল। ওখানেও একই অবস্থা। ড্রয়ার আর কাবার্ড খালি করা হয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কাপড়চোপড়। এমন কি লেপটাও ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চলে এল রানা, সেই একই দৃশ্য চোখে পড়ল।

লীনার জন্যে চিন্তা হচ্ছে ওর। কোথায় সে?

মনের ভেতর থেকে তাগাদা এল, এখুনি কেটে পড়ো। হেলসিঙ্কি থেকে বেরিয়ে যাবার পর নাহয় পুলিসকে টেলিফোন করা যেতে পারে। ব্যাপারটা সাদামাঠা ডাকাতি হতে পারে। কিংবা হয়তো অপহরণের ঘটনা, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে দেখে মনে হবে চোর এসেছিল।

আরেকটা সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করল রানা। সব কিছু তছনছ করা হলেও, একটা প্যাটার্ন আছে। যেন মরিয়া হয়ে নির্দিষ্ট কিছু একটা খোঁজ করা হয়েছে।

দ্রুত আরেকবার সবগুলো কামরা থেকে ঘুরে এল রানা। হাতে এখন ক্লু রয়েছে তিনটে। ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে, এটাকে ক্লু ধরলে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে লীনার সমস্ত কসমেটিকস ফেলে দেয়া হয়েছে, পড়ে রয়েছে শুধু একটা জিনিস। সাবধানে সেটা তুলল রানা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, তালুতে ফেলে ওজন অনুভব করল। কি জিনিসটা? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার মূল্যবান কোন স্মৃতিচিহ্ন? না, জিনিসটা আরও বেশি ব্যক্তিগত, আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। রানার হাতে ওটা একটা জার্মান নাইট'স ক্রস, লাল সাদা আর কালো রিবনের শেষ মাথায় ঝুলছে, সঙ্গে আছে ওক গাছের একটা পাতা আর তলোয়ারের হাতল। অত্যন্ত সম্মানজনক একটা পদক আসলে। পদকটা ঘোরাতেই উল্টোদিকে খোদাই ও মিনা করা লেখাটা পরিষ্কার পড়তে পারল রানা— 'এসএস-ওবারফুয়েরার এরিক মর্টিমার। ১৯৪৪'।

পদকটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে ঘুরে দরজার দিকে এগোল ও, মৃদু ঠন করে উঠল কি যেন। সম্ভবত মেঝেতে ধাতব কিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়েছে ওর পা। কার্পেটের ওপর চোখ বুলাল, বেডসাইড টেবিলের ক্রোম পায়ার কাছে কি যেন একটা সামান্য চকচক করছে। আরেকটা পদক? না, এটা একটা ক্যাম্পেন শীল্ড, এ-ও জার্মানীর। গাঢ় ব্রোঞ্জের তৈরি শীল্ডটার ওপরে একটা ঈগলপাখি রয়েছে, খোদাই করা হয়েছে ফিনল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত আর রাশিয়ার ম্যাপ। মাথার দিকে লেখা, 'ল্যাপল্যাণ্ড'। সুদূর উত্তরে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়েহরমাখ্ট্ শীল্ড, এটারও পিছনটা খোদাই ও মিনা করা, তবে তারিখ লেখা রয়েছে ১৯৪৩।

এটাও পকেটে ভরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল রানা।

কোথাও কোন রক্তের দাগ দেখেনি, কাজেই ধরে নিল লীনা কোথাও বেড়াতে গেছে।

গাড়িতে ফিরে এসে হিটিং সিস্টেম চালু করল ও, রওনা হলো রুট ফাইভের দিকে। রুট ফাইভ ধরেই ল্যাপল্যাণ্ড, তারপর আর্কটিক সার্কেলে পৌঁছুবে। স্যালা পর্যন্ত যেতে হবে না, তার খানিক আগে হোটেল গোল্ড স্টার-এ মিলিত হবে কোল্ড ওঅর-এর সদস্যরা।

শহর ছাড়িয়ে আসার পর সমস্ত মনোযোগ রাস্তা আর গাড়ির ওপর ঢেলে দিল রানা। ফিনল্যাণ্ডের মেইন রোডগুলোর খুব যত্ন নেয়া হয়। এমন কি উত্তর প্রান্তের রাস্তাগুলো থেকে নিয়মিত তুষার সরাবার ব্যবস্থা আছে। তবে রাস্তার মেঝে শীতকালে সব সময় নিরেট ও পুরু বরফে ঢাকা থাকে।

আকাশে চাঁদ নেই, পরবর্তী আট কি নয় ঘণ্টা রানার চোখে শুধু উজ্জ্বল সাদা আভা লেগে থাকল, হেডলাইটের আলো বরফে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে। আভার উজ্জ্বলতা মাঝে-মধ্যে হঠাৎ কমে গেল বিশাল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফার গাছের সারি সামনে ঝুলে থাকলে।

বাকি সবাই আকাশ পথে যাবে, রানা নিশ্চিত। ও নিজের একটা বাহন চেয়েছে, যদিও জানে যে স্যালায় পৌঁছে ওটাকে ছাড়তে হবে তার। রাসকিনের সঙ্গে যদি সীমান্ত পেরোতে হয় ওকে, ওদেরকে এগোতে হবে অত্যন্ত সাবধানে ও নিঃশব্দে—লেক পেরিয়ে, বনভূমির ভেতর দিয়ে, পাহাড় টপকে।

সাব-এর হেড-আপ ডিসপ্লে অমূল্য একটা সম্পদ, প্রায় পরিপূর্ণ একটা গাইডেন্স সিস্টেম, রাস্তার দু'পাশে তুষার কোথায় কতটুকু জমে আছে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে রানাকে। যতই উত্তরে চলে এল, গ্রামের সংখ্যা ততই কমে এল। বছরের এই সময় দিনের আলো থাকে অল্প কয়েক ঘণ্টা, বাকি সময়টা সন্ধ্যার মত আবছা, কিংবা গাঢ় অন্ধকার।

দু'বার থামল রানা, পেট্রল আর নাস্তার জন্যে। বিকেল চারটের দিকে সাব ওকে সাউমুসালমি-র প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে দিল। এখান থেকে রুশো-ফিনিশ সীমান্ত অনেক দূরে নয়, আর্কটিক সার্কেলও মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। তবে এখনও অনেকটা পথ গাড়ি চালাতে হবে। আবহাওয়ার অবস্থা অবশ্য বিশেষভাবে খারাপ বলা চলে না।

দু'বার ভারি তুষারের মধ্যে পড়ল গাড়ি। তীব্র বাতাসে জলোচ্ছ্বাসের মত আছড়ে পড়ল সাদা তুষার, ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে দিকবিদিক ছুটোছুটি শুরু করল। থামেনি রানা, মনে মনে প্রার্থনা করেছে, ঝড়টা যেন পিছিয়ে পড়ে। পড়েছেও তাই। তবে এমন অদ্ভুত আবহাওয়া যে হঠাৎ করে টেমপারেচার বেড়ে যাচ্ছে, ফলে অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে বাতাস। ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে তুষারের চেয়ে কুয়াশাই বেশি দায়ী।

মাঝে-মধ্যে বরফ ঢাকা দীর্ঘ সমতল রাস্তা ধরে ছুটছে গাড়ি। রাস্তার ধারে দু'একটা আলোকিত দোকান চোখে পড়ল, গরম কাপড়ে মোড়া লোকজন কিনারা ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে, মহিলারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে খুদে স্লেজ। তারপর আবার ফাঁকা রাস্তা, বরফ তুষার আর গাছ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। কখনও হয়তো উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা ভারি ট্রাককে জায়গা ছেড়ে দিতে হলো, কাঠের বোঝা নিয়ে সগর্জনে

পাশ কাটাল।

প্রায় সতেরো ঘণ্টা রাস্তায় রয়েছে রানা। এখনও রুট ফাইভে। সামনে একটা শাখা পথ আছে, সম্ভবত ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। ওই শাখা পথটাই আরও পুবদিকে নিয়ে যাবে ওকে। রোভানেইমি আর স্যালার সীমান্ত এলাকার মধ্যে সরাসরি পুব-পশ্চিমে লম্বা ওটা। পথটা রোভানেইমি থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পুবে, আর স্যালা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে।

এই মুহূর্তে রাস্তার একটা নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে রয়েছে রানা, দশ কিলোমিটার সামনে শাখা পথটা ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই। শাখা পথের মুখ থেকে স্যালা পর্যন্ত দু'একটা ল্যাপ ক্যাম্প বা পরিত্যক্ত সামার লগ কটেজ থাকলেও থাকতে পারে। সামনে বাঁকা হয়ে গেছে রাস্তা, গতি কমিয়ে আনল ও। বাঁকা পথটা পেরিয়ে আসছে, ডান দিকে একটা মোড় ও সামনে খানিকটা আলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা। হেডলাইটের আলো নিচু করল, তারপর আবার তুলল, দেখতে চায় সামনে ওটা কি। তীব্র আলোর ভেতর দৈত্যাকৃতি একটা হলুদ স্নো প্লাউ দেখতে পেল রানা। আলোগুলো পুরোমাত্রায় জ্বলছে, প্লাউ-এর বিশাল বো দেখে মনে হলো যেন একটা যুদ্ধজাহাজ।

এটা আধুনিক কোন স্নো-ব্লোয়ার নয়, পুরানো দিনের অতিকায় কাঠামো। দুনিয়ার এই অংশে ব্যবহার করা হয় অসম্ভব উঁচু স্নো প্লাউ, মাথায় মোটা কাঁচ দিয়ে মোড়া কেবিন, যাতে অনেকটা দূর পর্যন্ত চারপাশে চোখ বুলানো যায়। কাঠামোটাকে চালায় চওড়া ক্যাটারপিলার ট্র্যাক। মূল প্লাউ অপারেট করা হয় এক সারি হাইড্রলিক পিস্টন-এর সাহায্যে, ওগুলো ভেহিকেলটার খানিকটা সামনে এগিয়ে থাকে। পিস্টনগুলো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দ্রুত উচ্চতা ও দিক বদলাতে পারে।

যন্ত্রদানবটার প্লাউ বা লাঙ্গল হিসেবে রয়েছে তীক্ষ্ণ ইস্পাত, গুলতি আকৃতির বো, প্রায় দশ ফুট উঁচু, ধারাল কিনারা থেকে বাঁকা হতে শুরু করায় বরফ বা তুষারকে দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়া যায়। আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার হলেও, ভারি ট্যাংকের মতই অনায়াসে পিছু হটতে বা বাঁক ঘুরতে পারে।

গতি কমিয়ে আয়নায় তাকাল রানা। ওর পিছনে দ্বিতীয় স্নো প্লাউ উদয় হয়েছে, সম্ভবত এইমাত্র পাশ কাটিয়ে আসা মোড় থেকে। এটারও সবগুলো আলো জ্বলছে।

গতি একেবারে কমিয়ে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা। সামনে যদি তুষারপাত খুব বেশিও হয়ে থাকে, তবু যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চায় ও।

হঠাৎ করেই লক্ষ করল, সামনের প্লাউ রাস্তার ঠিক মাঝখানটা দখল করে আছে। চট করে আয়নায় তাকিয়ে দেখল, পিছনেরটাও তাই রয়েছে। বিপদের সংকেত দিয়ে ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে উঠল চুল। একটা ক্রসরোডকে পাশ কাটাবার সময় দ্রুত ডান দিকে তাকাল রানা, দেখল রাস্তা প্রায় পরিষ্কার, খুব একটা বেশি নয় তুষার। তারমানেই প্লাউগুলো স্বাভাবিক কোন কাজে বেরোয়নি।

ক্রসরোড পেরিয়েছে তিন সেকেণ্ড, কাজ শুরু করল রানা। হুইল ডান দিকে ঘোরাল, ব্রেকে সজোরে চেপে ধরল বাম পা, অনুভব করল গাড়ির পিছনটা হড়কাতে শুরু করেছে, তারপর অ্যাকসিলারেটার ছেড়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ঘোরাতে

শুরু করল গাড়িকে। দিক পরিবর্তন করল রানা, বাড়িয়ে দিল গতি।

পিছনে প্লাউ যতটা কাছে মনে হয়েছিল তারচেয়ে বেশি কাছে রয়েছে, দূরত্ব দ্রুত কমতে শুরু করায় নিরেট ধাতব কাঠামোটা আকারে আরও বড় হয়ে উঠল প্রতি মুহূর্তে।

প্লাউটার চেয়ে আগে ক্রসরোডে পৌঁছুতে পারলে ভাগ্য মনে করতে হবে। তাকাবার সময় নেই, তবে জানা কথা অপর স্নো প্লাউটাও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সময় মত ক্রসরোডে পৌঁছুতে না পারলে রাস্তার পাশে পাহাড় হয়ে থাকা তুষারে ধাক্কা খাবে গাড়ি, নয়ত জোড়া প্লাউয়ের মাঝখানে আটকা পড়বে। ছুরির মত ধারাল, বাঁকা ফলা আক্ষরিক অর্থেই ফালা ফালা করে ফেলবে সাবকে।

মুহূর্তের জন্যে হুইল ছাড়ল একটা হাত, ড্যাশবোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিল রানা। হিসহিস শব্দ হলো। দুটো গোপন কমপার্টমেন্টের একটা খুলে গেল। গ্রেনেড আর ম্যাগনাম রিভলভার নাগালের মধ্যে চলে এল। সামনে চলে এসেছে ক্রসরোডও।

ওর সামনে স্নো প্লাউটা প্রায় বারো মিটার দূরে, হেডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হলুদ। বক্সারদের মত ভান করল রানা, ডানদিকে ঘুরতে শুরু করল। দেখাদেখি প্লাউটাও বামদিকে ঘুরে যাচ্ছে, স্পীড বাড়িয়ে বাধা দিতে চায় রানাকে।

তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে, বাঁক ঘোরার ঝোঁক যখন আর কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, আরও দ্রুতবেগে ডানদিকেই হুইল ঘোরাল রানা, আবার ব্রেকে বাঁ পা চেপে ধরল, বাড়িয়ে দিল এঞ্জিনের গতি, চেপে ধরল অ্যাকসিলারেটার।

গাড়ি ঘুরতে শুরু করল একটা প্লেনের মত, একই সঙ্গে ব্রেক আর অ্যাকসিলারেটার থেকে উঠে এল রানার পা, ঠিক যখন এক পাকের অর্ধেকটা ঘোরা শেষ হয়েছে, এগোচ্ছে আড়াআড়িভাবে, ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে উল্টোদিকের রাস্তা বরাবর—যে রাস্তায় ঢুকতে হলে বাম দিকে বাঁক নেয়ার কথা রানার।

স্টিয়ারিং সংশোধন করে, ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে, গাড়ির প্রতিক্রিয়া অনুভব করল রানা—যেন একটা পোষ মানা প্রাণী, পিছন দিকটা সামান্য হড়কাচ্ছে। তারপরই রাস্তাটার দিকে মুখ করল গাড়ি, ওর ডান ও বাম পাশে স্নো প্লাউ দুটো ঝুলে আছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ওর ডান পাশের প্লাউটা। ওটার ফলা কোন মতে এড়িয়েই ছোঁ দিয়ে একটা গ্রেনেড তুলে নিল, দরজা সামান্য খুলে ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে, তার আগে দাঁত দিয়ে পিন খুলে নিয়েছে। হাড় কাঁপানো তীব্র বাতাসে দরজাটা বন্ধ করতে হিমশিম খাচ্ছে রানা, এই সময় ডান প্লাউ-এর ফলা পিছনে ঘষা খাওয়ায় ঝাঁকি খেলো গাড়ি।

মুহূর্তের জন্যে রানা ভাবল, ধাক্কাটা লাগায় যে রাস্তায় ঢুকতে যাচ্ছে সেটার দু'পাশে পাহাড় হয়ে থাকা তুষারের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে গাড়ি। তবে না, আবার সিধে হলো সাব, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ও, শুনতে পেল গাড়ির মাডগার্ড বাড়ি খাওয়ায় সশব্দে বিস্ফোরিত হলো তুষারের একদিকের পাহাড়। সাদা, উঁচু তুষারের পাঁচিল দু'পাশে, মাঝখানে সরু রাস্তা, গাড়ি ঢোকার পর অতিরিক্ত জায়গা খুব কমই

থাকবে। তারপর গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল পিছন থেকে। চট করে একবার আয়নায় তাকাল রানা। একটা প্লাউ-এর নিচ থেকে ছোবল মারার ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল লাল শিখা। ভাগ্য ভাল হলে, মিনিট দশেক অচল হয়ে থাকবে প্লাউটা। অপর প্লাউটা দ্বিতীয়টাকে পথ থেকে সরাবার কাজে ব্যস্ত থাকবে।

অবশ্য পিছন থেকে ধাওয়া করে সাবকে ধরা কোন স্নো প্লাউ-এর কাজ নয়। না, সামনে আরেকটা প্লাউ আছে, এ-কথা রানা ভাবেনি। সেটা উদয় হলো অকস্মাৎ গাঢ় অন্ধকার থেকে, স্পটলাইট জ্বেলে।

পিছনে একটা প্লাউ অচল হয়ে পড়েছে, রাস্তা পরিষ্কার হলে দ্বিতীয়টা সাবের পিছু নেবে, তৃতীয়টা ধেয়ে আসছে সামনে থেকে। রানা এবার ধারণা করল, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আরও বোধহয় দু'একটা প্লাউ আছে আশপাশে। গোটা ব্যাপারটা সামরিক অভিযানের মত লাগছে ওর। নিখুঁত একটা অ্যামবুশ, শুধু ওর জন্যে পাতা হয়েছে। স্থান ও সময়, দুটোই আদর্শ।

সামনের প্লাউ-এর আলো সাবের আলোর ওপর সরাসরি পড়েছে, তা সত্ত্বেও চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে রানার, আবছাভাবে দেখতে পেল প্লাউটার বাঁকা ফলা নিচের দিকে নেমে এল, তারপর স্থির হলো রাস্তার মাঝখানে জমাট বাধা বরফের কয়েক ইঞ্চি ওপরে, ওটার বো-তে জমা হওয়া তুষার এখনও ঝরে পড়ছে, পিছন থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছে পানির মোটা ধারা।

মাথার ভেতর ঝড় বইছে, যতটা সম্ভব রাস্তার কিনারা ঘেঁষে গাড়ি থামাল রানা। ভেতরে থাকা এখন পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ব্যাপারটাকে সামরিক হামলা হিসেবে দেখতে হবে। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। সামনের স্নো প্লাউটাকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।

·৪৪ ম্যাগনামটা হাতে নিল রানা, জ্যাকেটের পকেটে ভরল এক জোড়া এলটুএটু। সাবধানে দরজা খুলে শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা স্টান গ্রেনেড।

বরফ ঢাকা রাস্তা লোহার মত শক্ত। গাড়ি থেকে বেরুতেই ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগল রানার মুখে। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে গাড়ির পিছনে চলে এল, ডাইভ দিল উঁচু তুষার স্তূপের গায়ে, ওর বাম দিকে।

পাউডারের মত নরম তুষার। মুহূর্তের মধ্যে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল, আরও সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পিছন দিকে পা ছুঁড়ল রানা, হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গি নিতে চায়। দেখতে দেখতে কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল তুষারে।

এ ধরনের পজিশন থেকে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই রানার, কতটুকু সুবিধে পাবে বলা কঠিন। স্নো প্লাউয়ের নিচের আলো ও ক্যাব-এর ওপর বসানো স্পটলাইটের আলো অদৃশ্য হয়েছে। রানার চোখে এখন গগলস। কন্ট্রোলে দু'জন লোককে দেখতে পেল ও। অতিকায় যন্ত্রদানব ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, ফিরছে ওর দিকে। কোন সন্দেহ নেই, গাড়িটাকে কেটে দু'টুকরো করাই ওদের উদ্দেশ্য। তাহলেই রানাকে মেরে ফেলার কাজটা শেষ হবে।

ডান হাত তুলল রানা, বাঁ হাতে এখনও ধরে আছে স্টান গ্রেনেড। লক্ষ্য ঠিক রাখার জন্যে ডান কব্জির নিচে ঠেকিয়ে রাখল বাম কব্জি।

প্রথম গুলিতে স্পটলাইট চুরমার হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি ভেঙে ফেলল কেবিনের কাঁচ। একটু ওপর দিকে তাক করেছিল রানা, এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে কাউকে খুন করতে চায় না।

একটা দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে আসতে শুরু করল একটা মূর্তি। ঠিক এই সময় পিন খুলে স্টান গ্রেনেডটা ডান হাতে নিল রানা, তারপর ছুঁড়ে দিল বিধ্বস্ত ক্যাব-এর দিকে।

গ্রেনেডটা সম্ভবত ক্যাব-এর ভেতরই বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল রানা। আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে বলে তাকায়নি। ক্যাব-এর ভেতরে বিস্ফোরিত হয়ে থাকলে আরোহীদের কানের পর্দা অক্ষত না থাকারই কথা।

তুষারের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে প্লাউটার দিকে সাবধানে এগোল রানা। যন্ত্রদানবের পাশে অচেতন পড়ে আছে ক্রুদের একজন। এই লোকটাই লাফ দিয়ে নেমে আসতে চেয়েছিল। অপর লোকটা, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে আগুপিছু দুলছে, তীব্র বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোঙাচ্ছে।

একটা হাতল ধরে ড্রাইভারের দিকের দরজায় উঠে এল রানা, টান দিয়ে খুলে ফেলল কবাট। মুখ থেকে হাত না সরিয়েই কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করল লোকটা। রিভলভারের ব্যারেল দিয়ে তার ঘাড়ে সজোরে আঘাত করল রানা, একটু তর্ক না করে জ্ঞান হারাল লোকটা।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা গ্রাহ্য না করে লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিচে নামাল রানা, প্লাউয়ের সামনে অপর লোকটার পাশে ফেলে রাখল। আবার ক্যাবে উঠল ও। এঞ্জিন সচল রয়েছে। মনে হলো অশুভ হাইড্রলিক আর ফলাগুলো থেকে এক মাইল ওপরে বসে আছে ও। দানবটাকে সরাতে হবে, তা না হলে সাব নিয়ে এগোনো যাবে না।

কঠিন মনে হলেও কাজে হাত দেয়ার পর পানির মত সহজ লাগল ব্যাপারটা। মেকানিজম কাজ করে হুইল, ক্লাচ আর থ্রটল-এর সাহায্যে। সাবকে পাশ কাটিয়ে আসতে মাত্র তিন মিনিট লাগল ওর। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে থামাল ওটাকে, তারপর বন্ধ করল এঞ্জিন, চাবি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

ক্রুদের এখনও জ্ঞান ফেরেনি। রানা ধারণা করল, ফ্রস্ট বাইটের শিকার হতে যাচ্ছে ওরা। উচিত শাস্তি।

গাড়িতে ফিরে হিটিং সিস্টেম পুরোপুরি চালু করল রানা। রিলোড করার পর রিভলভার ও গ্রেনেড রেখে নিল আগের জায়গায়। তারপর ম্যাপের ওপর চোখ বুলাল।

স্নো প্লাউ যদি পুরোটা পথ পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে তো মেইন স্যালা রোড পর্যন্ত পরিষ্কার থাকার কথা। আর দু'ঘণ্টা গাড়ি চালালেই ওখানে পৌঁছে যাবে রানা। যদিও লাগল আসলে তিন ঘণ্টা, কারণ ডাইরেক্ট রোডে পৌঁছুনোর আগে রাস্তাটা ঘুরপথে এগিয়েছে।

রাত বারোটা দশ মিনিটে হোটেল গোল্ড স্টার-এর আলোকিত সাইন দেখল রানা। কয়েক মিনিট পর বাঁক নিল ও, কাস্তে আকৃতির বিল্ডিংটা সামনে চলে এল। হোটেলের পিছনে বিশাল স্কি জাম্প, চেয়ার লিফট আর স্কি রান, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

গাড়িটা পার্ক করল রানা। বিস্মিত হলো এঞ্জিন বন্ধ করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্ক্রীন আর বনেটে বরফ জমতে শুরু করায়। তারপরও ঠাণ্ডার তীব্রতা বিশ্বাস করা কঠিন। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই চোখে গগলস পরেছে ও, স্কার্ফ দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে মুখ। ব্রীফকেস আর ওভারনাইট ব্যাগটা বের করে সেনসর আর অ্যালার্ম চালু করল, অপারেট করল সেন্ট্রাল লকিং ডিভাইস।

হোটেলটা কাঠ আর মার্বেল দিয়ে তৈরি আধুনিক স্থাপত্যরীতির একটা উৎকৃষ্ট নমুনা। সামনে খোলা ফয়া ও বার। বারে বসে লোকজন হাসাহাসি ও গল্প করছে। রিসেপশনের দিকে এগোচ্ছে রানা, পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'হাই, রানা,' হাঁক ছাড়ল 'বিটার' ম্যাক। 'এত দেরি করলে যে? সবটুকু পথ স্কি করে এলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, চোখ-মুখ থেকে গগলস আর স্কার্ফ খুলল। 'হাঁটার জন্যে রাতটা বেশ ভাল মনে হলো,' জবাব দিল ও, নির্লিপ্ত চেহারা।

রিসেপশনে ওরা ওকে আশা করেছিল, কাজেই নাম লেখাতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না। বার-এ ফিরে গেছে ম্যাকফারসন—ওখানে, লক্ষ করল রানা, একাই হুইস্কি পান করছে সে, বাকি দু'জনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রানার ঘুম দরকার। আগেই ঠিক করা হয়েছে, টীমের সবাই না পৌঁছুনো পর্যন্ত প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের সময় দেখা করবে ওরা—ইতিমধ্যে যারা পৌঁচেছে।

একজন পোর্টার ওর লাগেজ তুলে নিল। লিফটের দিকে ঘুরতে যাবে রানা, রিসেপশনের মেয়েটা বলল, ওর জন্যে একটা এক্সপ্রেস এয়ারমেইল প্যাকেট আছে। সরু একটা ম্যানিলা এনভেলাপ।

কামরা থেকে পোর্টার বেরিয়ে যেতেই দরজায় তালা দিল রানা, তারপর এনভেলাপটা খুলল। ভেতরে এক টুকরো কাগজ আর একটা ফটোগ্রাফ রয়েছে। রাহাত খান নিজের হাতে লিখেছেন—'সাবজেক্টের মাত্র এই একটা ছবিই পাওয়া গেছে। নষ্ট করে ফেলো।'

যাক, ভাবল রানা, এখন অন্তত জানা যাবে বেটিনা মর্টিমার দেখতে কেমন। বিছানায় বসে ফটোটা উঁচু করল ও।

রানার তলপেট মোচড় খেলো, তারপর টান পড়ল পেশীতে। ফটোর মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে সেলিনা জামায়েল, ওর মোসাড কলিগ। লীনার বান্ধবী বেটনা মর্টিমার, ফিনিশ নাৎসী অফিসারের মেয়ে আসলে সেলিনা জামায়েল!

নড়াচড়া করতে সময় নিচ্ছে রানা। ধীরে ধীরে বেডসাইড টেবিল থেকে একটা দেশলাই তুলে নিল ও। একটা কাঠি জ্বালিয়ে ফটো আর চিরকুটটায় আগুন ধরাল।

সাত

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবছে রানা। লীনার হেলসিঙ্কি ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল কেউ। এ-ব্যাপারে এখুনি কিছু করার নেই ওর। চিন্তা হচ্ছে মেয়েটার নিরাপত্তার কথা ভেবে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, সকালে দুটো ফোন করে জেনে নিতে হবে কেমন আছে লীনা।

গুরুতর চিন্তার বিষয় হলো আসার পথে স্নো প্লাউ-এর হামলা। ম্যাডিরা থেকে তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়েছে ও, অপ্রত্যাশিতভাবে হেলসিঙ্কি থেকে আমস্টারডামগামী প্লেনে একটা সীট পেয়ে যায়। কোন্ পথে কিভাবে আসছে ও, তা কারও জানার কথা নয়। তারমানে ফিনল্যাণ্ডে ঢোকার সবগুলো পথের মুখে নজর রাখা হচ্ছিল। ওকে তারা নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে দেখে ফেলে, পরে জানতে পারে সড়ক পথে রওনা হয়েছে।

খেলা থেকে কেউ একজন ওকে সরিয়ে দিতে চাইছে। ওকে ব্রিফ করার আগেও একবার চেষ্টা করা হয়েছে, লীনার ফ্ল্যাটে।

হাসান শাহরিয়ার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, নিকোলাই রাসকিনকে সে বিশ্বাস করে না। রানার অবশ্য অন্য রকম সন্দেহ আছে। তারপর, সর্বশেষ তথ্য—মোসাড এজেন্ট সেলিনা আসলে যুদ্ধাপরাধী ফিনিশ এসএস অফিসারের মেয়ে। ভারি চিন্তার কথা।

শাওয়ার সেরে শুয়ে পড়ল রানা। সকাল পর্যন্ত উপোস থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি সবাই পৌঁছুলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে।

ক্লান্ত শরীর, মড়ার মত ঘুমাচ্ছিল রানা। তারপরও ঘুমের মধ্যে আওয়াজটা শুনতে পেল। চোখ মেলল, কিন্তু নড়ল না। আওয়াজটা এখনও হচ্ছে। ঠক-ঠক, ঠক-ঠক। কে যেন নরম টোকা মারছে দরজায়।

শব্দ না করে বালিশের নিচে থেকে পিসেভেনটা হাতে নিল রানা, মেঝেতে নেমে দরজার দিকে এগোল। এখনও টোকা পড়ছে দরজায়। ঠক-ঠক, বিরতি, ঠক-ঠক।

দরজার বাঁ দিকে দাঁড়াল রানা, পিঠ ঠেকে থাকল দেয়ালে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'সেলিনা। আমি সেলিনা জামায়েল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। প্লীজ। প্লীজ, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও, রানা।'

কাঁচা ঘুম ভাঙলেও, মাথাটা পরিষ্কার কাজ করছে রানার। মাথায় যে-সব প্রশ্ন ছিল, ঘুমের মধ্যে সেগুলোর একাধিক উত্তর তৈরি হয়ে গেছে। সেলিনা সত্যি যদি এরিক মর্টিমারের মেয়ে হয় তাহলে তার সঙ্গে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকা খবই সম্ভব। কত বয়েস হবে তার, ছাব্বিশ

থেকে ত্রিশের মধ্যে? তারমানে তার বেড়ে ওঠার বয়সটা কেটেছে বাবার সঙ্গে গোপন কোন আস্তানায়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে বেটিনা মর্টিমার একজন নিও-ফ্যাশিস্ট পেনিট্রেশন এজেন্ট, কাজ করছে মোসাডের ভেতরে থেকে। তাকে হয়তো এরইমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে যে বিসিআই তার আসল পরিচয় প্রায় জেনে ফেলেছে। সে হয়তো সন্দেহ করছে, রানা যদি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলে, তাহলে রাসকিন আর ম্যাকফারসনও জানবে। এ-ধরনের তথ্য বিনিময় আগেও ঘটেছে।

আলোকিত রোলেক্সের ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। ভোর সাড়ে চারটে। ক্ষীণ হাসি ফুটল ঠোঁটে। ভাল সময়ই বেছে নিয়েছে সেলিনা। 'অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল ও। বিছানার ধারে হেঁটে এল, হেকলার অ্যাণ্ড কোচ লুকিয়ে রাখল বালিশের তলায়, তারপর গায়ে জড়াল টাওয়েলিং রোবটা।

দরজা খোলার পর রানা উপলব্ধি করল, সেলিনার কাছে কোন অস্ত্র নেই। স্বচ্ছ, অসম্ভব পাতলা, সাদা একটা নেগলিজি পরে আছে, শরীরের কোথাও কিছু লুকানো থাকলে ধরা পড়ে যেত। তার যে রূপ ও যৌবন, যে-কোন পুরুষের মাথা ঘুরে যাবে। সোনালি চুল এলোমেলো হয়ে আছে, চোখে ভয় আর করুণ আবেদন।

তাকে কামরায় ঢুকতে দিল রানা, দরজায় তালা দিল, তারপর পিছিয়ে এল। সেলিনার দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রশংসা করতে হলো। সাহস আছে, এ-ধরনের নামকাওয়াস্তে কাপড় পরে কোন পুরুষের ঘরে কোন মেয়ে ঢুকবে না। অবশ্য প্রফেশনাল এসপিওনাজ এজেন্ট হলে আলাদা কথা।

'জানতামও না যে হোটেলে পৌঁচেছ তুমি,' বলল রানা, শান্ত গলা। 'ওয়েলকাম।'

'ধন্যবাদ,' সেলিনাও শান্ত গলায় কথা বলছে। 'আমি বসতে পারি, রানা? সত্যি, সাংঘাতিক দুঃখিত আমি, এই অসময়ে···'

'মাই প্লেজার। প্লীজ···,' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল রানা। 'কিছু দরকার তোমার, অর্ডার দেব? নাকি ফ্রিজ থেকে শুধু বিয়ার বের করব?'

মাথা নাড়ল সেলিনা। 'কি ছেলেমানুষি।' চারদিকে তাকাল সে, যেন দিশেহারা বোধ করছে। 'স্রেফ বোকামি।'

'তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সেলিনা। 'আমাকে একেবারে বোকা মনে কোরো না, রানা, প্লীজ। পুরুষদের সঙ্গে আমার কখনও ঠোকর লাগে না। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি অভ্যস্ত, কিন্তু ম্যাকফারসন··· মানে···'

'ম্যাকফারসন? কিন্তু ওকে সামলানো কঠিন কিছু না, তুমি নিজেই আমাকে বলেছ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সেলিনা। তারপর চাপাস্বরে প্রায় বিস্ফোরিত হলো। 'মানলাম, ধারণাটা আমার ভুল ছিল।' আবার এক সেকেণ্ড বিরতি নিল। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে খুব উন্নতমানের ট্রেনিং পাবার কথা আমার, আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম, অথচ···'

'অথচ ম্যাকফারসনকে তুমি সামলাতে পারো না?'

রানা সকৌতুক বিদ্রূপ করায় ক্ষীণ হাসল সেলিনা। 'মেয়েদের সম্পর্কে কিছুই সে জানে না।' পরমুহূর্তে কঠিন হলো চেহারা, চোখ থেকে মুছে গেল হাসির আভাস। 'তার আচরণ অত্যন্ত অপ্রীতিকর, রানা। কী সাহস, জোর করে সে আমার ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করেছে! বদ্ধ মাতাল। ভাব দেখাল, সহজে হাল ছাড়বে না।'

'মারোনি তুমি? অন্তত হাতব্যাগ দিয়ে?'

'ওর আচরণ সত্যি আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়, রানা।'

বেডসাইড টেবিল থেকে সিগারেট কেস আর লাইটার তুলে নিয়ে সেলিনাকে সাধল রানা। সেলিনা মাথা নাড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'চরিত্রের সঙ্গে মিলল না, সেলিনা।' বিছানার কিনারায় বসল ও, সেলিনার দিকে ফিরে, সুন্দর অবয়বে চোখ বুলাচ্ছে আসল ঘটনার আভাস পাবার আশায়।

'জানি,' দ্রুত বলল সেলিনা। 'আমি জানি। কিন্তু নিজের কামরায় একা থাকতে পারছিলাম না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমার সঙ্গে কি আচরণ করেছে সে…'

'তুমি অবলা নও, সেলিনা। নিরাপত্তার জন্যে পুরুষদের কাছে ছুটে আসা তোমার জন্যে স্বাভাবিক নয়।'

'আমি দুঃখিত।' দাঁড়িয়ে পড়ল সেলিনা, বোঝা গেল খুব রেগে গেছে। 'আমি চলে যাচ্ছি, তুমি শান্তিতে ঘুমাও। আমার আসলে সঙ্গ দরকার ছিল। ওরা তো কেউ আর সঙ্গ দেয় না…'

একটা হাত লম্বা করল রানা, সেলিনার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে আবার বসিয়ে দিল চেয়ারটায়। 'আরে বসো, সেলিনা। তবে, প্লীজ, আমাকে বোকা ধরে নিয়ো না। পিটার ম্যাকফারসনকে তুমি, সে মাতাল হোক বা না হোক, চোখের পাতা নেড়েই বশ করতে পারো…'

'তা সত্যি নয়।'

নিষিদ্ধ খেলায় প্ররোচিত করার এই কৌশল নতুন কিছু নয়, সেই বিবি হাওয়া আর আদমের যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তর্ক বা সমালোচনা করার ও কে? ভোর রাতে কোন সুন্দরী মেয়ে যদি নিরাপত্তা পাবার অজুহাতে তার ঘরে আসে—যদিও সে নিজেকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম—তার একটাই মানে হতে পারে। তবে সেটা বাস্তব জগতে; গোপন ও রহস্যময় এসপিওনাজ জগতে, যেখানে রানা আর সেলিনা কাজ করে, সেখানে এ-ঘটনার অন্য অর্থ না থেকেই পারে না।

সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল রানা। ওর কামরায় সেলিনা একা, তার আসল পরিচয় ওর জানা। সে নতুন কোন চাল চালার আগে হাতের তাস টেবিলে চিৎ করা উচিত ওর। 'হপ্তা দুয়েক আগে, সেলিনা…দু'একদিন কমও হতে পারে, আসলে সময়ের হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে আমার…লীনা পেকার যখন তোমাকে বলল যে আমি হেলসিঙ্কিতে, শুনে তুমি কিছু করলে?'

'লীনা?' দেখে মনে হলো সত্যি হতভম্ব হয়ে পড়েছে সেলিনা। 'রানা, আমি

জানি না…'

'শোনো, সেলিনা,' বলে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, সেলিনার হাত দুটো ধরল। 'এমন পেশায় আছি আমরা, অদ্ভুত সব বন্ধু জুটে যায়, আবার মাঝে-মধ্যে দেখা পাওয়া যায় বিচিত্র সব শত্রুর। আমি তোমার শত্রু হতে চাই না। তবে তোমার বন্ধু দরকার, মাই ডিয়ার। বুঝতেই পারছ, তুমি কে আমি তা জানি।'

সেলিনার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, চোখে ক্ষীণ অস্বস্তির ছায়া। 'অবশ্যই জানো আমি কে। আমি সেলিনা জামায়েল। কাজ করি মোসাডে। আমি ইসরায়েলের নাগরিক।'

'লীনা পেকারকে তুমি চেনো না?'

সেলিনার চেহারায় কোন দ্বিধা নেই। 'তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক আগে তাকে আমি চিনতাম। কিন্তু তাকে আমি দেখিনি আজ প্রায়…হ্যাঁ, তিন কি চার বছর।'

'ইদানীং তার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়নি? হেলসিঙ্কিতে তুমি তার সঙ্গে কাজ করো না? তোমার সঙ্গে তার ডিনার ডেট ছিল না? লীনা যেটা বাতিল করে দেয়, ম্যাডিরা মীটিঙের জন্যে রওনা হবার ঠিক আগে?'

'না,' সরল ও নিঃসংকোচ উত্তর, আন্তরিক।

'এমনকি বেটিনা মর্টিমার নামেও নয়?'

বড় করে শ্বাস নিল সেলিনা, ধীরে ধীরে ছাড়ল, যেন শরীর থেকে সবটুকু বাতাস বের করে দিতে চাইছে। 'ওই নামটা আমি ভুলতে চাই।'

'চাওয়ারই কথা।'

হাত দুটো দ্রুত ছাড়িয়ে নিল সেলিনা। 'প্লীজ রানা, এবার আমাকে সিগারেটটা দাও।' সিগারেট দিল রানা, লাইটার জ্বেলে ধরিয়েও দিল। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া টানল সে, নাক দিয়ে বের করল ধীরে ধীরে। 'মনে হচ্ছে অনেক কিছু জানো তুমি,' অবশেষে বলল। 'গল্পটা বরং তোমার মুখ থেকেই শোনা উচিত আমার।' তার গলায় এখন আর কোন উত্তাপ নেই, আন্তরিক বন্ধুত্বের বা ছলনাময়ীর সুরেলা ভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি শুধু জানি তুমি কে। লীনাকে চিনি, সেই আমাকে বলেছে, হেলসিঙ্কিতে তার সঙ্গে আমার দেখা হবার কথাটা শুধু তোমাকেই জানিয়েছিল। তার ফ্ল্যাটে যাই আমি। ওখানে দু'জন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, লীনার সঙ্গে কয়েক বছর কথা হয়নি আমার। আমার পুরানো নাম, আমি একজন সাবেক এসএস অফিসারের মেয়ে, এ-সব ছাড়া আর কি জানো তুমি?'

ঠোঁট টিপে হাসল রানা। 'আর জানি তুমি খুব সুন্দর। না, তোমার পুরানো নামটা ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

মাথা ঝাঁকাল সেলিনা, থমথম করছে চেহারা, যেন একটা মুখোশ পরে আছে। 'আমিও তাই ধারণা করেছি। ঠিক আছে, মি. মাসুদ রানা, এবার তোমাকে পুরো কাহিনীটা শোনানো যাক—দেখা যাক, তোমার মন থেকে সন্দেহ আর সংশয় দূর

করতে পারি কিনা। তারপর দু'জন মিলে জানার চেষ্টা করা যাবে কি ঘটেছে…মানে, লীনার ওখানে কি ঘটেছে…আমি জানতে চাই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে লীনা পেকারের ভূমিকা কি।'

'লীনার ফ্ল্যাট তছনছ করা হয়েছে। কাল হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হবার আগে ওখানে আমি গিয়েছিলাম। পথে তিন-চারটে স্নো প্লাউ আমাকে সালাম জানায়। ওগুলোর উদ্দেশ্য ছিল আমার গাড়িটাকে নতুন আকৃতি দেবে, ভেতরে আমাকে রেখে। কেউ চায়নি এখানে আমি পৌঁছুতে পারি, বেটিনা মর্টিমার, কিংবা সেলিনা জামায়েল, যেটা তোমার আসল নাম।'

ভুরু কোঁচকাল সেলিনা। 'আমার বাবা ছিলেন—হলেন—এরিক মর্টিমার, কথাটা সত্যি। তাঁর ইতিহাস তুমি জানো?'

'মার্শাল ম্যানারহেইমের স্টাফ ছিলেন। নাৎসী ছিলেন। এসএস অফিসার হন। সাহসী, নিষ্ঠুর। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে এখনও তাঁকে খোঁজা হচ্ছে।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল সেলিনা। 'এই অংশটুকু আমি জানতে পারি আমার বারো বছর বয়েসে,' নিচু, নরম সুরে কথা বলছে সে, তবে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যে নির্ভেজাল ও আন্তরিক বলেই মনে হলো রানার। 'ফিনল্যাণ্ড ত্যাগ করার সময় বাবার সঙ্গে আরও অনেক অফিসার ছিলেন, ছিলেন তালিকায় নাম লেখানো আরও বহু মানুষ। সে-সব দিনে, তুমি হয়তো জানো, ক্যাম্প ফলোয়ারের অভাব হত না। যেদিন ল্যাপল্যাণ্ড ছাড়েন সেদিনই এক তরুণী বিধবাকে প্রস্তাব দেন বাবা। ভাল বংশ, বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক—বেশিরভাগই অবশ্য বনভূমি, ল্যাপল্যাণ্ডে। আমার মা আংশিক ল্যাপ। প্রস্তাবে রাজি হন তিনি, স্বেচ্ছায় বাবার সঙ্গে যান—এভাবে, বলা যায়, মা-ও এক ধরনের ক্যাম্প ফলোয়ার হয়ে গেলেন।

'মাকে যে কি ধরনের আতঙ্কের ভেতর দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' এমনভাবে মাথা নাড়ল সেলিনা, যেন মায়ের আচরণ এখনও অনুমোদন করতে পারছে না। 'ফিনল্যাণ্ড ত্যাগ করার পরদিন এরিক মর্টিমার বিয়ে করেন। থার্ড রাইখের পতন পর্যন্ত স্ত্রী তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। পালানও একসঙ্গে।

'আমার প্রথম বাসা প্যারাগুয়েতে,' বলল সেলিনা। 'কিছুই আমি জানতাম না, জানার কথাও নয়। পরে আমি উপলব্ধি করি, সেই ছোটবেলা থেকেই চারটে ভাষায় কথা বলতে পারি আমি—ফিনিশ, স্প্যানিশ, জার্মান আর ইংলিশ। জঙ্গলের ভেতর একটা কমপাউণ্ডে থাকতাম আমরা। আরাম-আয়েশের কোন অভাব ছিল না, তবে বাবার স্মৃতি মোটেও সুখকর নয়।'

'সব আমাকে বলো।' ধীরে ধীরে পুরো কাহিনীটা বের করে নিল রানা। আসলে সেই পুরানো গল্পই। মানুষ হিসেবে এরিক মর্টিমার ছিলেন আভিজাত্য, নেশা, নিষ্ঠুরতা আর বিকৃতিরুচির দাস।

'আমরা যখন পালাই তখন আমার বয়েস দশ,' বলল সেলিনা। 'আমি আর আমার মা। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল মজার এক খেলা। আদিবাসীদের কাপড় পরি, রাতের অন্ধকারে ক্যানুতে চড়ি। অনেক জায়গায় ঘুরে অবশেষে একটা শহরে এলাম। কিভাবে কি করল মা, জানি না, তবে আমাদের দু'জনের জন্যেই সুইডিশ

পাসপোর্ট যোগাড় হলো, সেই সঙ্গে কিছু অনুদানও। প্লেনে করে স্টকহোমে চলে এলাম আমরা। ওখানে আমরা ছ'মাস ছিলাম।

'রোজ একবার করে ফিনিশ দূতাবাসে যেত মা। তারপর ফিনিশ পাসপোর্টও যোগাড় হলো। হেলসিঙ্কিতে এক বছর কাটাবার পর বাবাকে ডিভোর্স দিল মা, তার হারানো জমির জন্যে ক্ষতিপূরণও করা হলো—এখানে, সার্কেলে। হেলসিঙ্কিতে আমার জীবন শুরু হলো, ওখানেই প্রথম স্কুলের মুখ দেখলাম। ওখানেই আমার সঙ্গে লীনার পরিচয়। আমরা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে উঠি। ব্যস, সবই তোমাকে বললাম।'

'সব?' ভুরু সামান্য উঁচু করল রানা।

'সবই বলতে হবে, কারণ বাকিটা অনুমানযোগ্য।'

স্কুলে ভর্তি হবার পরই কেবল সেলিনা তার বাবা সম্পর্কে সত্যি কথাটা জানতে পারে। 'চোদ্দ বছর বয়েসে সব আমার জানা হয়ে গেল। স্বভাবতই ঘৃণা হয় আমার। নাৎসী ছিল—কে? আমার বাবা। এসএস-এ ভূমিকা নেয়ার জন্যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যান তিনি। মানসিকভাবে আমি খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার ভেতর একটা জটিলতা দেখা দেয়। পনেরো বছর বয়েসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি জীবনটাকে নিয়ে কি করব আমি।'

ইন্টারোগেশনের সময় বহু স্বীকারোক্তি শুনতে হয়েছে রানাকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে নির্ভুলভাবে সত্যি-মিথ্যে আন্দাজ করার একটা ক্ষমতা এসে যায়। সেলিনা যে সত্যি কথা বলছে, ওর মনে সে-ব্যাপারে প্রায় কোন সন্দেহই নেই। শুধু একটা কারণে ওর মন একটু খুঁত খুঁত করছে। দ্রুত আর সংক্ষেপে বলছে না সেলিনা। ডীপ কাভার অপারেটররা ইন্টারোগেশনের সময় খুব বেশি তথ্য দেয়ার প্রবণতা সামলাতে পারে না।

'প্রতিশোধ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক ধরনের প্রতিশোধই বলতে পারো। না, ভুল হলো। হিমলার যেটাকে ফাইনাল সল্যুশন বলতেন অর্থাৎ ইহুদি সমস্যার কথা বলছি, তাতে আমার বাবার কোন ভূমিকা ছিল না। তবে তিনি ওদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। ষাট লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে আর ক্যাম্পে মেরে ফেলা হয়, আমি তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে শুরু করি। অনেকেই আমাকে বলেছে, আমি নাকি বাড়াবাড়ি করছি। আসলে নিরেট কিছু করতে চেয়েছি আমি।'

'তুমি ইহুদি হয়ে গেলে?'

'আমার বিশতম জন্মদিনে আমি ইসরায়েলে গেলাম। আরও দু'বছর পর আমার মা মারা যান। যেদিন হেলসিঙ্কি ছাড়লাম সেদিনই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ছ'মাসের মধ্যে ধর্মান্তরিত হবার প্রথম পদক্ষেপ নেই। এখন আমি পুরোপুরি একজন ইহুদি। ইসরায়েলে ওরা আমাকে এড়িয়ে যাবার সব রকম চেষ্টাই করেছে, কিন্তু আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা আমাকে সমস্ত বাধা পেরুতে সাহায্য করেছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি মিলিটারি সার্ভিসেও ঢোকার সুযোগ করে নিই। ওখানে কাজ করার সময়ই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে।' সেলিনার এবারের হাসিটায় গর্ব ফুটে উঠল।

'কর্নেল জাফরি অ্যাবসালোম, মোসাড-এর চীফ স্বয়ং আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমার ইন্টারভিউ নিলেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। আগেই নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, এবার পাঠানো হলো স্পেশাল ট্রেনিঙে, মোসাডের তরফ থেকে। নতুন নামকরণ হলো আমার...'

'কিন্তু প্রতিশোধ, সেলিনা?'

'প্রতিশোধ?' সেলিনার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। তারপর ভুরু কোঁচকাল সে, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'রানা, আমাকে তুমি বিশ্বাস করছ তো?'

উত্তর দিতে দু'সেকেণ্ড সময় নিল রানা। ভাবল, হয় সেলিনা উঁচুদরের একজন অভিনেত্রী, নয়তো আগে যেমন আন্দাজ করেছে, সম্পূর্ণ সৎ। ওর এ-সব অনুভূতির পাশেই রয়েছে লীনা সম্পর্কে ওর ধারণা। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে লীনাকে পরিশ্রমী, বুদ্ধিমতী, লাস্যময়ী মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি কখনও। এখন, সেলিনার কথাগুলো যদি সত্যি হয়, লীনা হয়ে ওঠে মিথ্যেবাদী। এবং সম্ভবত হত্যা প্রচেষ্টায় একজন সহায়তাকারী। আততায়ীরা রানাকে কোণঠাসা করেছিল তারই ফ্ল্যাটে, অথচ রানার সেবা করেছে সে, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে এয়ারপোর্টে। স্যালার পথে যখন ছিল ও, কেউ একজন আঙুল তুলে ওকে দেখিয়ে দিয়েছে। কাজটা শুধুমাত্র হেলসিঙ্কি থেকে হতে পারে। লীনা?

লীনার সঙ্গে সেলিনার সম্পর্কের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'তোমাকে বিশ্বাস না করার কারণ আছে, সেলিনা,' শুরু করল ও। 'লীনাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। শেষবার যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হলো, স্পষ্ট করেই জানিয়েছে যে তোমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। অর্থাৎ বেটিনা মর্টিমারকে বলেছে, আমার সঙ্গে তার দেখা হতে যাচ্ছে। বলেছে, সে এবং বেটিনা হেলসিঙ্কিতে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সেলিনা। 'যদি না কেউ আমার নাম ব্যবহার করে...'

'তোমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করোনি? কোনদিন অ্যাডভার্টাইজিং-এ ছিলে না?'

'তুমি ঠাট্টা করছ। আগেই বলেছি—না। আমার জীবনের পুরো গল্পটাই তোমাকে আমি শুনিয়েছি। লীনার সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুলে।'

'সে জানত, তুমি কে? তোমার বাবার পরিচয়?'

'হ্যাঁ।' নরম সুর। 'রানা, এর সুরাহা অনায়াসেই করতে পারো তুমি। তার অফিসে ফোন করো, ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। জিজ্ঞেস করো, বেটিনা মর্টিমার নামে কোন মেয়ে ওদের ওখানে কাজ করে কিনা। যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে বেটিনা মর্টিমার একজন নয়, দু'জন। আর যদি বলে না, তাহলে লীনা মিথ্যে কথা বলছে। আমি জানতে চাই, এ-ধরনের একটা মিথ্যেকথা কেন বলছে সে।'

'বেশ,' বলল রানা। 'তাই করি।'

'তাহলে আমাকে বিশ্বাস করবে তো?'

'আমাকে তোমার মিথ্যে বলার কোন মানে হয় না, যেখানে প্রতিটি তথ্য যাচাই করা সম্ভব। লীনাকে আমি খুব ভাল করে চিনি বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে...,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার মন বলছে তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত।

ঢাকা বা লণ্ডন থেকে তো পারিই, এমন কি এখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। আমাদের লণ্ডন শাখা ইতিমধ্যেই আমাকে জানিয়েছে যে তুমি বেটিনা মর্টিমার।' সেলিনার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। খুব কাছে এলে এ-মেয়ের কবল থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, এমনই চোখ ঝলসানো তার রূপ। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, সেলিনা। তুমি নির্ভেজাল মোসাড। সবই আমাকে বলেছ, শুধু একটা কথা বাদে। প্রতিশোধ। বাবার প্রতি ঘৃণার কারণেই এই জীবন বেছে নিয়েছ তুমি, কাজেই হয় তাঁর লাশ দেখতে চাও তুমি, নয়তো জেলখানায়—কোনটা?'

লোভনীয় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সেলিনা। 'এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার না। যাই ঘটুক, এরিক মর্টিমার মারা যাবেন।' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'আমি দুঃখিত, রানা। তোমার সঙ্গে ছল-চাতুরি করা উচিত হয়নি আমার। আজ রাতে ম্যাকফারসন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল সত্যি, তবে, হ্যাঁ, তাকে আমি একাই সামলাতে পারতাম। নিজেকে যতটা মনে করি ততটা প্রফেশনাল হয়তো নই আমি। একেবারে আনাড়ি খুকির মত ভেবেছিলাম তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলতে পারব।'

'ফাঁদ? কি রকম?' সেলিনার উদ্দেশ্য আর দাবি সম্পর্কে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ নিশ্চিত রানা, হাতে রেখেছে শুধু এক ভাগ।

'বিপজ্জনক কোন ফাঁদ নয়।' হাত বাড়াল সেলিনা, রানার তালুর ওপর স্থির হলো আঙুলগুলো। 'সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাকফারসন বা রাসকিনের কাছে নিজেকে আমার নিরাপদ বলে মনে হয় না। আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম তুমি আমার দলে থাকবে।'

সেলিনার হাত ছেড়ে দিল রানা, নিজের আঙুলগুলো তার কাঁধে ছোঁয়াল। 'এই সেট-আপ তোমার মত আমারও পছন্দ হয়নি, সেলিনা। আমাদের দু'জনেরই বিশ্বাস করার মত কাউকে দরকার। তোমাকে একটা প্রশ্ন করব আমি, কারণ আমার সন্দেহ আছে। তোমার বাবা এন. এস. এ. এ.-র সঙ্গে জড়িত কিনা নিশ্চিতভাবে তুমি জানো?'

কোন সময় নিল না সেলিনা, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'জানি। নিশ্চিতভাবে জানি।'

'কিভাবে জানলে?'

'সেজন্যেই তো আমি এখানে, এই কাজটা দিয়েই তো আমাকে পাঠানো হয়েছে।' ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মি প্রথম হামলা করার পর থেকেই মোসাড তদন্ত শুরু করে। তদন্তে সাহায্য করে কমপিউটর। জানা কথা, প্রথমেই প্রাচীন নেতাদের ওপর চোখ বুলাবে ওরা—সাবেক পার্টি লীডার, এসএস অফিসার, আর যারা জার্মানী থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। বেশ অনেকগুলো নাম বেরিয়ে আসে। তালিকার ওপর দিকে ছিলেন সেলিনার বাবা। তারপর মোসাড জানতে পারে, এরিক মর্টিমার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অস্ত্রগুলো যে রাশিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ডে আসছে, এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। তারপর সেলিনা বলল, 'তিনি এখানেই আছেন, রানা। নতুন নাম, প্রায় নতুন একটা মুখ। পরিচয় ইত্যাদি সব পাল্টে ফেলেছেন। এমন কি নতুন একজন মিসট্রেসও আছে। এই বয়েসেও যথেষ্ট শক্ত-

সমর্থ তিনি। এখানেই যে আছেন, আমি জানি।'

'মানতেই হবে, প্রাণশক্তির কোন অভাব নেই তাঁর।'

'দক্ষ খেলোয়াড়, রানা। দলনেতা। মাকে বলতে শুনেছি, বাবা নিজেকে নতুন ফুয়েরার হিসেবে কল্পনা করেন। তুমি জানো, নিও-নাৎসীদের সংখ্যা সারা দুনিয়ায় কি হারে বাড়ছে? এর কারণ দুনিয়া জুড়ে অভাব আর অস্থিরতা। যুব সম্প্রদায় এমনই দিশেহারা, যে-কোন অসম্পূর্ণ একটা আদর্শও তাদেরকে গেলানো সম্ভব। তুমি তোমার নিজের দেশের কথাই ভেবে দেখো না। নেতারা গণতন্ত্রের অর্থ বোঝেন, গণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে সত্যি রাজি আছেন? তারচেয়ে বড় কথা, দুর্নীতি বন্ধ করার আন্তরিক ইচ্ছা রাখেন? তাঁদের দ্বারা আশা করা যায় দশের ভাল করার পরিকল্পনা তৈরি করবেন?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল রানার। 'হ্যাঁ, পরিস্থিতি সত্যি খারাপ। যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ। নেতারা ক্ষমতার লোভ সামলাতে পারে না। তবে বাঙালীরা উৎকট কোন আদর্শ মেনে নেবে না...'

'না, সবাই মেনে নেবে না,' স্বীকার করল সেলিনা। 'কিন্তু অভাব মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।' ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর বলল, 'শোনো, আমি কোন রাখ-ঢাক করছি না—তোমাকে সত্যি আমার নিজের পাশে দরকার।'

সেলিনার খেলায় রাজি হয়ে যাও, নিজেকে পরামর্শ দিল রানা। ফাঁদে ফেলতে চাইছে, পড়ো। শুধু শতকরা এক ভাগ হাতে রাখো, আর সতর্ক থাকো। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু বাকি সবাই? ম্যাকফারসন আর রাসকিন?'

'ম্যাকফারসন আর রাসকিন গাজী নয়ত শহীদ হবার খেলা খেলছে। খেলাটা তারা একসঙ্গে খেলছে, নাকি পরস্পরের বিরুদ্ধে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একবার মনে হয় যথেষ্ট সিরিয়াস, আবার মনে হয় মোটেও সিরিয়াস নয়। আমি কি বোকার মত কথা বলছি? কিন্তু সত্যি। ওদের ওপর নজর রেখে দেখো।' রানার চোখে সরাসরি তাকাল সেলিনা, যেন ওকে সম্মোহিত করতে চাইছে। 'শোনো, আমার অনুভূতিটা কি তোমাকে বলি—হয় সিআইএ নয়তো কেজিবি কিছু একটা গোপন করতে চাইছে। এন. এস. এ. এ. সংক্রান্ত কোন ব্যাপার।'

'বাজি ধরতে বলা হলে রাসকিনের ওপর ধরব আমি,' হালকা সুরে জবাব দিল রানা। 'কেজিবিই আমাদের সবাইকে ডেকেছে, তাই না? এটা খুবই সম্ভব যে শুধু আর্মস লিক না, আরও ভয়ংকর কিছু জানতে পেরেছে তারা।'

চেয়ার সরিয়ে বিছানার আরও কাছাকাছি এগিয়ে এল সেলিনা। 'তুমি বলতে চাইছ, আর্মস লিক ছাড়াও এমন একটা সমস্যায় পড়েছে তারা যে জানাজানি হয়ে গেলে অসুবিধে আছে তাদের? এমন একটা সমস্যা, যেটা নিজেরা সামাল দিতে পারছে না?'

'একটা ধারণা।' সেলিনা এখন এত কাছে যে তার গন্ধ পাচ্ছে রানা। সেন্টের গন্ধ তো আছেই, আকর্ষণীয়া তরুণীর ঘ্রাণও। 'শুধুই একটা ধারণা,' আবার বলল ও। 'তবে সম্ভব। সবাইকে ডেকে বলছে সাহায্য করো, কেজিবির এই আচরণকে অদ্ভুতই বলতে হবে। সাংঘাতিক কোন বিপদে না পড়লে তারা কারও কাছে যায়

না। এমন হতে পারে, তারা আমাদেরকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে? ধরে নিয়েছে আমরা বোকার মত টোপ গিলব? পরে, সত্যটা যখন বেরিয়ে আসবে, যাতে আমাদেরকে দায়ী করা যায়? এ-ধরনের ষড়যন্ত্রে এরা অভ্যস্ত, অন্তত অতীত ইতিহাস তাই বলে।'

'ফল গাই,' নরম সুরে বলল সেলিনা।

'হ্যাঁ, ফল গাই।'

সেলিনা বলল, কেজিবির তরফ থেকে ওদেরকে বদনামের ভাগিদার করার ষড়যন্ত্র না হোক, ষড়যন্ত্রের ক্ষীণ সম্ভাবনাও যদি থাকে, বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখুনি একসঙ্গে থাকার একটা চুক্তি করে ফেলা। 'আমাদের দু'জনের উচিত পরস্পরের পিছন দিকে নজর রাখা।'

সেলিনাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হাসিটা উপহার দিল রানা, ঝুঁকে আরও কাছাকাছি হলো, দুটো মুখ মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। 'তুমি ঠিকই বলেছ, সেলিনা। যদিও, তোমার সামনের দিকটায় নজর রাখতে পারলে বেশি খুশি হব আমি।'

জবাবে, সেলিনার ঠোঁট যেন রানার মুখ পরখ করতে শুরু করল। 'আমি সহজে ভয় পাবার মেয়ে নই, রানা। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাকে অস্থির করে তুলেছে···।' তার হাত দুটো উঠে এল, বাঁকা হয়ে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। তারপর এক হলো ওদের ঠোঁট। এতক্ষণ রানা বিবেকের সামান্য খোঁচা অনুভব করছিল, কিন্তু ঠোঁট জোড়া এক হতেই ভুলে গেল সব। সেলিনাকে নিয়ে বিছানায় উঠল ও। নাকি ওকে নিয়ে বিছানায় উঠল সেলিনা? বলা কঠিন।

আরও অনেক পরে, চাদরের তলায় একটা শিশুর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রানার বাহুর ভেতর শুয়ে আছে সেলিনা, আবার কাজের কথা তুলল ওরা। অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওরা আসলে ওদের পেশাগত জীবনের কর্কশ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন প্রায় সকাল আটটা, নতুন আরেকটা দিন, শুরু হলো গোপন একটা জগতে বিপজ্জনক সময় কাটানো।

'তাহলে এই অপারেশনের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করব আমরা।' রানার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে রয়েছে। 'তাতে আমাদের দু'জনেরই সুবিধে···'

'হ্যাঁ, এবং শুধু তাই না···'

'এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। সাহায্য করব ওবারফুয়েরার এরিক মর্টিমারকে নরকে পাঠাতে।'

'ওহ্ প্লীজ, ডার্লিং! প্লীজ!' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সেলিনা। হাসিতে ফেটে পড়ল মুখটা, সে হাসিতে শুধুই আনন্দ—নিজের বাবার মৃত্যু কামনা করছে অথচ চেহারায় কোন আতঙ্ক নেই, নেই অপরাধবোধ। তারপর আবার তার ভাব বদলে গেল। হাসি থাকল শুধু চোখের তারায় আর ঠোঁটের কোণে, শান্ত চেহারা। 'বিশ্বাস করো, ভাবতেও পারিনি তোমার সঙ্গে এরকম একটা ব্যাপার ঘটবে আমার।'

'হয়েছে, থামো। ভোর চারটের সময় একজন পুরুষের ঘরে এলে, প্রায় কিছু না পরে, অথচ বলতে চাইছ ভেবে দেখোনি কি ঘটতে পারে?'

শব্দ করে হেসে উঠল সেলিনা। 'না, চিন্তাটা ছিল,' হাসতে হাসতেই বলল সে। 'শুধু বিশ্বাস করিনি এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে। আমার ধারণা ছিল খুব বেশি প্রফেশনাল তুমি। আর নিজের সম্পর্কে ভেবেছিলাম, আমার যে ট্রেনিং আর আমি যে শক্ত ধাতুতে গড়া, যে-কোন ঝোঁক সামলাতে পারব।' তার গলা খাদে নামল, 'তোমাকে আমি বুঝতে দিইনি, রানা। প্রথমবার তোমাকে দেখেই মাথাটা আমার ঘুরে গেছে। সত্যি তুমি আমাকে খুন করেছ। তবে আমার এ-সব প্রলাপকে মাথায় ঠাঁই দিয়ো না, রানা। যত কাছেই আসি আমরা, আমাদের মধ্যে ব্যবধান থেকেই যাবে।'

'হৃদয়ে বা মাথায়, কোথাও রাখছি না,' বলে রানাও হেসে উঠল।

হাসি থামতেই টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল ও।

'কি ব্যাপার?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সেলিনা।

'সময় হয়েছে আমাদের তথাকথিত বান্ধবী লীনা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার,' বলে হেলসিঙ্কিতে লীনার ফ্ল্যাটের নম্বরে ডায়াল করতে শুরু করল রানা। সেলিনা বিছানা ছেড়ে পাতলা সিল্কটা গায়ে জড়াচ্ছে, প্রশংসার চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

অপর প্রান্তে রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ রিসিভার তুলছে না। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সেলিনা, হাত দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। 'রিঙ হচ্ছে?' জানতে চাইল সে।

'কি বুঝছ, সেলিনা?' রিসিভার রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওখানে সে নেই।'

নির্লিপ্ত চেহারা, মাথা নাড়ল সেলিনা। 'বোঝা যাচ্ছে, তুমি ওর অফিসেও ফোন করবে। ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, রানা। এক সময় তাকে আমি চিনতাম, কিন্তু আমার সম্পর্কে মিথ্যে কথা কেন বলবে সে? কি কারণ, কেন? অথচ তুমি বলছ সে তোমার অত্যন্ত ভাল একজন বন্ধু...'

'অনেকদিন থেকে। তার মধ্যে অশুভ কখনও কিছু দেখিনি আমি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি রহস্যময়।' ইতিমধ্যে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে রানা, ওয়ার্ড্রোব—এর দিকে এগোল। ভেতরে ওর জ্যাকেটটা ঝুলছে, পকেট থেকে বের করে পদক দুটো ছুঁড়ে দিল বিছানার দিকে।

মৃদু ধাতব শব্দ হতে বিছানার দিকে ফিরল সেলিনা।

'এগুলো সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, ডার্লিং?' জানতে চাইল রানা।

বিছানা থেকে পদকগুলো তুলল সেলিনা। পরমুহূর্তে আঁতকে উঠে ফেলে দিল আবার, ওগুলো যেন গরম লোহা। 'কো-কোত্থেকে পে-পেলে?' সাংঘাতিক নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে।

'লীনার ফ্ল্যাটে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে ছিল।'

সেলিনার চেহারা থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেছে। 'এগুলো আমি সেই ছেলেবেলায় দেখেছি।' হাত বাড়িয়ে নাইট'স ক্রসটা আবার তুলে নিল সে, উল্টে দেখল। 'লক্ষ করেছ? পিছনে তাঁর নাম খোদাই করা রয়েছে। আমার বাবার নাইট'স ক্রস, ওক লীফ আর সোর্ড সহ। লীনার ফ্ল্যাটে?' গলায় অবিশ্বাস, চেহারায় বিমূঢ় ভাব।

'ড্রেসিং টেবিলের ওপর, সবাই যাতে দেখতে পায়।'

পদকটা বিছানায় ফেলে রানার দিকে এগিয়ে এল সেলিনা, ওর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। 'ভেবেছিলাম সবই আমার জানা, কিন্তু আসলে তো দেখছি কিছুই আমি জানি না। এর মধ্যে লীনা আসছে কোত্থেকে? তার মিথ্যে কথা বলার মানে কি? আমার বাবার নাইট'স ক্রস আর নর্দার্ন ক্যাম্পেন শীল্ড তার ঘরে যাবে কিভাবে? ওগুলো নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করতেন বাবা। কিন্তু কেন?'

তাকে শক্ত করে ধরে রাখল রানা। 'চিন্তা কোরো না, আমরা জানার চেষ্টা করব। আমিও তোমার মতই উদ্বিগ্ন। কারণ লীনাকে আমি ভাল মেয়ে বলেই জানি। তার সরলতার কথা আমি ভুলতে পারছি না।'

এক কি দেড় মিনিট পর ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সেলিনা। 'মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার, রানা। কেমন ভার হয়ে রয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে স্কি রান-এ যাবে?'

জবাব দেয়ার আগে চিন্তা না করেই মাথা নাড়ল রানা। 'রাসকিন আর ম্যাকফারসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। কিন্তু তুমি একা বেরুবে, এটাও আমার পছন্দ হচ্ছে না। কি কথা হয়েছে মনে নেই? পরস্পরের দিকে নজর রাখব আমরা।'

'আমি শুধু অল্প কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে থাকতে চাই।' ইতস্তত করল সেলিনা, তারপর বলল, 'আমার কিছু হবে না, ডার্লিং। ব্রেকফাস্টের জন্যে সময় মতই ফিরে আসব। একটু যদি দেরি হয়ে যায়, আমার হয়ে বলবে ক্ষমা চেয়েছি আমি, প্লীজ।'

'ফর হেভেন'স সেক বী কেয়ারফুল।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সেলিনা। তারপর লাজুক হেসে বলল, 'তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, রানা। সত্যি তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ। লোভ হচ্ছে, আবার ভয়ও হচ্ছে, এরকম আনন্দ পেতে আমি না আবার অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।'

'হলে খুশি হব।' টেনে তাকে বুকে নিয়ে এল রানা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চুমো খেলো ওরা।

সেলিনা চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করল রানা, বিছানার কাছে এসে এরিক মর্টিমারের পদকগুলো তুলে নিল। সারা ঘরে সেলিনার গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে, মনে হলো এখনও সে ওর খুব কাছাকাছি।

আট

খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছে রানা। ক্ষীণ একটু সন্দেহের কথা বাদ দিলে, সেলিনার সব কথা বিশ্বাস করেছে ও। নিজেকে এরিক মর্টিমারের মেয়ে বলে স্বীকার করেছে সে, বলেছে ধর্ম বদলে ইহুদি হয়েছে, এবং এখন সে—বিসিআই-ও তাই বলছে—মোসাডের একজন এজেন্ট। বিস্ময়ের ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে লীনা-রহস্য। এত বছর ধরে মেয়েটাকে চেনে ও, একবারও মনে হয়নি তার মধ্যে দুনম্বরী কোন ব্যাপার

থাকতে পারে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, হাসি-খুশি আর আনন্দে থাকতে পছন্দ করে। কঠোর পরিশ্রমী। কিন্তু সেলিনার কথা বিশ্বাস করলে লীনাকে ধোয়া তুলসী পাতা মনে করা চলে না।

সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে, শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, তারপর কাপড় পরল। ক্যাভালরি স্ল্যাকস, কেবল-নিট কালো রোলনেক আর শর্ট জ্যাকেট চড়াল গায়ে। জ্যাকেটটা গায়ে দিল পিসেভেনটা লুকানোর জন্যে। মেকানিজম চেক করার পর স্ট্র্যাপে ঢুকিয়েছে ওটা। একজোড়া স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিয়েছে, বিশেষভাবে সেলাই করা স্ল্যাকস—এর পিছনের পকেটে ভরেছে ওগুলো।

করিডরে বেরিয়ে থামল রানা, রোলেক্সে চোখ বুলাল। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। এতক্ষণে লীনার অফিস খুলেছে। হেলসিঙ্কিতে ফোন করার জন্যে আবার কামরায় ফিরে এল ও, এবার অফিসের নম্বরে।

তরুণী অপারেটরের গলা চিনতে পারল রানা। হপ্তা দুই আগে হোটেল শেরাটন থেকে লীনার অফিসে ফোন করেছিল ও, মেয়েটা ফিনিশ ভাষায় কথা বলেছিল। রানা প্রশ্ন করল ইংরেজিতে, অপারেটরও তার ভাষা বদলাল, এর আগেও ঠিক তাই করেছিল সে। লীনাকে চাইল রানা।

জবাব এল দ্রুত, সাফ, রানার জন্যে অপ্রত্যাশিতও নয়। 'দুঃখিত । মিস পেকার ছুটিতে আছেন।'

'ইস!' হতাশ হবার ভান করল রানা। 'কথা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তোমার কোন ধারণা আছে, কোথায় গেছে সে?'

এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলল অপারেটর। 'ঠিক কোথায় গেছে তা আমাদের জানা নেই,' অবশেষে জানাল সে। 'তবে উত্তরে কোথাও স্কিইং-এর জন্যে যেতে পারে বলে আভাস দিয়ে গেছে। মাগো, ওরকম ঠাণ্ডা মানুষ সহ্য করে কিভাবে! এখানেই তো বাঁচি না!'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। সে কি লম্বা ছুটি নিয়ে গেছে?'

'বৃহস্পতিবারে গেছে, স্যার। আপনি কোন মেসেজ দেবেন?'

'না। না, আগামী বার ফিনল্যাণ্ডে এলে দেখা করব।' তাড়াতাড়ি যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

ওদের সবার মত, লীনাও নাকি উত্তরে এসেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ঠাণ্ডা যেন প্রায় দেখা যাচ্ছে, যেন ছুরি দিয়ে কাটা যায়—পরিষ্কার নীল আকাশ আর রোদ থাকা সত্ত্বেও। যতই নীল হোক, আকাশে উত্তাপ বলে কিছু নেই। আর রোদকে মনে হচ্ছে আইসবার্গে প্রতিফলিত চোখ ধাঁধানো আভা। এসব লক্ষণ দুনিয়ার এ-প্রান্তে বোকা বানাবার জন্যে যথেষ্ট, জানে রানা। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সূর্য অদৃশ্য হতে পারে। রোদের বদলে ঝরতে দেখা যাবে তুষার, কিংবা ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে চারদিক, আলো বলতে কিছুই থাকবে না।

রানার কামরাটা বিল্ডিঙের পিছন দিকে, এখান থেকে চেয়ার লিফট, স্কি রান ও জাম্প-এর বাঁকটা পরিষ্কার দেখা যায়। ভাল আবহাওয়ার সুযোগে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, খুদে মূর্তির মত লাগছে দূর থেকে। সচল লিফটে হরদম উঠছে তারা। আরও ওপর দিকে, বরফের ওপর কালো পোকার মত লাগছে, ঢাল বেয়ে

তীরবেগে নেমে আসছে।

কালো বিন্দুগুলোর যে-কোন একটা হয়তো সেলিনা, ভাবল রানা। ঢাল বেয়ে দ্রুতবেগে নামার সময় শিরশির করে তলপেট, মনে পড়ে যেতে সেলিনার সঙ্গে যায়নি বলে মুহূর্তের জন্যে দুঃখ হলো। ক্ষীণ, তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। শেষ আরেকবার গোটা দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরল ও, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। সিঁড়ি বেয়ে নামল, মেইন ডাইনিং রুমের দিকে যাচ্ছে।

কোনার একটা টেবিলে একা বসে আছে ম্যাকফারসন। জানালার পাশে বসেছে, খানিক আগে রানা যা দেখে এসেছে সে-ও তাই দেখছে। সরাসরি না তাকিয়েও রানার উপস্থিতি টের পেলো, সাড়া দিল একটা হাত তুলে। 'হাই, রানা।' পাথুরে চেহারায় দু'একটা ভাঁজ দেখা গেল। 'ক্ষমা চেয়েছে রাসকিন। স্নো স্কুটারের আয়োজন করতে দেরি হবে তার।' রানা বসতেই ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল আবার, 'ঠিক যদি জানতে চাও, ব্যাপারটা আজ রাতেই, কিংবা কাল খুব ভোরে।'

'আজ রাতে কি?' আড়ষ্ট সুরে জানতে চাইল রানা।

'আজ রাতে কি তুমি জানো না?' হতাশ ভঙ্গিতে চোখ দুটো স্বর্গের দিকে তুলল ম্যাকফারসন। 'আজ রাতে, বন্ধু রানা, রাসকিন বলছে বিপুল সংখ্যক আর্মস ব্লু ফক্স থেকে বেরিয়ে আসবে। ব্লু ফক্স কি, মনে আছে তোমার? আলকুরতির কাছে ওদের অর্ডন্যান্স ডিপো।'

'ও, ওই ব্যাপারটা।' রানা ভাব দেখাল, ব্লু ফক্স থেকে অস্ত্র চুরির ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই। মেন্যু তুলে লোভনীয় খাবারের দীর্ঘ তালিকায় চোখ বুলাল। ওয়েটার আসতে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল।

'আমি ধূমপান করলে কিছু মনে করবে?' জানতে চাইল ম্যাকফারসন। তার চেহারাই বলে দিচ্ছে, কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে।

'একসঙ্গে দুটোও ধরাতে পারো, আমার খাওয়ায় বাধা না দিলেই হলো।' রানা হাসল না। কেউ খেতে বসলে তার সামনে ধূমপান করা একদম পছন্দ করেন না রাহাত খান, প্রায় একটা অপরাধ বলে গণ্য করেন; রানার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় একইরকম।

'শোনো, রানা।' নিজের চেয়ার আরও কাছে সরিয়ে আনল ম্যাকফারসন। 'রাসকিন এখানে না থাকায় আমি খুশি। তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই আমি।'

'বলো।'

'তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে আমার কাছে। মাইকেল কলিন্স তোমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। সে আর তার মেয়ে ডোরা। ডোরা শুভেচ্ছা শব্দটা ব্যবহার করেনি। বলেছে ভালবাসা নিতে।'

সামান্য বিস্মিত হলো রানা, তবে চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া থাকল না। মাইকেল কলিন্স সিআইএ-তে রানার সম্ভবত একমাত্র বন্ধু। তার মেয়ে ডোরাও কোম্পানীতে আছে। কিছুদিন আগে রানা এজেন্সির একটা কেসে দু'জন এক সঙ্গে কাজও করেছে ওরা।

'আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না,' বলে চলেছে ম্যাকফারসন, 'তবে আরেকবার চিন্তা করে দেখো, বন্ধু। আরেকবার চিন্তা করতে বলছি, কারণ এখানে হয়তো আমিই তোমার একমাত্র মিত্র।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো।'

'তোমার চীফ তোমাকে নিখুঁতভাবে ব্রিফ করেছেন। আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে ভার্জিনিয়া, ল্যাংলিতে। আমাদের দু'জনের কাছেই সম্ভবত একই তথ্য রয়েছে। তারমানে তুমি যা জানো আমিও তাই জানি। কিন্তু রাসকিন যা জানে আমরা দুজনে তা জানি না। বলতে চাইছি, ও ব্যাটা সব কথা আমাদেরকে বলছে না। মোদ্দা কথা হলো...'

'সংক্ষেপ করো।'

'বেশ। মোদ্দা কথা হলো, আমাদের দু'জনের উচিত একসঙ্গে কাজ করা। যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে। ওই শালা রাশিয়ান বাস্টার্ডকে আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা, আমাদেরকে ল্যাং মারার তালে আছে সে।'

'আমার ধারণা ছিল, এই অপারেশনে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব,' বলল রানা।

'আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস কোরো না,' চোখ রাঙানোর মত একটা ভঙ্গি করল ম্যাকফারসন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেও, ধরাচ্ছে না সে।

ওয়েটার ফিরে আসায় থামতে হলো তাকে। রুটি, মাখন, ডিম আর কফি রেখে ফিরে গেল লোকটা। আবার শুরু করল ম্যাকফারসন, 'শোনো, ম্যাডিরায় আমি যদি মুখ না খুলতাম, সবচেয়ে বড় হুমকিটার কথা উচ্চারিতই হত না। ভুয়া কাউন্টের কথা বলছি হে। তাঁর সম্পর্কে তোমার কাছে তথ্য আছে, যেমন আছে আমার কাছেও। কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ। রাসকিন তাঁর কথা আমাদেরকে বলত না। কেন, তুমি জানো?'

'কেন?'

'কারণ রাস্তার দু'দিকেই কাজ করছে রাসকিন। এই অস্ত্র চুরির ব্যাপারটায় কেজিবির কিছু লোকও জড়িত, বুঝলে! মস্কোয় আমাদের এজেন্ট এ-কথা কয়েক হপ্তা আগেই জানিয়েছে। হজম করার জন্যে সবেমাত্র ঢাকাকেও তা জানানো হচ্ছে বা হয়েছে। ধরে নিতে পারো শিগগিরই একটা সংকেত পাবে তুমি।'

'আসল ঘটনা তাহলে কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, যেন কিছুই জানে না। এরইমধ্যে সেলিনার সঙ্গে যে ধারণা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওর, ম্যাকফারসনের কথায় সেটারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

'প্রায় একটা রূপকথা,' কর্কশ শব্দে হেসে উঠল ম্যাকফারসন। 'মস্কো থেকে খবর পাওয়া গেছে যে অসন্তুষ্ট একদল কেজিবি অফিসার, সংখ্যায় তারা বেশি নয়, একই রকম অসন্তুষ্ট রেড আর্মির একদল দলত্যাগী গ্রুপের সঙ্গে হাত মেলায়।' তার ভাষ্য অনুসারে, এই দুই গ্রুপ মূল একটা গোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং পরবর্তী সময়ে তারই ফলশ্রুতি হলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মি।

রানা কোন মন্তব্য করল না।

'অবশ্যই তারা আদর্শবাদী,' বলল ম্যাকফারসন, খিক খিক করে হাসছে। 'ফ্যানাটিক। সোভিয়েত রাশিয়ার ভেতর ফ্যাসিস্ট টেরোরিজমের সাহায্যে একদল লোক কমিউনিজম ধ্বংস করার জন্যে কাজ করছে। ব্লু ফক্স থেকে প্রথম চুরির ঘটনাটা তাদের দ্বারাই ঘটে, তারা ধরাও পড়ে, তবে…'

'তবে?'

'ধরা তারা ঠিকই পড়ে, তবে পুরো কাহিনীটা কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। ওরা আসলে মাফিয়ার মত, অর্থাৎ আমাদের মত—নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই সামলায়।'

মুখে সেদ্ধ ডিম ভরল রানা।

'কেজিবির ষড়যন্ত্রকারীরা যার হাতে ব্লু ফক্সে ধরা পড়ে যায় সে-ই আর্মি অফিসারকে এখন পর্যন্ত আটকে রাখতে সমর্থ হয়েছে। তার ওপর, এই বহুজাতিক গোপন অপারেশনটাও তাদের দ্বারাই পরিচালিত করছে, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে তাদের নিজেদের লোক—নিকোলাই রাসকিন।'

'তুমি বলতে চাইছ যে রাসকিন ব্যর্থ হতে যাচ্ছে?' মাথা ঘোরাল রানা, ম্যাকফারসনের দিকে সরাসরি তাকাল।

'শুধু যে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে তা না, সব রকম আয়োজন সম্পন্ন করছে যাতে পরবর্তী শিপমেন্ট নির্বিঘ্নে বেরুতে পারে। তারপর কি ঘটবে বলো তো, বন্ধু, রানা?'

'কি ঘটবে?'

'তারপর, দেখে মনে হবে এত সব বরফ আর তুষারের মধ্যে চাপা পড়ে মারা গেছে রাসকিন। এরপর কল্পনা করো বালতি হাতে কে থেকে যাবে।'

'আমরা?'

'টেকনিক্যালি, ইয়েস—আমরা। আসলে তুমি, প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়েছে। রাসকিনের লাশ কোনদিনই পাওয়া যাবে না। আমার সন্দেহ, তোমারটা পাওয়া যাবে। অবশ্যই কবর থেকে আবার উত্থান ঘটবে রাসকিনের। নতুন নাম, নতুন মুখ, বনভূমির নতুন একটা অংশ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'আমিও মোটামুটি এরকম ভেবেছি। রাসকিন আমাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যেতে চাইছে শুধু চুরির ঘটনা দেখিয়ে মজা করার জন্যে, এটা বিশ্বাস করিনি। এর মধ্যে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।'

বেসুরো হাসির সঙ্গে ম্যাকফারসন বলল, 'দেখো রানা, তোমার মতই এসপিওনাজ জগতে যা কিছু দেখার আছে সব আমার দেখা শেষ। এই অপারেশন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ দুনম্বরী ব্যাপার। আমাকে তোমার দরকার, বন্ধু।'

'আর আমার সন্দেহ যে আমিও তোমার উপকারে আসব…ইয়ে, বন্ধু।'

'রাইট। তুমি যদি আমার পদ্ধতিতে খেলো, আমি যেভাবে বলি সেভাবে যদি চলো—অর্থাৎ কোম্পানীর কথা মত—সীমান্তের ওপারে স্নোম্যান-এর ভূমিকায় থাকার সময় আমি তোমার পিঠের ওপর নজর রাখব।'

'আমাকে কি করতে হবে সেটা আমি পরে জিজ্ঞেস করব,' বলল রানা। তার

আগে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন।' এখন আর রানা কৌতুক বোধ করছে না। প্রথমে ওর সাহায্য প্রার্থনা করেছে সেলিনা, এখন আবার ম্যাকফারসন। ফলে অপারেশন কোল্ড ওঅর-এ নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। কেউ তার পাশের লোককে বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাই অন্তত একজন মিত্র চায়।

'কি প্রশ্ন?' একটু দেরি করে জানতে চাইল ম্যাকফারসন। রানা দেখল, সদ্য আবির্ভূত একদল অতিথি তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। তাদেরকে অসম্ভব খাতির করছে ওয়েটাররা, যেন রাজকীয় মেহমান।

'সেলিনার ব্যাপারটা কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাকে কি আমরা রাসকিনের সঙ্গে ঠাণ্ডায় ফেলে যাব?'

হতভম্ব দেখাল ম্যাকফারসনকে। 'রানা,' শান্ত সুরে বলল সে, 'সেলিনা জামায়েল মোসাডের একজন এজেন্ট হতে পারে, কিন্তু তুমি অবশ্যই জানো কে সে—আমি ধরে নিচ্ছি। মানে, বিসিআই নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে যে…'

'যে সে একজন ফিনিশ অফিসারের মেয়ে, যিনি নাৎসীদের সমর্থক ছিলেন, এখনও তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে খোঁজা হচ্ছে? হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ এবং না,' গলা চড়ল ম্যাকফারসনের। 'অবশ্যই, তার বেজন্মা বাপ সম্পর্কে সবই আমরা জানি। কিন্তু মেয়েটা সত্যিকার অর্থে কোন্ দলের সে-সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই—এমনকি মোসাডেরও। আমাদের কাউকেই এ-বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তবে আমি তার মোসাড পিএ দেখেছি। আমার কথা বিশ্বাস করো, এমনকি তারাও জানে না।'

রানা শান্ত গলায় বলল, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস ওর মধ্যে কোন ভেজাল নেই, মোসাডের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।'

ঘোঁৎ করে অস্বস্তি প্রকাশ করল ম্যাকফারসন। 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে কি বলবে?'

'লোকটা সম্পর্কে?'

'তথাকথিত কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ সম্পর্কে? যে আর্মস শিপমেন্টের পিছনে রয়েছে, এবং সম্ভবত গোটা এন. এস. এ. এ. অপারেশন পরিচালনা করছে। ভুল হলো, সম্ভবত নয়, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়। রাইখফুয়েরার-এসএস অ্যারন রোজেনবার্গ?'

'তাঁর সম্পর্কে কি?'

'তারমানে কি তোমাদের লোকেরা তোমাকে পুরো ছবিটা দেয়নি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ব্রিফ করার সময় সংক্ষেপে অনেক কথাই ওকে বলেছেন রাহাত খান, তবে এ-ও জানিয়েছেন যে রহস্যময় কাউন্ট সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য সত্যি কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বসকে চেনে রানা, অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, সম্ভাবনাকে সত্য ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে রাজি নন।

'বন্ধু রানা, তুমি বিপদের মধ্যে আছ। সেলিনা জামায়েলের বিপথগামী বাবা, এসএস-ওবারফুয়েরার এরিক মর্টিমার আসলে কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ—শেষটা তার ছদ্মনাম।'

কফি দিয়ে ঠোঁট ভেজাল রানা, মাথার ভেতর ঝড় বইছে। ম্যাকফারসনের তথ্য

যদি সত্যি হয়, বিসিআই ওকে তার কোন আভাসও দেয়নি। রাহাত খান ওকে নামটা বলেছেন, বলেছেন অন্তত অস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িত কাউন্ট। অ্যারন রোজেনবার্গ এরিক মর্টিমার হতে পারেন, এ-কথা বলেননি। 'এ-ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি?' সম্পূর্ণ শান্ত রানা, মনের ভাব প্রকাশ করতে রাজি নয়।

'যেমন নিশ্চিত রাতের পর দিন হয়—যা এখানে খুব দ্রুত ঘটে···,' ডাইনিং রূমের আরেকদিকে চোখ পড়তে হঠাৎ থেমে গেল ম্যাকফারসন। তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে সদ্য আগত দম্পতিটি, যাদেরকে ওয়েটাররা রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

'বাহ্-বা, বাহ্-বা, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়!' ম্যাকফারসনের ঠোঁটের কোণ বাঁকা হাসিতে কুঁচকে উঠল। 'ওদিকে একবার তাকাও, রানা। উনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ, এবং তার লেডি, যাকে আমরা শুধু কাউন্টেস বলে চিনি।' ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক কফি খেলো সে। 'এন. এস. এ. এ.-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি আমরা, তাই না, রানা? ওদের কমাণ্ডার স্বয়ং এখানে হাজির হয়েছে। তুমি কি করবে জানি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি ওই ব্যাটাকে বোতলে ভরতে চাই।'

কাউন্ট আর কাউন্টেসকে আসলেও অভিজাত লাগছে। প্রথম যখন ওঁরা ভেতরে ঢুকলেন, রানা দেখেছে, ওঁদের ভারি ও মূল্যবান ফার কোট খুলে নেয়া হয়েছে। চেহারার মধ্যে কর্তৃত্ব আর প্রতাপ, বসার ভঙ্গি দেখে মনে হবে গোটা ল্যাপল্যাণ্ডের ওঁরাই মালিক।

কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ যথেষ্ট লম্বা, পেশীগুলো এখনও যথেষ্ট শক্ত। একটা ছড়ির মতই খাড়া বসে আছেন তিনি। কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি থাকেন যাদেরকে বয়স বা জরা ছুঁতে পারে না, তিনি তাদেরই একজন। বয়স আন্দাজ করা কঠিন, পঞ্চাশ হতে পারে, আবার সত্তর হওয়াও বিচিত্র না। মুখের রঙ তামাটে, চামড়া কোথাও ঝুলে পড়েনি। মাথা ভর্তি আয়রন-গ্রে চুল। কাউন্টেসের সঙ্গে কথা বলার সময় চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আছেন, ভাব প্রকাশের জন্যে ব্যবহার করছেন একটা মাত্র হাত, অপর হাতটা পড়ে আছে চেয়ারের হাতলে। তামাটে মুখে সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা। মাথা নাড়ার ভঙ্গিতে বেপরোয়া জেদ আর রাশভারী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এই ব্যক্তি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার।

'কোয়ালিটি সম্পর্কে মন্তব্য করো,' আহ্বান জানাল ম্যাকফারসন। 'স্টার?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। স্বীকার করতে হবে, লোকটার মধ্যে শুধু আভিজাত্যই নয়, জাদু আছে। শুধু দূর থেকে তাকিয়েছে ও, তাতেই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে।

কাউন্টেসকে দেখেও মনে হবে যে-কোন জিনিস কেনার বা চাইলেই পাবার উপায় ও যোগ্যতা আছে তাঁর। কাউন্টের বয়েস আন্দাজ করা অসম্ভব হলেও, তাঁর চেয়ে কাউন্টেসের বয়েস যে অনেক কম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখেই বোঝা যায়, শরীরের যত্ন নেন কাউন্টেস, নিয়মিত ব্যায়াম করেন।

ওঁদের দিকে এখনও তাকিয়ে আছে রানা, এই সময় ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল একজন ওয়েটার। 'মি. রানা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার টেলিফোন, স্যার। রিসেপশন ডেস্কের পাশের বক্সে। লীনা পেকার নামে এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

ঝট করে দাঁড়াল রানা, দেখল বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ম্যাকফারসন।

'সমস্যা?' জানতে চাইল সে, খুবই নরম সুরে।

তার নরম সুরে রানার মন গলল না। 'বিটার' ম্যাক, সিদ্ধান্ত নিল ও, সুযোগসন্ধানী কেউটে, তার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে ওকে। 'হেলসিঙ্কি থেকে স্রেফ একটা ফোন কল।' টেবিল ছেড়ে এগোল ও। একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে, লীনা জানল কিভাবে এখানে ওকে পাওয়া যাবে?

কাউন্ট রোজেনবার্গের টেবিল ঘেঁষে এগোবার সময় দু'জনের দিকেই নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল রানা। রানার দৃষ্টি অনুভব করে মাথা তুলে তাকালেন কাউন্ট। চোখাচোখি হলো। তাঁর দৃষ্টিতে আক্রোশ ও ঘৃণা এত বেশি, যেন প্রায় স্পর্শ করা যায়। টেবিল ছাড়িয়ে আসার পরও রানার পিঠে বিঁধছে।

রিসেপশনিস্ট ইঙ্গিতে একটা ছোট, আধ খোলা বুদ দেখিয়ে দিল। লম্বা পায়ে ভেতরে ঢুকল রানা, রিসিভার তুলেই জানতে চাইল, 'লীনা?'

'এক সেকেণ্ড,' বলল অপারেটর। ক্লিক করে শব্দ হলো লাইনে, তারপর রানার অনুভূতি হলো, অপরপ্রান্তে কেউ এসেছে। 'লীনা?' আবার জিজ্ঞেস করল ও।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, রানা কসম খেয়ে বলতে পারবে না যে গলাটা লীনার, তবে শতকরা নব্বুই ভাগ নিশ্চিত বলে দাবি করবে। ফিনিশ টেলিফোন লাইন সব সময় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু এই মুহূর্তে উল্টোটা ঘটছে। গলার আওয়াজ ফাঁপা লাগছে। 'রানা,' অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল। 'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে, আমার ধারণা। বেটিনাকে বিদায় জানাও।' তারপরই বিরতিহীন খিলখিল হাসির শব্দ, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, যেন রিসিভারটা ঠোঁট থেকে ক্রমশ দূরে সরানো হলো।

ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে রানার, উদ্বিগ্নবোধ করছে। 'লীনা? তুমি কথা বলছ…?' থেমে গেল ও, বুঝল যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। বেটিনাকে বিদায় জানাও…এর মানে কি? পরমুহূর্তে ব্যাপারটা ধরতে পারল ও। সেলিনা স্কি রান-এ রয়েছে। কিংবা এখনও হয়তো সেখানে পৌঁছুতে পারেনি। হোটেলের সদর দরজার দিকে ছুটল রানা।

দরজার হাতল ধরার জন্যে হাতটা লম্বা করে দিয়েছে, এই সময় পিছন থেকে সাবধান করা হলো, 'খবরদার, রানা। কথাটা এমন কি চিন্তাও কোরো না। অন্তত এই কাপড়ে নয়।' ওর কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাকফারসন। 'বাইরে বেরুলে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট টিকবে তুমি। টেমপারেচার…'

'আমাকে তাহলে গরম কিছু এনে দাও—তাড়াতাড়ি, ম্যাক।'

'তুমি নিজে আনো। কি ব্যাপার বলো তো?' রিসেপশনের কাছেই ক্লোকরুম, সেদিকে এক পা এগোল ম্যাকফারসন।

'পরে ব্যাখ্যা করব। সেলিনা স্কি রান-এ, তার বিপদ হতে পারে বলে সন্দেহ

করছি আমি।' রানার মনে হলো, সেলিনা ঢালের ওপর না-ও থাকতে পারে। লীনা বলেছে, 'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে, আমার ধারণা।' যা ঘটার কথা তা হয়তো এরইমধ্যে ঘটে গেছে।

ফিরে এল ম্যাকফারসন, সে তার নিজের জিনিসগুলো নিয়ে এসেছে—বুট, স্কার্ফ, গগলস, গ্লাভস আর প্যাড লাগানো জ্যাকেট। 'কি ঘটছে বলো আমাকে,' তার কণ্ঠস্বরে নির্দেশের সুর। 'যতটুকু পারি করব আমি। যাও, তুমি তোমার নিজের জিনিস-পত্র নিয়ে এসো। আমি কখনও ঝুঁকি নেই না, উইন্টার গিয়ার সব সময় হাতের কাছে রাখি।' জুতো খুলে এরইমধ্যে বুট পরতে শুরু করেছে সে। হতাশ বোধ করল রানা, ম্যাকফারসনের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

সারি সারি লিফটগুলোর দিকে ছুটল রানা। 'সেলিনা যদি ঢালে থাকে, তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনো ওকে, অক্ষত অবস্থায়!' চেঁচিয়ে বলল ও, চাপ দিল বোতামে। নিজের কামরায় পৌঁছে তিন মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল ও। কাপড় পাল্টাচ্ছে, চোখ রয়েছে জানালার বাইরে। চেয়ার লিফট আর স্কি স্লোপ-এ অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না, সব কিছু স্বাভাবিক লাগল। বাইরে বেরিয়ে এসে, চেয়ার লিফটের নিচে দাঁড়াতেও, ওর চোখে বেমানান কিছু ধরা পড়ল না। রিসেপশন থেকে বেরিয়েছে ছ'মিনিট হলো।

বেশিরভাগ লোক এরইমধ্যে হোটেলে ফিরে গেছে বা ফেরার জন্যে রওনা হয়ে গেছে, কারণ স্কিইং-এর সবচেয়ে ভাল সময়টা পার হয়ে গেছে। লিফট-এর নিচে একটা কুঁড়েঘর, সেটার কাছাকাছি ম্যাকফারসনকে চিনতে পারল রানা। তার সঙ্গে আরও দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কাছাকাছি এসে জানতে চাইল রানা, 'কি খবর?'

'ওদেরকে বলে মাথায় টেলিফোন করিয়েছি। তালিকায় তার নাম আছে। নামার পথে রয়েছে সে। পরে আছে লাল স্কি স্যুট। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো, রানা। এটা কি আমাদের অপারেশনের কোন ব্যাপার?'

'পরে।' গগলসের পিছনে চোখ দুটো ছোট করল রানা, ক্রমশ উঁচু হয়ে আছে উজ্জ্বল তুষার, সেলিনাকে দেখতে পাবার চেষ্টা করছে।

নিচু পাহাড়শ্রেণী কয়েকটা ধাপ তৈরি করেছে, জায়গা দখল করেছে প্রায় দেড় কিলোমিটার। রানা-এর মাথা দৃষ্টিপথের বাইরে, তবে চিহ্নিত স্কি কোর্স আঁকাবাঁকা ও জটিল—কোথাও কোথাও ফার গাছের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে, কোথাও প্রায় সমতল, আবার কোথাও প্রায় খাড়া বা বিপজ্জনক বাঁক নিয়েছে।

শেষ আধ কিলোমিটার সহজই। দীর্ঘ ঢাল, সরল, প্রায় সমতল। দু'জন তরুণকে দেখা গেল, পরনে কালো স্কি স্যুট, মাথায় সাদা উলেন হ্যাট, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। সন্দেহ নেই, মাথা থেকেই শুরু করেছে ওরা। প্রতিযোগিতা শেষ করার মুহূর্তে কসরৎ দেখাচ্ছে, হাসাহাসি করছে, শব্দ করছে বেজায়।

'ওই আসছে তোমার নায়িকা!' হেসে উঠল ম্যাকফারসন, হাতের বিনকিউলারটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। এতক্ষণ ওটা তার চোখে ছিল। 'লাল স্যুট।'

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা। তাকাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল, সেলিনা অত্যন্ত দক্ষ স্কিয়ার। ঢালের উঁচু-নিচু অংশ দারুণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এড়িয়ে তীরবেগে নেমে আসছে সে। ঢাল যেখানে সমতল, কমে যাচ্ছে তার গতি। বাঁকগুলো ঘুরছে ক্ষিপ্রগতিতে, যেন ঝুঁকি নিতে মজা লাগছে তার। প্রায় সমতল শেষ আধ কিলোমিটারে পৌঁছে গেছে, এই সময় মনে হলো তার দু'দিকের তুষার টগবগ করে ফুটতে শুরু করল, পিছনে মাথাচাড়া দিল বিরাট জায়গা জুড়ে সাদা কুয়াশা। বিস্ফোরিত সাদা তুষারের মাঝখানে অকস্মাৎ একটা আগুন দেখা গেল—লাল, তারপর সাদা—লাফ দিয়ে ওপরে উঠল।

রানা দেখল বিস্ফোরিত তুষারের সঙ্গে শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে সেলিনার শরীর। আওয়াজটা শুনতে পেল আরও এক সেকেণ্ড পর।

নয়

অসহায় আতঙ্কে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রানা, গগলসের ভেতর দিয়ে মিহি তুষারের উত্থান দেখছে। লাল মূর্তিটা, তোবড়ানো একটা পুতুল যেন, মোচড় খেতে খেতে আলোড়িত তুষারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ম্যাকফারসন আর রানার পাশে অল্প কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই তারা প্রায় একযোগে শুয়ে পড়ল বরফের ওপর, যেন আশঙ্কা করছে কামানের গোলা এসে লাগবে। ম্যাকফারসন, রানার মতই, দাঁড়িয়ে থাকল। ইতিমধ্যে ছোঁ দিয়ে বিনকিউলারটা কেড়ে নিয়েছে সে, চোখে তুলে পরখ করছে দৃশ্যটা।

'দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছে।' কর্কশ, বেসুরো গলা, ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই। 'হ্যাঁ, ওপর দিকে মুখ। তুষারের নিচে শরীরের অর্ধেক ডুবে আছে। যেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার প্রায় একশো গজ নিচে।'

বিনকিউলারটা নিয়ে নিচে তাকাল রানা। তুষারের আলোড়ন কমে আসছে, স্থির পড়ে থাকায় শরীরটা পরিষ্কার দেখতে পেল। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, নড়ছে বলে মনে হলো না।

ওদের পিছন থেকে আরেকটা গলা শোনা গেল। 'হোটেল কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিসকে খবর দিয়েছে। দূরে না হলেও, তাড়াতাড়ি রেসকিউ টীম পাঠানোর উপায় নেই। তুষার ওখানে বড় বেশি নরম। যাওয়া সম্ভব নয়, চেষ্টা করলে বিপদ হতে পারে। ওদেরকে একটা হেলিকপ্টার আনাতে হবে।'

ঘুরল রানা। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকোলাই রাসকিন, তার চোখেও একটা বিনকিউলার।

বিস্ফোরণের কয়েক সেকেণ্ড পর দ্রুত কয়েকটা চিন্তা খেলে গেছে রানার মাথায়। লীনার ফোন পাবার পর, ফোনটা যদি লীনাই করে থাকে, ধরে নিতে হবে সেলিনা যা বলেছে তার বেশিরভাগই সত্যি। তারমানে এতদিন লীনাকে রানা যা ভেবে এসেছে তা সত্যি নয়। সে তার নিজের ফ্ল্যাটে রানার জন্যে ফাঁদ পাতে,

প্রথমবার যখন হেলসিঙ্কিতে এসেছিল ও। যেভাবেই হোক ওর সঙ্গে সেলিনার রাত কাটানোর ব্যাপারটা জানতে পারে সে, তারপর সেলিনার জন্যেও একটা ফাঁদ পাতে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, সবেমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটার আয়োজনে অবিশ্বাস্য সময়-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে সে। সে জানত কোথায় আছে রানা, জানত কোথায় রয়েছে সেলিনা। কিভাবে জানতে পারে? জানার একটাই তার উপায় আছে। এখান থেকে কেউ তাকে এ-সব জানাচ্ছে। কোল্ড ওঅর টীমের সদস্য সংখ্যা মাত্র চার, এই চারজনের মধ্যেই কারও সঙ্গে যোগাযোগ আছে তার।

'তোমার কি ধারণা?' আরেকবার ঢালের ওপর চোখ বুলিয়ে রাসকিনের দিকে ফিরল রানা।

'আগেই বলেছি। হেলিকপ্টার ছাড়া সম্ভব নয়। রান-এর মাঝখানটা শক্ত, কিন্তু সেলিনা পড়ে আছে নরম তুষারে। তাড়াতাড়ি যদি কিছু করতে চাই, হেলিকপ্টার দরকার।'

'তা আমি জিজ্ঞেস করিনি,' ধমকে উঠল রানা। 'জানতে চাইছি, কি ঘটেছে বলে তোমার ধারণা?'

গরম কাপড়ের তলায় কাঁধ ঝাঁকাল রাসকিন। 'ল্যাণ্ড মাইন, সম্ভবত। এদিকে এখনও ওগুলো পাওয়া যায়। রুশো-ফিনিশ উইন্টার ওঅর বা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওঅর-এর সময় ছড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, এতকাল পরেও। ওগুলো সচলও বটে, বাতাস ঠেলে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি বলব ল্যাণ্ড মাইন।'

'আর আমি যদি বলি, আমাকে আগাম খবর দেয়া হয়েছে, তাহলে কি বলবে?'

'ও ঠিক বলছে,' বলল ম্যাকফারসন, তার বিনকিউলার এখনও চোখে লেগে রয়েছে, তাকিয়ে আছে সেলিনার দিকে। 'রানাকে একটা মেসেজ দেয়া হয়েছে। ফোনে।'

রাসকিন তেমন আগ্রহ দেখাল না। 'আচ্ছা, তাহলে তো ব্যাপারটা নিয়ে পরে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু ছাই, পুলিস কোথায়, আর হেলিকপ্টারই বা কোথায়?'

যেন তার কথায় সাড়া দিয়েই একটা পুলিস সাব ফিনল্যাণ্ডিয়া হোটেলের কার পার্কে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কাছেই জায়গাটা। গাড়ি থেকে নিচে নামল দু'জন অফিসার। মুহূর্তে তাদের পাশে চলে গেল রাসকিন, ফিনিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল অনর্গল।

অফিসারদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করার পর রানার দিকে ফিরল রাসকিন, রুশ ভাষায় অশ্লীল একটা অভিশাপ দিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টার আগে ওদের কোন হেলিকপ্টার এখানে এসে পৌঁছুবে না।' চেহারা দেখে বোঝা গেল সাংঘাতিক রেগে গেছে সে। 'রেসকিউ টীম আসতেও ওই রকম সময় নেবে।'

'সেক্ষেত্রে আমরাই...'

রানাকে থামিয়ে দিল ম্যাকফারসনের উত্তেজিত গলা, 'সেলিনা নড়ছে। তার জ্ঞান আছে। উঠে বসার চেষ্টা করছে। না, আবার পড়ে গেল। মনে হচ্ছে তার পা...'

রাসকিনকে দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা, পুলিস কারে লাউড-হেইলার বা ওই

ধরনের কিছু আছে কিনা। অফিসারদের সঙ্গে আবার কথা বলল রাসকিন, তারপর রানার দিকে ফিরে চিৎকার করল, 'আছে।'

ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে রানা, পিচ্ছিল বরফের ওপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব। দস্তানা পরা হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢুকে গেল, বেরিয়ে এল গাড়ির চাবি সহ। 'তোমরা তৈরি হও,' চিৎকার করে বলল ও। 'আমি নিজেই ওকে নামিয়ে আনব। লাউড-হেইলারটা বের করো।'

সাব-এর লকগুলোয় ভাল করে তেল মাখানো থাকে, কোথাও যাতে বরফ না জমে সে-ব্যবস্থাও করা আছে, কাজেই খুলতে কোন অসুবিধে হলো না। অ্যালার্ম সেনসরগুলোর সুইচ অফ করল ও, তারপর পিছন দিকে চলে এল। হ্যাচ-ব্যাক ওপরে তুলে একজোড়া টগ্ল রোপ আর স্পীডলাইন-এর বড় ড্রামটা বের করল। গাড়িতে তালা দিল আবার, সুইচ অন করল অ্যালার্মের, ছুটতে ছুটতে ফিরে এল স্কি রান-এর নিচে। ওকে দেখেই অফিসারদের একজন একটা লাউড-হেইলার বাড়িয়ে ধরল।

'বসতে পেরেছে সেলিনা। হাত নেড়েছে একবার, বোধহয় বলতে চাইছে এর বেশি নড়াচড়া করা সম্ভব নয়,' রানা পৌঁছুতেই তথ্যটা জানিয়ে দিল ম্যাকফারসন।

'ঠিক আছে।' হাত বাড়িয়ে অফিসারের কাছ থেকে লাউড-হেইলারটা নিল রানা, ঝাপটা দিয়ে অন করল সুইচ, তারপর সেলিনার দিকে তুলল। খেয়াল রেখেছে ওটার ধাতব কিনারা যাতে ঠোঁটে না ঠেকে।

'আমার কথা যদি শুনতে পাও, সেলিনা, একটা হাত উঁচু করো। আমি রানা বলছি।' স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের চেয়ে দশ গুণ জোরাল হলো আওয়াজটা, চারদিক থেকে ফিরে এল প্রতিধ্বনিগুলো।

সেলিনাকে নড়তে দেখল রানা। ম্যাকফারসন, চোখে বিনকিউলার, বলল, 'তুলেছে, একটা হাত তুলেছে।'

লাউড-হেইলারটা সরাসরি সেলিনার দিকে তাক করা আছে কিনা দেখে নিল রানা, তারপর বলল, 'তোমার দিকে একটা লাইন ফায়ার করব, সেলিনা। ভয় পেয়ো না। ওটাকে নিয়ে যাবে একটা রকেট, তোমার কাছ ঘেঁষে পাশ কাটাবে। কি বলছি বুঝতে পেরে থাকলে সংকেত দাও।'

আবার একটা হাত তুলল সেলিনা।

'লাইনটা নাগালের মধ্যে পেলে, শরীরের চারদিকে জড়াতে পারবে ওটা—বগলের তলা দিয়ে?' জানতে চাইল রানা।

সংকেত দিল সেলিনা। পারবে।

'তারপর তোমাকে আমরা ধীরে ধীরে টানব—সম্ভব?'

আবার সংকেত দিল সেলিনা। সম্ভব।

'আর তা যদি অসম্ভব বলে মনে হয়, আমরা টানার সময় তুমি যদি ব্যথা পাও, সংকেত দেবে দু'হাত তুলে। বুঝতে পারছ?'

এক হাত তুলে সংকেত দিল সেলিনা।

'ঠিক আছে।' বাকি সবার দিকে ফিরল রানা, কাকে কি করতে হবে বলে দিল।

স্পীডলাইন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা লাইন-থ্রোইং ইউনিট, দেখতে ভারি একটা সিলিণ্ডারের মত, মাথায় রয়েছে বহন করার জন্যে হাতল আর ট্রিগার মেকানিজম। সিলিণ্ডারের সামনে থেকে প্লাস্টিকের আবরণটা খুলে ফেলতেই রকেটটা দেখা গেল, দেখা গেল প্যাক করা দুশো পঁচাত্তর মিটার লম্বা লাইন। লাইনের মুক্ত প্রান্তটা সরাল রানা, সঙ্গীদের নির্দেশ দিল ফিনল্যাণ্ডিয়ার পিছনের বাম্পারে বাঁধার জন্যে। তারপর পজিশন নিল ও, তুষারে পড়ে থাকা লাল মূর্তিটার সরাসরি নিচে।

লাইনটা বাঁধা হলো। হাতলের পিছনে সেফটি পিন, সেটা সরাল রানা, তারপর ট্রিগার গার্ড-এর পিছনে গ্রিপটা ধরল। মাকলাক বুটের গোড়ালি তুষারে ঢোকাল, ঢাল বেয়ে সামনে বাড়ল চার পা। চওড়া স্কি স্লোপ ফল লাইন-এর ডান পাশে তুষার খুব গভীর আর নরম।

মাত্র চার পা এগিয়েছে রানা, তাতেই প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে তুষারের নিচে। তবে লাইন ছোঁড়ার জন্যে এই পজিশনটাই আদর্শ বলে মনে হলো। লাইনের মুক্ত প্রান্তটা ওর পিছনে লম্বা হয়ে আছে, বাঁধা রয়েছে ফিনল্যাণ্ডিয়ার বাম্পারে। পেশী শক্ত করল রানা, সিলিণ্ডারটা শরীর থেকে দূরে সরাল। ভাল করে লক্ষ্যস্থির করে চাপ দিল ট্রিগারে।

ফায়ারিং পিন ইগনিটর-এ আঘাত করতে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে দ্রুতবেগে পরিষ্কার আকাশে উঠে গেল রকেট, পিছনে লম্বা হলো লাইনটা।

সেলিনাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল রকেট, তবে সরল রেখার মধ্যেই থাকল, ফলে সরাসরি তার মাথার ওপর ঝুলতে দেখা গেল লাইনটাকে। তারপর সেটা ওর পাশে পড়ল।

নরম তুষারে পা ফেলে, প্রায় সাঁতার দিয়ে, সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল রানা। লাউড-হেইলারটা আবার চেয়ে নিয়ে মুখের সামনে তুলল ও। 'তোমার ওপর দিকের লাইন টেনে নিজের কাছে আনতে পারবে, সেলিনা? যদি পারো, সংকেত দাও।'

অসহ্য ঠাণ্ডা সত্ত্বেও হোটেল থেকে বেশ কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে। হোটেলের জানালা থেকেও বহু লোক দেখছে। সাইরেনের শব্দ ভেসে এল, অ্যাম্বুলেন্স আসছে।

'বিনকিউলার, প্লীজ।' নির্দেশ দিচ্ছে রানা, অনুরোধ করছে না। ওর হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল ম্যাকফারসন। চোখে তুলে সেটা অ্যাডজাস্ট করল রানা, পরিষ্কার দেখতে পেল সেলিনাকে।

দেখে মনে হলো আড়ষ্ট এক ভঙ্গিতে পড়ে আছে সেলিনা, তুষারের নিচে কোমর পর্যন্ত ডোবা, যদিও যেখানে পড়ে আছে তার কাছাকাছি ফাটল ধরা শক্ত বরফও রয়েছে। তার মুখের সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছে রানা, মনে হলো ব্যথায় কাতর হয়ে আছে সে। অনেক কষ্টে, ধীরে ধীরে, লাইনটা টানছে। মাঝে মধ্যে থামল সেলিনা, হাঁপাল, তারপর আবার টানতে শুরু করল। প্রচুর সময় লাগছে কাজটায়। ব্যথা ও ঠাণ্ডা, দুটোতেই কষ্ট পাচ্ছে বেচারি। ওপরের ঢাল থেকে লাইন টানার সহজ একটা কাজ তার জন্যে কঠিন জীবনমরণ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিনকিউলারে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে রানা, মনে হলো কয়েক মন ভারি একটা বোঝা টেনে নামাচ্ছে সেলিনা।

কয়েকবার হাত থেকে পিছলে গেল লাইন, নেতিয়ে পড়ল সেলিনা। লাউড-হেইলার মুখের সামনে তুলে চিৎকার করল রানা, উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল। চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল ওর গলার ভারি আওয়াজ। অবশেষে শেষ হলো কাজটা, ওপরের ঢাল থেকে সবটুকু লাইন টেনে নিয়েছে সেলিনা। এরপর সেটাকে শরীরে জড়াবার যুদ্ধ শুরু হলো তার।

'বগলের তলা দিয়ে, সেলিনা,' নির্দেশ দিল রানা। 'একটা লুপ তৈরি করো, গিট বাঁধো, তারপর লুপটা মাথা দিয়ে গলাও। তারপর বুকে-পিঠে আঁটসাঁট করো। কাজটা শেষ করে হাত তুলবে।'

সেলিনা হাত তুলল যেন এক যুগ পর।

'ঠিক আছে। লক্ষ্মী মেয়ে। এবার যতটা ধীরে সম্ভব তোমাকে আমরা নিচে নামাব। নরম তুষারের ওপর দিয়ে নামবে তুমি। তবে ব্যথা অসহ্য মনে হলে দুই হাত উঁচু করবে। তৈরি হও, সেলিনা।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। ইতিমধ্যে তারা ফিনল্যাণ্ডিয়ার বাম্পার থেকে খুলে নিয়েছে লাইনটা। রানার নির্দেশে এবার ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল। সেলিনা আর ঢালের মাঝখানে টান টান হলো লাইন।

অ্যাম্বুলেন্স এসেছে জানে রানা, তবে এতক্ষণে সেটার দিকে তাকাল। সঙ্গে পুরো একটা মেডিকেল টীম রয়েছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি বিশিষ্ট তরুণ একজন ডাক্তার। রানা জানতে চাইল, সেলিনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।

তরুণ ডাক্তার প্রথমে নিজের নাম বলল, বিকানেন। তারপর জানাল, তারা স্যালা হসপিটাল থেকে এসেছে। 'প্রথমে ওখানেই নিয়ে যাব,' ইংরেজিতে বলল সে। 'তারপর ভদ্রমহিলার অবস্থার ওপর নির্ভর করবে…'

সেলিনাকে নাগালের মধ্যে টেনে আনতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। তুষার ঠেলে তার কাছে যখন পৌঁছুল রানা, প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে সে। যারা লাইন টানছিল তাদেরকে নির্দেশ দিল ও, ধীরে ধীরে লাইন টেনে রান আউট-এর কিনারা পর্যন্ত নামিয়ে আনা হলো তাকে।

ছুটে এল ডাক্তার, গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল সেলিনা। সঙ্গে সঙ্গে রানাকে চিনতে পারল সে। 'রানা, কি ঘটেছে?' দুর্বল গলা, কোন রকমে আওয়াজ বেরুল।

'ঠিক জানি না, লাভ। তুমি পড়ে গিয়েছিলে।' গগলস আর স্কার্ফ দিয়ে মুখ ঢাকা থাকলেও, রানা অনুভব করল উদ্বেগ ওর মুখে রেখা আর ভাঁজ তৈরি করেছে। ঠিক যেমন সেলিনার মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশে ফ্রস্টবাইট-এর লক্ষণ হিসেবে সাদা দাগ ফুটতে শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর রানার কাঁধ স্পর্শ করল তরুণ ডাক্তার, নিজের সামনে থেকে সরিয়ে দিল ওকে। রাসকিন আর ম্যাকফারসন সেলিনার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। ডাক্তার ফিসফিস করে বলল, 'দুটো পা-ই ফ্র্যাকচার হয়েছে বলে মনে হয়, সেই সঙ্গে অ্যাডভান্সড হাইপোথারমিয়া। ওঁকে আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন।' ডাক্তারের আস্তিন চেপে ধরল রানা। 'পরে আমি হাসপাতালে ফোন করলে জানতে পারব কেমন আছে ও?'

'অবশ্যই।'

আবার জ্ঞান হারিয়েছে সেলিনা। পিছিয়ে এসে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই রানার। অত্যন্ত সাবধানে স্ট্রেচারে তোলা হলো তাকে, তারপর অ্যাম্বুলেন্সে।

অ্যাম্বুলেন্স দেরি করল না, সেলিনাকে তোলা হতেই রওনা হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'আমাদের মধ্যে কথা হওয়া দরকার, রানা। আমার কিছু প্রশ্ন আছে,' রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিকোলাই রাসকিন। 'আজ রাতের জন্যে আমাদের তৈরি হওয়াও দরকার। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, তবে সংখ্যায় একজন কমে গেছি আমরা। এসো, ঠিক করি, কোথায় আমরা বসব।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, অন্যমনস্ক। হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। দরজার কাছে পৌঁছে থামল একবার। ঠিক হলো, রাসকিনের কামরায় মিলিত হবে ওরা।

নিজের কামরায় ফিরে এসে ব্রীফকেসটা খুলল রানা। ইন্টারনাল সিকিউরিটি ডিভাইস অপারেট করে ফলস বটম আর সাইড রিলিজ করল ও, একটা সাইড কমপার্টমেন্ট থেকে চারকোনা একটা জিনিস বের করল। ভিএলথার্টিফোর বলা হয় ওটাকে, তথাকথিত 'প্রাইভেসী প্রটেক্টর', সিগারেটের প্যাকেটের চেয়ে বড় নয় আকারে। এটাই সম্ভবত সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক 'বাগ' ডিটেকটিং ডিভাইস। গত রাতে এখানে পৌঁছুনোর পর কামরাটা 'ছারপোকা' মুক্ত কিনা একবার পরীক্ষা করেছে ও, তবু এখন কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

অ্যান্টেনা লম্বা করে ছোট মেশিনটার সুইচ অন করল রানা। ওটা হাতে নিয়ে কামরার ভেতর হাঁটাহাঁটি শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সামনের প্যানেলে কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল। তারপর, অ্যান্টেনা টেলিফোনের দিকে তাক করতেই, জ্বলে উঠল হলুদ একটা আলো—সংকেত দিল টেলিফোনের আশপাশে কোথাও একটা ট্র্যান্সমিটার আর মাইক্রোফোন আছে।

একটা ছারপোকা পাবার পর আরও সাবধানে কামরাটা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। রেডিও আর টিভি সেটের কাছে আসতে অ্যালার্ম বাজল, তবে হলুদ আলো জ্বলল না। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো রানা, কামরার ভেতর একটাই ছারপোকা আছে—টেলিফোনে।

ইন্সট্রুমেন্টটা খুলে পরীক্ষা করল রানা। ভেতরে রয়েছে পরিচিত ও পুরানো মডেলের একটা ছারপোকার আধুনিক সংস্করণ, যা কিনা টেলিফোন সেটটাকেই একটা ট্র্যান্সমিটারে পরিণত করেছে। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে একজন অপারেটর শুধু যে টেলিফোন কল শুনতে পাবে তা না, টেলিফোন যে-ঘরে আছে সেখানকার সমস্ত কথাবার্তাও শুনতে পাবে।

ছারপোকাটা খুলে নিয়ে বাথরুমে চলে এল রানা, মাকলাক বুটের গোড়ালি

দিয়ে পিষল ওটাকে, তারপর ল্যাভেটোরিতে ফেলে পানি ছাড়ল। 'শত্রুরা নিপাত যাক!' হিসহিস করে উঠল, বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

ওকে একা নয়, ধরে নেয়া চলে এ-ধরনের ছারপোকা দিয়ে বাকি সবাইকেও কাভার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, কখন ও কিভাবে রোপণ করা হলো ওগুলো? আরও একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রানার মাথায়—সময়ের এমন চুলচেরা হিসাব ঠিক রেখে কিভাবে তারা হামলা করল সেলিনার ওপর? সেলিনার বিরুদ্ধে কাজটা করার জন্যে লীনাকে অসম্ভব দ্রুত তৎপর হতে হয়েছে। কিংবা এমন হতে পারে, ভাবল রানা, হোটেল গোল্ড স্টার-এ এমন নিখুঁতভাবে পেনিট্রেট করেছে শত্রুরা যে ওরা এখানে এসে পৌঁছুনোর আগেই সমস্ত আয়োজন করে রাখা হয়েছিল?

কিন্তু তা শুধু তাদের দ্বারাই করা সম্ভব যারা ম্যাডিরা ব্রিফিং-এ উপস্থিত ছিল। লীনা ছিল না, হয়তো লীনার হয়ে অন্য কেউ ছিল। সেলিনা যেহেতু হামলার শিকার, এরইমধ্যে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে সে। বাকি থাকল ম্যাকফারসন আর রাসকিন। এ-দু'জন সম্পর্কে শিগগিরই আসল সত্য জানার সুযোগ হবে রানার। রাশিয়ান অর্ডন্যান্স ডিপো অর্থাৎ ব্লু ফক্স সংক্রান্ত অপারেশন সত্যি যদি আজ রাতে শুরু হয়, সম্ভাবনা আছে সবার হাতের সব তাস টেবিলে চিৎ করা হবে।

কাপড় ছাড়ল রানা, শাওয়ার সারল, দাড়ি কামিয়ে লম্বা হলো বিছানায়। একটু পরই ঘুম এসে গেল।

প্রায় একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভাঙল রানার। তাড়াতাড়ি চোখ বুলাল হাতঘড়ির ওপর। প্রায় তিনটে বাজে। বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে চলে এল ও। দাঁড়িয়ে আছে, মনে হলো ওর চোখের সামনেই বদলে যাচ্ছে বরফের রাজ্য। চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতা দ্রুত নিষ্প্রভ হয়ে এল, নিচে নামছে সূর্য। তারপরই এসে পড়ল জাদুর লগ্ন, আর্কটিক সার্কেলে যেটাকে বলা হয় 'ব্লু মোমেন্ট'। সূর্য ডুবে গেল, সেই সঙ্গে সাদা তুষার আর বরফ, মাটি আর পাথর, বিল্ডিং আর গাছ, সব কিছুর ওপর সবুজাভ-নীলচে ছায়া পড়ল দুই কি তিন মিনিটের জন্যে। তারপর কালো হয়ে গেল সব।

কিছু করার নেই, রাসকিন আর ম্যাকফারসনের সঙ্গে মীটিঙে বসতে দেরি হয়ে যাবে ওর। ছারপোকা মুক্ত টেলিফোনের রিসিভার তুলে হোটেলের অপারেটরকে স্যালা হসপিটালের নম্বর জিজ্ঞেস করল ও। নম্বর দিতে দেরি করল না মেয়েটা।

এরপর হাসপাতালে ডায়াল করল রানা। ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই সেলিনার কথা চিন্তা করেছে ও।

হাসপাতালের রিসেপশনিস্ট সহজ ইংরেজিতে কথা বলল। সেলিনা সম্পর্কে জানতে চাইল রানা। অপেক্ষা করতে বলা হলো ওকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর লাইনে ফিরে এল মেয়েটা। 'দুঃখিত, স্যার। এই নামে আমাদের হাসপাতালে কোন পেশেন্ট নেই।'

'তাকে ভর্তি করা হয়েছে অল্প কিছুক্ষণ আগে,' বলল রানা। 'হোটেল গোল্ড স্টার-এ একটা দুর্ঘটনার পর—স্কি স্লোপ-এ। হাইপোথারমিয়া, ফ্রস্টবাইট, দুই পায়ে ফ্র্যাকচার। তোমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স আর ডাক্তার পাঠিয়েছিলে...,' থামল রানা, ডাক্তারের নামটা মনে করার চেষ্টা করল, '...ডক্টর বিকানেন।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, স্যার। আমাদের এটা ছোট একটা হাসপাতাল, ডাক্তারদের সবাইকে আমি চিনি। সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচজন, তাদের মধ্যে বিকানেন বলে কেউ নেই।'

'দাড়ি আছে, ফ্রেঞ্চ দাড়ি। অল্প বয়েস। তিনিই আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন।'

'কি বলব, সত্যি দুঃখিত। কোথাও নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। গোল্ড স্টার থেকে আজ অ্যাম্বুলেন্সই চাওয়া হয়নি। এইমাত্র চেক করে দেখেছি আমি। কোন মহিলা পেশেন্টকেও ভর্তি করা হয়নি। আগেই বলেছি, বিকানেন বলে আমাদের এখানে কোন ডাক্তার নেই। আসলে ফ্রেঞ্চ দাড়িই এখানে নেই কারও।'

রানা জানতে চাইল, আশপাশে আর কোন হাসপাতাল আছে কিনা। না, নেই। এদিকে এই একটাই হাসপাতাল। আরও দুটো হাসপাতাল আছে, তবে অনেক দূরে। দুটোরই টেলিফোন নম্বর চেয়ে নিল রানা, পুলিস স্টেশনের নম্বরও জেনে নিল, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে কেটে দিল যোগাযোগ।

দেরি না করে আবার ডায়াল করল ও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুঃসংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। দুটো হাসপাতালের কোনটাতেই কোন মহিলা পেশেন্টকে ভর্তি বা চিকিৎসা করা হয়নি। আরও জানা গেল, লোকাল পুলিস আজ রাস্তায় তাদের কোন ফিনল্যাণ্ডিয়াকে নামায়নি। না, গোল্ড স্টারে কোন পুলিস পেট্রল পাঠানো হয়নি। ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই, স্থানীয় পুলিস হোটেলটা খুব ভাল করে চেনে। সাহায্য করতে না পেরে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল তারা।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ওর ভেতরটা কেঁপে গেছে।

দশ

রেগে গেল রানা। 'কি বলতে চাও তুমি? সেলিনার ব্যাপারে কিছুই আমাদের করার নেই?' চিৎকার করছে না, তবে অসম্ভব ঠাণ্ডা গলা—রাসকিনের জানালার বাইরে গাছগুলোয় জমে ওঠা বরফের মতই ঠাণ্ডা ও ভঙ্গুর।

'আমরা তার অর্গানাইজেশনকে জানাব।' রাসকিনকে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'তবে পরে, এই ব্যাপারটা মিটে গেলে। ইতিমধ্যে ফিরে আসতে পারে সে। এখন আমাদের সময় কোথায় তার খোঁজে বরফ চষব? যদি সে নিখোঁজ থাকে, খোঁজাখুঁজির দায়িত্ব নেবে মোসাড। কি বলা হয়েছে বাইবেলে? লেট দা ডেড বারি দা ডেড?'

মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে উঠছে রানার জন্যে। রাসকিনের কামরায় ঢোকার পর, খানিক আগেও একবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছিল। দরজায় টোকা দেয় ও, রাসকিনই খোলে। তাকে ঠেলে ভেতরে ঢোকে রানা, ঠোঁটে আঙুল, অপর হাতে ভিএলথ্রিফর ডিটেক্টর।

রাসকিনের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি, তার ফোন থেকে একটা ছারপোকা বেরুতে

হাসিটা কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল চেহারা থেকে। শুধু ফোন থেকে নয়, কার্পেটের তলা আর টয়লেট থেকেও একটা করে ছারপোকা বের হলো।

'আমার ধারণা ছিল কামরাগুলো তুমি পরীক্ষা করেছ,' কঠিন সুরে বলল রানা, চোখে সন্দেহ, তাকিয়ে আছে ম্যাকফারসনের দিকে।

'এখানে প্রথম এসেই সবগুলো কামরা চেক করেছি আমি। তোমার কামরাটাও, বন্ধু।'

'তুমি তো দাবি করেছিলে যে ম্যাডিরার কামরাগুলোতেও কিছু নেই।'

'ছিলই না তো।'

'তাহলে ওরা জানল কিভাবে এখানে আমরা আছি?'

'ওরা মানে কারা?'

'তাদের পরিচয় যাই হোক, বড় কথা হলো জানে।'

ম্যাকফারসন টলল না, তার একই কথা কামরাগুলো চেক করেছে সে, কিন্তু কিছু পায়নি। 'ম্যাডিরাতেও, এখানেও।'

'তাহলে একটা লীক আছে। আমরাই কেউ তথ্য পাচার করছি—জানি, আমি নই,' তিক্তস্বরে বলল রানা।

'আমরা কেউ? আমাদের মধ্যে কেউ?' চাপাস্বরে গর্জে উঠল রাসকিন, যেন তার শরীরের কোথাও আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে।

রাসকিনকে এখনও টেলিফোন কলটার কথা খুলে বলার সুযোগ হয়নি রানার। সেলিনার ওপর হামলা হবার আগে লীনা বা লীনার গলা নকল করে অন্য কেউ খবরটা দিয়েছিল ওকে।

ঘটনাটা এখন ব্যাখ্যা করছে রানা, লক্ষ করল রাসকিনের চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। তার চেহারা সাগরের মত, ভাবল ও। থমথমে ভাবটা দূর হয়ে গেল, শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাল তাকে, তারপর কালো মেঘের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল রানা, কি কৌশলে কাজটা করা হয়েছে। যে-ই ওদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাক, ওদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে সে বা তারা। 'পুরানো কোন মাইন ছিল না ওটা,' বলল ও। 'সেলিনা স্কিতে অত্যন্ত দক্ষ। আমি নিজেও খারাপ নই, ধারণা করি তুমিও ঠিক নবিস নও, রাসকিন। অবশ্য ম্যাকফারসন সম্পর্কে জানা নেই…'

'আমাকে আনাড়ী ধরে নিলে ভুল করবে।' চেহারাটা ধমক খাওয়া স্কুল ছাত্রের মত করে রাখল ম্যাকফারসন।

রানা বলল, ঢালের ওপর বিস্ফোরণটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে করা হতে পারে। 'আবার এমনও হতে পারে যে হোটেল থেকে কোন স্নাইপার কাজটা করেছে। গুলি করে এক্সপ্লোসিভ চার্জ অ্যাকটিভেট করার উদাহরণ আছে। তবে আমি মনে করি রিমোট কন্ট্রোলই ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ তাহলে বাকি সব কিছুর সঙ্গে ব্যাপারটা মিলে যায়—আমি যখন টেলিফোন পাই, ঠিক সেই মুহূর্তে রান-এর মাথা থেকে রওনা হয় সেলিনা, দুটো ঘটনা একই সময়ে ঘটে।' হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরল রানা। 'এখানে আমাদেরকে ওরা বোতলে ভরে ফেলেছে। এরমধ্যে আমাদের একজনকে সরিয়ে ফেলেছে, ফলে বাকি সবার কাছাকাছি সরে

আসাটা ওদের জন্যে সহজ হয়ে গেছে…'

'আর কাউন্ট রোজেনবার্গ আজ এখানে ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছিলেন, কাউন্টেসকে সঙ্গে নিয়ে,' বলল ম্যাকফারসন, এখন তার চেহারা স্বাভাবিক। রাসকিনের দিকে একটা আঙুল তাক করল সে। 'এ-সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রাসকিন। 'ওঁদেরকে আমি দেখেছি। ঢালের ঘটনাটা ঘটার আগে। দেখলাম হোটেলে যখন আমি ফিরে আসি।'

ম্যাকফারসনের কথার খেই ধরে রানা বলল, 'সময় হয়নি, রাসকিন? কাউন্ট সম্পর্কে সব কথা খুলে বলার?'

মাথা ও হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রাসকিন, যেন একই প্রসঙ্গ বার বার তোলায় বিরক্ত বোধ করছে সে। 'তথাকথিত কাউন্ট রোজেনবার্গ সন্দেহের তালিকায় এক নম্বরে আছেন…'

'সন্দেহের তালিকায় তিনিই একমাত্র ব্যক্তি,' কঠিন সুরে বলল ম্যাকফারসন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাসকিন। 'আগের মীটিঙে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি, কারণ আমি নিশ্চিত প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম—জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কমাণ্ড হেডকোয়ার্টার…'

'এখন তুমি প্রমাণ পেয়েছ?' রাসকিনের দিকে এগিয়ে এল রানা, প্রায় একটা হুমকির ভঙ্গিতে।

'হ্যাঁ,' স্পষ্ট করে বলল রাসকিন, চেহারায় কোন উদ্বেগ বা রাগ নেই। 'যা যা আমাদের দরকার ছিল। আজ রাতের আলোচ্য সূচীতে থাকবে সে-সব।' থামল সে, যেন চিন্তা করছে সব তথ্য ফাঁস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা। 'আমি ধরে নিতে পারি, তোমরা জানো কাউন্ট রোজেনবার্গ আসলে কে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি।'

'আমাদের নিখোঁজ কলিগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক?'

'তাও জানি,' বলল ম্যাকফারসন।

'বেশ,' হঠাৎ হাসিখুশি দেখাল রাসকিনকে। 'তাহলে ব্রিফিং শুরু করা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' তিক্তস্বরে বলল রানা। 'সেলিনা নেকড়েদের কাছে আছে, থাক; আমাদের কিছু আসে যায় না।'

ঝট্ করে মাথা ঘোরাল রাসকিন, দু'জোড়া চোখ এক হলো। 'আমার মতে, নিরাপদেই থাকবে সেলিনা। তুমি বলছ, সে নেকড়েদের কাছে আছে? আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। আমি বলছি, তার সময় মত আবার উদয় হবে সে। কাজেই এটা একটা গুরুত্বহীন প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনা করা উচিত…'

'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে,' বলল ম্যাকফারসন। 'সেগুলো কি?'

'আমরা এখন এভিডেন্স সংগ্রহ করব,' বলল রাসকিন। 'যেগুলোর সাহায্যে এক সময় ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মিকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আমরা এসেছি। আজ রাতের অপারেশনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে আমাদের।'

'বেশ, তাই হোক,' বলল রানা, রাগ চেপে।

আজ রাতের অপারেশনে ওদের আসল কাজ হবে ব্লু ফক্স অর্ডন্যান্স ডিপো থেকে অস্ত্র চুরির ঘটনাটা চাক্ষুষ করা, সম্ভব হলে ছবি তোলা। মেঝেতে একটা সার্ভে ম্যাপ খুলল রাসকিন। ম্যাপটার গায়ে নানারকম চিহ্ন আঁকা হয়েছে—লাল, কালো, নীল আর হলুদ রঙে।

রাসকিনের আঙুল আলাকুরতির ঠিক দক্ষিণে একটা লাল ক্রস চিহ্নের ওপর স্থির হলো, রাশিয়ান সীমান্তের ষাট কিলোমিটার ভেতর দিকে, অর্থাৎ এই মুহূর্তে ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। 'আমি ধরে নিচ্ছি,' বলল সে, 'আমরা সবাই স্নো স্কুটারে কমবেশি দক্ষ।' প্রথমে ম্যাকফারসন, তারপর রানার দিকে তাকাল। দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল ওরা। 'জেনে খুশি হলাম, কারণ আমরা সবাই চাপের মধ্যে থাকব। আজ রাতের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভাল নয়। সাব-জিরো টেমপারেচার মাঝরাতের পর সামান্য বাড়তে পারে, হালকা তুষারপাতেরও সম্ভাবনা আছে—তারপর আবার টেমপারেচার নেমে যাবে, কঠিন হয়ে উঠবে পরিবেশ।' ম্যাপে আঙুল রেখে দেখাল সে, আজ রাতে স্নো স্কুটার নিয়ে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে তাদেরকে। 'যখনই বুঝলাম যে সেলিনা হাসপাতালে থাকবে...,' আবার মুখ খুলল সে।

'তা সে নেই,' বাধা দিল রানা।

রাসকিন ওর কথায় কান দিল না। '...অন্যান্য ব্যবস্থা যা করার করে ফেলি আমি। কাজটা করার জন্যে অন্তত চারজন মানুষ দরকার আমাদের। আমার লোকদের সাহায্য ছাড়াই আমাদেরকে রুশ সীমান্ত পেরুতে হবে। যে রুট ধরে যাব, আমার সন্দেহ এন.এস.এ.এ-র গাড়িও সেটা ব্যবহার করবে। প্রথমে প্ল্যান করা হয় আমাদের দু'জনকে মার্কার হিসেবে রাখা হবে রুটে, আমি আর রানা আলাকুরতি পর্যন্ত পুরোটা পথ পেরুব। আমার কাছে তথ্য আছে যে ব্লু ফক্সের কমাণ্ডিং অফিসার ও তার অধস্তন লোকেরা সমস্ত আয়োজন করে রেখেছে, এন. এস.এ.এ. কনভয় ওখানে পৌঁছুবে ভোর তিনটের দিকে।'

যে ভেহিকেলই ব্যবহার করা হোক, লোড করতে এক কি দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে না। রাসকিন ধারণা করল, বিশাল চাকা বিশিষ্ট এ.পি.সি. ব্যবহার করবে ওরা, সম্ভবত রাশিয়ান বি.টি.আর-এর কোন সংস্করণ। 'আমার লোকেরা জানিয়েছে, সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। রানা আর আমি ভি.টি.আর. ও সাধারণ ক্যামেরা ব্যবহার করব, দরকার হলে ইনফ্রা-রেডের সাহায্য নেব। তবে আমার ধারণা আলোর কোন অভাব হবে না। ব্লু ফক্স এমন একটা জায়গায়, লোডিং-এর সময় কেউ ওদেরকে বাধা দেবে না। ওরা সতর্ক থাকবে পৌঁছুনোর পথে আর অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে যাবার পথে। ব্লু ফক্সে সবগুলো ফ্লাডলাইট জ্বলবে।'

'এ-সবের মধ্যে অ্যারন রোজেনবার্গ কোথায় আসছেন?' জানতে চাইল রানা, যদিও মনোযোগ রয়েছে ম্যাপের ওপর। ম্যাপটা ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সীমান্তের দিকে পথটা শুধু কঠিন বললে কিছুই বলা হয় না। পথের কোথাও পড়বে গভীর বনভূমি, কোথাও জমাট বাঁধা লেক, আবার কোথাও বরফ ঢাকা খোলা তেপান্তর। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোনো পথটাই রানাকে বেশি উদ্বিগ্ন করে

তুলল। স্নো স্কুটার নিয়ে ট্রেইল খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ হবে না।

রাসকিনের মুখে রহস্যময় হাসি। 'কাউন্ট রোজেনবার্গ,' অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলল সে, 'এখানে থাকবেন।' তার একটা আঙুল ঝুলে থাকল ম্যাপের ওপর, তারপর ঝট করে খোঁচা মারল রঙিন পেন্সিল দিয়ে আঁকা চৌকো কয়েকটা ঘরের ওপর। ম্যাপ রেফারেন্সে দেখা গেল, জায়গাটা ফিনিশ সীমান্তের ঠিক ভেতরে, ফেরার সময় যেখানে ওদের সীমান্ত পেরুবার কথা তার সামান্য উত্তরে।

রানা ও ম্যাকফারসন, দু'জনেই ঝুঁকল, ম্যাপের কো-অর্ডিনেট তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নিল রানা।

রাসকিন কথা বলে চলেছে, 'শতকরা নিরানব্বুই ভাগ নিশ্চিত আমি, ম্যাক, কাউন্ট ভদ্রলোক আজ রাতে এখানেই থাকবেন। ঠিক যেমন নিশ্চিত যে ব্লু ফক্স থেকে রওনা হয়ে কনভয়টাও ওই একই জায়গায় এসে থামবে।'

'নিরানব্বুই ভাগ নিশ্চিত?' ম্যাপ থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল রানা, একটা আঙুল তুলে কপাল থেকে চুল সরাল। 'কেন? কিভাবে?'

'আমার দেশের,' রাসকিনের গলায় কোন গর্ব ফুটল না, 'সামান্য সুবিধে আছে, ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ম্যাপের ওপর লাল চৌকো দাগগুলোর চারপাশে আঙুল বুলাল সে। 'গত কয়েক হপ্তা ধরে গোটা এলাকার ওপর নজর রাখছি আমরা। আমাদের এজেন্টরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছে। সীমান্তের এই অংশে এখনও অনেক পুরানো, পরিত্যক্ত ডিফেন্সিভ পয়েন্ট রয়ে গেছে। বেশিরভাগই অক্ষত, তবে ব্যবহারযোগ্য নয়। বাংকার-ওয়াল যথেষ্ট মজবুত, তবে ভেতরে পড়ো পড়ো অবস্থা। কল্পনা করে নাও উইন্টার ওঅর আর রাশিয়ার ওপর নাৎসী হামলার সময় কতগুলো ব্লকহাউস আর দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল।'

'তোমার বক্তব্য সমর্থন করি আমি।' মুচকি হাসল রানা, যেন রাসকিনকে জানাবার চেষ্টা করছে দুনিয়ার এদিকটায় পুরোপুরি আগন্তুক নয় ও।

'ওগুলো সম্পর্কে আমার লোকেরাও জানে।' পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় ম্যাকফারসন।

'তাই!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাসকিনের মুখ, সেটাকে সদয় হাসি বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নামল, টিকল ত্রিশ সেকেণ্ডের কিছু বেশি তো কম নয়।

তারপর মাথা ঝাঁকাল রাসকিন, অকস্মাৎ চেহারা বদলের কৌশল এবার তাকে পরম বিজ্ঞ করে তুলল। 'ব্লু ফক্সে কি ঘটছে জানার পর আমাদের স্পেশাল অপারেশন্স ডিপার্টমেন্ট নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দেয়। হাই ফ্লাইং এয়ারক্রাফট আর স্যাটেলাইটগুলোকে নতুন রুটে সেট করা হয়। অবশেষে এগুলো উপহার পাই আমরা।' ম্যাপের নিচ থেকে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা ফোল্ডার বের করল সে, তারপর এক এক করে কয়েকটা ফটো ধরিয়ে দিল ওদের হাতে। ফটোগুলো প্লেন থেকে তোলা হয়েছে, সন্দেহ নেই। সাদা কালো হলেও, বিশাল এলাকা জুড়ে বিশৃঙ্খল জমিন পরিষ্কার দেখা গেল। তুষারপাত শুরু হবার আগে তোলা হয়েছে, বেশিরভাগ ফটোতেই বড় ধরনের কংক্রিট বাংকারের প্রবেশপথ চেনা গেল।

বাকি ফটোগ্রাফগুলো তোলা হয়েছে স্যাটেলাইট থেকে, বিভিন্ন ক্যামেরা ও লেন্সের সাহায্যে। কিছু রঙিন ছবিতে ভৌগোলিক কাঠামোর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

'কাজটায় আমরা আমাদের কসমস মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইট ব্যবহার করি। চমৎকার কাজ, তাই না?'

স্যাটেলাইট ফটো থেকে ম্যাপের ছোট ড্রইংগুলোর দিকে তাকাল রানা। ছবিগুলো বেশিরভাগই আকারে বড় করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় মাটির নিচেও কাজের পরিমাণ কম নয়। বিল্ডিংগুলো সুগঠিত, ব্যবহার করা হয়েছে বিপুল ইস্পাত আর কংক্রিট। অত্যন্ত উঁচু মানের জ্যামিতিক স্ট্রাকচার, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সচল আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমপ্লেক্সের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান।

'শুধু ফটো না,' বলে চলেছে রাসকিন, 'আমার কাছে আরও কিছু আছে।' আরেকটা ফোল্ডার বের করল সে। এবার তার হাতে দেখা গেল বিশাল এক বাংকারের প্ল্যান ও ড্রইং। 'স্যাটেলাইটের ফটো আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়। তারপর আমাদের ফিল্ড এজেন্টরা কাজে নামে। উইন্টার ওঅরে ব্যবহার করা হয়েছিল এরকম পুরানো দু'একটা ম্যাপ যোগাড় করি আমরা। উনিশশো ত্রিশ সালে ফিনিশ মিলিটারি এঞ্জিনিয়াররা বিরাট একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড আর্মস ডাম্প তৈরি করেছিল। এত বড় যে দশটা ট্যাংক ও প্রচুর অ্যামুনিশন রাখার পরও রিপেয়ার ফ্যাসিলিটির জন্যে জায়গা থাকে। এখানে দেখো, মেইন বাংকার এন্ট্রান্স কত বড়।' আঙুল তুলে ফটোগ্রাফ আর ড্রইং দেখাল সে। 'আমাদের ফিল্ড এজেন্ট আর রেকর্ড থেকে জানা গেল, বাংকারটা কখনোই ব্যবহার করা হয়নি।

'তবে, দু'বছর আগে, গরমের দিনে, ওই এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। ওটা হলো, প্রায় কোন সন্দেহই নেই, কাউন্ট রোজেনবার্গের আস্তানা।' তার আঙুল ড্রইং-এর ওপর নড়ছে। 'এখানে দেখো, পুরানো প্রবেশপথ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। ভারি ভেহিকেল ঢোকার জন্যে যথেষ্ট বড়, অস্ত্রপাতি রাখার জন্যে নিচে জায়গাও প্রচুর।'

প্রমাণগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার ও বিশ্বাসযোগ্য। কমপ্লেক্সটা দু'ভাগে ভাগ করা—একটা ভেহিকেল আর স্টোর-এর জন্যে, অপরটা গোলকধাঁধার মত লিভিং কোয়ার্টার। ওখানে অন্তত তিনশো লোক মাটির তলায় বসবাস করতে পারবে। বড় প্রবেশপথের সঙ্গে, একই সমান্তরালে, আরও কয়েকটা ছোট প্রবেশ পথ রয়েছে, সবগুলোই একই মাত্রায় ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রায় তিনশো মিটার নিচে। ম্যাকফারসনের ভাষায়, 'প্রচুর লাশকে কবর দেয়ার জন্যে যথেষ্ট গভীর।'

'আমার ব্যক্তিগত ধারণা,' বলল রাসকিন, 'এখানেই রয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির হেডকোয়ার্টার ও প্ল্যানিং কন্ট্রোল কমাণ্ড পোস্ট। রেড আর্মির বেস থেকে চুরি করা অস্ত্রগুলোও ওখানে রাখা হয়, পরে অন্য কোথাও পাঠাবার আগে। অর্থাৎ এন.এস.এ.এ-র হার্ট।'

'আমাদের কাজ তাহলে,' বাঁকা চোখে রাসকিনের দিকে তাকাল ম্যাকফারসন, 'তোমাদের আর্মি নিজ দেশের সঙ্গে বেঈমানী করছে, তার ছবি তোলা, তারপর কনভয়টাকে অনুসরণ করে এখানে আসা,' ম্যাপে আঙুল, 'মানে,

বাংকারে। ওদের বিলাসবহুল আইস প্যালেসে।'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব? আমরা মাত্র তিনজন, ভুলে যেয়ো না। তা-ও আবার, ধারণা করছি, সীমান্তে আমাকে ফেলে রেখে যাওয়া হবে—যেখানে যে-কেউ পাখি শিকারের মত অনায়াসে গুলি করতে পারে আমাকে।'

'তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্যি হলে ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল রাসকিন। 'ক্রসিং পয়েন্ট যেহেতু দুটো, আমাকে আরেকজন লোক যোগাড় করতে হয়েছে।' ম্যাপের একটা রেখার ওপর আঙুল রাখল, সে আর রানা যে রুট ধরে যাবে সেটার সামান্য উত্তরে। ব্যাখ্যা করে বোঝাল, দুটো বর্ডার ক্রসিং-ই কাভার করতে হবে। 'আমার প্রথম প্ল্যানে ঠিক করা হয়, ওখানে সেলিনা থাকবে। সে নেই, কাজেই অন্য একজনকে নিতে হয়েছে।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর রানা মুখ খুলল, 'রাসকিন, আমি একটা ব্যাপার জানতে চাই।'

'হ্যাঁ, বলো।' মুখ তুলে তাকাল রাসকিন, সরল ও আন্তরিক।

'ধরো, সব কিছু প্ল্যান মতই হলো। আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করলাম, কনভয়ের পিছু নিয়ে বাংকারে এলাম—তুমি বলছ সেটা নাকি এখানে,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল রানা। 'কিন্তু তারপর? পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে?'

রাসকিন এমন কি চিন্তা করার জন্যেও সময় নিল না। 'হাতে প্রমাণ আসার পর হয় আমরা যে যার ইন্টেলিজেন্সে রিপোর্ট করব, অথবা, যদি বাস্তব ও সম্ভব বলে মনে হয়, আমরা নিজেরাই শেষ করব কাজটা।'

রানা আর কোন কথা বলল না। অপারেশন কোল্ড ওঅর-এর সমাপ্তি সম্পর্কে দারুণ একটা আভাস দিয়েছে রাসকিন। যদি সত্যি কেজিবি-রেড আর্মি ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকে, তাহলে তার কথার—আমরা নিজেরাই শেষ করব কাজটা—মানে দাঁড়ায়, কেজিবি-রেড আর্মি এমন ব্যবস্থা করবে যাতে রানা ও ম্যাকফারসন কোনদিন ফিরতে না পারে।

ওদের আলোচনা আবার শুরু হলো, আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলছে। কোথায় লুকানো আছে স্নো স্কুটার, কি ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে, নির্দিষ্ট ঠিক কোন জায়গায় থাকতে হবে ম্যাকফারসনকে, রাসকিনের নির্বাচিত নতুন এজেন্টের পজিশন, তার নাম ও পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে। নতুন লোকটার নাম বিলায়েভ, শুধুই বিলায়েভ। কেজিবির একজন এজেন্ট সে-ও।

আরও এক ঘণ্টা পর রানা ও ম্যাকফারসনকে একটা করে ম্যাপ দিল রাসকিন। ওদেরকে দেয়া ম্যাপেও গোটা এলাকা দেখানো হয়েছে, চিহ্নিত করা আছে ওদের অপারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রুট ও স্থান।

তারপর দেখা হলো তিনজনের হাতঘড়ি একই সময় দিচ্ছে কিনা। ঠিক করা হলো ঠিক মাঝরাতে কোথায় ওরা মিলিত হবে। তার মানে দাঁড়াল, সাড়ে এগারোটা থেকে এগারোটা চল্লিশের মধ্যে হোটেল ছাড়তে হবে ওদেরকে, আলাদাভাবে।

নিজের কামরায় নিঃশব্দে ফিরে এল রানা, ভিএলথার্টিফোর বের করে

ছারপোকা আছে কিনা পরীক্ষা করল আবার। পাবে বলে আশা করেনি, কাজেই খুব অবাক হলো। এবার শুধু টেলিফোনেই নয়, আরও কয়েক জায়গায় পাওয়া গেল। বাথরুমে, আয়নার পিছনে একটা; পর্দায় আরেকটা, নিখুঁতভাবে সেলাই করা; তৃতীয়টা পাওয়া গেল অ্যাশট্রের ভেতর; চতুর্থটা নতুন ল্যাম্পের বালবে, বিছানার পাশে।

কামরাটা রানা তিনবার পরীক্ষা করল। সার্ভেইল্যান্সের দায়িত্ব যে পালন করছে, সে তার কাজ জানে। বাথরুমে ঢুকে জিনিসগুলো নষ্ট করার সময় রানা এমনকি এ-ও ভাবল যে টেলিফোনে নতুন ছারপোকাটা ডামি কিনা, হয়তো আশা করা হয়েছে ওটা পাবার পর অন্য কোথাও আর সার্চ করা হবে না।

এরপর ম্যাপটা বিছানার ওপর মেলল রানা। ব্রীফকেস থেকে আগেই মিলিটারি পকেট কম্পাসটা বের করেছে, ইচ্ছে, আজ রাতে ওটাকে সঙ্গে রাখবে। ফ্লিমজি পেপারের ছোট একটা প্যাড নিল ও, রুলার হিসেবে ব্যবহার করছে ক্রেডিট কার্ড, ম্যাপের ওপর রুটগুলো খুঁজে নিয়ে অঙ্ক ও হিসাব কষতে শুরু করল, সীমান্তের দিকে যেতে যে নির্দিষ্ট কম্পাস বেয়ারিং অনুসরণ করতে হবে তা নোট করল, ব্লু ফক্সের অবস্থান চিহ্নিত করল, ওখান থেকে বেরুনোর পথটার বেয়ারিং নিল, মাপজোক করল বিকল্প পথগুলো।

আইস প্যালেসে যাবার পথটারও বেয়ারিং নিল রানা। কাজ করার সময় ঘাড়ে চেপে থাকল একটা অস্বস্তির ভাব। কারণটাও বুঝতে পারছে। বিসিআই-এর, কিংবা কোন বন্ধু রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের সঙ্গে আগেও দু'একবার কাজ করেছে ও। কিন্তু কোল্ড ওঅর-এর ব্যাপারটা অন্য রকম। এই অপারেশনে একটা টীমের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে ওকে, অথচ সব সময় একা কাজ করতে পছন্দ করে ও। তা-ও আবার এমন একটা টীম, সদস্যদের কাউকেই বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

ম্যাপের ওপর চোখ রেখে যেন কোন সূত্র খুঁজছিল রানা। তারপর, যেন হঠাৎ করেই, একটা উত্তর আপনা থেকেই ধরা দিল, ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কখন দেখতে পাবে ও।

প্যাড থেকে একটা ফ্লিমজি ছিঁড়ে সাবধানে আইস প্যালেস মার্কিংগুলোর ওপর বসাল রানা, তারপর পেন্সিল দিয়ে রেখা টেনে আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাংকারের বিস্তৃতি মাপল। সবশেষে এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলো যোগ করল। প্রথম দফার ট্রেসিং শেষ হতে ফ্লিমজিটাকে ম্যাপের ওপর উত্তর-দক্ষিণে ঘোরাল রানা, কাভার করল প্রায় পনেরো কিলোমিটার।

আইস প্যালেসের অবস্থান ম্যাপে দেখানো হয়েছে ফিনল্যাণ্ডে, কিন্তু ট্রেসিং সহ ফ্লিমজি পেপারটা তির্যকভাবে ঘোরাবার ফলে এখন দেখা যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে অবস্থান নিয়েছে রাশিয়ান এলাকায়। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, টপোগ্রাফিও পুরোপুরি মিলে যায়—চারপাশের গ্রাউণ্ড লেভেল, গাছপালা সমৃদ্ধ এলাকা, সামার রিভারলাইন। টপোগ্রাফি মিলে গেলেও, ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। হয় ম্যাপটা বিশেষভাবে ছাপা হয়েছে, আর তা না হলে লোকেশন আসলে দুটো—সীমান্তের দু'দিকে একটা করে—টপোগ্রাফিকাল সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ।

সমান মনোযোগ দিয়ে আইস প্যালেসের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পজিশনটাও কপি করল রানা। তারপর আরও দু'একটা কম্পাস বেয়ারিং নিল। এটা সম্ভব বলে মনে হয় যে কাউন্ট রোজেনবার্গের হেডকোয়ার্টার আর আর্মস কনভয়ের প্রথম ঠিকানা ফিনল্যাণ্ডে নয়, রুশ সীমান্তের ভেতরেই। অদ্ভুত একটা কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে যে পনেরো কিলোমিটার ব্যবধানে হুবহু একই রকম দুটো আলাদা লোকশান রয়েছে।

এরপর মেইন বাংকার-এর প্রবেশ পথগুলোর পজিশন লক্ষ করল রানা। দুটো পথই রাশিয়ার দিকে মুখ করে আছে। আইস প্যালেস যদি রুশ সীমান্তের ভেতরে থাকে, ওকে মনে রাখতে হবে যে রাশিয়ার এই এলাকাটা এক সময় ফিনল্যাণ্ডের দখলে ছিল, ১৯৩৯-৪০ সালের যুদ্ধের আগে। তবে যেভাবেই দেখা হোক, মূল বাংকারের মুখ রাশিয়ার দিকে থাকাটা অদ্ভুত, বিশেষ করে বাংকারগুলো যদি ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের আগে তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধের পর তৈরি করা হলে অদ্ভুত বলা যাবে না, কারণ যুদ্ধের পর এদিকের বিরাট এলাকা রাশিয়ার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, ১৯৪০-এর ১৩ মার্চে ফিনল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করার পর।

রানার মনে হলো, আইস প্যালেস রাশিয়ার ভেতর হবারই বেশি সম্ভাবনা। জায়গাটা যদি সত্যি ফ্যাসিস্ট ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির হেডকোয়ার্টার হয়ে থাকে, তাহলে দুটো সত্য পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। একটা হলো, ও যতটা ভেবেছিল এন. এস. এ. এ.-র লীডার তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও কৌশলী। আর দুই, জিআরইউ-কেজিবি-রেড আর্মির ভেতর বেঈমানী এত দূর বিস্তৃত, যা কল্পনাকেও হার মানায়।

রানার পরবর্তী কাজ রাহাত খানকে একটা মেসেজ পাঠানো। ইচ্ছে করলে নিজের কামরা থেকে সরাসরি লণ্ডনের নম্বরে ফোন করতে পারে, এখন যখন টেলিফোনে কোন ছারপোকা নেই। কিন্তু কে বলবে হোটেলের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ফোন কল মনিটর করা হচ্ছে না?

কম্পাস বেয়ারিং আর কো-অর্ডিনেট মুখস্থ করে নিল রানা, প্যাড থেকে ফ্লিমজিগুলো ছিঁড়ে ল্যাভাটরিতে ফেলে ফ্লাশ করল।

শরীরে আউটডোর গিয়ার চড়াল রানা, কামরা থেকে বেরিয়ে চলে এল গাড়ির কাছে। সাব-এর অনেক গোপন ইকুইপমেন্টের সঙ্গে একটা রেডিও টেলিফোনও আছে, গিয়ার লিভার-এর সামনে, তবে পঁচিশ মাইলের মধ্যে ওটার একটা বেস ইউনিট না থাকলে কোন কাজে আসবে না।

সাব কার ফোনের দুটো বিরাট সুবিধে আছে। প্রথমটা হলো কালো একটা ছোট বাক্স, ওটা থেকে একজোড়া টার্মিনাল ঝুলছে। একটার ওপর একটা রাখা একজোড়া ক্যাসেট-এর চেয়ে আকারে বড় নয় বাক্সটা। লুকানো জায়গা থেকে ওটা বের করল রানা, গ্লাভ কমপার্টমেন্টের পিছনের প্যানেল থেকে।

শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে আবার নিজের কামরায় ফিরে এল ও। কোন ঝুঁকি নিল না, আবার ভিএলধার্টিফোর-এর সাহায্যে ছারপোকা আছে কিনা দেখে নিল। নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল ও।

টেলিফোনের নিচের প্লেটটা খুলল, কালো বাক্সের টার্মিনাল জোড়া লাগাল,

তারপর রিসিভার নামিয়ে হাতের কাছে রাখল। বাক্সটার ভেতর অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স ওকে এখন সহজেই একটা বেস ইউনিট যোগান দেবে, যেটার মাধ্যমে কার টেলিফোন অপারেট করা যাবে। বেআইনীভাবে ফিনিশ টেলিফোন সার্ভিস ব্যবহার করে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করা গেল।

কার ফোনের দ্বিতীয় একটা সুবিধেও আছে। গাড়িতে ফিরে এসে ড্যাশবোর্ডের কালো একটা বোতামে চাপ দিল রানা, বোতামের গায়ে কিছু লেখা বা কোন চিহ্ন নেই। টেলিফোন হাউজিং-এর পিছনে একটা প্যানেল পিছলে নেমে গেল, বেরিয়ে পড়ল ছোট একটা কমপিউটর কীবোর্ড আর মিনি স্ক্রীন—জটিল একটা টেলিফোন স্ক্র্যাম্বল, কণ্ঠস্বর গোপন রাখার কাজে ব্যবহার করা যায়, কিংবা মেসেজ পাঠানো যায়, যা শুধু অপরপ্রান্তের স্ক্রীনে প্রিন্ট হবে—এই মুহূর্তে, রানার ক্ষেত্রে, রানা এজেন্সি লণ্ডন শাখার কমপিউটর স্ক্রীনে।

বেস ইউনিট আর কার ফোন সংযুক্ত করল রানা। কীবোর্ডের বোতামে চাপ দিয়ে ফিনল্যাণ্ডের গেট-আউট কোড আর লণ্ডনের জন্যে ডায়াল-ইন কোড সেট করল, তারপর লণ্ডন কোড আর রানা এজেন্সি লণ্ডন শাখার নম্বর। আজকের দিনের প্রয়োজনীয় সাইফার সেট করল, মেসেজ পাঠাতে শুরু করল কীবোর্ডের বোতামে দ্রুত টোকা দিয়ে। মেসেজটা ওর স্ক্রীনেও ফুটল, যেমন ফুটছে রানা এজেন্সি-এর লণ্ডন শাখার স্ক্রীনে—গায়ে গা ঠেকিয়ে রাখা হরফের ভিড়। রানা মেসেজ পাঠাচ্ছে সহজবোধ্য ভাষায়, কমপিউটর ওটাকে সাইফার অনুসারে বিশৃঙ্খলভাবে সাজাচ্ছে। অপরপ্রান্তের স্ক্রীনে দ্রুত আবার ওটা সহজবোধ্য ভাষায় রূপান্তরিত হবে, ফলে সঙ্গে সঙ্গেই পড়া যাবে।

মেসেজটা পাঠাতে মিনিট পনেরো লাগল, গাড়ির ভেতর মাথা নিচু করে বসে থাকল রানা, আলো বলতে শুধু স্ক্রীন থেকে মৃদু আভা বেরুচ্ছে।

বাইরে হালকা বাতাস রয়েছে, তাপমাত্রার অধোগতিও বজায় আছে। মেসেজ পাঠাবার পর হোটেলে ফিরে এল রানা, ছারপোকার খোঁজে আবার চেক করল কামরাটা, তারপর হোটেলের টেলিফোন থেকে খুলে নিল বেস ইউনিট।

ব্রীফকেসে ওটা মাত্র ভরেছে, ইচ্ছে আজ রাতের আসল কাজ শুরু হবার আগে রেখে আসবে গাড়িতে, এই সময় নক হলো দরজায়। খেলার প্রতিটি নিয়ম এখন মেনে চলবে, দরজার দিকে এগোবার আগে পিসেভেনটা তুলে নিল রানা, চেইন খোলার আগে প্রশ্ন করে জেনে নিল কে এসেছে।

'পিটার,' জবাব এল বাইরে থেকে। 'পিটার ম্যাকফারসন।'

'বিটার' ম্যাককে দেখে মনে হলো খানিকটা কাতর হয়ে পড়েছে সে। কামরায় ঢুকে এমনভাবে চারদিকে তাকাল যেন দিশেহারা বোধ করছে। রানা লক্ষ করল, তার মুখে রক্ত খুব কম, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। 'শালা বাস্টার্ড! বেজন্মা একটা কুত্তা।' তার বলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো থুথু ছিটাচ্ছে। 'রাসকিন, তোকে আমি...!' হাঁপাতে শুরু করল সে, কথাটা শেষ করতে পারল না।

ইঙ্গিতে আর্মচেয়ারটা দেখাল রানা। 'আগে বসো, তারপর যত ইচ্ছে কাশো। কামরাটা এখন পরিষ্কার। রাসকিনের সঙ্গে কথা বলার পর আবার জঞ্জাল সাফ করতে হয়েছে।'

'আমাকেও।' ম্যাকফারসনের মুখে মন্থরগতি একটা হাসি ছড়াতে শুরু করল, প্রতিবারের মত এবারও চোখে পৌঁছেই থমকে থেমে গেল। যেন একজন ভাস্কর মুখটার ওপর ধীরে ধীরে কাজ করছিল, তারপর হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'তবে কাজটা করার সময় রাসকিনকে আমি হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। তুমি ইতিমধ্যে ধরতে পেরেছ কে কার হয়ে কাজ করছে?'

'না, ঠিক ধরতে পারিনি। কেন?'

'ব্রিফিং-এর পর রাসকিনের কামরায় আমি একটা খুদে ছারপোকা রেখে আসি, একটা কুশনের ভেতর। সেই থেকে তার কামরার সব শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার কোন প্রশংসা শুনতে পাওনি।' ফ্রিজটা খুলল রানা, জিজ্ঞেস করল ম্যাকফারসনকে কি দেবে।

'যা হোক একটা কিছু দাও। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। লোকে যা বলে তা মিথ্যে নয়—নিজের ভাল কিছুই কানে আসে না।'

দ্রুত মার্টিনি তৈরি করল রানা, একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল ম্যাকফারসনের হাতে।

'শোনো,' বলে গ্লাসে চুমুক দিল ম্যাকফারসন, খুশি হয়েছে বোঝাবার জন্যে ভুরু জোড়া একটু উঁচু করল। 'শোনো, বন্ধু। রাসকিন কয়েকটা টেলিফোন করল। বারবার ভাষা বদলে কথা বলল, ফলে বেশিরভাগই আমি বুঝতে পারিনি—বলেছেও আভাস-ইঙ্গিতে। তবে শেষেরটা আমি বুঝতে পেরেছি। কোন রকম কৌশল না করে একজনের সঙ্গে সহজ রাশিয়ান ভাষায় কথা বলল।' থেমে রানার মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আজ রাতের অভিযান, বন্ধু, পথের শেষ মাথায় পৌঁছে দেবে আমাদেরকে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আমাকে ওরা মারবে সেলিনাকে যেভাবে মেরেছে। সীমান্তের ওপর, এমনভাবে সাজাবে দেখে যাতে মনে হয় ল্যাণ্ড মাইন। এমন কি নির্দিষ্ট স্পটও আমি চিনি।'

'নির্দিষ্ট স্পট?' শান্ত সুরে পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'নো ডেড গ্রাউণ্ড,' বলল ম্যাকফারসন। 'এভাবে বর্ণনা করছি বলে কিছু মনে কোরো না। 'ডেড গ্রাউণ্ড নয়, খোলা একটা জায়গা। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি। দাও, তোমার ম্যাপটা দাও আমাকে।' ম্যাপের জন্যে রানার সামনে হাত পাতল সে।

'কো-অর্ডিনেটস দাও, তাহলেই বুঝতে পারব।' বিশ্বাস করুক বা না করুক, নিজের ম্যাপ কাউকে দেখতে দিতে রাজি নয় রানা, বিশেষ করে আইস প্যালেস-এর সম্ভাব্য আসল লোকেশন চিহ্নিত করার পর।

'তুমি একটা সন্দেহপ্রবণ বাস্টার্ড, রানা।' ম্যাকফারসনের চেহারা বদলে কঠিন পাথর হয়ে গেল—কোথাও ফাটল ধরা, কোথাও ধারাল, আবার কোথাও ভোঁতা।

'কো-অর্ডিনেট দেবে?' জানতে চাইল রানা, শান্ত সুরে।

গড়গড় করে সংখ্যা ও চিহ্নগুলো আওড়াল ম্যাকফারসন। আলোচ্য এলাকার মধ্যে জায়গাটা কোথায়, কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা। হ্যাঁ, অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ। কাছাকাছি মাইনফিল্ড আছে, কাজেই রিমোট কন্ট্রোলের

সাহায্যে একটা মাইন ফাটালে কেউ অন্য রকম কিছু সন্দেহ করবে না।

'আর তোমার জন্যে,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল ম্যাকফারসন, 'কি করা হবে এখনও তো শোনোনি। আমাদের মি. মাসুদ রানাকে বিদায় দেয়া হবে দর্শনীয় একটা পদ্ধতিতে।'

'আমি ভাবছি রাসকিনের ভাগ্যে কি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেহারায় নিরীহ ভাব।

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আমরা একভাবে চিন্তা করি, বন্ধু। দিস ইজ আ ডেড-মেন-টেল-নো-টেলস জব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কি যেন চিন্তা করল, চুমুক দিল মার্টিনির গ্লাসে, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তাহলে বলো কি ঘটতে যাচ্ছে আমার ভাগ্যে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে আজকের রাতটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনি লম্বা হবে।'

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

দুই নম্বর-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

SUVOM

এক

গগলস থেকে তুষার মোছার জন্যে কয়েক মিনিট পরপর স্নো স্কুটারের গতি কমাতে হলো মাসুদ রানাকে। বরফের রাজ্যে এত খারাপ রাত আর হতে পারে না। এরচেয়ে হিমঝঞ্ঝাও ভাল, ভাবল ও। 'আ স্নো সাফারি,' সহাস্যে নামকরণ করেছে রাসকিন।

অন্ধকার যেন ওদের ওপর ঝুলে আছে, মাঝে মধ্যে উড়ে সরে যায়, দু'এক পলকের জন্যে খানিক দূর দৃষ্টি চলে, তারপর আবার ঝপ করে ফিরে আসে, যেন পট্টি বেঁধে দেয় ওদের চোখে। সামনের লোকটাকে অনুসরণ করার জন্যে গভীর মনোযোগের সবটুকু কাজে লাগাতে হচ্ছে। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে ওদের দু'জনের সামনে রাসকিন তার ছোট স্পটলাইটটা জ্বেলে রেখেছে, নিচের দিকে তাক করা। রানা আর ম্যাকফারসন আলো ছাড়াই অনুসরণ করছে তাকে, বহু কষ্টে ধাওয়া করছে আলেয়ার আলোটাকে। তিনটে বড় ইয়ামাহা স্নো স্কুটার রাতের অন্ধকার ভেদ করে সগর্জনে ছুটে চলেছে। এই শব্দ বহু দূর থেকে শোনা যাবে, ভাবল রানা। চারপাশে দশ মাইলের মধ্যে কোন পেট্রল থাকলে খারাবি আছে কপালে।

ম্যাকফারসনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পর যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছে রানা। প্রথম কাজ ছিল হোটেলের কামরাটা পরিষ্কার করা। যে-সব জিনিস দরকার নেই সেগুলো প্যাকিং করে তুলতে হয়েছে গাড়িতে, গাড়ি থেকে কিছু জিনিস বেরও করতে হয়েছে। ব্রীফকেস আর ওভারনাইট ব্যাগ বুটে রেখে তালা দেয়ার পর ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে রানা। ওখানে বসার পর, যে ফেরেশতাই ফিল্ড এজেন্টদের ওপর সুনজর রাখুন, তাঁকে ওর ধন্যবাদ জানাবার কারণ ঘটল।

গ্লাভ কমপার্টমেন্টের পিছনে গোপন জায়গায় টেলিফোন বেস ইউনিটটা মাত্র রেখেছে, কার ফোনের পাশে খুদে লাল আলোটা ঘন ঘন জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বোতামে চাপ দিল রানা, চোখের সামনে বেরিয়ে এল স্ক্র্যাম্বল কমপিউটর আর স্ক্রীন। বিন্দু আকৃতির লাল আলো জ্বলে ওঠার মানে হলো সিস্টেমের ভেতর লণ্ডন থেকে পাঠানো একটা মেসেজ এসে জমা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে কী-বোর্ডের বোতামে চাপ দিয়ে ইনকামিং সাইফার কোড সেট করল রানা। স্ক্রীনটা ছোট, পেপারব্যাক উপন্যাসের জ্যাকেটের চেয়ে বড় নয়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গায়ে গায়ে লেগে থাকা হরফে ভরে গেল। দ্রুত কয়েকটা বোতাম চাপ দিল রানা, ফলে আরও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল হরফগুলো, তারপর স্ক্রীন থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। ইন্সট্রুমেন্টটা ক্লিক-ক্লিক, কির-কিরর যান্ত্রিক শব্দ করছে অর্থাৎ ওটার ইলেকট্রনিক ব্রেন সমস্যার সমাধান বের করার কাজ শুরু করেছে। তারপর স্ক্রীনে সুগঠিত বাক্য ফুটে উঠল, লাইনের পর লাইন।

মেসেজটা পড়ল রানা:

'ফ্রম রানা এজেন্সি লণ্ডন অফিস টু এমআরনাইন মেসেজ রিসিভড মাস্ট ওয়ার্ন ইউ টু অ্যাপ্রোচ সাবজেক্ট অ্যারন রোজেনবার্গ উইথ আটমোস্ট কশন রিপিট আট্‌মোস্ট কশন অ্যাজ দেয়ার ইজ নাউ পজিটিভ রিপিট পজিটিভ আইডি অ্যারন রোজেনবার্গ ইজ সার্টেনলি ওয়ান্টেড নাৎসী ওঅর ক্রিমিন্যাল এরিক মর্টিমার স্ট্রং পসিবিলিটি দ্যাট ইওর থিয়রি ইজ কারেক্ট সো ইফ কনট্যাক্ট ইজ মেড অ্যালার্ট মি ইমিডিয়েটলি অ্যাণ্ড রিটার্ন ফ্রম ফিল্ড দিস ইজ অ্যান অর্ডার লাক আরকে।'

আচ্ছা, রানা ভাবল, বস্ তাহলে এতটাই উদ্বিগ্ন যে ওকে বিপদের খুব কাছাকাছি যেতে দেখলে লাগাম ধরে টান দেবেন। লাগাম মানে তো রশি, আর রশির ইংরেজি হতে পারে লাইন। এভাবে চিন্তা করায় কয়েকটা বাক্য উদয় হলো রানার মাথায়—'দি এণ্ড অব দ্য লাইন', 'লাইন অভ ফায়ার', ইত্যাদি। এ-ধরনের প্রতিটি বাক্যই এখন ব্যবহারযোগ্য।

গাড়ির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা, রুম সার্ভিসকে ফোন করে খাবার আর ভদকা চাইল। আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল স্নো স্কুটারের কাছে সবাই মিলিত হবার আগে কেউই তার কামরা ছেড়ে বেরুবে না।

বয়স্ক একজন ওয়েটার ছোট একটা ট্রলি-টেবিলে রানার জন্যে ডিনার নিয়ে এল। কয়েক ফালি মাংস আর স্যালাড, সঙ্গে পী সূপ।

খেতে বসে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল রানা, এই অপারেশনে একা কাজ করার সুযোগ না পাওয়াটাই যে ওর অস্বস্তিবোধ করার একমাত্র কারণ তা নয়। দ্বিতীয় কারণটা হলো একটা নাম, এরিক মর্টিমার; আর ওই নামের সঙ্গে কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গের সম্পর্ক।

তাঁকে একবারই মাত্র হোটেল গোল্ড স্টার-এ দেখেছে রানা। চেহারায় আভিজাত্য আছে, সন্দেহ নেই। বয়স আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব, পঞ্চাশ হতে পারে, আবার সত্তর হওয়াও বিচিত্র নয়। মুখের রঙ তামাটে, চামড়া কোথাও ঝুলে পড়েনি। মাথায় আয়রন-গ্রে চুল। হাবভাবে রাশভারী ব্যক্তিত্ব, দাপট আর কর্তৃত্বের ছাপ। তাঁকে যদি রানা লণ্ডনের কোন ক্লাবে দেখত, দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাত কিনা সন্দেহ—আপাদমস্তক প্রাক্তন সামরিক অফিসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে। ভদ্রলোকের চেহারায় বা আচরণে অশুভ কিছু একেবারেই চোখে পড়ে না।

পিঠে, শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার, মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে। কাউন্টকে আসলে সামনে থেকে ভাল করে দেখেনি ও, এমন কি তাঁর সম্পর্কে ফাইলে কি লেখা আছে তাও জানা নেই ওর। সেজন্যেই অস্বস্তি বোধ করছে। পলকের জন্যে ভয় পাবার সময়টায় এ-কথাও একবার মনে হলো, এমন হতে পারে কি যে এতদিন পর অবশেষে ওর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেছে?

বড় করে শ্বাস টানল রানা, মনে মনে একটা ঝাঁকি দিল নিজেকে। না, কাউন্ট রোজেনবার্গ ওকে পরাজিত করতে পারবে না। ভুয়া কাউন্টের সঙ্গে যদি যোগাযোগ ঘটে, এমআরনাইন তার বসের নির্দেশ অমান্য করবে। মাসুদ রানা অ্যারন রোজেনবার্গ বা এরিক মর্টিমারের ভয়ে মাঠ থেকে লেজ তুলে পালাবে না, এন. এস.

এ.-এর দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসের পিছনে তিনিই যদি দায়ী হন। সংগঠনটাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগ যদি পাওয়া যায়, কোন অবস্থাতেই তা হাতছাড়া করবে না রানা।

অনুভব করল, প্রায় একটা লাফ দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে আবার। তারপর ভাবল, টীমের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কাজেই সে একা। আর্কটিকের ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পরিবেশে যা করার একাই ওকে করতে হবে। সেলিনা গায়েব হয়ে গেছে, ব্যাপারটা রহস্যময়। তাকে খোঁজার সময় বের করা গেল না, সেজন্যে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল ও। নিকোলাই রাসকিনকে ততটুকুই বিশ্বাস করা যায় যতটুকু বিশ্বাস করা সম্ভব ক্ষুধার্ত ও আহত একটা বাঘকে। পিটার ম্যাকফারসন? মুখে ওরা পরস্পরকে বন্ধু বললেও, তাকেও রানা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। এ-কথা ঠিক যে সঙ্কট দেখা দেয়ায় দু'জন মিলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার একটা প্ল্যান তৈরি করেছে—ম্যাকফারসনের জীবনের ওপর হামলা হলে সেটা কাজে লাগানো হবে। ব্যস, এই পর্যন্তই। পরস্পরকে বিশ্বাস করার ভিত এখনও শক্ত হয়নি।

সেই মুহূর্তে, রাতের অভিযান শুরু হবার আগে, মনে মনে একটা শপথ নিল রানা। নিজের নিয়মে খেলবে সে, খেলবে একা। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারও কাছে নত হবে না।

এখন তারা অভিযানে রয়েছে, স্নো স্কুটার ছুটছে ঘণ্টায় ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটার গতিতে। গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে বরফ আর তুষার ঢাকা উঁচু-নিচু পথ। পথটা রুশ সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার দূরে, সমান্তরাল একটা রেখার ওপর।

তুষার আর বরফের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে পারে স্নো স্কুটার। অবশ্য সামলাতে হয় অত্যন্ত সাবধানে। ডিজাইনটা অদ্ভুত, মোটেও সুন্দর বলা চলে না। ভোঁতা চেহারার বনেট, সামনের দিকে বেরিয়ে আছে লম্বা বেঢপ স্কিগুলো। রিভলভিং ট্র্যাক আছে, চোখা ইস্পাতের বড় বড় স্পাইক লাগানো। এগুলোই ওটাকে সচল করে, তারপর সারফেসের নিচ দিয়ে স্কিগুলো এগোতে শুরু করলে দ্রুত বাড়তে থাকে গতি। ড্রাইভার বা আরোহীর জন্যে ছোট একটা উইণ্ডশীল্ড ছাড়া সুরক্ষার অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। প্রথম প্রথম বেশিরভাগ মানুষ স্নো স্কুটার চালাতে গিয়ে ভুল করে, তারা ওটাকে মোটরসাইকেলের মত চালাতে চায়। মোটরসাইকেল যে-কোন তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতে পারে, কিন্তু বাঁক ঘোরার জন্যে স্নো স্কুটারের দরকার হয় অনেক চওড়া জায়গা। মোটরসাইকেলের আরোহীদের একটা প্রবণতা হলো বাঁক ঘোরার সময় একটা পা বা হাঁটু বাইরের দিকে বের করে দেয়া। স্নো স্কুটারের আরোহী এরকম যদি একবারও করে, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভাঙা হাড় নিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে তাকে। পায়ে বরফের সামান্য ঘষা লাগাও চলবে না, পিছন দিকে হ্যাঁচকা টান অনুভব করবে সে। ইকোলজিস্টরা বিশেষ করে এই মেশিনটার নিন্দায় মুখর, বলছে স্পাইকগুলো নাকি এরইমধ্যে বরফের নিচে মাটির গঠন বিন্যাস নষ্ট করে ফেলেছে। তবে স্নো স্কুটার আসার পর আর্কটিকে জীবন যাপনের ধাঁচ নিঃসন্দেহে অনেক বদলে গেছে, বিশেষ করে

ল্যাপল্যাণ্ডের আদি যাযাবরদের জীবনে এটা একটা বর হিসেবে দেখা দিয়েছে।

মাথা নিচু করে রেখেছে রানা, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক। বাঁক নেয়ার সময় প্রচুর শক্তি দরকার, বিশেষ করে গভীর ও শক্ত বরফে, কারণ হ্যাণ্ডেলবারের সাহায্যে স্কিগুলোকে তখন ঘোরাতে হয়। তারপর সোজা করে ধরে রাখতে হয়, স্কিগুলো যাতে ওগুলোর স্বাভাবিক সম্মুখগতি আবার ফিরে পেতে পারে। যে না ভুগেছে তার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় কাজটা কতটা কঠিন। আর রাসকিনের মত কাউকে অনুসরণ করা আরও ঝামেলার ব্যাপার। লীডারের স্কুটার যে লম্বা গর্ত তৈরি করছে, তাতে তোমার স্কি বেধে যেতে পারে, তখন ট্রাম লাইনে আটকা পড়ার মত একটা সমস্যা দেখা দেবে। তারপর, যদি লীডার কোন ভুল করে, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় সগর্জনে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে তুমি।

রাসকিনের পিছনেই থাকছে রানা, তবে চেষ্টা করেছে আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে এগোতে, সারাক্ষণ একপাশ থেকে আরেক পাশে সরে যাচ্ছে, মুখ তুলে তাকাচ্ছে বারবার, রাসকিনের স্পটলাইটের খুদে আভায় দেখে নিতে চাইছে সামনের পথ। মাঝে মধ্যে পিছিয়ে পড়ছে ও, পিছনের পায়ে ঘোড়ার খাড়া হবার ভঙ্গি করছে স্কুটার, সেই ভঙ্গিতেই প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে সরে যাচ্ছে; খাড়া হতে হতে যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারাবার অবস্থা, যুদ্ধ শুরু করছে হ্যাণ্ডেলবারের সঙ্গে, ফিরে আসছে স্বাভাবিক অবস্থায়।

মুখ আর মাথা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকলেও বাতাস আর ঠাণ্ডা রানাকে স্পর্শ করছে ধারাল ক্ষুরের মত। অসাড় হয়ে যাবার ভয়ে খানিক পরপরই ঘন ঘন নাড়ছে আঙুলগুলো।

সম্ভাব্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই অভিযানে বেরিয়েছে রানা, পরিস্থিতি যতটা অনুমোদন করে। বুকের ওপর হোলস্টারে রয়েছে পিসেভেন, জ্যাকেটের ভেতর। খুব দ্রুত হয়তো ওটা বের করা যাবে না, তবে আছে তো। সঙ্গে প্রচুর স্পেয়ার ম্যাগাজিন। গলায় একটা কর্ডের সঙ্গে ঝুলছে কম্পাসটা, সেটাও জ্যাকেটের ভেতর গলিয়ে রেখেছে ও। শরীরের বিভিন্ন অংশে রাখা আছে ছোটখাট ইলেকট্রনিক্স, আর ম্যাপটা আছে স্কি প্যান্টের থাই পকেটে। ওর বাম পায়ের বুটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হয়েছে কমাণ্ডো ড্যাগার, বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে আরও একটা ছোট ছুরি।

পিঠে ছোট ব্যাগ, তাতে রয়েছে হুড সহ সাদা ওভারঅল, তুষারের সঙ্গে মিশে যাবার দরকার হলে কাজে আসবে। আরও আছে তিনটে স্টান গ্রেনেড, দুটো এলটুএটু।

গাছপালার সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে হলো, খানিক পর পর ছোট জঙ্গল, তবে অনায়াসেই এঁকেবেঁকে ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে রাসকিন, বোঝা যায় এদিকের রুট তার চেনা। দুই মিটার পিছনে থাকছে রানা, সারাক্ষণ হ্যাণ্ডেলবার চেপে ধরে থাকায় মনে হলো তালুতে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে; সচেতন, ওর পিছনে কোথায় আছে ম্যাকফারসন।

বাঁক ঘুরছে ওরা। বাঁকের অস্তিত্ব স্পষ্ট হবার আগেই অনুভূতির সাহায্যে টের পেয়ে গেল রানা। গাছপালার ফাঁকের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল রাসকিন, ডানে-বাঁয়ে দ্রুত এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, তবে রানা বুঝতে পারল প্রতি মুহূর্তে আরও

ডানদিকে সরে যাচ্ছে ওরা—অর্থাৎ পুব দিকে। আর একটু পরই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে ওরা। সামনে এক কিলোমিটারের মত ফাঁকা জায়গা, তারপর আবার শুরু হবে বনভূমি, গভীর ঢাল বেয়ে নেমে যেতে হবে উপত্যকায়, যেখানে বনভূমির বিশাল একটা এলাকা কেটে সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে।

হঠাৎ করেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, এমনকি অন্ধকারেও পরিবর্তনটা আঘাত করল স্নায়ুতে। জঙ্গলের ভেতর এক ধরনের নিরাপত্তা ছিল। খোলা জায়গায় ঘন অন্ধকার খানিকটা দূর হয়েছে, ওদের চারপাশে ধূসর দেখাচ্ছে বরফ। গতি বেড়ে গেল—সোজা ছুটছে স্কুটার, কিছু এড়াবার দরকার পড়ছে না, হঠাৎ বাঁক ঘোরার প্রয়োজন নেই। রাসকিনের সামনে যেন, নাক বরাবর, নির্দিষ্ট একটা বিন্দু আছে, সোজা সেদিকেই যাচ্ছে সে। তাকে অনুসরণ করছে রানা, তবে খানিকটা ডান দিকে সরে থাকছে, খোলা জায়গা বলে সামান্য পিছিয়েও পড়েছে।

ঠাণ্ডা আরও বেড়ে গেছে, কারণ একে তো খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, তার ওপর স্কুটারের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও একটা কারণের কথা ভাবল রানা, প্রায় এক ঘণ্টা হলো ছোটার মধ্যে রয়েছে ওরা, এতক্ষণে ওদের হাড় কাঁপতে শুরু করেছে শীত, কয়েক প্রস্থ গরম কাপড় ভেদ করে।

সামনে বনভূমির রেখা দেখতে পেল রানা। রাসকিন যদি গতি না কমিয়ে ছোট্ট জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে পথ দেখায় ওদেরকে, দশ মিনিটের মধ্যে খোলা আর লম্বা ঢালে পৌঁছে যাবে ওরা।

মৃত্যু উপত্যকা, ভাবল রানা। ঢালটা নেমে গেছে খোলা ও গভীর উপত্যকায়, ফলে সীমান্তে সুরক্ষিত এলাকা হিসেবে ভূমিকা রাখছে। ওখানেই ম্যাকফারসনের জন্যে পাতা হয়েছে ফাঁদটা। রানার হোটেল কামরায় ফাঁদ পাতার খবরটা ম্যাকফারসনই দিয়েছিল। তিনটে স্কুটার চারদিকে তুষার ছড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে সামনে, সেই একই গতিতে এগিয়ে আসছে মুহূর্তটি। ফাঁদটা যখন কাজে লাগানো হবে, যদি লাগানো হয়, পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে যে প্ল্যান করা হয়েছে তা সফল হলো কিনা দেখার জন্যে থামার বা বাঁক ঘুরে পিছিয়ে আসার সুযোগ রানার থাকবে না। ম্যাকফারসনের সময়-জ্ঞানের ওপর, তার টিকে থাকার যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখতে হচ্ছে ওকে।

আবার ওরা জঙ্গলে ঢুকল। অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে। ফার গাছের শাখা রানার চারপাশে দোল খাচ্ছে, আঁচড়ে দিচ্ছে ওর গাল, আর ঘন ঘন হ্যান্ডেলবার ঘোরাচ্ছে ও। বাম দিকে, তারপর ডান দিকে, সোজা, তারপর আবার বাম দিকে। একবার চওড়া বাঁকটা খেয়াল করতে দেরি হয়ে গেল, অনুভব করল সামনের স্কি তুষারে ঢাকা একটা গাছের শিকড় ছুঁয়েছে। তবে কোন বিপদ হলো না, হ্যাণ্ডেলবার ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা।

পরের বার গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, সামনেটা বেশ পরিষ্কার, যদিও গগলসে তুষার জমেছে। সাদা উপত্যকা ওদের দু'দিক বিস্তৃত, ঢালটা নেমে গেছে সমতল ভূমিতে, তেমন খাড়াও নয়। উপত্যকার সমতল মেঝের পর আবার ঢাল, ঢালের মাথায় গাছপালা কালো একটা রেখার মত লাগছে।

খোলা জায়গায় গতি আবার বাড়ল। ঢাল বেয়ে নামছে, নিচের দিকে ঝুঁকে

আছে স্কুটারের নাক। রানার ভয় হলো, ওর বাহন না হড়কাতে শুরু করে।

বিপদ হবে কেউ ওদেরকে এখন দেখে ফেললে। রাসকিন বলেছে, অবৈধভাবে সীমান্ত পেরুবার জন্যে এই রুট খুব পছন্দ করে মানুষ। কারণ সীমান্তের দু'দিকেই পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে কোন ফ্রন্টিয়ার ইউনিট নেই, নাইট পেট্রলও সচরাচর এদিকে আসে না। রানা আশা করল, রাসকিনের ধারণাই যেন সত্যি হয়। খানিক পরই উপত্যকার নিচটা পেরিয়ে যাবে ওরা। এক ঢালের গোড়া থেকে আরেক ঢালের গোড়া পর্যন্ত আধ কিলোমিটার দূরত্ব, বরফ ঢাকা। অপরপ্রান্তের ঢাল বেয়ে গাছপালার ভেতর একবার ঢুকতে পারলেই হয়, পৌঁছে যাবে রাসকিনের মাতৃভূমি রাশিয়ায়। তার আগে মারা যেতে পারে ম্যাকফারসন, অন্তত সেরকমই নাকি প্ল্যান করা হয়েছে।

ম্যাকফারসনের ওপর হামলা হবার কথা সীমান্তের এপারে। কিন্তু রানার ওপর? গাছপালার ভেতর রাশিয়ায় কে জানে কি লুকিয়ে আছে। হয়তো দেখা যাবে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল কয়েকটা ফ্লাডলাইট, বন্দুক উঁচিয়ে বেরিয়ে আসবে রেড আর্মির সদস্যরা। হাতকড়া পরিয়ে রানাকে নিয়ে যাবে কোন কারাগারে, যেখানে থেকে আর বোধহয় কোনদিন বেরুতেই পারবে না ও। কিংবা ফ্লাডলাইট জ্বলে ওঠার পরপরই গুলি হবে, বরফের ওপর লুটিয়ে পড়বে রানার ঝাঁঝরা শরীর।

উপত্যকার নিচে নামল ওরা, শুরু হলো উল্টোদিকের ঢাল লক্ষ্য করে ছুট। রানার হিসেবে যদি ভুল না হয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটনাটা ঘটবে। দু'মিনিট, বড় জোর তিন মিনিটের মধ্যে।

হঠাৎ রাসকিন তার স্নো স্কুটারের গতি বাড়িয়ে দিল, যেন উল্টোদিকের ঢালের মাথায় পৌঁছুনোর জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে সে। অনুসরণ করছে রানা, তবে খানিকটা পিছিয়ে পড়ল, মনে মনে প্রার্থনা করছে ম্যাকফারসন যেন তৈরি থাকে। ঝট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল, কারণ ম্যাকফারসনের স্কুটার অনেক পিছিয়ে পড়েছে—ঠিক ওরা যেমন প্ল্যান করেছিল। ম্যাকফারসন এখনও ওখানে আছে কিনা স্পষ্ট দেখতে পেল না রানা, ঝাপসা একটা কালো আকৃতি দেখে আন্দাজ করে নিল।

তাকিয়ে আছে, আর ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। মনে মনে এক দুই করে সেকেণ্ড গুনছিল রানা। বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল একটু পরে। প্রথমে দেখতে পেল ভয়াবহ একটা আগুনের ঝলক, ঠিক ওর পিছনে যেখানটায় কালো আকৃতিটা ছিল।

শক ওয়েভের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো রানার স্নো স্কুটার, পথ থেকে সরে গেল ও।

দুই

বিস্ফোরণের পরপরই কন্ট্রোলে হাত চলে গেল রানার, থামার জন্যে হড়কাতে শুরু

করল ওর স্কুটার। কিছু বোঝার আগেই রাসকিনের পাশে চলে এল ও। 'ম্যাকফারসন,' চিৎকার করল, আসলে নিজেও শুনতে পাচ্ছে না, শক ওয়েভের ধাক্কায় ঝাঁ ঝাঁ করছে কান। পাল্টা চিৎকার করে কি বলতে চাইছে রাসকিন ধরতে পারল বটে, তবে উচ্চারিত শব্দগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

'ফর গড'স সেক, পাশে এসো না!' চিৎকার করছে রাসকিন, ঝড়ের মধ্যে দমকা বাতাসের মত জোরাল হচ্ছে তার গলা। 'ম্যাকফারসন শেষ। নিশ্চয়ই রুট থেকে সরে গিয়েছিল, মাইনে ধাক্কা খেয়েছে। আমাদের থামার উপায় নেই। থামলেই মরণ। সরাসরি আমার পিছনে থাকো, রানা। বাঁচার এটাই একমাত্র পথ।' পুনরাবৃত্তি করল সে, 'সরাসরি আমার পিছনে!' এবার অবশ্য রানার মনে হলো শব্দগুলো ঠিকমতই শুনতে পেয়েছে।

যা ঘটার ঘটে গেছে। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে রানা দেখল, আগুনের অস্পষ্ট একটা আভা দেখা যাচ্ছে শুধু, পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ম্যাকফারসনের স্কুটার। তারপরই রাসকিনের বাহন গর্জে উঠল, এগোতে শুরু করল বরফের ওপর দিয়ে। মোটর স্টার্ট দিয়ে পিছু নিল রানা, এবার কাছাকাছি থাকছে, সরাসরি রাসকিনের পিছনে।

ওদের প্ল্যান যদি সফল হয়ে থাকে, ভাবল রানা, ম্যাকফারসন এরইমধ্যে স্কিতে পা গলিয়েছে। অভিযানে বেরুবার এক ঘণ্টা আগেই ওগুলো তার স্নো স্কুটারে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ওদের প্ল্যানটা ছিল, রাসকিন যেখানে খুন করবে ম্যাকফারসনকে সেখানে পৌঁছুনোর তিন মিনিট আগেই স্কি, স্টিক আর প্যাক ফেলে দেবে ম্যাকফারসন। এক মিনিট পর হ্যাণ্ডেলবার সেট করে লক করবে সে, তারপর ধীরগতিতে ও নিচু হয়ে স্নো স্কুটার থেকে গড়িয়ে তুষারে পড়বে, একবারে শেষ মুহূর্তে খুলে দেবে থ্রটল। সময়ের হিসেবে ভুল না হলে, ভাগ্য সহায়তা করলে, বিস্ফোরণের জায়গা থেকে যথেষ্ট দূরে সরে যাবার সুযোগ পাবে সে, তারপর ধীরে সুস্থে স্কিতে পা গলাতে পারবে। রানার সঙ্গে যেখানে দেখা করার কথা হয়ে আছে সেখানে পৌঁছুনোর যথেষ্ট সময় থাকবে তার হাতে।

মাথা থেকে ম্যাকফারসনকে বের করে দেয়া উচিত, ভাবল রানা। ধরে নাও মারা গেছে সে। নিজের কথা ভাব। আর কারও কোন গুরুত্ব নেই।

উল্টোদিকের ঢালটা সহজ নয়। রাসকিন উঠছে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে, যেন মাথার ওপর গাছপালার আড়ালে না পৌঁছুনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার। ঢালের অর্ধেকটা উঠেছে, নতুন করে তুষারপাত শুরু হলো।

অবশেষে গাছপালা আর অন্ধকারে পৌঁছুল ওরা। থামল রাসকিন, হাত তুলে ইঙ্গিত দিল পাশে আসার, তারপর কথা বলার জন্যে ওর দিকে ঝুঁকল। এঞ্জিনের অলস শব্দ ছাড়া লম্বা ফার আর পাইনবনের ভেতর অন্য কোন আওয়াজ নেই। দেখে মনে হলো না যে চিৎকার করছে রাসকিন, তারপরও তার কথা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

'ম্যাকফারসনের জন্যে দুঃখিত,' বলল সে। 'আমাদের মধ্যে যে-কোন একজনের ভাগ্যে ঘটনাটা ঘটতে পারত। এমন হতে পারে, ওরা হয়তো মাইন

প্যাটার্ন নতুন করে সাজিয়েছে। আমাদের মধ্যে থেকে আরেকজন কমে গেল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কথা বলল না।

'আমার পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকো,' বলে চলেছে রাসকিন। 'প্রথম দুই কিলোমিটার সহজ হবে না, তবে তারপর কমবেশি চওড়া পথে পড়ব। আসলে রাস্তাই বলা চলে। কোন কনভয় দেখতে পেলেই আলো নিভিয়ে দেব আমি, তারপর থামব। কাজেই আলো নিভতে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়বে।'

কথা না বলে এবারও মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ব্লু ফক্সের কাছাকাছি পৌঁছে স্কুটার লুকিয়ে রাখব আমরা, এগোব পায়ে হেঁটে, সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা।' স্কুটারের পিছনে বেঁধে রাখা প্যাকটায় হাত চাপড়াল রাসকিন। 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অল্প পথ। এই ধরো পাঁচশো মিটারের মত।'

প্রায় আধ মাইল, ভাবল রানা। না জানি কি আছে কপালে।

'ঠিকমত এগোতে পারলে, এখান থেকে দেড় ঘণ্টার পথ,' বলল রাসকিন। 'তুমি পুরোপুরি ফিট তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

খুব ধীরগতিতে মেশিন নিয়ে সামনে বাড়ল রাসকিন। রানা ভান করল গিয়ার চেক করছে, তারপর কর্ড টেনে জ্যাকেটের ভেতর থেকে কম্পাসটা বের করল। খুলে হাতের তালুতে রাখল, ঝুঁকে আলোকিত ডায়ালে তাকাল। স্থির হলো কাঁটা, মোটামুটি একটা বেয়ারিং নিল। যেখানে ওদের থাকার কথা বলেছিল রাসকিন তার প্রায় কাছাকাছিই রয়েছে ওরা। আসল পরীক্ষা, তারমানে, শুরু হবে পরে, যদি ওরা কনভয়টাকে ব্লু ফক্স থেকে আইস প্যালেস পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে।

কম্পাসটা জ্যাকেটের ভেতর রেখে দিল রানা, খাড়া করল শিরদাঁড়া, একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল আবার রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েছে। সাবধানে এগোল ওরা, প্রথম দু'কিলোমিটার কঠিন পথ হাঁটা গতিতে।

রাসকিন যেমন বলেছিল, অবশেষে চওড়া একটা পথ পাওয়া গেল। তুষার জমে শক্ত হয়ে আছে, তবে কোথাও কোথাও গভীর দাগ। রাসকিন হয়তো আসলে সততা বজায় রেখেই খেলছে। দাগগুলো বলে দিচ্ছে ট্র্যাক লাগানো ভারি ভেহিকেল ওদের আগে এই পথ দিয়ে গেছে, যদিও আন্দাজ করা কঠিন কতক্ষণ আগে। ঠাণ্ডা এখন এত তীব্র যে ভারি কিছুর চাপে বরফের সারফেস ভেঙে গুঁড়ো হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার তা জমে শক্ত পাথর হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে স্পীড বাড়াচ্ছে রাসকিন, সমতল বরফের ওপর দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না রানার। শীতে শরীর ও মন অবশ হয়ে থাকলেও নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করল ও। সীমান্ত পেরুবার সময়, বিশেষ করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোবার সময় রাসকিন কোন রকম দ্বিধায় ভোগেনি, বরং অবিশ্বাস্য দক্ষতা দেখিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই রুট ধরে একবার নয়, বহুবার আসা-যাওয়া করেছে সে। রানার জন্যে ব্যাপারটা ছিল নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করা। আর পুরোটা অভিযানে বেশিরভাগ সময়ই ম্যাকফারসন ছিল অনেকটা পিছিয়ে। এখন রানার মনে পড়ছে, এমনকি আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে জঙ্গলগুলো পেরুবার সময়ও ম্যাকফারসন কাছাকাছি

আসেনি।

তারমানে কি এই নয় যে দু'জনেই ওরা এই রুট ধরে আগেও বহুবার সীমান্ত পেরিয়েছে? সন্দেহ নেই, একটা সম্ভাবনা বটে। আরও একটা ব্যাপার। অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম এলাকাগুলোও দ্রুতগতিতে পেরিয়ে এসেছে রাসকিন, একবারও ম্যাপ বা কম্পাসের সাহায্য নেয়নি। যেন মনে হয়, অদৃশ্য কারও কাছ থেকে পথনির্দেশ পাচ্ছিল সে। রেডিও? সম্ভবত। স্কুটারের কাছে মিলিত হবার সময় রানা ও ম্যাকফারসন পুরোদস্তুর গিয়ারে সজ্জিত অবস্থায় দেখেছে রাসকিনকে। সে কি ওদেরকে কোন বীম-এর সাহায্যে পথ দেখিয়ে এনেছে। থারমাল হুডের নিচে এয়ারফোন লুকিয়ে রাখা সম্ভব। নিজেকে বলে রাখল রানা, রাসকিনের স্কুটারের কোন সকেটে তার ঢুকেছে কিনা দেখতে হবে।

আর যদি রেডিও না হয়, রুটটা কি চিহ্নিত করা আছে? এটাও একটা সম্ভাবনা। রাসকিনকে অনুসরণ করতে এত ব্যস্ত ছিল রানা, পথে কোথাও সামান্য আলোর প্রতিফলন ঘটলেও তা দেখতে পাবার কথা নয় ওর।

রানার মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগল। বিসিআই এজেন্ট শাহরিয়ার ওকে বলেনি ম্যাকফারসনের সঙ্গে মারামারি হবার আগে কোল্ড ওঅর টীম আর্কটিক সার্কেলে কি করছিল। রাহাত খান ওর ব্যাপারে কি যেন বলেছেন? বলেছেন···হ্যাঁ, শুরু থেকেই টীমের সদস্য হিসেবে চাওয়া হয়েছে রানাকে।

চারটে আলাদা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতিনিধি কি করছিল আর্কটিক সার্কেলে? এমন হতে পারে, আগেই একবার তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকেছিল? তারা কি ইতিমধ্যেই ব্লু ফক্স দেখে গেছে? রানার মনে পড়ছে, নিরেট প্রায় সবগুলো তথ্যই রাসকিনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ রাশিয়া থেকে—হাই-ফ্লাই ফটোগ্রাফ, স্যাটেলাইট পিকচার ইত্যাদি।

অ্যারন রোজেনবার্গকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে এন. এস. এ. এ.-র কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে কিভাবে তাঁকে সনাক্ত করা যায়, এমন কি এরিক মর্টিমার হিসেবেও। অথচ ওখানে, হোটেল গোল্ড স্টার-এর ব্রেকফাস্টের সময় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন তিনি, সবার চোখের সামনে। কই, কাউকেই তো এতটুকু অস্থির বা উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি!

কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, রানা যদি এরকম একটা মনোভাব নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে থাকে, সেটা আরও জোরাল হচ্ছে, কোল্ড ওঅর-এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে এখন ভীষণ সন্দেহ করছে ও। তাদের মধ্যে এমন কি রাহাত খানও রয়েছেন, যিনি বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রশ্নে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিয়েছেন।

এ-ও কি সম্ভব, ভাবল রানা, রাহাত খান স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে একটা অসম্ভব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন ওকে? হ্যাঁ, বিসিআই-এর এটা একটা পুরানো কৌশল। বরফের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে এগোচ্ছে রানা, উত্তরটা সহজেই খুঁজে পেল ও। প্রায় অন্ধকার একটা পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ একজন অফিসারকে পাঠাও, আসল সত্য খুঁজে বের করুক সে। ওর জন্যে সত্য হলো, আবার উপলব্ধি করল ও, সম্পূর্ণ একা সে। এই উপসংহারে আগেই পৌচেছে রানা, এবং উপলব্ধি করেছে যে রাহাত খানের চিন্তা-ভাবনা যাই হোক, সে-সবের বাস্তব ভিত্তি এটাই। আক্ষরিক

অর্থে আসলেও 'টিম' বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। থাকলে আছে চারটে এজেন্সির প্রতিনিধি মাত্র, একসঙ্গে কাজ করছে শুধু নামেই, প্রকৃত অর্থে সবাই একা।

রানার মনে হলো, বরফের ওপর ওদের এই অভিযান যেন অনন্তকাল ধরে চলছে। সময় সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছে, অনুভব করছে শুধু তীব্র শীত আর এঞ্জিনের গর্জন।

তারপর, ধীরে ধীরে একটা আলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা। সামনে, বাম দিকে, উত্তর-পশ্চিমে, ক্রমশ উঁচু আর উজ্জ্বল হচ্ছে, গাছপালার ভেতর। কয়েক মুহূর্ত পর রাসকিন তার আলো নিভিয়ে দিল। গতি কমিয়ে আনল সে, রাস্তার বাম দিকে গাছপালার ভেতর থামছে। তার পাশে স্কুটার থামাল রানা।

'জঙ্গলের ভেতর লুকাতে হবে স্কুটার,' ফিসফিস করে বলল রাসকিন। 'ওদিকে ওই আলো···ব্লু ফক্স। আমার কথাই ফলল। ব্লু ফক্সে সবগুলো আলো জ্বলছে।'

গাছপালার ভেতর টেনে এনে যতটা পারা যায় আড়াল করল ওরা বাহনগুলোকে। রাসকিন পরামর্শ দিল, সাদা স্নো স্যুট পরা উচিত। 'গভীর তুষারে থাকব আমরা, দূর থেকে নজর রাখব ডিপোর ওপর। আমার কাছে নাইট গ্লাস আছে, কাজেই তোমার কাছে বিশেষ কিছু থাকলেও সঙ্গে নেয়ার ঝামেলায় যেয়ো না।'

যদিও ইতিমধ্যেই ঝামেলা শুরু করে দিয়েছে রানা। স্নো ক্যামোফ্লেজ পরার ফাঁকে অসাড় আঙুল দিয়ে জ্যাকেটের ক্লিপ ধরে টানাটানি করছে ও। তাড়াহুড়োর মধ্যেও যেন অন্তত পিসেভেন অটোমেটিকটা হাতে নিতে পারে। সাদা পোশাকের ঢোলা পকেটের ভেতর একটা স্টান গ্রেনেড আর একটা এলটুএটু-ও ঢুকিয়ে নেয়া সম্ভব হলো।

রাসকিন লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না। সে তার নিতম্বে প্রকাশ্যেই একটা অস্ত্র রেখেছে। গলা থেকে ঝুলছে বড় আকারের নাইট গ্লাস। অটোমেটিক ইনফ্রা-রেড ক্যামেরাটা হাতবদলের সময় তার মুখে আবছা অন্ধকারেও ক্ষীণ হাসির আভাস দেখতে পেল রানা। ভি. টি. আর. প্যাকটা রাসকিন বইছে, তার বেল্টের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকানো, স্ট্র্যাপের সঙ্গে ক্যামেরাটা ঝুলছে বিনকিউলারের নিচে।

হাত তুলে সামনেটা দেখাল রাসকিন। ওখানে আলো যেন গাছপালার ভেতর থেকে বিস্ফোরিত হয়ে ওপর দিকে উঠছে, ওদের মাথার ওপর একটা ঢালের পিছন থেকে। সে-ই পথ দেখাল, নিঃশব্দে অনুসরণ করল রানা—সাদা একজোড়া ভূত, বরফের ওপর পা ফেলে এক গাছের আড়াল থেকে সরে যাচ্ছে আরেক গাছের আড়ালে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঢালের গোড়ায় পৌঁছুল ওরা। ঢালের মাথা পিছনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। কোথাও কোন গার্ড বা সেন্ট্রি দেখা গেল না।

ঢাল বেয়ে উঠতে খুব কষ্ট হলো রানার, একটানা দীর্ঘক্ষণ স্কুটার চালাবার ফলে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর। মাথায় পৌঁছে হাত ইশারায় শুয়ে পড়তে বলল রাসকিন। তুষারপাতের ফলে সবগুলো গাছের গোড়া আর শিকড় ঢাকা পড়ে

গেছে। ওদের নিচে, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর ভেতর ব্লু ফক্স নামে পরিচিত অর্ডন্যান্স ডিপো দেখা গেল। প্রায় তিন ঘণ্টা শুধু অন্ধকার আর তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকায় স্পট আর আর্ক লাইটের তীব্র আলো সহ্য হলো না, চোখ দুটো বন্ধ করতে বাধ্য হলো রানা।

চোখে আলো সয়ে আসার আগে ডিপোর লোকজনদের কথা ভাবল ও। এরকম নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন পরিবেশে মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর মানুষ থাকে কিভাবে? এ-ধরনের ক্যাম্পে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থাই বা কতটুকু করা সম্ভব? জানা কথা, ওরা সবাই মদ খায় আর তাস খেলে। ছুটিছাটায় বাড়ি যায় বটে, তবে সে-ও তো দুর্গম পথ ধরে দীর্ঘ যাত্রা, যেতে আসতে জান বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়। আলাকুরতি এখান থেকে ছয় কি সাত মাইল দূরে, কিন্তু সেখানেই বা কি আছে? কাফেতে একই খাবার পাওয়া যায়, অন্য হাতে রান্না। একটা বার পাবে, যেখানে তোমার মাতাল হবার সুযোগ আছে। মেয়েমানুষ? হয়তো। সম্ভবত দু'একটা ল্যাপ মেয়ে, রাশিয়ায় জন্ম—এইডস যদি নাও থাকে, সিফিলিস থাকতে বাধ্য।

চোখে আলো সয়ে আসায় এখন রানা সামনের দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। গাছ কেটে লম্বা ও চারকোনা একটা জায়গায় তৈরি করা হয়েছে অর্ডন্যান্স ডিপোটা। কিছু কিছু গাছ নতুন করে জন্মেছে, মাথা তুলেছে কাঁটাতারের মাথাসহ ওয়্যার ফেন্স-এর কাছাকাছি। ওদের সরাসরি নিচে উঁচু একজোড়া গেট দেখা যাচ্ছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তাটা, তুষার বা বরফের চিহ্নমাত্র নেই, সম্ভবত আগুনের সাহায্যে সব গলিয়ে ফেলা হয়েছে, কিংবা সরিয়ে ফেলা হয়েছে গায়ে খেটে। কম্পাউণ্ডের ভেতর সব কিছুই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল। কাঠের টাওয়ারসহ গার্ড হাউস, দু'দিকে সার্চ লাইট, দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। মেটালড্ রোডওয়ে সোজা এগিয়েছে বেস-এর মাঝখান দিয়ে, প্রায় সিকি কিলোমিটার লম্বা। ভেতরের এই রাস্তার দু'পাশে স্টোরেজ ডাম্প—বড় আকৃতির নিশান হাট-এর মত দেখতে কাঠামোগুলো, করোগেটেড ছাদ, পাশগুলো অত্যন্ত উঁচু, সব দিকে একটা করে লোডিং র‍্যাম্প।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। ভেহিকেলগুলো সোজা ভেতরে ঢোকে, লোড করা হোক বা না হোক, তারপর অপরপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে পৌঁছে যায় ক্যাম্পের শেষ প্রান্তে, যেখানে একটা টার্নিং সার্কেল রয়েছে। যে-কোন ডেলিভারি বা কালেকশন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। লরি বা আর্মারড্ ভেহিকেল ভেতরে ঢুকে কার্গো খালাস করে, তারপর আবার সামনে এগোয়, সার্কেলে পৌঁছে বাঁক ঘোরে, বেরিয়ে যায় ক্যাম্প থেকে, ঠিক যে পথ ধরে ভেতরে ঢুকেছিল।

স্টোরেজ হাট-এর পিছনে লম্বা লগ কেবিন দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যায়, ওগুলো ট্রুপস কোয়ার্টার, মেস হল আর রিক্রিয়েশন সেন্টার। সবই নিখুঁত ও জ্যামিতিক। তারের বেড়া, লম্বা র‍্যাম্পের সারি সরিয়ে নাও, বসিয়ে দাও কাঠের একটা চার্চ, তুমি একটা গ্রাম পেয়ে যাবে, ছোট একটা ফ্যাক্টরিকে সহায়তা দেয়ার জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

ঢাল বেয়ে ওঠার কারণে খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছিল রানার রক্ত চলাচল।

এখন আবার ওকে ঠাণ্ডা পেয়ে বসছে। ওর মনে হলো, শিরা আর রগের ভেতর দিয়ে তরল তুষার বইছে, আর হাড়গুলো যেন বরফেরই তৈরি।

বাঁ দিকে তাকাল ও। এরইমধ্যে দৃশ্যটা ভি. টি. আর-এ বন্দী করতে শুরু করেছে রাসকিন। একবার থেমে লেন্স অ্যাডজাস্ট করল সে, তারপর আবার চাপ দিল ট্রিগারে। লোড করা ছোট ইনফ্রা-রেড ক্যামেরাটা নিজের সামনে ধরে আছে রানা। কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকল ও, গগলস তুলে রাবার আইপীস ডান চোখে ঠেকাল, ফোকাসে আনল লেন্স। পরবর্তী কয়েক মিনিট ধরে ব্লু ফক্সে আর্মামেন্ট পাচারের পঁয়ত্রিশটা স্থির চিত্র তুলল ও।

রাসকিনের তথ্য অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সিকিউরিটির তোয়াক্কা না করে সবগুলো আলো জ্বেলে রাখা হয়েছে। র‍্যাম্পের পাশে দাঁড় করানো হয়েছে ট্র্যাক লাগানো চারটে বড় আকৃতির আর্মারড্ ট্রুপ ক্যারিয়ার। ওগুলো বি. টি. আর.-ফিফটি, ঠিক রাসকিন যা আন্দাজ করেছিল।

রাশিয়ান বি. টি. আর. অনেক ধরনের হয়—ট্রুপ ক্যারিয়ারে দু'জন ক্রু থাকে, আরোহী থাকে বিশজন। আর আছে গান ক্যারিয়ার, ক্রু ছাড়া অন্য কোন লোক থাকার জায়গা নেই, ঠাসা থাকে অস্ত্রে। আরও এক ধরনের বি. টি. আর. আছে, যেগুলো নিচে দেখতে পাচ্ছে রানা—এগুলো শুধু দুর্গম এলাকায় কার্গো বহনের জন্যে ব্যবহার করা হয়। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া বাকি সব ফেলে দেয়া হয়, সরিয়ে ফেলা হয় বেশিরভাগ সাপোর্ট আর্মার, বসে থাকে চেইন লাগানো ট্র্যাক-এর ওপর, প্রতিটির সামনে একটা করে ভারি বুলডোজার আছে যাতে করে আবর্জনা, বরফ, তুষার বা ভূপাতিত গাছ ইত্যাদি পথ থেকে সরানো যায়। সবগুলো ধূসর রঙ করা, ওগুলোর সমতল মাথার তালা খোলা, ভাঁজ করে পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে ইস্পাতের চারকোনা গভীর হোল্ড। তার ভেতর বড় বড় বাক্স দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে ভরা হচ্ছে।

বি.টি.আর.-এর ক্রুরা দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, কোন কাজ করছে না। তবে তাদের একজন চীফ লোডিং এন. সি. ও.-র সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথা বলছে, ক্লীপ বোর্ডে লেখা আইটেমের পাশে টিক চিহ্ন দিচ্ছে।

যারা কাজ করছে তাদের পরনে হালকা ধূসর রঙের ফেটিগ, কাঁধে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিষ্কার দেখা গেল। ফেটিগ পরা হয়েছে ভারি উইন্টার গিয়ারের ওপর, জানা কথা। প্রত্যেকের মাথা ফার হ্যাটে ঢাকা, লম্বা ফ্ল্যাপগুলো কান ঢেকে প্রায় চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। ক্যাপগুলোর সামনে রেড আর্মির পরিচিত তারকা চিহ্ন।

তবে ক্রু দু'জনের পরনে অন্য রকম পোশাক, লক্ষ করে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, সেই সঙ্গে তলপেটের ভেতরে একটা আলোড়ন উঠল। শর্ট লেদার কোটের নিচে নেভী ব্লু ট্রাউজার দেখা যাচ্ছে, গোড়ালি মেরামতযোগ্য ভারি জ্যাকবুটে ঢাকা। কান ঢাকার জন্যে মাফলার জড়িয়েছে ওরা, তার ওপরে রয়েছে সাধারণ নেভী বেরেট, চকচকে ক্যাপ ব্যাজ সহ। ওদের এই সাজ আরেক জগতের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে।

হাতের নাইট গ্লাস রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রাসকিন, প্রথম র‍্যাম্পের সামনের দিকটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'কমাণ্ডিং অফিসার,' ফিসফিস করল সে।

গ্লাস জোড়া নিয়ে অ্যাডজাস্ট করল রানা, দেখল দু'জন লোক আলাপ করছে। একজন বি.টি. আর-এর ক্রু, অপরজন শক্ত-সমর্থ, চেহারায় তোবড়ানো ভাব, গ্রেটকোট পরে আছে, কাঁধের ব্যাজ দেখে বোঝা গেল একজন ওয়ারেন্ট অফিসার, লাল ডোরাগুলো পরিষ্কার চেনা গেল।

'এখানে সবাই নন-কমিশনড অফিসার,' আবার ফিসফিস করল রাসকিন। 'বেশিরভাগই হতাশ এন.সি.ও., কিংবা অন্য ইউনিটের লোকজন যাদেরকে ভাগাতে চেয়েছে। সেজন্যেই অতি সহজে ওদেরকে দলে ভেড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, গ্লাস জোড়া ফিরিয়ে দিল।

ব্লু ফক্স অর্ডন্যান্স ডিপো খুব কাছে মনে হলো—উজ্জ্বল আলো আর বাতাসে ঝুলে থাকা তুষারের কারসাজি। নিচের লোকগুলোর নাক আর মুখ থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। রুশ ভাষার কর্কশ নির্দেশ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, শ্রমিকদের তাগাদা দিচ্ছে এন.ও.সি.। 'আরে ব্যাটারা হাত চালা! কাজ শেষ হলে কত বোনাস পাবি ভেবে দেখ। শুধু কি তাই, আলাকুরতি থেকে কাল মেয়েরা আসবে। হাত চালা, বাবারা, হাত চালা।'

এন.সি.ও-র দিকে একজন লোক তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'মুটকি নাতাশাকে ছাড়া আমার মন ভরবে না, বস্…।' হেসে উঠল সবাই।

চুপিসারে কম্পাসটা বের করে একটা বেয়ারিং নিল রানা, মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষল। এই সময় নিচে থেকে ভেসে এল যান্ত্রিক গর্জন। প্রথম বি.টি. আর.-এর মোটর জ্যান্ত হলো। ইস্পাতের কাঠামোটার ওপর উঠে পড়েছে লোকজন, মোটা ফ্ল্যাপ তুলে তালা দিচ্ছে।

সবগুলো বি.টি.আর. লোড করা হয়েছে, হোল্ডের ভেতর বাঁধাছাঁদার কাজ চলছে এখন। এরপর দ্বিতীয় এঞ্জিন স্টার্ট নিল।

'নিচে নামার সময় হয়েছে,' ফিসফিস করল রাসকিন।

রানা দেখল, প্রথম ক্যারিয়ার ধীর গতিতে সার্কেলের দিকে এগোচ্ছে। ফ্ল্যাপ বন্ধ করে ঘুরতে, এক লাইনে দাঁড়াতে, মিনিট পনেরো লাগবে ওগুলোর।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল ওরা। দিগন্তরেখার নিচে এসে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ শুয়ে থাকতে হলো, চোখে যাতে অন্ধকার সয়ে আসে। তারপর প্রায় পিছলে নেমে এল দু'জন, গাছাপালার ভেতর দিয়ে লুকিয়ে রাখা স্নো স্কুটারের দিকে এগোচ্ছে।

'যতক্ষণ ওরা না যায় আমরা অপেক্ষা করব,' বলল রাসকিন, তার বলার সুরে একজন কমাণ্ডারের কর্তৃত্ব। 'বি.টি.আর.-এর এঞ্জিন খেপা বাঘের মত, আমরা স্টার্ট দিলে ক্রুরা কিছুই শুনতে পাবে না।' রানার ক্যামেরাটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে, রেখে দিল ভি.টি.আর. প্যাকে।

ব্লু ফক্সের আলোর রেখা এখনও দাগ কাটছে আকাশের গায়ে, বি.টি. আর.গুলোর আওয়াজ আক্রমণাত্মক হুংকার হয়ে উঠল। মনে মনে আরেকবার দ্রুত হিসেব করল রানা, আশা করল ভুল হচ্ছে না। তারপর এঞ্জিনের আওয়াজ ওদের দিকে এগিয়ে এল, প্রতিধ্বনি ভেসে এল গাছপালার ভেতর থেকে।

রানার গায়ে খোঁচা মারল রাসকিন। 'ওরা রওনা হয়েছে,' বলল সে। গলাটা লম্বা করে দিল রানা, রাস্তার ওপর কনভয়টা দেখতে চায়। তুষার আর গাছের

আড়াল সত্ত্বেও ওদের বাম দিক থেকে ওগুলোকে আসতে দেখা গেল।

'রেডি,' বিড়বিড় করল রাসকিন। রানার মনে হলো হঠাৎ করে লোকটা যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে। নিজের স্কুটারের স্যাডলে প্রায় দাঁড়িয়ে আছে সে, বেঁকে আছে আড়ষ্ট ঘাড়।

এঞ্জিনের আওয়াজ কমে এল। রাস্তার বাঁকে পৌঁছে গেছে কনভয়, আন্দাজ করল রানা। তারপর শব্দটা পাল্টে গেল, স্যাডলের ওপর আরও উঁচু হলো রাসকিন। 'হ্যাঁ, চারটে বি.টি.আর. এক লাইনে এগোচ্ছে,' বলল সে। 'কিন্তু···'

রানাও ধরতে পারল, কোথাও একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। এঞ্জিনের শব্দ কমে যাচ্ছে কেন?

রুশ ভাষায় কাকে যেন গাল দিল রাসকিন। 'ওরা উত্তর দিকে যাচ্ছে,' বলল সে। 'ঠিক আছে, মন্দ কি! এর মানে হলো ফেরার পথে বিকল্প রাস্তাটা ব্যবহার করছে ওরা। আমার এজেন্ট ওদেরকে কাভার করবে। তুমি রেডি, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, দু'জনে একসঙ্গে স্টার্ট দিল স্কুটার। প্রথমে রওনা হলো রাসকিন, দেরি না করে বাড়াতে শুরু করল স্পীড।

স্নো স্কুটার যতই আওয়াজ করুক সেটাকে ছাপিয়ে উঠল বি.টি.আর-এর ভারি শব্দ, ফলে যথেষ্ট পিছিয়ে থাকতে কোন অসুবিধে হলো না, দৃষ্টি সীমার মাথায় থাকল শুধু শেষ ভেহিকেলটা, দশ কি এগারো কিলোমিটার দূরে। কনভয়টা একই মেইন রোডে থাকল, তারপর একসময় রানার মনে হলো আলাকুরতির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। বাঁক ঘোরার জন্যে সংকেত দিল রাসকিন। আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকল ওরা, তবে এবার পথটা যথেষ্ট চওড়া, তুষার গভীর হলেও শক্ত, বি. টি. আর-এর ভারি ট্র্যাক চেইন সদ্য ক্ষতবিক্ষত করে গেছে।

মনে হলো সারাক্ষণ ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। পথটা ঘন ঘন বেঁকে গেছে, ফলে কনভয়ের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। রানার স্কুটারের এঞ্জিন প্রতিবাদ করছে, সেদিকে খেয়াল না করে কনভয়টার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও।

ওরা সীমান্তের দিকেই ফিরছে কিনা বলা কঠিন। তা যদি ফেরে, এটা তাহলে সংক্ষিপ্ত পথ, পথটা ওদেরকে নিয়ে যাবে সীমান্ত পেরিয়ে প্রথম যে রুশ জঙ্গলে ঢুকেছিল ওরা তার কাছাকাছি। একটানা অনেকক্ষণ মনে হলো সেদিকেই ওরা যাচ্ছে—দক্ষিণ-পশ্চিমে। তারপর, প্রায় এক ঘণ্টা পর, পথটা দু'ভাগ হয়ে গেল। বি টি. আর. কনভয় ডান দিকে ঘুরল, ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে।

এক সময় রাসকিনের মনে হলো কনভয় আর স্নো স্কুটারের মাঝখানে ব্যবধান অনেক কমে গেছে, ইঙ্গিতে রানাকে থামতে বলল সে। কম্পাস বের করে কোন রকমে একটা বেয়ারিং নেয়ার সময় পেল রানা। যে পথে কনভয় যাচ্ছে তা যদি না ছাড়ে, কোন সন্দেহ নেই, আইস প্যালেস যেখানে আছে বলে আন্দাজ করেছে ও তার কাছাকাছিই পৌঁছুবে, যদি সেটা রুশ এলাকার ভেতর হয়।

আরও কয়েক কিলোমিটার পর আবার থামল রাসকিন, হাতছানি দিয়ে পাশে ডাকল রানাকে। 'কয়েক মিনিটের মধ্যে সীমান্ত পেরুব আমরা,' গলা চড়িয়ে কথা বলছে সে। ওদের মুখে এখন বাতাস লাগছে, ভারি গরম কাপড় ভেদ করছে অনায়াসে, বি.টি.আর. কনভয়ের গুরুগম্ভীর যান্ত্রিক আওয়াজ বয়ে আনছে ওদের

কাছে। 'আমার রিপ্লেসমেন্ট এজেন্ট সামনে কোথাও আছে, কাজেই আরেকটা স্কুটার যোগ হলে অবাক হয়ো না।'

'এদিক দিয়ে এলে খোলা একটা জায়গা পেরুবার কথা না আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা। ঠাণ্ডা বাতাসের হুল সহ্য করার পরও গলার আওয়াজে বেশ খানিকটা নিরীহ ভাব আনতে পারল।

'সেটা এদিকে না। ম্যাপটা মনে নেই তোমার?'

ম্যাপটা ছবির মত রানার চোখের সামনে ভাসছে। ম্যাপের গায়ে নিজের আঁকা চিহ্নগুলোও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। সীমান্তের এদিকে, রুশ এলাকায় আইস প্যালেসটা কোথায়, স্পষ্ট স্মরণ আছে ওর। মনে হলো, রাসকিনকে গুলি করে, তার এজেন্টের চোখকে ফাঁকি দেয়, অস্ত্রবাহী বি.টি.আর.গুলো বাংকারে ঢোকে কিনা নিশ্চিত ভাবে জানে, তারপর স্লো স্কুটারে যত দ্রুত সম্ভব রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যায়।

চিন্তাটা মাত্র এক মুহূর্ত স্থায়ী হলো। শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখোই না, গভীর অন্তর থেকে কে যেন বলল রানাকে।

আরও প্রায় পনেরো মিনিট পর অপর স্কুটারটাকে দেখা গেল। একহারা একটা কাঠামো, ভারি গরম কাপড়ে মোড়া, সীটে বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে, সামনে এগোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

একটা হাত তুলল রাসকিন, নতুন স্কুটার চলতে শুরু করল, ওটাই এখন ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে। সামনে বি.টি.আর. কনভয় বরফ ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে এগোচ্ছে। এদিকের রাস্তা খুব বেশি চওড়া নয়, আর সামান্য কম চওড়া হলে কনভয়টা এগোতে পারত না।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, দিক বদল হচ্ছে না। আকাশের গায়ে অস্পষ্ট একটা আলো ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর, প্রায় কোন আগাম আভাস না দিয়েই, পোকার মত কিলবিল করে রানার ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কনভয়টার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল ওরা, এমন কি তিনটে স্কুটারের এঞ্জিন কান ঝালাপালা করা সত্ত্বেও। এখন, হঠাৎ করে, শুধু নিজেদের এঞ্জিনের শব্দ কানে ঢুকছে। কিছু চিন্তা না করেই গতি কমাল রানা, একটা গর্তকে পাশ কাটাবার জন্যে সরে গেল একপাশে, আর সরে যেতেই সীটে বসা রাসকিনের নতুন এজেন্টের কাঠামোটা দেখতে পেল। এমনকি উইন্টার গিয়ারে সবটুকু শরীর ঢাকা থাকলেও তার মাথা আর কাঁধের আকৃতি চিনতে পারল রানা। চিনতে পেরেই ওর সমগ্র অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো। আর সেই বিশেষ মুহূর্তটিতেই সব কিছু ঘটতে শুরু করল।

ওদের সামনে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলক গাছপালার ভেতর থেকে ছুটে এল। শেষ বি.টি.আর-টা দেখতে পেল রানা, আর মনে হলো ওদের সামনে তুষারের বিশাল একটা প্রাচীর মাথাচাড়া দিচ্ছে। তারপর আলোটা আরও উজ্জ্বল হলো, চারদিক থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে—এমনকি, মনে হলো, ওপর দিক থেকেও। প্রকাণ্ড আকারের আর্ক আর স্পট লাইটের আলোয় নিজেকে নগ্ন লাগল রানার, খোলা জায়গায় ধরা পড়ে গেছে। স্কুটারের গতি কমিয়ে যতটুকু জায়গা পাওয়া যায়

তারই মধ্যে বাঁক ঘোরার চেষ্টা করল ও, পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি, একটা হাত পিস্তলের খোঁজে জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বি.টি.আর. কনভয়ের তৈরি করা গর্ত বাঁক ঘোরা অসম্ভব করে তুলল।

তারপর তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল—তারা সামনে রয়েছে, রয়েছে পিছনে ও দু'পাশে। ধূসর রঙের ইউনিফর্ম পরা মূর্তি, মাথায় হেলমেট, ইউনিফর্মের ওপর ডোরা কাটা জ্যাকেট। প্রতি গ্রুপে তিনজন করে লোক, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে রাইফেল আর মেশিন-পিস্তলগুলো।

অটোমেটিকটা বের করে ফেলেছে রানা, তবে হাতের সঙ্গে ঝুলে থাকতে দিল সেটাকে। ডুয়েল লড়ার সময় এটা নয়। লড়াই করাটা কখন আত্মহত্যার নামান্তর, জানে ও।

সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিজের স্কুটারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রাসকিন, তবে অপর লোকটা তার স্কুটার থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। রাসকিনকে পাশ কাটাল সে, এগিয়ে আসছে রানার দিকে। তার এই হাঁটার ভঙ্গি রানার পরিচিত, যেমন পরিচিত মনে হয়েছিল মাথা আর কাঁধের আকৃতি।

একটা স্পট লাইটের আলো রানার ওপর সরাসরি ফেলা হলো। বাধ্য হয়ে মাথাটা নিচু করে নিল রানা। ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে অনেক মানুষ, তাদের বুটগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। তুষার মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে রাসকিনের এজেন্ট, শব্দ পাচ্ছে রানা। দস্তানা পরা একটা হাত লম্বা হলো, রানার হাত থেকে নিয়ে নিল পিসেভেনটা। চোখ কুঁচকে মুখ তুলল রানা।

মূর্তিটা স্কার্ফ খুলে ফেলল, খুলে ফেলল গগলস, তারপর টেনে নামাল হাতে-বোনা হ্যাট, এক রাশ কালো চুল খসে পড়তে দিল কাঁধের ওপর। খিলখিল করে হাসল সে, এত মিষ্টি হাসি জীবনে খুব কমই শুনেছে রানা। কথা বলার সময় কৃত্রিম জার্মান বাচনভঙ্গি প্রকট হয়ে বাজল কানে, যেন রানাকে ব্যঙ্গ করার জন্যে সুরটা ব্যবহার করা হচ্ছে। রানা দেখল, লীনা পেকার ওর চোখে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে।

'হের মাসুদ রানা,' বলল সে, 'তোমার দিন ফুরিয়ে গেছে।'

তিন

লোকগুলো সার্চ করল রানাকে। ওর ব্যাগ আর গ্রেনেডগুলো নিয়ে নিল তারা। মাকলাক বুটে কমাণ্ডো নাইফ আছে, এখনও নেয়নি সেটা।

স্কুটার থেকে নামানো হলো রানাকে, তাগাদা দিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পিছন থেকে লীনার খিলখিল হাসি এখনও শুনতে পাচ্ছে ও। অসম্ভব শীত করছে ওর, ক্লান্তও লাগছে খুব। মন্দ কি, ভাবল ও, জ্ঞান হারাবার ভান করলে কিছু সুবিধেও পাওয়া যেতে পারে। হাত-পা ছেড়ে দিল রানা, শরীরের ভার চাপাল ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোকের গায়ে। মাথাটা এদিক-ওদিক

নড়বড় করতে দিল, যেন ঘাড়ে কোন শক্তি নেই, তবে আধবোজা চোখে ওদের সঙ্গে হাঁটল এলোমেলো পা ফেলে।

জঙ্গলের ভেতর থেকে পরিষ্কার করা অর্ধ-বৃত্তাকার একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা, শেষ মাথায় একটা মসৃণ ঢাল, দেখতে অনেকটা মিনি স্কি রান-এর মত। সন্দেহ নেই এটা সেই বাংকার, আইস প্যালেস বা বরফ প্রাসাদ। ঢালের গায়ে বিশাল সাদা-ক্যামোফ্লেজড দরজা দেখা গেল। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ভেতরটা দেখে মনে হলো ওখানে আরাম আর উষ্ণতা পাওয়া যাবে।

অস্পষ্টভাবে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করল রানা—বাম দিকে ছোট একটা প্রবেশ পথ। রাসকিন এই জায়গার যে ড্রইংটা প্রথমেই ওদেরকে দেখিয়েছিল তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে পুরোপুরি। জায়গাটা দু'ভাগে ভাগ করা—একটা লিভিং কোয়ার্টার, অপরটা অস্ত্রের ডিপো।

এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল রানা, দেখল শেষ বি.টি.আর.-টা ধীরে ধীরে ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল, তারপর নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ইন্টারনাল র‍্যাম্প ধরে। রানা জানে, মাটি থেকে অনেক গভীরে নেমে গেছে ওটা।

কোথাও থেকে আবার লীনার হাসির শব্দ ভেসে এল। গর্জে উঠল একটা স্কুটারের এঞ্জিন, রানাকে পাশ কাটাল সেটা। রানা দেখল, ইউনিফর্ম পরা এক লোক চালাচ্ছে, ওর স্কুটারটাই।

রুশ ভাষায় কি যেন বিড়বিড় করে বলল রাসকিন, শুনতে পেল না রানা। লীনার জবাবটাও বুঝতে পারল না।

'একটু পরই আরাম পাবে,' রানাকে ধরে যারা সামনে এগোচ্ছে তাদের একজন বলল, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। 'ভেতরে নিয়ে গিয়েই তোমাকে আমরা মদ খেতে দেব।'

দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল তারা ওকে, দরজার ঠিক ভেতরেই, এক লোক একটা ফ্লাস্ক ধরল ওর ঠোঁটে। মনে হলো আগুনের শিখা পুড়িয়ে দিল মুখের ভেতরটা, জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল পেটে। বিষম খেয়ে হাঁপাতে শুরু করল রানা। 'কি…কি দিলে তোমরা…?'

'বলগা হরিণের দুধ আর ভদকা। ভাল জিনিস, তাই না?'

'ভাল। হ্যাঁ।' কোনরকমে বলল রানা, ঘন ঘন দম নিচ্ছে। তরল আগুনটুকু গেলার পর জ্ঞান হারাবার ভান করা এখন আর সম্ভব নয়। মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকিয়ে চারদিকে তাকাল। বিশাল গহ্বর আকৃতির জায়গাটায় ডিজেলের গন্ধ ভাসছে। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া চওড়া র‍্যাম্পটা দেখতে পেল ও।

বাইরে ইউনিফর্ম পরা লোকগুলো লাইন দিচ্ছে, প্রতি লাইনে তিনজন করে। সবার পরনে একই ইউনিফর্ম, লক্ষ করল রানা—শর্ট উইন্টার বুট, ঢোলা ফিল্ড ট্রাউজার, ফার দিয়ে কিনারা মোড়া ঢিলেঢালা ডোরাকাটা কোট; ভেতরের জ্যাকেট, কলারের ইনসিগনিয়াগুলো কোনরকমে দেখা যাচ্ছে। অফিসাররা পরেছে গ্রেটকোট আর জ্যাকবুট।

নিজের স্কুটারের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাসকিন, এখনও কথা বলছে লীনার সঙ্গে। দু'জনেই গভীর আলোচনায় মগ্ন। লীনা তার স্কার্ফ আর হ্যাট আবার

পরেছে। এক পর্যায়ে একজন অফিসারকে ডাকল রাসকিন, কর্তৃত্বের সুরে, যেন এখানে উপস্থিত সবারই বস্ সে। তার কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল অফিসার, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা নির্দেশ দিল। লাইন থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, স্নো স্কুটারগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রধান প্রবেশ পথের ডান দিকে ছোট একটা কংক্রিটের পিলবক্স দেখা গেল, ভেতরে এরকম কয়েকটা স্কুটারের জায়গা হবে।

ইউনিফর্ম পরা লোকগুলো এবার মার্চ করে বাংকারের ভেতর ঢুকল, এগিয়ে গেল রানাকে পাশ কাটিয়ে। ওকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন রাশিয়ান, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ.কে.এম.। লোকগুলো র‍্যাম্প ধরে নেমে গেল, কংক্রিটের মেঝেতে একযোগে পা ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে, তারপর শোনা গেল ছন্দ ভাঙার নির্দেশ।

রাসকিন আর লীনা বিশাল খোলা জায়গাটার ওপর অলস পায়ে হাঁটছে, যেন সময়ের কোন অভাব নেই তাদের। তাদের সামনে জঙ্গলের ভেতর একজোড়া কুঁড়েঘর দেখল রানা, ঘর দুটোর মাঝখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। একটা মূর্তিও দেখা গেল, কুকিং পট-এর ওপর ঝুঁকে বসে রয়েছে, ল্যাপ পোশাক পরা একটা মেয়েলোক—হাতে বোনা হ্যাট, ঢোলা ট্রাউজার, ভারি কালো শার্ট, কাঁধে শাল, ফার বুট, দস্তানা। রাসকিন আর লীনা প্রবেশ পথের কাছাকাছি আসার আগে মেয়েলোকটার পাশে এক লোক এসে দাঁড়াল, তার পরনেও কালো শার্ট, নকশা করা জ্যাকেট, কাঁধে আলখেল্লার মত একটা কাপড় ফেলা। ঘরগুলোর পিছন থেকে একটা বলগা হরিণের ডাক ভেসে এল।

বাঁকানো ছাদের অনেক ওপর থেকে ধাতব একটা শব্দ হলো, তারপরই বেজে উঠল তীক্ষ্ণ সতর্ক সংকেত। রাসকিন আর লীনা দ্রুত পা চালাল এবার। হাইড্রলিক-এর হিসহিস শোনা গেল, প্রকাণ্ড ধাতব দরজা ধীরে নেমে আসছে। নিরাপদ একটা পর্দা পড়ল, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রানা।

'অবাক ব্যাপার, তাই না, রানা?' বলল লীনা, উলেন ক্যাপ খুলে ফেলল আবার।

রানা লক্ষ করল, জ্যাকেটের নিচে লীনা সম্ভবত একটা ইউনিফর্ম পরে আছে। তার পিছনে নড়াচড়া করছে রাসকিন, ভঙ্গিটা একজন বক্সারের। মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল ভালই জানা আছে তার, ভাবল রানা। 'আসলে অবাক হবার কোন ব্যাপার না,' বলল ও, সামান্য হাসতেও পারল। এখন একমাত্র উপায় ধোঁকা দেয়া। 'আমার লোকেরা জানে। তাদের এমন কি এই বাংকারের লোকেশনও জানা আছে।' চট করে রাসকিনের দিকে একবার তাকাল ও। 'তোমার আসলে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, রাসকিন। ম্যাপটা আসলে নিখুঁত বলা চলে না। ভাল করে তাকালেই দেখতে পেতে একই রকম দুটো জায়গা আছে, দু'জায়গার টপোগ্রাফী হুবহু এক, একটার সঙ্গে অপরটার দূরত্ব পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার। তোমাদের সব কিছু ফাঁস হয়ে গেছে।'

পলকের জন্যে মনে হলো রাসকিনের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, রানা,' বলল লীনা।

'তিনি কি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রাসকিন।

মাথা ঝাঁকাল লীনা। 'সুযোগ মত। রানাকে আমরা সব কিছু দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবার সময় পাব। বিশেষ করে ফুয়েরার বাংকারের বিস্তৃতিটা ওকে না দেখালেই নয়...'

'ওহ্ মাই গড!' হেসে উঠে বলল রানা। 'ওরা কি সত্যিই তোমাকে দলে ভিড়িয়েছে, লীনা? তাহলে, তোমার ফ্ল্যাটে গুণ্ডাগুলোকে সাহায্য করোনি কেন? তারাই তো আমাকে মেরে ফেলতে পারত।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লীনা। 'তোমার তুলনায় ওরা ছিল শিশু, রানা। তবে আসল ব্যাপার হলো, কথা হয়েছে, তোমাকে জ্যান্ত ধরতে হবে।'

'কথা হয়েছে?'

'চুক্তি।'

'চুক্তি? কার সঙ্গে?'

'শাট আপ!' লীনাকে ধমক দিল রাসকিন।

ছোট্ট করে হেসে হাত ঝাপটাল লীনা। 'একটু পরই তো সব জানবে ও। হাতে আমাদের সময় খুব বেশি নেই, রাসকিন। তুমি যা চেয়েছিলে বসের কাছে এখন তা আছে। কারেন্ট স্টক এক কি দু'দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই কোন ক্ষতি নেই।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরুল রাসকিনের গলা থেকে। 'সবাই এখানে আছে, ধরে নিতে পারি আমি?'

ঠোঁট টিপে হাসল লীনা, তারপর বলল, 'সব্বাই।'

'গুড।'

রানার দিকে আবার মনোযোগ দিল লীনা। 'জায়গাটা ঘুরে একবার দেখতে চাও, রানা? অনেক হাঁটতে হবে কিন্তু। পারবে, নাকি ক্লান্ত?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'পারব বলে মনে হয়, লীনা। তবে আমি ভাবছি, উফ, কী সাংঘাতিক একটা অপচয়! এত অদ্ভুত সুন্দর একটা মেয়ে এভাবে...'

'স্বদেশপ্রেম, রানা—সব কিছুর উর্ধ্বে,' কথাটা তিক্তস্বরে বলল না লীনা। 'ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন হাঁটব। তবে প্রথমে,' গার্ডদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সে, 'ওকে সার্চ করো। ভালভাবে। এই লোকের লুকানোর জায়গা যে-কোন গ্রীক স্মাগলারের চেয়ে বেশি। সবখানে সার্চ করবে—সবখানে মানে স-বখানে।'

সবখানেই সার্চ করা হলো, পেয়েও গেল সব কিছু। রানার দু'পাশে থাকল রাসকিন আর লীনা, গার্ড দু'জন যার যার অস্ত্র বাগিয়ে ধরে খানিকটা পিছনে। কয়েক মিটার পরই র‍্যাম্পটা বাঁক নিতে শুরু করে নিচের দিকে নেমে গেছে। বাম দিকে এগোল ওরা, ওখানে একটা ওয়াক-ওয়ে তৈরি করা হয়েছে, ধাপগুলোর পাশে রেইলিং আছে।

অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাংকারটা। এখানে বাতাস যথেষ্ট গরম। ওদের মাথার ওপর দেয়ালে পানি আর ফুয়েলের পাইপ রয়েছে, রয়েছে এয়ারকণ্ডিশনিং চ্যানেল, অন্যান্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম। কংক্রিটের গায়ে খানিক পর পর ছোট মেটাল বক্স দেখা গেল, কোন ধরনের

ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের ইঙ্গিত বহন করছে। চারদিকে আলোর কোন অভাব নেই, দেয়ালে আর খিলান আকৃতির ছাদে লম্বা লম্বা টিউব জ্বলছে। যত নিচে নামল ওরা, ধীরে ধীরে চওড়া হলো প্যাসেজটা। নিচে নেমে প্যাসেজটা ঢুকেছে প্রকাণ্ড এক হ্যাঙ্গারে।

জায়গাটা এত বড় যে বিস্মিত হলো রানা। যে চারটে বি.টি.আর. ব্লু ফক্সে অস্ত্র লোড করেছিল সেগুলোর সঙ্গে আরও চারটেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও—সব মিলিয়ে আটটা, তারপরও জায়গাটার তুলনায় ওগুলোকে খেলনার মত দেখাচ্ছে।

সম্প্রতি আনা কার্গো খালাস করছে ইউনিফর্ম পরা ক্রুরা। সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ক্রেট আর বক্স ফর্ক-লিফট ট্রাকে তুলে সরানো হচ্ছে, তারপর সতর্কতার সঙ্গে আলাদা করা চেম্বারে নামিয়ে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। প্রতিটি চেম্বারে ফায়ারপ্রুফ দরজা আর বড় আকৃতির হুইল লক। এরিক মর্টিমার ওরফে কাউন্ট রোজেনবার্গ সামান্যতম ঝুঁকিও নিচ্ছেন না। ক্রুরা পরে আছে নরম রাবারের জুতো, যাতে কোন ফুলকি গোলা-বারুদে আগুন ধরাতে না পারে। রানা আন্দাজ করল, ছোটখাট একটা যুদ্ধ শুরু করার জন্যে যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে এখানে। অন্তত এ-সব অস্ত্র দিয়ে এক বছর মেয়াদি একটা গেরিলা যুদ্ধ অবশ্যই চালানো সম্ভব।

'দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের দক্ষতার কোন অভাব নেই। দুনিয়ার মানুষকে আমরা দেখাব, আমাদের শক্তি কম নয়।' হাসল লীনা, চেহারায় গর্ব ফুটে উঠল।

'কেমিকেল নেই, বা অ্যাটম?'

আবার হেসে উঠল লীনা, হালকা সুরে।

'ওরা যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে কেমিকেল, নাপাম, এমন কি অ্যাটম বোমাও যোগাড় করবে,' জবাব দিল রাসকিন।

চোখ খোলা রেখে যা কিছু দেখার আছে সব দেখে নিচ্ছে রানা। ফায়ারপ্রুফ আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামুনিশন শেলটার কতগুলো গুনল। লক্ষ করল এদিকের অংশে দেয়ালের মাঝামাঝি উঁচুতে চওড়া ক্যাটওয়াক রয়েছে। গুনল দরজাগুলোও, নিজেকে বলে রাখল ওগুলো কোন দিকে গেছে জানার চেষ্টা করতে হবে। মনের কানাচ থেকে পিটার ম্যাকফারসনের কথাও উঁকি মারছে, তার কথাও ভাবল রানা। বিস্ফোরণ থেকে যদি রক্ষা পেয়ে থাকে সে, সম্ভাবনা আছে স্কি করে ওদেরকে অনুসরণ করবে। এমন হতে পারে যে এই ব্যাংকারের কাছাকাছি কোথাও এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে। কিংবা তা যদি না-ও পৌঁছুতে পারে, কোথাও না কোথাও একটা সতর্ক-সংকেত অন্তত পাঠাবে।

'যথেষ্টই তো দেখলে, নাকি মনের সাধ এখনও মেটেনি?' প্রশ্নটা এল রাসকিনের তরফ থেকে, তীক্ষ্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক।

'মার্টিনির সময় হয়েছে বুঝি?' পেশীতে ঢিল দিল রানা, বুঝতে পারছে সব কিছু ওকে দেখতে দিতে রাজি নয় রাসকিন। তা না দিক, রানা আশা করল কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ সম্পর্কে আসল সত্যটা অন্তত জানার সুযোগ হবে ওর, জানার সুযোগ হবে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির অপারেশন সম্পর্কে। ইতিমধ্যে ও শুধু জানতে পেরেছে, কাউন্টের রণ প্রস্তুতিতে লীনার একটা ভূমিকা আছে, এবং

যেভাবেই হোক ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে রাসকিন। একটা চুক্তির কথা বলেছে লীনা। তার বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগেনি রানার। নিজেকে পরামর্শ দিল, শান্ত থাকো, যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করো, তারপর চেষ্টা করে দেখো বেরুতে পার কিনা।

রানা ধারণা করল, মেইন কন্ট্রোল বুদটা দেখতে পেয়েছে। একটা ক্যাটওয়াকের পিছনে, ওখান থেকে বিশাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টোর এরিয়ার প্রায় সবটুকুই দেখা যায়। বাংকারের প্রকাণ্ড দরজা সম্ভবত ওই ক্যাটওয়াকের পিছন থেকেই অপারেট করা হয়, সেই সঙ্গে হিটিং আর ভেন্টিলেশন সিস্টেমও। তবে নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, এটা আসলে বাংকারের ছোট একটা অংশ মাত্র। লিভিং কোয়ার্টার, এই সেকশনের পাশেই, আরও জটিল হবে।

'মার্টিনির সময়?' বলল রাসকিন। 'হতে পারে। অতিথি আপ্যায়নে কাউন্ট দরাজ দিল। আমার তো ধারণা, ভাল একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও বোধহয় করা হয়েছে।'

লীনা জানাল, তারও সেরকম ধারণা। 'কাউন্ট খুবই সদয় ব্যক্তি, রানা, বিশেষ করে পৃথিবীর বুক থেকে যারা বিদায় নিতে যাচ্ছে তাদের ওপর।' কথাগুলো বলা হলো সান্ত্বনা দেয়ার সুরে। 'রোমান সম্রাটরা যেমন গ্ল্যাডিয়েটারদের ভূরিভোজন করাতেন।'

'আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সেরকমই হবে।'

মিষ্টি করে হাসল লীনা, রানার চোখে চোখ রেখে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে একটু সামনে বাড়ল, ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে। কংক্রিটের ওপর তার বুট পরিষ্কার শব্দ করছে, পদক্ষেপে দ্বিধা বা আড়ষ্ট কোন ভাব নেই। বাম দিকের দেয়ালে বসানো একটা মেটাল দরজার কাছে নিয়ে এল ওদেরকে। ছোট এন্ট্রিফোনে কথা বলল লীনা, ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, একপাশে সরে গেল দরজার কবাট। ঘাড় ফেরাল সে, হাসল আবার। 'বাংকারের বিভিন্ন অংশে সিকিউরিটি সিস্টেম খুবই উন্নতমানের, রানা। ইন্টারকানেকটিং দরজাগুলো খোলে শুধু আগেই রেকর্ড করে রাখা কণ্ঠস্বর থেকে নির্দেশ পেলে।' গা দুলিয়ে এমন সুরে হাসল আবার, কেউ যেন তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে।

দরজা টপকাল ওরা, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল কবাট।

এদিকের প্যাসেজ খালি ও অসুন্দর। দেয়ালগুলো কর্কশ, তবে ইস্পাতের সাহায্যে আরও মজবুত করা হয়েছে কংক্রিট। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য পাইপ, কোন আবরণ ছাড়াই।

মনে হলো লিভিং কোয়ার্টারের আকৃতি স্টোরেজ, অর্ডন্যান্স আর ভেহিকেল বাংকারের মতই। এটাও জ্যামিতিক একটা প্যাটার্নে তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে অসংখ্য প্যাসেজ আর টানেল।

এন্ট্রান্স করিডর চওড়া সেন্ট্রাল প্যাসেজে মিশেছে, চলে গেছে ডান দিকে। বাম দিকে তাকাল রানা, ওদিকে কয়েকটা মেটাল ফায়ার ডোর, তার মধ্যে একটা খোলা, প্যাসেজের পিছন দিকটা ওদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। লেআউট দেখে বোঝা যায় অন্যান্য প্যাসেজও একটা মূল টানেল থেকে বেরিয়েছে। বাম দিকে

মনে হলো ব্যারাক। এখানে ড্রাগনদের পাহারা থাকবে, ভাবল রানা—কারণ বাম দিকেই থাকার কথা লিভিং কোয়ার্টারের প্রবেশ পথ। বাংকার থেকে বেরিয়ে যেতে হলে ব্যারাক সেকশন পেরুতে হবে তোমাকে, তারপর মেইন ডোর।

রাসকিন ও লীনা দু'জনেই রানার গায়ে খোঁচা দিয়ে ডান দিকের প্যাসেজ ধরে এগোতে নির্দেশ দিল। আরও দুই সেট ফায়ার ডোর পেরুল ওরা, মেইন রুট থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটা শাখা করিডরও পেরিয়ে এল, সবগুলোরই দুপাশে সারি সারি দরজা। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, পাওয়া গেল টাইপরাইটারের শব্দ। সিকিউরিটির ব্যবস্থা খুবই ভাল, প্রতিটি করিডরে সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল রানা।

আরেকটা ফায়ার ডোর পেরুবার পর গোটা পরিবেশটাই বদলে গেল। দেয়ালগুলো এখানে কর্কশ ও ঠাণ্ডা পাথর নয়, রঙিন খড়ি দিয়ে নকশা করা চট দিয়ে মোড়া। সমস্ত পাইপ বাঁকানো ও অলংকৃত কার্নিসের আড়ালে লুকানো। দু'দিকের দরজার গায়ে ছোট আকারের জানালা, ভেতরে ইউনিফর্ম পরা নারী-পুরুষদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—ডেস্কে বসে কাজ করছে, রেডিও আর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের মাঝখানে।

সবচেয়ে অশুভ বলে মনে হলো ফটোগ্রাফ আর ফ্রেমে বাঁধানো পোস্টারগুলো, খানিক পর পর দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি ছবির মুখগুলো রানার চেনা, নাৎসী আমল নিয়ে যারা মাথা ঘামায় বা পড়াশোনা করে তারা সবাই চিনবে।

ওদের সামনে আরেক সেট মেটাল ডোর, তবে ভেতরে ঢোকার পর গভীর কার্পেটে ওদের পা ডুবে গেল। ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলল লীনা। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

এক ধরনের অ্যান্টি-রুমে দাঁড়িয়েছে ওরা। উল্টোদিকে পাইন কাঠের পালিশ করা ভারি দরজা, দরজার দু'দিকে দুটো স্তম্ভ। দু'দিকে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। তাদের পরনে নীল ইউনিফর্ম—মাথায় ব্যাজ সহ মিনার আকৃতির ক্যাপ। চকচক করছে বুট, কালো আর সাদা আর্ম ব্যাণ্ডে দেখা যাচ্ছে স্বস্তিকা। লেদার বেল্ট আর হোলস্টার যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

দ্রুত কথা বলল লীনা, জার্মান ভাষায়। ইউনিফর্ম পরা একজন লোক মাথা ঝাঁকাল, টোকা দিল দরজায়, তারপর ভেতরের কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অপর লোকটার ঠোঁটে বাঁকা হাসি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, বেল্টে আটকানো হোলস্টারে হাত বুলাচ্ছে সারাক্ষণ।

বেশ কয়েক মিনিট পর আবার খুলে গেল দরজা, ফিরে এল প্রথম লোকটা, লীনার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। এবার দু'জনেই দরজার হাতল দুটো ধরে ভেতর দিকে চাপ দিল, কবাটগুলো খুলে ধরল পুরোপুরি। রানার বাহু স্পর্শ করল লীনা, ভেতরে ঢুকল ওরা। গার্ড দু'জন বাইরেই থেকে গেল।

ভেতরে ঢুকতেই অ্যাডলফ হিটলারের বিশাল পোর্ট্রেট চোখে পড়ল রানার, কামরার সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। পিছন দিকের প্রায় পুরোটা দেয়ালই দখল করে আছে ওটা, না তাকিয়ে উপায় নেই। কামরায় আরও মানুষের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন রানা, সরাসরি না তাকিয়েও দেখতে পেল ফ্যাসিস্ট কায়দায়

হিটলারকে স্যালুট করছে লীনা।

'ছবিটা আপনার পছন্দ হয়, মি. রানা?' বড় একটা ডেস্কের পিছন থেকে ভেসে এল আওয়াজটা, ডেস্কের ওপর একটা ট্রেতে নিখুঁতভাবে সাজানো কাগজ-পত্র, কয়েকটা বিভিন্ন রঙের টেলিফোন আর হিটলারের একটা মর্মরমূর্তি।

পেইন্টিং-এর দিক থেকে চোখ নামিয়ে ডেস্কের পিছনে বসা লোকটার দিকে তাকাল রানা। চেহারায় সেই মিলিটারি ভাব, মাথায় আয়রন-গ্রে চুল। মুখটা বুড়ো মানুষের নয়। আগেই, হোটেল গোল্ড স্টারে, লক্ষ করেছে রানা যে কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গের চেহারার মধ্যে চিরনবীন একটা ভাব আছে। তবে চোখ দুটোয় আনন্দ বা তৃপ্তির ঝিলিক বলে কিছু নেই। এই মুহূর্তে রানার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কফিনের মাপ সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছে চোখ দুটোর মালিক।

'আমি শুধু এই পোর্ট্রেটের ফটোগ্রাফ দেখেছি,' শান্তসুরে জবাব দিল রানা। 'ফ্রিজ আর্লার-এর কাজ। ফটোগ্রাফটা আমার ভাল লাগেনি, কাজেই এটা যদি আসল পোর্ট্রেটও হয়, আমার ভাল লাগার কথা নয়।'

'আই সী।'

'কাউন্টকে তোমার ফুয়েরার বলে সম্বোধন করা উচিত,' পরামর্শটা এল পিটার ম্যাকফারসনের তরফ থেকে, ডেস্কের কাছাকাছি একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে সে।

রানা এখন আর কোন কিছুতেই অবাক হচ্ছে না। ম্যাকফারসনও যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে, এই ব্যাপারটা শুধু ক্ষীণ হাসির উদ্রেক করল। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ও, যেন বোঝাতে চাইল তার ব্যাপারে আসল সত্য আরও অনেক আগে বুঝতে পারা উচিত ছিল ওর। 'তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত ল্যাণ্ড মাইন এড়াতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল ও, স্বাভাবিক আলাপ করার সুরে।

ম্যাকফারসনের পাথুরে মাথা ধীরে ধীরে নেতিবাচক ভঙ্গিতে নড়ে উঠল। 'তুমি মানুষ চিনতে ভুল করছ, না বলে পারছি না, বন্ধু রানা।'

ভরাট গলায় সকৌতুকে হেসে উঠলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ।

'পিটার ম্যাকফারসনের ফটো তুমি কখনও দেখেছ কিনা সন্দেহ আছে আমার। বিটার ম্যাক সব সময় সতর্ক—এখানে আমাদের রাসকিনের মতই—নিজের ছবি কখনও কোথাও বিলি হতে দেয়নি। তবে আমাকে বলা হয়েছে যে অন্ধকারের ভেতর, শুধু যদি আমার পিছনে আলো থাকে, আমাদের দু'জনকে দেখতে নাকি একইরকম লাগে। কাঠামোটা একই আকৃতির, সন্দেহ নেই।'

'তাহলে ম্যাকফারসনের…?'

'দুঃখের সঙ্গে বলছি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে। এমন কি অপারেশন কোল্ড ওঅর শুরু হবার আগেই তাকে আমরা সরিয়ে ফেলি, চুপিসারে।'

ডেস্কের পিছনে নড়ে উঠলেন কাউন্ট, ডেস্কের ওপর চাপড় মারলেন একটা, যেন অভিযোগ করছেন তাঁকে অবহেলা করা হচ্ছে।

'আমি দুঃখিত, মাই ফুয়েরার,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল ম্যাকফারসন। 'রানাকে সরাসরি ব্যাখ্যা দেয়াই সহজ।'

'ব্যাখ্যা দেব আমি, যদি দেয়ার প্রয়োজন দেখি।'

'ফুয়েরার,' কথা বলল লীনা, তার গলা প্রায় অচেনা লাগল রানার কানে 'অস্ত্রের শেষ চালানটা এখানে পৌঁচেছে। পুরো ব্যাচ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

কাউন্ট মাথা কাত করলেন, মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে থাকল তাঁর দৃষ্টি রানার ওপর, তারপর ফিরলেন রাসকিনের দিকে। 'আচ্ছা। আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্যে আমি প্রস্তুত, কমরেড রাসকিন। আপনাকে যা দেব বলে কথা দিয়েছিলাম তা এখন আমার হাতে—মি. মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ।' রাসকিনকে খুশিও বলা চলে না, আবার অসন্তুষ্ট বলেও মনে হলো না। একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে সে যেন বোঝাতে চাইল চুক্তির একটা শর্ত পূরণ করা হয়েছে।

'ফুয়েরার, সম্ভবত…,' শুরু করল লীনা, তাকে বাধা দিল রানা।

'ফুয়েরার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ও। 'এই ভদ্রলোককে তুমি ফুয়েরার বলছ—লীডার? তোমরা দেখছি'সব কটা পাগল। বিশেষ করে আপনি।' ডেস্কের পিছনে বসা লোকটার দিকে পিস্তলের মত আঙুল তাক করল ও। 'এরিক মর্টিমার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অপরাধ করার জন্যে আপনাকে খোঁজা হচ্ছে। নগণ্য একজন এস এস অফিসার। পদটা আপনি পেয়েছিলেন নাৎসী আর ফিনিশদের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে—রাসকিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এখন আপনি ফ্যানাটিকদের ছোট একটা গ্রুপকে এক করেছেন, হলিউডের এক্সট্রাদের মত কাপড় পরিয়েছেন, তারপর আশা করছেন আপনাকে ফুয়েরার বলা হবে। এরিক মর্টিমার, আপনার খেলাটা আসলে কি বলুন তো? এ-সব করে কোথায় আপনি পৌঁছুতে চান?'

কামরার ভেতর অটুট নিস্তব্ধতা, রানা অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হওয়ায় সবাই যেন হকচকিয়ে গেছে, বাধা দেয়ার কথা মনে নেই কারও।

'এখানে সেখানে টেরোরিস্ট অপারেশন চালাবেন, রাস্তা-ঘাটে দু'পাঁচজন কমিউনিস্টকে মারবেন—কিন্তু এ-সব তো নগণ্য সাফল্য। এরিক মর্টিমার, কানাদের রাজ্যে একচোখোই রাজা। আপনি একচোখো, তা-ও আকারে সেটা মুরগির চোখের চেয়ে বড় নয়…'

রানার উদ্দেশ্য কাউন্টকে খেপিয়ে তোলা, কিন্তু ওকে বাধা দিল—তার আসল নাম যা-ই হোক—ম্যাকফারসন। লাফ দিয়ে ইজি চেয়ার ছাড়ল সে, হাত উঁচিয়ে ছুটে এল রানাকে ঘুসি মারার জন্যে।

'সাইলেন্স!' আদেশ করলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'সাইলেন্স! তুমি বসো, হ্যানস।' তারপর রানার দিকে তাকালেন তিনি।

ম্যাকফারসন বা হ্যানসের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রয়েছে রানা, মনে মনে ভাবছে, তোমাকে শালা আমি দেখে নেব।

'মাসুদ রানা,' কাউন্টের চোখ দুটো চকচক করছে, 'আপনাকে এখানে আনা হয়েছে একটিমাত্র কারণে। সেটা সময়মত আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করব। তবে,' বলে বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার পুনরাবৃত্তি করলেন শেষ শব্দটা, 'তবে, কিছু জিনিস আছে যা আমি আপনাকে ভাগ দিতে চাই। আবার, আমার বিশ্বাস,

আপনার কিছু জিনিস আছে, যার আপনি আমাকে ভাগ দেবেন।'

'ম্যাকফারসনের ছদ্মবেশ নিয়ে এই কেঁচোটা কে?' যত বেশি পারা যায় থুথু আর কাদা ছিটাতে চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু কাউন্ট রোজেনবার্গ যেন খেপবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন।

'হ্যানস বয়লার আমার এসএস-রাইখফুয়েরার।'

'আপনার হিমলার?' হেসে উঠল রানা।

'না, মি. রানা, এটা হাসির কোন ব্যাপার না।' কাউন্ট রোজেনবার্গ তাঁর মাথাটা সামান্য ঝাঁকালেন। 'কাছাকাছি থাকো, হ্যানস—বাইরে।'

ম্যাকফারসন বা বয়লার নাৎসী কায়দায় স্যালুট করল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

এরপর রাসকিনের দিকে ফিরে কথা বললেন কাউন্ট, 'মাই ডিয়ার রাসকিন, সত্যি আমি দুঃখিত, আমাদের কাজ কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে যাবে—সম্ভবত একদিন। এ-ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতা পাব তো?'

মাথা ঝাঁকাল রাসকিন। 'ঠিক আছে। আমরা একটা চুক্তি করেছি, এবং আমি আপনার আয়োজনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় সফল হয়েছি, আপনার কাছ থেকে আমার যেটা পাবার কথা সেটা আমি আপনার হাতে এনে দিয়েছি। কাজেই আমার হারাবার কিছু নেই।'

'সত্যি তাই। আপনার, কমরেড রাসকিন, হারাবার কি আছে? লীনা, ওর দিকে খেয়াল রেখো। হ্যানসের সঙ্গে থাকো, যাও।'

'ফুয়েরার,' বলে রাসকিনের হাত ধরল লীনা, পথ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

ভদ্রলোককে ভাল করে লক্ষ করল রানা। ইনি যদি এরিক মর্টিমার হয়ে থাকেন, চেহারা ও স্বাস্থ্য দুটোই খুব যত্ন করে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি হতে পারে যে···? না, রানা উপলব্ধি করল, কল্পনাবিলাস ত্যাগ করা উচিত ওর।

'গুড, এখন আমি কথা বলতে পারব।' কাউন্ট রোজেনবার্গ দাঁড়ালেন, হাত দুটো পরস্পরকে শক্ত করে ধরে আছে পিছনে, দীর্ঘ ঋজু মূর্তি, প্রতিটি ইঙ্গিতে প্রাক্তন সৈনিকের পরিচয় ফুটে আছে। অন্তত, ভাবল রানা, সৈনিক যে তাতে কোন সন্দেহ নেই— হিটলারের মত ঘৃণ্য সৌখিন সমরবিদ নন। এই ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, শক্ত ইস্পাত; পোড় খাওয়া যে-কোন আর্মি কমাণ্ডারের মতই কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য আছে চেহারায়। একটা চেয়ারে বসল রানা, অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়। ওর সামনে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে থাকলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'শুধু পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে, এবং আপনার মনে যদি কোন আশা থেকে থাকে তা দূর করার জন্যে কথাগুলো বলছি,' শুরু করলেন স্বঘোষিত ফুয়েরার। 'হেলসিঙ্কিতে আপনাদের ইন্টেলিজেন্স রেসিডেন্ট, যার মাধ্যমে আপনার কাজ করার কথা···'

'ইয়েস?' মৃদু হাসি রানার ঠোঁটে। হেলসিঙ্কি রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে ওর কাছে শুধু একটা টেলিফোন নম্বর আছে। লণ্ডন ব্রিফিঙে পরিষ্কার

নির্দেশ দেয়া হলেও, ফিনল্যাণ্ডে বিসিআই রেসিডেন্ট এজেন্টকে ব্যবহার করার কথা রানা এমনকি চিন্তাও করেনি। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, রেসিডেন্টকে প্লেগ মনে করে এড়িয়ে থাকতে হয়।

'আপনাদের রেসিডেন্টকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আপনি আর্কটিকের উদ্দেশে রওনা হবার পরপরই।'

'ও।'

'সাবধানের মার নেই।' হাত দোলালেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'দুঃখজনক, কিন্তু প্রয়োজনীয়। পিটার ম্যাকফারসনের একটা বিকল্প ছিল। আমার বিদ্রোহী কন্যা সম্পর্কে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে আমাকে, তবে কমরেড রাসকিন আমার নির্দেশ মতই কাজ করেছেন। বিসিআই, মোসাড ও সিআইএ-র কন্ট্রোলারদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কন্ট্যাক্ট ফোনে—মোসাডের বেলায় রেডিওতে—আমার নিজের লোক আছে। কাজেই, বন্ধু রানা, অশ্বারোহী বাহিনী আপনাকে উদ্ধার করতে আসবে এরকম আশা করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'কারও সাহায্য আমার দরকার নেই। তাছাড়া, ঘোড়ার ওপর আমার বিশ্বাসও কম। কাজের সময় মেজাজ দেখায় ওগুলো।'

'আপনার রসবোধ বিস্ময়কর, মি. রানা। বিশেষ করে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অনেকের মধ্যে আমি একজন, এরিক মর্টিমার। আমার পিছনে একশো লোক আছে। আর তাদের পিছনে আছে এক হাজার। ম্যাকফারসন আর সেলিনার পিছনেও তাই। রাসকিন সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না, কারণ তার উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

হাসি হাসি মুখ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, যেন অপেক্ষা করছেন আরও কিছু বলবে রানা।

'আপনার দিবাস্বপ্ন, এরিক মর্টিমার, যে-কোন জুনিয়র একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ব্যাখ্যা করতে পারবে। সব মিলিয়ে সেটার আসল রূপ কি? একটা নিও-নাৎসী টেরোরিস্ট গ্রুপ, লোকবল আর অস্ত্র সংগ্রহ করার উৎস আছে। দুনিয়া জোড়া সাংগঠনিক তৎপরতা চলছে। এক সময় টেরোরিজম একটা আদর্শে পরিণত হবে, যা বাস্তবায়িত করার জন্যে যুদ্ধ করা সাজে। আন্দোলনটা বড় হবে, আপনারা এমন একটা শক্তি হয়ে উঠবেন যাকে অগ্রাহ্য করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হিটলার যা করতে পারেননি আপনারা তা করতে পারবেন—দুনিয়া জুড়ে ফোর্থ রাইখ। আপনার দিবাস্বপ্ন পানির মত সহজ।' রানার গলায় শুকনো হাসি। 'সহজ, কিন্তু কোন দিন সত্যি হবে না। কারণ যুগ পাল্টেছে। কারণ এখন বড় ধরনের কোন অন্যায়কে ঠেকাবার জন্যে মহাযুদ্ধের দরকার হয় না, একজন অসমসাহসী এসপিওনাজ এজেন্টই যথেষ্ট।'

'ভাল কথা,' এক মুহূর্ত থেমে জানতে চাইল রানা, 'রাসকিনের মত একজন অনিবেদিত পার্টি মেম্বার, কেজিবির সিনিয়র অফিসারকে কিভাবে আপনি অন্তত একসঙ্গে কিছুদূর হাঁটতে রাজি করালেন?'

রানার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কাউন্ট। 'কেজিবির ফার্স্ট

ডিরেক্টরিট-এর কোন্ ডিপার্টমেন্টে আছেন রাসকিন, আপনি জানেন, মি. রানা?'

'না।'

ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি, চোখ দুটো হীরের মত কঠিন, মুখের পেশী যেন নড়লই না। 'তিনি ভি ডিপার্টমেন্টের লোক, মি. রানা। যে ডিপার্টমেন্টের অন্তত দু'জন কর্মকর্তাকে আপনি খুব ভাল করে চেনেন।'

রানা যেন আলোর একটু আভাস দেখতে পাচ্ছে।

'রাশিয়াকে বিসিআই অনেক বিপদে সাহায্য করেছে, সে-সব সাহায্যের বেশিরভাগই আপনার মাধ্যমেই পেয়েছে ওরা। ফলে বিভিন্ন সরকারী প্রশাসনে আপনার কিছু বন্ধু তৈরি হয়েছে। কেজিবিরও অনেকে ভাব দেখায় তারা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে সেটা মুখে, আসলে আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে তারা। কেজিবিতে প্রায় সবাই আপনার শত্রু, তবে দু'দলে বিভক্ত তারা। একদল মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ মেনে নিয়েছে, অর্থাৎ আপনাকে শত্রু বলে জানলেও আপনার বিরুদ্ধে তারা তৎপর নয়। আরেক দল ওপর মহলের নির্দেশ মেনে চলার ভান করছে, ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছে কিভাবে আপনাকে ফাঁদে আটকানো যায়। দেখুন তো, ভ্লাদিমির বেনিন নামটা আপনার পরিচিত কিনা।'

'কেজিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর,' বলল রানা।

'ইনি ডিপার্টমেন্ট ভি-রও মহাপরিচালক—দ্বিতীয় দলের নেতা। ভি-র একটা হিট লিস্ট আছে, জানেন কি? সেই তালিকায় অনেক লোকের নাম আছে—যাদের ওরা লাশ চায় না, জীবিত ধরতে চায়। তালিকায় প্রথম নামটা কার, আন্দাজ করতে পারেন, মি. রানা?'

আন্দাজ করার দরকার নেই রানার। ডিপার্টমেন্ট ভি বা ভ্লাদিমির বেনিন সম্পর্কে সব কথাই জানা আছে ওর। ওরা প্রায় সবাই ওর পরম শত্রু।

'সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাবার জন্যে দায়ী আপনি, মি. রানা।' মাথা ঝাঁকালেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'ইয়েস, এটাই হলো আপনার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, মি. রানা। আপনার মৃত্যু ঘটার আগে সামান্য একটা তথ্য। ডিপার্টমেন্ট ভি-র তালিকায় প্রথম নামটাই মাসুদ রানার। আজ নতুন নয়, অনেকদিন থেকে।'

'তথ্যটা দেয়ার জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত,' বলল রানা। 'কারণ, এ-সবই আমার জানা।'

'কিন্তু কেন কি ঘটছে তা আপনি জানতে চান না, মি. রানা? মৃত্যুর আগে কৌতূহল মেটাবার সুযোগটা নেবেন না?' রানার ওপর আরেকটু ঝুঁকলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'বিশেষ এক ধরনের সাহায্য দরকার ছিল আমার। বিনিময়ে কেজিবি একটা দাম চেয়ে বসল। দামটা হলো—মাসুদ রানা, আপনি। জীবিত, সুস্থ ও সবল অবস্থায় ওদেরকে ডেলিভারি দিতে হবে। আপনি আমাকে সময়, অস্ত্র এবং ভবিষ্যতের একটা পথ পাইয়ে দিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে আমার কাজ শেষ হলে আপনার দায়িত্ব পড়বে রাসকিনের ঘাড়ে, সে আপনাকে মস্কোয় নিয়ে যাবে।

'আপনার জন্যে ওরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, অপেক্ষা আমরাও করছি। সেই উনিশশো পঁয়তাল্লিশ থেকে।' পিছিয়ে গেলেন

কাউন্ট, রানার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসলেন। 'পুরো গল্পটা বলতে দিন আমাকে, তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমি ফোর্থ রাইখ আক্ষরিক অর্থেই কিনেছি। শুধু ফোর্থ রাইখ নয়, প্রকৃত অর্থে আমি আমাদের এই গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কিনে নিয়েছি—সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোকা বানিয়ে, তাদের কাছে দুঃস্থ এক বাঙালী স্পাই বিক্রি করে। বোকা, স্রেফ বোকা—মাত্র একজন বাঙালী স্পাইয়ের বিনিময়ে নিজেদের আদর্শ ও অস্তিত্ব সবই ওরা হারিয়েছে।'

মনে মনে খুশি হলো রানা। যত বেশি শোনার সুযোগ হবে ততই ওর লাভ। সব জানার পর নিজেকে মুক্ত করার একটা উপায় হয়তো দেখতে পাবে ও।

চার

'যুদ্ধ শেষে, ফুয়েরার বীরের মৃত্যুবরণ করার পর…,' শুরু করলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ।

'প্রথমে তিনি বিষ খান, তারপর নিজেকে গুলি করেন,' বাধা দিল রানা। 'বীরের মৃত্যু বলেন কিভাবে?'

কাউন্ট ওর কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। '…আমি ফিনল্যাণ্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবলাম, ভাবলাম প্রয়োজন হলে ওখানেই লুকিয়ে থাকব। মিত্র বাহিনীর তালিকায় আমার নাম থাকলেও, ওখানে আমি নিরাপদে থাকব। নিরাপদ, তবে জীবন কাটবে একটা ছুঁচোর মত, একটা কাপুরুষের মত।'

সিদ্ধান্ত নেন, জার্মানীতেই লুকিয়ে থাকবেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এসএস অফিসাররা প্ল্যান করেছিল প্রয়োজনে কোথায় কিভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে, কিভাবে দেশ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে হবে। প্রথমে কাউন্ট রোজেনবার্গ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আর্জেন্টিনায় চলে যান, তারপর দুর্গম ও সুরক্ষিত প্যারাগুয়ে ক্যাম্পে। আরও অসংখ্য নাৎসী যুদ্ধাপরাধী ছিল ওখানে। কিন্তু এরিক মর্টিমার—তখনও তিনি তাই ছিলেন—সঙ্গী-সাথীদের আচরণ লক্ষ্য করে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। 'তারা স্রেফ লোক দেখানো অভিনয় করছিল,' খেঁকিয়ে উঠলেন কাউন্ট। 'পেরনের আমলে, পরেও, প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে সবাই। এমনকি মিছিল করে, সমাবেশ ডাকে। বিউটি কনটেস্ট— মিস নাৎসী, উনিশশো উনষাট। তখন সবার মুখেই শোনা গেছে, ফুয়েরারের স্বপ্ন সফল হবে।' বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করলেন তিনি। 'স্রেফ গালভরা বুলি। কল্পনা আর স্বপ্নের জগতে বাস করত তারা। সাহস হারিয়ে ফেলে, বিসর্জন দেয় বীরত্ব। হিটলার যে আদর্শের কথা বলে গেছেন তার কথা বেমালুম ভুলে যায়। ভুলে যায়, হিটলার বলে গেছেন যে-কোন মূল্যে কমিউনিজমকে রুখতে হবে, তা না হলে গোটা ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলবে ওরা।'

'কিন্তু তা গ্রাস করেনি,' বলল রানা। 'এখন বরং দেখা যাচ্ছে কমিউনিজম ব্যর্থ হতে চলেছে, নিজেকেই তার রক্ষা করার ক্ষমতা নেই।'

'না, তা করেনি। যা ঘটবে বলে আমরা আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তা ঘটেনি। তবে ব্রিটেন ও আমেরিকা সহ দুনিয়ার প্রায় সব ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারের ভেতর ঢুকে পড়েছে কমিউনিস্টরা। তবে তাতে ওদের তেমন কোন লাভ হবে না। আপনিও স্বীকার করবেন যে ইস্টার্ন ব্লক ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। গত বছর দুনিয়াকে আমরা কয়েকটা অপারেশন দেখিয়েছি, শুরু করেছিলাম ত্রিপোলি থেকে। চলতি বছর সম্পূর্ণ অন্যরকম অপারেশন দেখাব। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে অনেক ভাল আর্মস আর ইকুইপমেন্ট এসেছে। আমাদের অনুসারীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী পরিষদে আমাদের লোক থাকবে। আগামী বছর আত্মপ্রকাশ করবে আমাদের পার্টি, দু'বছরের মধ্যে আবার আমরা একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য হব। হিটলার ও জার্মানীর সঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। নতুন আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং পরম শত্রু কমিউনিজমকে দুনিয়ার বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হবে। আইন-শৃঙ্খলার জন্যে দুনিয়ার মানুষ কাঁদছে—নতুন একটা আদর্শ চায় তারা, বীর সর্বস্ব একটা দুনিয়া চায়, যেখানে নিকৃষ্ট কারও স্থান হবে না।'

'নিকৃষ্ট মানে কারা?'

'আপনি জানেন আমি কি বলতে চাইছি, মি. রানা। অক্ষম, দুর্বল, আনকালচার্ড আর দুস্থ যারা তাদেরকে বিদায় নিতে হবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, মি. রানা। ওরা বিদায় নেয়ার পর দুনিয়ার বুকে থাকবে শুধু আর্যরা—শুধু যে জার্মান আর্যরা তা নয়, থাকবে ইউরোপিয়ান আর্যরাও। অন্যান্য মহাদেশ থেকেও বাছাই করা কিছু লোককে আর্যদের সাম্রাজ্যে ঠাঁই দেয়া হবে, যারা আমাদের আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখবে।'

যেভাবেই হোক প্যারাগুয়েের বেশ কিছু নাৎসী নেতাকে কাউন্ট বোঝাতে সমর্থ হন যে তাঁর এ-সব প্ল্যান সফল করা সম্ভব। 'ছ'বছর আগে,' গর্বের সুরে বললেন তিনি, 'তারা আমাকে বিরাট অঙ্কের নগদ টাকা দেয়, বেশির ভাগই সুইস ব্যাংকে পড়ে ছিল। উনিশশো ষাট সালের শেষ দিকে নতুন পরিচয় গ্রহণ করি আমি। বিপুল উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করি চার বছর আগে। আমি গোটা দুনিয়া ভ্রমণ করেছি, মি. রানা। সংগঠনটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি সবখানে, আন্দোলনের প্ল্যান তৈরি করেছি।

'আমার ইচ্ছে ছিল গত বছরই আঘাত হানব,' বলে চলেছেন কাউন্ট। 'সমস্যা সৃষ্টি করে আর্মস। লোকজনকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়, প্রাক্তন সৈনিক প্রচুর আছে, আছে তাদের ভক্ত আরও অসংখ্য তরুণ, অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টরেরও কোন অভাব নেই। কিন্তু অস্ত্র সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।'

ইতিমধ্যে তিনি ফিনল্যাণ্ডে ফিরে এসেছেন, তাঁর সংগঠন একটা আকৃতি পেতে শুরু করেছে। অস্ত্র আর গোপন একটা হেডকোয়ার্টার ছিল তাঁর একমাত্র সমস্যা। তারপর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। 'আমি এখানে চলে এলাম। এলাকাটা ভাল করে চিনতাম, দেখা গেল যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে বেশি মনে আছে আমার।'

বিশেষ করে বাংকারটার কথা তাঁর মনে ছিল, প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ানরা ওটা তৈরি করে, পরে জার্মান সৈন্যরা ওটার উন্নতিসাধন করে। ছ'মাস এখানে ছিলেন তিনি, রাশিয়ায় ঢোকা ও বেরিয়ে যাবার জন্যে পরিচিত 'স্মাগলার' রুটস ব্যবহার

করেন। তিনি দেখতে পান, বাংকারের বেশিরভাগই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ্যেই ধরনা দেন তিনি, সঙ্গে ছিল ফিনিশ বোর্ড অভ ট্রেড-এর অনুমতি-পত্র। 'চুক্তির শর্ত, ঘুষের অঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে খানিকটা ঝামেলা হয় বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে এখানে কাজ করার অনুমতি দেয়—খনিজ সম্পদ আছে কিনা অনুসন্ধান করার এবং থাকলে তা সংগ্রহ করার অধিকার লাভ করি আমি। এখানে কি পাওয়া যেতে পারে সে-সম্পর্কে ওদেরকে আমি বিস্তারিত কিছু জানাইনি, তবে বিনিয়োগটা সত্যি অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। রাশিয়ানদেরও এক পয়সা খরচ করতে হয়নি।'

পরবর্তী ছ'মাসে বাংকারটাকে নতুন করে আকৃতি দেয়া হলো। নির্মাণ কাজে সহায়তা করার জন্যে প্রচুর লোক আনা হলো দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা আর ইংল্যাণ্ড থেকে। ইতিমধ্যে কাছাকাছি দুটো অর্ডন্যান্স ডিপোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কাউন্ট। 'একটা গত বছর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভেহিকেলগুলো ওখান থেকেই পাই আমি। আমার কাছে এখন বি. টি. আর. আছে,' নিজের বুকে ঘুসি মারলেন তিনি। 'তারপর আমি ব্লু ফক্সের ওই বেঈমান বেজন্মাগুলোর সঙ্গে চুক্তি করি। ব্যাটারা আমার কাছে বিক্রি হয়ে যায়…'

'শুধু নিজেরা বিক্রি হয়নি, প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদও বিক্রি করে দেয়। ভাল কথা, রকেট বা মিসাইলগুলো এখনও আপনি ব্যবহার করেননি, তাই না?'

'ওগুলোর ব্যবহার আপনার দেখার সুযোগ হবে না, মি. রানা। আগামী বছর আমরা ভারি অস্ত্রগুলো কাজে লাগাব।'

তিনি থামলেন, কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। কি আশা করছেন ভদ্রলোক? অভিনন্দন? সম্ভবত।

'দেখা যাচ্ছে প্রায় এক রকমের অভ্যুত্থানই ঘটিয়ে ফেলেছেন আপনি,' বলল রানা, উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ করা। তবে কাউন্ট ব্যাপারটাকে প্রশংসা হিসেবেই নিলেন।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। সরাসরি যোগাযোগ করে রাশিয়ান এন. ও. সি.-র কাছ থেকে অস্ত্রগুলো কিনে ফেললাম, এন. এস. এ. এ সম্পর্কে যার কোন ধারণাই ছিল না।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল।

'তারপর তারা ধরা পড়ে গেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দায়ী করল। আশ্রয়ের জন্যে আমার কাছে ছুটে এল তারা। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার জন্যে গর্ব করা চলে। এক হাজার পুরুষ আর নারী রয়েছে এখানে, এই বাংকারে। ফিল্ডে পাঁচ হাজার কর্মী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সেনাবাহিনী প্রতিদিনই আকারে বড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী প্রশাসন ও সম্পদের ওপর হামলা করা হবে. সে-সব হামলার পরিকল্পনা নিখুঁত করা হয়েছে। অস্ত্র আর গোলাবারুদও পাঠাবার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দফা হামলার পর শুরু হবে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা। তাতে যদি কাজ না হয়, দ্বিতীয় দফা হামলা চালানো হবে, তারপর আবার কূটনৈতিক তৎপরতা। শেষদিকে দেখা যাবে পশ্চিমা দুনিয়ায় আমাদের সেনাবাহিনীই সবচেয়ে বড়, বেশিরভাগ মানুষ আমাদের আদর্শেই

বিশ্বাসী।'

'যে আদর্শ শুধু বীর আর্যদের লালন করার কথা বলে?' খুক করে কাশল রানা। 'না, জনাব, আমার তা মনে হয় না।'

'চলতি শীতে এরই মধ্যে আমরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আর গোলাবারুদ এখান থেকে শিপমেন্ট করেছি—বি. টি. আর. ও স্নোক্যাট বোঝাই করে। সরাসরি ফিনল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে, দুর্গম এলাকার ভেতর দিয়ে। এখন সেগুলো অন্য জায়গায় পাঠানো হবে মেশিন টুলস আর ফার্মিং ইকুইপমেন্ট হিসেবে। আমাদের সেনাবাহিনীকে সাপ্লাই পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড।'

'ওগুলো যে আপনারা ফিনল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে বের করছেন, আমরা তা জানি।'

এই প্রথম হেসে উঠলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'আংশিক কারণ, আমি চেয়েছি আপনারা জানুন। তবে আরও অনেক ব্যাপার আছে যা আপনারা জানেন না। এই কনসাইনমেন্ট একবার রওনা হয়ে গেলে, ইউরোপিয়ান ঘাঁটিগুলোর কাছাকাছি সৈন্য মোতায়েনের প্রস্তুতি শেষ হবে আমার। এরইমধ্যে একাধিক বাংকার তৈরি করেছি আমরা। ওখানে একটা সমস্যা আছে—আপনি সম্ভবত উপলব্ধি করেন যে আমাদের এই সমস্যার সঙ্গে আপনিও জড়িয়ে আছেন।' ভুরু কোঁচকাল রানা, কাউন্টের কথা বুঝতে পারেনি। কোন প্রশ্ন করার সুযোগ হলো না, কাউন্ট আবার কথা বলতে শুরু করেছেন। এবার তাঁর বলার বিষয়, ব্লু ফক্স অর্ডন্যান্স ডিপোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

ব্লু ফক্সের এন. সি. ও.-র সঙ্গে সুন্দর একটা ব্যবসায়িক চুক্তি হয় তাঁর, ব্যবসাটা বেশ কিছুদিন ভালই চলল। তারপর হঠাৎ একদিন ওদের সি. ও.—'যার কল্পনাশক্তি বলে কিছুই নেই'—আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এল বরফ প্রাসাদে। অর্ডন্যান্স ডিপোতে স্পট ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেড আর্মির দু'জন কর্নেল সবাইকে দায়ী করছেন, এমন কি ওয়ারেন্ট অফিসার সি. ও.-কেও। কাউন্ট রোজেনবার্গ পরামর্শ দিলেন, নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য ওয়ারেন্ট অফিসারকে অটল থাকতে হবে, কর্নেলদের সে বলবে কেজিবিকে দিয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক।

'আমি জানতাম, পরামর্শটা পছন্দ হবে ওদের। রাশিয়ানদের একটা যোগ্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি আমি, সেটা হলো সবাই ওরা নিজের সমস্যা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারদর্শী। ওয়ারেন্ট অফিসার আর তার লোকজন ব্লু ফক্সের ফাঁদে আটকা পড়ল। নিখোঁজ অস্ত্র আর গোলাবারুদের পরিমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল কর্নেলরা। স্বভাবতই নিজেদের সমস্যা কার ঘাড়ে চাপানো যায় ভাবছিল তারা। কেজিবির নাম শুনে আর দেরি করল না। তার মানে আমার পরামর্শই ওরা গ্রহণ করল।'

মনে মনে স্বীকার করল রানা, কাউন্ট রোজেনবার্গ চমৎকার কমন সেন্সের পরিচয় দিয়েছেন। আর্কটিকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিখোঁজ হলে সে-ব্যাপারে আর্মড ফোর্সেস (থার্ড) ডাইরেক্টরিট মাথা ঘামাবে না। কাউন্ট আর যা-ই হোন, স্বঘোষিত ফুয়েরার স্ট্র্যাটিজি বোঝেন, বোঝেন রুশদের চিন্তা-ভাবনা কোন খাতে বয়। জিআরইউ-এর কাজটা চাপবে ডিপার্টমেন্ট ভি-র ওপর, তিনি ভেবেছিলেন। কেন ভেবেছিলেন তা-ও বোঝা যায়। ডিপার্টমেন্ট ভি দায়িত্ব নিলে,

তারা কাজ শেষ করার পর দেখা যাবে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই—না পাওয়া যাবে নিখোঁজ অস্ত্র আর গোলাবারুদ, আর না পাওয়া যাবে প্রশ্ন করার জন্যে কোন লোককে। ঝাঁট দিয়ে সব পরিষ্কার করে ফেলবে তারা—সম্ভবত অর্ডন্যান্স ডিপোয় ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটবে; এমন একটা দুর্ঘটনা, যেখানে উপস্থিত কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

'গর্দভ ওয়ারেন্ট অফিসারকে আমি বলেছিলাম কেজিবি থেকে যাকেই পাঠানো হোক, আমাকে যেন সতর্ক করা হয়, আমার সঙ্গে সে যেন আলাপ করে। প্রথমে জিআরইউ-এর ক'জন লোক এল ব্লু ফক্সে। মাত্র দু'দিন ছিল তারা। তারপর এলেন কমরেড রাসকিন।

'আমরা একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া সারলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, জীবনে উন্নতি করতে হলে কি চাই তাঁর। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হলো—এখানে, এই কামরায় বসে। এক হপ্তার মধ্যে ব্লু ফক্সের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। উঁহুঁ, কোন টাকা-পয়সা লেনদেন হয়নি। কমরেড রাসকিন মাত্র একটা জিনিসই চাইলেন। আপনাকে, মি. রানা। আমি স্রেফ পাপেট মাস্টারের ভূমিকা পালন করি, আর বলি কিভাবে আপনাকে ফাঁদে আটকানো সম্ভব। শর্ত থাকে, আপনাকে আমার হাতে তুলে দেবে সে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আপনি আমার কাছে থাকবেন। তারপর ডিপার্টমেন্ট ভি পেয়ে যাবে আপনাকে। জীবনের জন্যে। কিংবা বলা চলে, মরণের জন্যে।'

'আর আপনি ফোর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবেন?' বলল রানা। 'আর ফোর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়ায় চিরস্থায়ী শান্তি নেমে আসবে?'

'অনেকটা সেরকমই। দুঃখিত, খানিকটা সময় অপচয় করে ফেলেছি। আমার লোকজন অপেক্ষা করছে, তারা আপনার সঙ্গে কথা বলবে...'

একটা হাত তুলল রানা। 'জানি, জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার নেই, তবু কৌতূহল—জয়েন্ট অপারেশনের ধারণাটাও কি আপনার? সিআইএ, মোসাড, কেজিবি আর বিসিআইকে এক করার...?'

মাথা ঝাঁকালেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'কাজটা কিভাবে করতে হবে কমরেড রাসকিনকে আমি বুঝিয়ে দিই, বলে দিই কিভাবে বিকল্প লোকের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ-কথা ভাবিনি যে আমার বিরুদ্ধে আমার নিজের বিদ্রোহী কন্যাকে পাঠাবে মোসাড।'

'সেলিনা।' হোটেলে রাতটার কথা মনে পড়ল রানার।

'হ্যাঁ। আজকাল ওই নামেই নিজের পরিচয় দেয় সে। সেলিনা জামায়েল। আমার মন যুগিয়ে লক্ষ্মীছেলে সেজে থাকুন, মি. রানা, তাহলে আমার মনটা নরম হলেও হতে পারে—মস্কোর উদ্দেশে রওনা হবার আগে তাহলে হয়তো তার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দিতে পারি আপনাকে।'

তারমানে, সেলিনা বেঁচে আছে। এখানে, আইস প্যালেসে। রানা চেষ্টা করল চেহারায় যাতে কোন ভাবাবেগ না ফোটে। কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'আপনি বলছিলেন কারা যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

ডেস্কের দিকে ফিরলেন কাউন্ট। 'কোন সন্দেহ নেই কেজিবির ডিপার্টমেন্ট ভি

পারলে এখুনি আপনাকে হাতে পেতে চায়। কিন্তু নির্দিষ্ট একটা ব্যাপারে আমার ইন্টেলিজেন্স অফিসাররাও আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক।'

'রিয়ালি?'

'ইয়েস, রিয়ালি, মি. রানা। আমরা জানি বিসিআই আমাদের এক লোককে আটক করেছে—কর্তব্য পালনে ব্যর্থ একজন সৈনিক।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, চেহারায় কোন ভাব নেই।

'আমার সৈনিকরা অনুগত, তারা জানে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হবে আদর্শকে। সেজন্যেই এ-পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেছি আমরা। কোথাও আমাদের কোন লোক বন্দী হয়নি। এন. এস. এ. এ.-র প্রতিটি সদস্য একটা শপথ নেয়, মর্যাদা হারাবার আগে বরণ করে নেবে মৃত্যুকে। গত বছর অতগুলো অপারেশন চালালাম, কিন্তু কেউ কোথাও ধরা পড়েনি—শুধু একজন...,' বাক্যটা শেষ করলেন না কাউন্ট। 'আপনি কি আমাকে জানাবেন, মি. রানা?'

'আমার তো জানাবার কিছু নেই।'

'আমার ধারণা, আছে। অপারেশনটা ছিল কয়েকজন বাংলাদেশী সিভিল সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে, লণ্ডনেই। ভাল করে চিন্তা করুন, মি. রানা।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। রাহাত খান ওকে ব্রিফ করছিলেন। বললেন, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অফিসেই এন. এস. এ. এ.-র লোকটাকে আটক রাখা হয়েছে। লোকটা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, তবে সফল হয়নি। না, বস্ ওকে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

'আমার অনুমান,' কাউন্টের গলা খাদে নেমে গেল, 'আমার ওই লোকের কাছ থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তা ব্রিফ করার সময় অবশ্যই আপনাকে জানানো হয়েছে, আপনি রাসকিনের সঙ্গে মিলিত হবার আগে। আমার জানা দরকার—জানতেই হবে—বেঈমানটা কতটুকু কি ফাঁস করেছে। আপনি কি বলবেন, মি. রানা?'

গলা শুকিয়ে গেলেও, শব্দ করে হেসে উঠতে পারল রানা। 'সত্যি দুঃখিত, হের রোজেনবার্গ...'

'ফুয়েরার!' গর্জে উঠলেন কাউন্ট। 'আপনিও আর সবার মত আমাকে ফুয়েরার বলে সম্বোধন করবেন।'

'একজন ফিনিশ অফিসারকে, যিনি দেশ ত্যাগ করে নাৎসীদের দলে ভিড়েছিলেন? একজন ফিনিশ-জার্মানকে, যার মতিভ্রম ঘটেছে? সরি, আপনাকে ফুয়েরার বলা সম্ভব নয়।' কথাগুলো শান্তসুরে বলল রানা, তবে ভাষণ শোনার জন্যে তৈরি থাকল।

'আমি ফিনিশও নই, জার্মানও নই। সত্যি কথা বলতে কি, মহান নাৎসী আন্দোলনকে সফল করার মত যোগ্যতা জার্মানদের কখনও ছিল না, হবেও না। আমার আনুগত্য পার্টির প্রতি। ইউরোপের প্রতি। দুনিয়ার প্রতি। আমি উপলব্ধি করতে পারি, ফোর্থ রাইখের শুভ সূচনা হয়েছে, সেজন্যেই অতি নগণ্য তথ্যটাও আমার দরকার, এবং আপনি তা আমাকে জানাবেন।'

'কোন এন. এস. এ. এ. বন্দী সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।'

রানার সামনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটি প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন। তাঁর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। 'যা জানেন সব আপনাকে বলতে হবে। বিসিআই আমাদের সম্পর্কে যা-কিছু জানে।'

'জানিই না, বলব কি,' জবাব দিল রানা। 'তবে ধরুন, জানি, কিন্তু বলব না—সেক্ষেত্রে আপনি আমার কি করতে পারেন? আপনার সঙ্গে রাসকিনের চুক্তি হয়েছে, আমাকে বহাল তবিয়তে মস্কোয় পাঠাতে হবে।'

'মি. রানা, নবিসদের মত কথা বলবেন না, প্লীজ। এখানকার সমস্ত লোকজন আর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেটে পড়তে পারি আমি। কমরেড রাসকিনকে আপনি উচ্চাভিলাষী হিসেবে দেখতে চেষ্টা করুন, অনেক জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার কি ধারণা, তাঁর বসরা জানেন এখানে তিনি কি করছেন? অবশ্যই জানেন না। আপনাকে তাঁদের সামনে একটা চমক হিসেবে হাজির করতে চান তিনি। ডিপার্টমেন্ট ভি জানে, নিখোঁজ অস্ত্র সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে এদিকে এসেছেন কমরেড রাসকিন। কোন খবর না পেলে অন্তত কিছুদিন কেউ তাঁর জন্যে অস্থির হবে না। বুঝতে পারছেন, মি. রানা? আপনি আসলে আমাকে সময় পাইয়ে দিয়েছেন। অস্ত্র চুক্তির সমাপ্তি ঘটানোর একটা সুযোগ এনে দিয়েছেন। এই সুযোগে আমি কেটে পড়তেও পারব। বলতে চাইছি, কমরেড রাসকিনের নাম খরচার খাতায় তোলা যেতে পারে। আপনার নামও।'

পরিস্থিতিটা যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল রানা। কাউন্ট রোজেন-বার্গের নিও-নাৎসী টেরোরিস্ট আর্মি গত বছর ভালই কাজ দেখিয়েছে। ওর বস্ রাহাত খানও মন্তব্য করেছেন যে এন. এস. এ. এ.-কে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তিনি বলেছেন ওদের এক লোককে আটক করা হয়েছে, রাখা হয়েছে রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অফিস বিল্ডিঙে। এর মানে হলো কাউন্ট রোজেনবার্গের ক্ষমতা ও গোপন আস্তানা সম্পর্কে বিসিআই-কে হাই-গ্রেড ইনফর্মেশন যোগান দিয়েছে লোকটা। অর্থাৎ আর কেউ না জানলেও, ভাবল রানা, অন্তত ওর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জানে এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে কাউন্ট রোজেনবার্গের গোপন হেডকোয়ার্টার। ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে সম্ভবত পরবর্তী কমাণ্ড পোস্ট-এর লোকেশন সম্পর্কেও জানা গেছে। 'তাহলে একজন বন্দীর কারণে আমাকে খরচের খাতায় তোলা যেতে পারে,' বলল রানা। 'যাকে আমার লোকেরা আটক রাখতে পারে আবার নাও রাখতে পারে। ব্যাপারটাকে অদ্ভুতই বলতে হবে, যদি আপনার মনে থাকে যে আপনাদের সাবেক ফুয়েরার লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দী করেছিল, খুন করেছিল গ্যাস চেম্বারে ভরে। এখন তাহলে ভারসাম্য রক্ষা করছে একজন মাত্র মানুষ।'

'খোঁচাটা প্রাসঙ্গিক করার আপনার এই চেষ্টার প্রশংসা করি আমি,' জবাব দিলেন কাউন্ট শুকনো সুরে। 'ব্যাপারটা কি আর অত সহজ ছিল। কিন্তু এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার, মি. রানা। আমি চাই সেভাবেই আপনিও এটাকে বিবেচনা করবেন। আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।'

এক সেকেণ্ড থামলেন তিনি, যেন চিন্তা করছেন কিভাবে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবেন। তারপর আবার বললেন, 'শুনুন. আমার পরবর্তী হেডকোয়ার্টারের সঠিক

লোকেশন এখানকার কেউ, এমন কি আমার জেনারেল স্টাফরাও জানে না। জানেন না রাসকিন, যাকে সাফল্যের সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েছি আমি। লীনা বা হ্যানসও—আপনি যাকে ম্যাকফারসন হিসেবে চেনেন—কিছু জানে না।

'তবে, দুঃখজনক হলেও সত্যি, কিছু লোকের মাথায় তথ্যটা আছে। নতুন হেডকোয়ার্টারে অনেক নারী-পুরুষ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তারা জানে। না, শুধু তারাই না। যে ইউনিটটা লণ্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসে অপারেশন চালাবার জন্যে রওনা হয়, এখান থেকে তাদেরকে প্রথমে নতুন কমাণ্ড পোস্টে পাঠানো হয়েছিল ব্রিফ করার জন্যে।

'আমাদের ওই নতুন এবং হাইলি সিক্রেট হেডকোয়ার্টার থেকে কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বেরোয় তারা। তাদের প্রত্যেকেরই খবর আছে, শুধু একজন বাদে। আমার কাছে তথ্য আছে, বিসিআই এজেন্টদের কাছে ধরা পড়ার সময় আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হয় সে। তার ট্রেনিঙে কোন খুঁত ছিল না, তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসারও ফাঁদে পড়তে পারে। আমাকে দুটো তথ্য পেতে হবে, মি. রানা। কি কি বলি। লোকটা বিসিআইকে আমাদের নতুন হেডকোয়ার্টারের লোকেশন জানিয়েছে কিনা, যেখানে শিগ্গিরই সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বসতে চাই আমি। আর, কোথায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে।'

'এন.এস.এ.এ-র কোন বন্দী সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

রানার দিকে নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন কাউন্ট, তারপর বললেন, 'আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন। আমার সন্দেহ আছে, তবে সম্ভব। যদিও আমার মন বলছে, আপনি সবই জানেন। সে কি বলেছে বা কোথায় সে আছে। সমস্ত ব্যাপার না জানিয়ে আপনাকে ফিল্ডে পাঠাবে শুধু একটা বোকা। আপনার বস্ সম্পর্কে কমরেড রাসকিনের মুখে যা শুনেছি, আমি তাঁকে বোকা বলে নিজেকে ছোট করতে রাজি নই।'

'এ-সব কথায় আসলে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না,' বলল রানা। 'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সম্পর্কে আপনার তো ভাল ধারণা থাকার কথা। সবাইকে সব কথা বলা হয় না।'

'যাকে ফিল্ডে পাঠানো হবে তাকেও নয়?'

'অনেক সময় তাকেও নয়।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমার বস্ নন, আপনি একটা বোকা, স্যার।'

ছোট্ট, একবার মাত্র শব্দ করে হেসে উঠলেন কাউন্ট রোজেন বার্গ। 'দেখা যাচ্ছে আপনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'কিন্তু আমার পক্ষে কোন ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। সত্যটা আমাকে জানতেই হবে। এখানে আমরা একজন মানুষকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নির্যাতন করতে পারি। আপনি যদি কিছু না জানেন, বলবেন না। আমি তখন বুঝব, বিপদের ভয় খুব সামান্যই আছে। আর আপনি যদি শুধু জানেন যে লোকটাকে কোথায় রাখা হয়েছে, তথ্যটা লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। যত সুরক্ষিত জায়গাতেই তাকে রাখা হোক, আমার লোকেরা ঠিকই তার নাগাল পাবে।'

'আর আমি যদি মচকাই, মিথ্যে কথা বলি আপনাকে? যদি বলি, হ্যাঁ, আমি জানি আপনার এক লোককে বন্দী করা হয়েছে—যদিও একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে আমি জানি না—এবং সে আমাদেরকে সমস্ত তথ্যই দিয়েছে?'

'তাহলে আপনি আমাদের নতুন কমাণ্ড পোস্টের লোকেশনও জানবেন, মি. রানা। বুঝতেই পারছেন, আপনার জেতার কোন উপায় নেই।'

আপনার কেতাবে নেই, ভাবল রানা।

'আরেকটা কথা,' ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। 'এখানে আমরা ইন্টারোগেশনের পুরানো টেকনিকের ওপর আস্থা রাখি। ব্যথা হয়তো একটু বেশি দেয়, তবে সাফল্যের হার খুবই ভাল। কাজেই, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আপনার সামনে এখন কি অপেক্ষা করছে বুঝে দেখুন। দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ও অসম্মানজনক, আপনার সঙ্গে একমত আমি। আপনাকে এখন যন্ত্রণাময় নরকে নিয়ে যাওয়া হবে—ডাক্তাররা আমাকে বলেছেন, এই পদ্ধতিতে মচকাবে না এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।'

'সেক্ষেত্রে আপনি মচকাবেন না। আমিও নিশ্চিতভাবে জানতে পারব যে আপনি কিছু জানেন না। তবে, নরকযন্ত্রণা ভোগ না করার উপায়ও আছে। লোকটা সম্পর্কে বলুন আমাকে—কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, কতটুকু কি বলেছে সে।'

সেকেণ্ডগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, রানা যেন মাথার ভেতর সেগুলোর শব্দও পাচ্ছে। তারপর আউটার ডোর খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল রানার কাছে ম্যাকফারসন হিসেবে পরিচিত লোকটা, তার পিছু পিছু এল আরও দু'জন লোক, এতক্ষণ অ্যান্টি-রূমে অপেক্ষা করছিল। নাৎসী কায়দায় হাত তুলে স্যালুট করল তারা।

'তুমি জানো, হ্যানস, এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কি তথ্য আদায় করতে চাই আমি,' বললেন কাউন্ট। 'কথা বলাবার সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করো। এখুনি।'

'জো হুকুম, ফুয়েরার।'

লোক দু'জন এগিয়ে এল, আঁকড়ে ধরল রানার দুই বাহু। রানা অনুভব করল, দুই কব্জি এক করে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হলো। কামরা থেকে বেরিয়ে অ্যান্টি-রূমে চলে এল ওরা। চট মোড়া দেয়ালে চাপ দিল ম্যাকফারসন। ক্লিক করে শব্দ হলো, দেয়ালের একটা অংশ পিছিয়ে গেল।

ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ম্যাকফারসন, তাকে অনুসরণ করল একজন অফিসার, লোকটা রানার জ্যাকেট মুঠোর ভেতর ধরে আছে। অপর লোকটা ধরেছে রানার হ্যাণ্ডকাফ পরানো কব্জি। একজন পিছনে, অপরজন সামনে। কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারল রানা। খানিক পরই প্যাসেজটা অসম্ভব সরু হয়ে গেছে, কোনরকমে একজন মানুষ যেতে পারবে।

আরও কিছু দূর যাবার পর পরিষ্কার হয়ে গেল, নিচের দিকে নামছে ওরা। তারপর ওরা ফাঁকা সিঁড়ির কাছে পৌঁছুল। সিঁড়িটা পাথরের তৈরি, খানিক পর পর দেয়ালে ম্লান নীল আলো জ্বলছে। ধাতব চোখের ভেতর গলানো একটা রশি দেখা গেল, সিঁড়িটার গাইড রেইল হিসেবে কাজ করছে।

ওদের এগোবার গতি খুব ধীর, সিঁড়িটাও অনেক লম্বা, যেন গভীর পাতালে নেমে গেছে। গভীরতা আন্দাজ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। ধাপগুলো আরও যেন

খাড়া হচ্ছে। এক পর্যায়ে ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম দেখা গেল, অপরপ্রান্তে খোলা একটা চেম্বার। এখানে দাঁড়িয়ে বয়লার আর তার সঙ্গী দু'জন গ্রেটকোট ও দস্তানা পরল। এ-সব রানাকে দেখতে দেয়া হলো না। ওর গায়ে আউটডোর উইন্টার গিয়ার থাকলেও পাতালের তীব্র ঠাণ্ডা সবকিছু ভেদ করে কামড় বসাতে শুরু করেছে।

ধাপগুলো ক্রমশ পিচ্ছিল হয়ে উঠছে, দেয়ালের গায়ে জমাট বরফের স্পর্শ পেল রানা। অবশেষে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা গুহায় পৌঁছুল ওরা। গুহাটা চৌকো আকৃতির, দেয়াল চৌকো পাথরের তৈরি, নিচে বরফের মেঝে।

গুহার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ভারি কাঠের ক্রসবীম রয়েছে, চলে গেছে ঠিক মাঝখান দিয়ে। বীমের সঙ্গে আটকানো একটা ব্লক ও ট্যাকল মেকানিজম, সঙ্গে ঝুলছে নিরেট ও লম্বা ধাতব চেইন, শেষ প্রান্তটা দেখে মনে হলো একটা নোঙরের হুকে ঢুকেছে।

ইউনিফর্ম পরা অফিসারদের একজন তার পিস্তলটা বের করল, সরে এসে রানার কাছাকাছি দাঁড়াল। অপর লোকটা বড় আকৃতির একটা মেটাল বক্স খুলল, গায়ে বরফ জমে আছে। ভেতর থেকে বেরুল মোটরচালিত চেইন স।

চারজন লোকের নিঃশ্বাস বদ্ধ বাতাসে মেঘ সৃষ্টি করল। চেইন স মোটর সচল হতেই গ্যাসোলিনের গন্ধ পেল রানা।

'জিনিসটাকে আমরা খুব যত্নে রাখি,' বলল বয়লার। এখনও সে তার আমেরিকান বাচনভঙ্গি ত্যাগ করেনি। 'ঠিক আছে।' পিস্তলধারী লোকটার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কুত্তাটাকে ন্যাংটো করো।'

কাপড়চোপড় খুলে নেয়া হচ্ছে, রানা দেখতে পেল সেলের মেঝেতে দাঁত বসাচ্ছে চেইন স, চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বরফের ছোট ছোট টুকরো। কাপড় পরা অবস্থায় শীত ছিল অবশ করে দেয়ার মত। এখন, এক এক করে সব যখন খুলে নেয়া হচ্ছে, মনে হলো অদৃশ্য সুঁই দিয়ে কে যেন সারা শরীর অবিরাম খোঁচাচ্ছে।

অপর লোকটার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল বয়লার। 'ও কি করছে বলো তো, রানা?'

চেইন স-র সাহায্যে মেঝে খুঁড়ছে লোকটা, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রানা। তবে কথা না বলে চুপ করে থাকল।

'তোমার জন্যে সুন্দর একটা বাথটাব তৈরি করছে ও, বন্ধু।' হেসে উঠল বয়লার। 'বাংকারগুলোর মেইন লাইনের অনেক নিচে রয়েছি আমরা। গরমের দিনে পানি বেশ ওপর পর্যন্ত ওঠে। ছোট ন্যাচারাল লেক। ওই লেকের নিচে তোমাকে বেড়াতে পাঠানো হবে, রানা।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র বরফ ভেদ করে গেল চেইন স, দেখা গেল বরফের মেঝে এখানে অন্তত আধ মিটার পুরু। এরপর অপারেটর একটা বৃত্ত তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বৃত্তের মাঝখানটা ব্লক আর ট্যাকল থেকে ঝুলন্ত চেইনের সরাসরি নিচে।

পাঁচ

তারা ওর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিল। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে রানা, বাধা দেয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সবশেষে পোশাকের ওপরের অংশ খুলে নেয়া হলো, যদিও বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করল না ও। নড়ারই শক্তি নেই ওর, এমনকি ঠকঠক করে কাঁপতেও দিচ্ছে না অসম্ভব ঠাণ্ডা।

নগ্ন শরীরের সামনে টেনে আনা হলো ওর দুই হাত, আবার হ্যাণ্ডকাফ পরানো হলো কব্জিতে। ধাতব স্পর্শ চামড়ায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করল রানা। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করো···ঠাণ্ডার কথা ভুলে যাও···চোখ বন্ধ করো···গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটা বিন্দু দেখো, বিন্দুটাকে ফুলে উঠতে দাও।

চেইনের শব্দ হলো। অনুভব করল না বলে বলা উচিত শুনতে পেল, ওর হ্যাণ্ডকাফ পরানো কব্জিতে আটকানো হলো হুকটা। তারপর অল্প কিছু সময় একটা ঘোরের মধ্যে কাটল, ব্লক আর ট্যাকল ওরা যখন তুলছে। ওর পা দুটো মেঝে ছাড়ল, চেইন আরও ওপরে উঠছে, শরীরটা দোল খাচ্ছে ও ঘুরছে। মাথার ওপর সিধে হয়ে আছে হাত দুটো, মনে হলো জয়েন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর আবার যেন অসাড় হয়ে গেল সমগ্র অস্তিত্ব। বাহু, কাঁধ আর কব্জির ওপর ভার থাকলেও কিছু আসে যায় না, ফ্রিজিং টেম্পারেচার প্রায় অ্যানেসথেটিকের ভূমিকা পালন করছে।

অসুবিধে সৃষ্টি করল শরীরের ঘোরা আর দোলা। এমনিতে প্লেন নিয়ে কসরৎ দেখানোর সময় বা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস টেস্টের সময় রানা সাধারণত দিগভ্রান্তির শিকার হয় না বা অন্য কোন রকম অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। কিন্তু এখন ওর মনে হলো পেটের ভেতর যা কিছু আছে সব ওপর দিকে উঠে আসতে চাইছে। দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে ওর শরীর, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘুরছে—একবার ডান থেকে বাম দিকে, তারপর আবার বাম থেকে ডান দিকে।

চোখ খুলতে গেলেই অসহ্য ব্যথা পাচ্ছে রানা। চোখের পাতায় পাতলা বরফ জমতে শুরু করেছে। অথচ চোখ খোলা জরুরী, কারণ তাকানো যায় এমন একটা স্থির কিছু পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। ওর সামনে বরফ ঢাকা দেয়ালগুলো ঘুরছে, মাথার ওপর থেকে আলো উজ্জ্বল রঙ ছড়াচ্ছে চারদিকে—হলুদ, লাল আর নীল। হাত দুটো ওপর দিকে লম্বা হয়ে থাকায় মাথা উঁচু করে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল, ওর শরীরের সমস্ত ভার এখন শুধু হাত দুটোই বহন করছে।

মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়ল। নিচে চওড়া ও কালো একটা চোখ। অলসভঙ্গিতে ঘুরছে সেটা, কুঁচকে ছোট হচ্ছে, কটাক্ষ হানছে। খানিক পরে প্রায় অসাড় মস্তিষ্কে ধরা পড়ল, চোখটা নড়ছে না। চেইনের শেষ মাথায় ও নিজে ঘুরছে বলে দৃষ্টিভ্রমের শিকার। সুঁইগুলো আগের মতই অবিরাম হামলা করছে শরীরে।

একই সময়ে সর্বাঙ্গে হামলা চলছে, তারপর বাছাই করা জায়গায়—খুলিতে, সরে গেল একটা উরুতে, কিংবা একযোগে বিঁধছে তলপেটের নিচে স্পর্শকাতর অংশে।

মনোযোগ দাও, বারবার নিজেকে তাগাদা দিচ্ছে রানা। কোথায় কি রয়েছে একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠাণ্ডা একটা নিরেট দেয়াল, ওর মাথাকে কাজ করতে দিচ্ছে না। আরও গভীর করো মনোযোগ।

এক সময় নিচের চোখটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রানা, দোল খাওয়া আর ঘোরা বন্ধ হবার পর। চোখটা হলো বরফে কাটা একটা বৃত্ত। ওটার রঙ কালো, কারণ নিচে রয়েছে পানি।

ধীরে ধীরে চেইনটা নামাচ্ছে ওরা, ওর পা দুটো যাতে সরাসরি পানির ওপর থাকে।

এরপর একটা গলা শোনা গেল। ম্যাকফারসন—বয়লার। 'রানা, বন্ধু, স্বীকার করছি এরপর যা করা হবে তাকে নোংরামি বলা যায়। যা বলার এখুনি তোমার বলা উচিত, আমরা শুরু করার আগে। আমরা কি চাই তুমি জানো তো? শুধু হ্যাঁ বা না বললেই হবে।'

কি যেন চায় ওরা? এ-সব কেন ঘটছে? রানার মনে হলো, ওর ব্রেনটাও বোধহয় ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। কী! 'না,' নিজের কর্কশ গলা শুনতে পেল।

'তোমার লোকরা আমাদের এক লোককে আটকে রেখেছে। দুটো প্রশ্ন। লণ্ডনে কোথায় তাকে রাখা হয়েছে? ইন্টারোগেশনের সময় কি বলেছে সে?'

একটা লোক? লণ্ডনে আটকে রাখা হয়েছে? কে? কবে? কি বলা হয়েছে ওকে? কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রানার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। এন. এস. এ. এ.-র একজন সৈনিক, গোপনে আটকে রাখা হয়েছে রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অফিস বিল্ডিঙে। ইন্টারোগেশনের সময় কি বলেছে লোকটা? ওর কোন ধারণা নেই, তবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি ওর। হ্যাঁ, লোকটা অনেক কথাই বলবে। এ-সব ওদের জানিয়ো না।

রানা বলল, 'কোন বন্দী সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। কে কাকে ইন্টারোগেট করেছে, আমি জানি না।' ওর গলার আওয়াজ চেনা যাচ্ছে না, গুহার দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

অপর গলাটা ভেসে এল ওর কাছে। প্রতিটি শব্দ চেনার জন্যে, অর্থ বোঝার জন্যে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো ওকে। 'ঠিক আছে, রানা, তাহলে নিজের দোষে ভোগো। এক মিনিট পর আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে।'

ওপর থেকে ঠনঠনে একটা শব্দ ভেসে এল। চেইন নামছে। কালো চোখটার দিকে নামছে ওর শরীর। কোন কারণ ছাড়াই রানার মনে হলো ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও। অদ্ভুত! কি কারণে নাকে গন্ধ পাবে না? অন্য কিছুতে মনোযোগ দাও। মনটাকে নতুন এক পথে সরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করল। বাংলাদেশের গ্রাম। পাতা ভরা গাছ। চোখের সামনে ভেসে রয়েছে একটা মৌমাছি। ঘ্রাণশক্তি ফিরে এল, খড় আর ঘাসের গন্ধ পাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে সেচ আর কৃষি যন্ত্রের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। একটা কথাও বোলো না। জানার মধ্যে শুধু একটা কথাই জানো তুমি—খড় আর ঘাস। বোলো না।

কালো চোখের মাঝখানে নেমে এল রানা। ওর মাথায় অস্পষ্টভাবে খেলে গেল, পানির ওপর আবার নতুন করে বরফের পাতলা স্তর জমেছে। তারপর ঢিল খাওয়া চেইন ফাঁকটার ভেতর নামিয়ে দিল ওকে। নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠেছে, তা না হলে মুখের ভেতর পানি আসবে কিভাবে! রোদ। বটগাছ। নৌকার গলুইয়ে বসে মাঝি দাঁড় বাইছে।

চেইনের ভারে হাত দুটো নিচের দিকে নামছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। অনুভূতিটা ঠাণ্ডার নয়, প্রকট একটা পরিবর্তনের। পানিতে পড়ার প্রথম ধাক্কার পর মনে হলো ওর সারা শরীর প্রচণ্ড ব্যথা গ্রাস করে ফেলেছে।

এখনও বেঁচে আছে, তবে সেটা বুঝতে পারছে শুধু ব্যথার জন্যে। মাথা আর বুকের ভেতর কি যেন লাফাচ্ছে ঘন ঘন।

বরফের নিচে কতক্ষণ ওকে রাখা হয়েছে বলার কোন উপায় নেই। বাতাসের জন্যে খাবি খাচ্ছে রানা, খিচুনি উঠে যাওয়ায় বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর।

যখন চোখ মেলল, নিচের ফাঁকটার ওপর আবার নিজেকে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। আসল শীত ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার। আগুপিছু দোল খাচ্ছে শরীর, থরথর করে কাঁপছে, সুঁইগুলো হয়ে উঠেছে পেরেক, কোন বিরতি ছাড়াই ক্ষতবিক্ষত করছে ওকে।

না। ঠাণ্ডা ব্যথার কথা ভুলে থাকতে চাইল ওর ব্রেন। না, এ-সব কিছু ঘটছে না। ঘাস, কাঁচা মরিচের গন্ধ, নৌকার শব্দ, বট গাছের পাতায় বাতাস।

'তোমার খবর কি, রানা? ব্যাপারটা সামান্য একটা টেস্ট ছিল। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই চলছে, কিন্তু মনে হলো কণ্ঠনালী ঠিকমত কাজ করছে না। কয়েক বার চেষ্টা করার পর সফল হলো রানা, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

'সহ্যসীমা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, তারচেয়ে অনেক কম ডোজ দেয়া হয়েছে তোমাকে। পরের বার পুরো ডোজ দেয়া হবে। ইংল্যাণ্ডে কোথায় আমাদের লোককে আটক রাখা হয়েছে?'

গলা শুনে রানার মনে হলো ওটা ওর আওয়াজ নয়, 'কোন লোককে আটক রাখা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।'

'তোমার লোকদের কি বলেছে সে? কতটুকু বলেছে?'

'জানি না, আমার কোন ধারণা নেই।'

'তাহলে আবার ভোগো।' আবার চেইনের রোমহর্ষক আওয়াজ শোনা গেল।

এবার ওকে পানির নিচে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হলো, কিংবা বলা যায় আগের চেয়ে এবার বেশিক্ষণ জ্ঞান ছিল ওর। বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে এল, লাল কুয়াশার ভেতর সাদা আলো মিশে গিয়ে যেন ওর শরীরের প্রতিটি পেশী আর শিরায় বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তারপর অন্ধকার ও স্বস্তি, পরমুহূর্তে শূন্যে ঝুলন্ত নগ্ন শরীর ব্যথায় বিস্ফোরিত হতে শুরু করল।

এবার সুঁই বা পেরেক নয়, ঠাণ্ডাকে মনে হলো জ্যান্ত প্রাণী, অসাড় মাংস কুরে কুরে খাচ্ছে। হুক আর হ্যাণ্ডকাফের সঙ্গে ঝুলন্ত শরীরটা মোচড় খাচ্ছে ঘন ঘন।

'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির একজন লোককে লণ্ডনে আটকে রাখা

হয়েছে। কোথায় সে?'

ঘাস, নৌকো···কোথায় ঘাস আর নৌকো! শুধু তো ধারাল দাঁত, কুরে কুরে মাংস খাচ্ছে···।

এন.এস.এ. এ-র লোকটা রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অফিস বিল্ডিঙে আছে। ওদেরকে কথাটা বললে কি ক্ষতি আছে? ঘাস, নৌকো, খড়, কাঁচা মরিচ। পেয়ারা গাছের সবুজ পাতা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, রানা? শান্তি পেতে চাইলে বলে ফেলো হে।'

'কি বলব? জানলে তো!' এবারের কথাগুলো সরাসরি মাথা থেকে বেরিয়ে এল। 'তোমরা শুধু শুধু···।' বাধা পেল চেইনে ঢিল পড়ায়, আবার পানিতে নামানো হলো ওকে।

মোচড় খেতে শুরু করল রানা, ভেবে দেখছে না হুক বা হ্যাণ্ডকাফ থেকে মুক্তি পেলেই বা কি লাভ। এটা নির্ভেজাল রিফ্লেক্স, প্রাণের প্রতি মায়া থাকায় নিজে থেকেই সংগ্রাম করছে শরীর, এমন একটা বৈরী পরিস্থিতির শিকার, যে বেশিক্ষণ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। রানা সচেতন, ওর পেশী ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না, স্বাভাবিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ব্রেন। অসহনীয় ব্যথা। তারপর অন্ধকার।

এখনও বেঁচে আছে, আবার দোল খাচ্ছে শরীরটা। জীবন অর্থাৎ পরিচিত জগৎ আর মৃত্যু অর্থাৎ অপরিচিত জগতের মাঝখানে কতক্ষণ ঝুলে ছিল, বলতে পারবে না রানা। সাদা ব্যথাটা জড়ো হয়েছে মাথার ভেতর, খুলির ভেতর বিরতিহীন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে।

কে যেন চিৎকার করছে, যেন বহু দূর থেকে ওর কাছে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে একটা কণ্ঠস্বর। 'বন্দী লোকটা, রানা। কোথায় তাকে রেখেছ তোমরা? বোকামি কোরো না, আমরা জানি ইংল্যাণ্ডেই কোথাও আছে সে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়ে, বেআইনিভাবে আটকে রেখেছ তোমরা। তুমি শুধু জায়গার নামটা বলো, রানা। কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?'

আমাদের লণ্ডন শাখার অফিসে। বিল্ডিঙটা থেকে রিজেন্ট পার্ক দেখা যায়। গোটা বিল্ডিঙটাই আমরা ভাড়া করেছি। সামনে দাঁড়ালে অনেকগুলো সাইনবোর্ড চোখে পড়বে। তার মধ্যে একটা, ইস্ট-ওয়েস্ট ট্রেড সেন্টার। তারপর রানা ভাবল, এ-সব কি আমি শুধু স্মরণ করছি, নাকি ইতিমধ্যে বলে ফেলেছি? না, বলিনি। বলব না। যদিও কথাগুলো ঠোঁটের কাছে এসে জমা হয়েছে, যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে। মুখ খুলল ও, 'কোন বন্দীর কথা আমি জানি না। আমার জানা নেই···'

ওর চারদিকে বরফ, ওকে খোঁচা মারছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা···নাকি গরম···তরল আগুনের মত, তারপর আবার ঝুলন্ত অবস্থা, আবার সেই সুতীক্ষ্ণ ব্যথা। পানি থেকে তোলা হয়েছে ওকে। দোল খাচ্ছে শরীর, ঝর ঝর করে পানি ঝরছে গা থেকে, হাঁপাচ্ছে ও, সমগ্র অস্তিত্ব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার, ঝুলন্ত অবস্থায় এই প্রথম, জ্ঞান হারাল রানা।

চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সূর্যটা। এত গরম যে কপালের ঘাম ঝরে পড়ছে চোখে। চোখ খুলতে পারছে না. মনে হলো প্রচুর মদ খেয়েছে সে।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তা না হলে এভাবে হাসছে কেন? চেনাই তো যাচ্ছে, গলার আওয়াজটা ওরই। কই, মনে তো পড়ে না মদ খেয়ে আগে কখনও মাতাল হয়েছে। তাহলে আজ কি ঘটল, কখন ঘটল যে এত মদ খেতে হলো ওকে? ঠিক আছে, মাতাল হওয়াও মন্দ নয়। মাথার ভেতরটা অন্তত হালকা লাগছে। কিন্তু অন্ধকার কেন? চারদিকে এরকম অন্ধকার হয়ে আসছে কেন?

'রানা···রানা···,' পরিচিত কণ্ঠস্বর। দূরে, অনেক দূরে—অন্য কোন গ্রহ থেকে ভেসে আসছে। একটা নারীকণ্ঠ। তারপর চিনতে পারল।

গরম। শুয়ে আছে ও। আরামদায়ক একটা গরম ভাপ অনুভব করছে। কোথায় শুয়ে আছে? কোন বিছানায়?

নড়ার চেষ্টা করল রানা। পরিচিত কণ্ঠস্বর থেকে আবার ওর নাম উচ্চারিত হলো। হ্যাঁ, ওর শরীরটা চাদরে মোড়া, শুয়ে আছে একটা বিছানায়, কামরাটা গরম।

'রানা···'

সাবধানে চোখ মেলল রানা। চোখের পাতায় আঠা-আঠা একটা ভাব। তারপর নড়ল ও, ধীরে ধীরে, কারণ নড়লেই ব্যথা লাগছে শরীরে। অবশেষে গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল। চোখে দৃষ্টি ফুটতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল।

'ওহ্, রানা, তুমি ভাল আছ! ওরা তোমাকে অক্সিজেন দিয়েছে।' ব্যাকুল নারীকণ্ঠ, এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে ফেলতে চাইছে। 'বেল বাজিয়েছি আমি। ওরা বলেছে, তোমার জ্ঞান ফিরলেই তাড়াতাড়ি কাউকে ডাকতে হবে।' কামরাটা যে-কোন হসপিটাল কেবিনের মত দেখতে, তবে জানালা নেই। অপর বিছানায় শুয়ে রয়েছে সেলিনা জামায়েল, তার প্লাস্টারে মোড়া পা আটকে রাখা হয়েছে বিছানা থেকে খানিকটা ওপরে। মুখ তার তাজা ফুল, হাসছে।

দুঃস্বপ্নটা ফিরে এল, ওর ওপর দিয়ে কি ধকল গেছে মনে পড়ে গেল রানার। চোখ বন্ধ করল ও, দেখতে পেল শুধু কালো আর ঠাণ্ডা গোল বৃত্তটা। কব্জি দুটো নাড়ল, ব্যথা করে উঠল ইস্পাতের হ্যাণ্ডকাফ যেখানে মাংস কামড়ে ছিল।

'সেলিনা,' শুধু নামটা উচ্চারণ করতে পারল রানা, কারণ অকস্মাৎ অন্যান্য দানবরা ভিড় করল মাথার ভেতর। ও কি সব কথা বলে ফেলেছে? কি বলেছে ওদেরকে সে? প্রশ্নগুলো মনে আছে ওর, কিন্তু উত্তরগুলো মনে নেই।

'এটুকু খেয়ে নিন, মি. রানা।'

তাকাল রানা। মেয়েটাকে আগে কখনও দেখেনি। নার্সের ড্রেস পরে আছে। ওর ঠোঁটের কাছে ধরে রেখেছে ধূমায়িত একটা কাপ। 'প্লীজ, মি. রানা। এটা খেলে আপনার ভাল লাগবে। বীফ টি., মি. রানা। গরম, তবে এখন আপনার গরমই খাওয়া দরকার। চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন ব্যাপারেই কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।'

বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে রানা, বাধা দেয়ার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই নেই। বীফ টিতে চুমুক দিল ও। আবার ফিরে এল প্রশ্নটা, সে কি কথা বলেছে? মনে পড়ছে না।

উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা, চিরসাথী, ফিরে আসছে আবার। সেলিনার দিকে তাকাল রানা। ওরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, চোখে কোমল আদর, সেই ভোরে হোটেল কামরায় যেমনটি দেখেছিল। সেলিনার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, কোন শব্দ হলো না, তবে কি বলতে চাইছে পরিষ্কার ধরতে পারল ও, 'রানা, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

হাসল রানা, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। কাপটা আবার সামান্য কাত করল নার্স, মুখের ভেতর গরম বীফ টি পেয়ে ঢোক গিলল ও।

বেঁচে আছে। ওর পাশে সেলিনা রয়েছে। বেঁচে যখন আছে, ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার একটা সুযোগও তাহলে আসতে পারে। আশা ছেড়ো না, রানা। নিজেকে সাহস যোগাতে চাইছে ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগের শক্তি ফিরে পেতে হবে ওকে।

ছয়

বীফ টি খাওয়ানোর পর রানাকে একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। ফ্রস্ট বাইটের কথা বলল নার্স, তারপর আশ্বাস দিল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

সেলিনার দিকে ফিরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু নিজের অজান্তেই হঠাৎ তলিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে। পরে রানা বলতে পারবে না দৃশ্যটা স্বপ্নের কোন অংশ ছিল কিনা, তবে দৃশ্যটা মনে করতে পারবে—ওর বিছানার কিনারায়, পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ। দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক হাসছেন, অশুভ আর বৈরী বলে মনে হলো। রানাকে তিনি বললেন, 'এই যে, মি. রানা। বলিনি, আমাদের যা জানা দরকার সব আপনার ভেতর থেকে বের করা হবে? ড্রাগ আর কেমিকেলের চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কাজের। আশা করি আপনার সেক্স লাইফ আমরা নষ্ট করিনি। এর আগে এই পদ্ধতির শিকার হয়েছিল দু'জন, তাদের মধ্যে একজনের সেক্স লাইফ বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে আপনার সহ্য ক্ষমতা অসাধারণ, শরীরটাও আল্লায় দিলে তুলনাহীন, আপনার সেক্স লাইফ অটুট থাকবে বলেই ধারণা করি। সে যাই হোক, তথ্যগুলো দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। সত্যি দারুণ উপকার করেছেন।'

ঘুম ভাঙার পর মোটামুটি নিশ্চিতভাবে ধরে নিল রানা, ওটা স্বপ্ন ছিল না, বাস্তবেই ঘটেছে। কারণ কাউন্টের ছবিটা এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে, দাঁড়িয়ে আছেন ওর পায়ের কাছে। তবে স্বপ্নও দেখেছে ও। সে-সব স্বপ্নে কাউন্টকেই দেখেছে সে। নাৎসী পোশাক পরে কমাণ্ডোদের নির্দেশ দিচ্ছেন, স্যালুট গ্রহণ করছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিছিলে, ভাষণ দিচ্ছেন সমাবেশে।

নির্যাতনের কথা মনে পড়তে কেঁপে উঠল শরীরটা। তবে এখন সুস্থই লাগছে, সামান্য একটু আচ্ছন্ন বোধ করছে শুধু। একটা কিছু করার জন্যে অস্থির বোধ

করছে ও। যদিও কি করতে পারে, কি করার আছে, বুঝতে পারছে না। রাগ হলো নিজের ওপর, মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না কেন! আরে গাধা, তোকে তো কাউন্টের এই আস্তানা থেকে যেভাবেই হোক বেরুতে হবে! তা না হলে ওরা তোকে মস্কোয় নিয়ে তুলবে, কাকপক্ষীরও অগোচরে।

'তুমি জেগে আছ, রানা?'

ঘুম ভাঙলেও কামরার ভেতর সেলিনার উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েছিল রানা। ঘাড় ফেরাল ও, হাসল। 'দেখা যাচ্ছে বরফ প্রাসাদে স্যানাটোরিয়ামও আছে। কে জানে এরপর আরও কি দেখব।'

হেসে উঠল সেলিনা, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে দেখাল দুই প্রস্থ প্লাস্টার, পুলির সাহায্যে উঁচু করা হয়েছে, অর্থাৎ ওর দুই পা। 'যদিও আমাদের কিছু করার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ওদের করুণার ওপর বেঁচে আছি। আমার বিপথগামী জনক খানিক আগে একবার ঘুরে গেছেন।'

ব্যাপারটা তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল। কাউন্ট তাহলে রানার স্বপ্নে ভাষণ দেননি। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল ও। বরফ পানিতে বারবার ডোবানোর সময় ওর হুঁশ-জ্ঞান ছিল না, কতটুকু কি বলেছে মনে করতে পারছে না। দ্রুত চিন্তা শুরু হলো মাথার ভেতর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এন. এস. এ. এ.-র একটা টীম রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার অফিস বিল্ডিঙে কি ঢুকতে পারবে? না, বিল্ডিংটা লোকবল, অস্ত্রশক্তি ও ইলেকট্রনিক্স-এর সাহায্যে সুরক্ষিত। ওখানে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক লাইসেন্স করা অস্ত্র নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ পাহারা দিচ্ছে, অর্থাৎ কোন রকম হামলা হলে তা ঠেকানো সম্ভব, পরে গোলাগুলির ব্যাপারে ব্রিটিশ পুলিসকে ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব। আর যদি নিও-নাৎসীদের একটা ডেথ স্কোয়াড ভেতরে ঢোকেও, বিল্ডিংটার বেসমেন্টে, যেখানে তাদের লোককে আটকে রাখা হয়েছে, সেখানে পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয় না। বিল্ডিঙের নকশায় ওটার কোন অস্তিত্ব নেই। ও শুনেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিল্ডিং থেকে বেসমেন্টটাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা সম্ভব, ফলে হাজার খোঁজাখুঁজি করলেও ওটার হদিশ বের করা সম্ভব নয়।

তারপর রানার মনে হলো, নিজেকে বোকার মত সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে ও। লোকটা ওই বিল্ডিঙের কোথাও আছে জানতে পারলে এন. এস. এ. এ. যেভাবেই হোক ভেতরে ঢুকবে, এবং তাদের লোককেও খুঁজে বের করে আনবে। তাদের খুঁজতেও হবে না, রানা এজেন্সির অপারেটররাই বেসমেন্ট দেখিয়ে দেবে, হামলার পর যারা বেঁচে থাকবে। বাধ্য হবে ওরা, কারণ হামলা সফল হলে প্রথমেই কয়েকজনকে জিম্মি করবে তারা, ধরে নেয়া যায় জিম্মিদের মধ্যে ওর বস্ রাহাত খানও থাকবেন।

সত্যি যদি তথ্যটা দিয়ে ফেলে থাকে ও, ইতিমধ্যে নিও-নাৎসীদের একটা টীমকে ব্রিফ করা হয়ে গেছে। রানা ভাবল, এখন এমন কি রাহাত খানকে সাবধান করারও সময় নেই।

'তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তোমার ওপর খুব অত্যাচার করেছে ওরা, তাই না?'

'পাতালে সাঁতার কাটতে নিয়ে গিয়েছিল, ডার্লিং। তেমন ভয়ংকর কিছু না।

তোমার খবর বলো। অ্যাক্সিডেন্টটা আমি দেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম আসল পুলিস আর অ্যাম্বুলেন্সই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমরা ভুল করেছিলাম।'

'শেষ ঢাল বেয়ে নেমে আসছিলাম আমি, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভেবে মনটা আনন্দে নাচছিল। তার পরই বুম। জ্ঞান ফেরার পর পা দুটোয় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম, দেখলাম পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার বাবা। সঙ্গে সেই মেয়েলোকটাও ছিল। তবে এখানে সে আছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, কিভাবে যেন তাড়াহুড়ো করে একটা হাসপাতাল মত বানিয়ে ফেলল ওরা। পা দুটো তো ভেঙেছেই, পাঁজরের দুটো হাড়ও ভেঙেছে। পা দুটো প্লাস্টার করল, ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ঘুম ভাঙল এখানে। কাউন্ট এটাকে তার কমাণ্ড পোস্ট বলছে, কিন্তু আমার কোন ধারণা নেই ঠিক কোথায় রয়েছি আমরা। নার্সগুলো এমনিতে ভাল মানুষই মনে হয়, কিন্তু আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি।'

'আমার হিসেবে যদি ভুল না হয়…,' পাশ ফিরল রানা, সেলিনাকে যাতে ভাল করে দেখতে পায়। মেয়েটার চোখের চারপাশে কালি জমেছে। বোঝাই যায়, পা দুটোকে সারাক্ষণ উঁচু করে রাখতে হওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে সে। '…আমার যদি ভুল না হয়, বিরাট একটা বাংকারে রয়েছি আমরা, ফিনিশ সীমান্ত থেকে দশ কি বারো কিলোমিটার পুবে। রাশিয়ার ভেতর।'

'রাশিয়ার ভেতর?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সেলিনা, চোখ দুটোও বিস্ফারিত।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার প্রিয় জনক দারুণ একটা চালাকি করেছেন।' চেহারাটা গম্ভীর করে তুলল রানা, শত্রুর প্রশংসা করার সময় যেমনটি মানানসই। 'উনি যে অসম্ভব চতুর, সে তো তুমি জানোই। ক্লুর সন্ধানে কোথাও সার্চ করতে বাকি রাখিনি আমরা, কিন্তু উনি অপারেশন চালাচ্ছেন এমন একটা জায়গা থেকে যে জায়গার কথা কারও মাথায় আসবে না—রাশিয়া।'

শান্ত সুরে হেসে উঠল সেলিনা, আওয়াজটায় সামান্য তেতো ভাবও আছে। 'চালাক তো বটেই। একটা ফ্যাসিস্ট গ্রুপের হেডকোয়ার্টার রাশিয়ান এলাকায়, কে ভাবতে পারে!'

'হ্যাঁ, কারও মাথায় আসবে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পা দুটোর অবস্থা কতটুকু খারাপ?'

একটা হাত তুলে নাড়ল সেলিনা, অসহায় ভঙ্গিতে। 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

'ওরা তোমার জন্যে কোন থেরাপির ব্যবস্থা করেনি এখনও? হাঁটার অভ্যাস করায়নি, ক্রাচ দেয়নি…?'

'তুমি ঠাট্টা করছ। খুব যে একটা ব্যথা পাচ্ছি তা নয়। তবে সাংঘাতিক অস্বস্তিকর। কেন?'

'এখান থেকে বেরুবার কোন না কোন উপায় অবশ্যই আছে,' বলল রানা। 'যাবার সময় একা বা তোমাকে ফেলে যাচ্ছি না।' থামল ও, যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। 'বিশেষ করে তোমাকে যখন আবার ফিরে পেয়েছি।'

আবার যখন তাকাল রানা, সেলিনার চোখ দুটো ভেজা ভেজা মনে হলো। 'রানা, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু বেরুবার পথ যদি পাও, নিজের চেষ্টায় একা যেতে হবে তোমাকে।'

রানার কপালে চিন্তার রেখা। বেরুবার উপায় যদি পাওয়া যায়, সময় মত বেরুতে পারবে কি? কোথাও থেকে সাহায্য আনতে পারবে? উত্তরগুলো বেরুল সেলিনাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলার সময়, 'সময় আমাদের অনুকূলে নয়, সেলিনা। বিশেষ করে ওদেরকে আমি যদি বলে ফেলে থাকি...'

'কি, রানা?'

'বরফ পানিতে চোবানো হয়েছে আমাকে, গায়ে কোন কাপড় ছিল না। দু'বার জ্ঞান হারাই। দুটো প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল ওরা।' তারপর রানা বলল, মাত্র একটা প্রশ্নের উত্তর ওর জানা আছে, তবে অপর প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করতে পারে।

'কি ধরনের প্রশ্ন, রানা?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। আত্মহত্যা করার আগে এন. এস. এ. এ.-র এক লোককে রানা এজেন্সির অপারেটররা লণ্ডনে ধরে ফেলে। 'তোমার বাবার নতুন একটা কমাণ্ড পোস্ট তৈরি হয়েছে। তোমার ম্যানিয়াক বাবা সেই নতুন কমাণ্ড পোস্টে একটা গ্রুপকে পাঠায় ব্রিফ করার জন্যে। গ্রুপের মধ্যে আমাদের হাতে ওই বন্দী লোকটাও ছিল। যেখানে তাকে ব্রিফ করা হয়েছে সেটা যে নতুন কমাণ্ড পোস্ট, এ তথ্য হয়তো সে জানেও না। তবে আমাদের ইন্টারোগেটররা, তোমাদের মোসাড ইন্টারোগেটরদের মতই, বোকা নয়। সঠিকভাবে জেরা করলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।'

'তারমানে তোমার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে নতুন জায়গাটা—দ্বিতীয় কমাণ্ড পোস্ট—কোথায়?'

'একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। তবে কাউন্টের ইন্টারোগেটরদের আমি যদি বলে থাকি যে লোকটা আমাদের কাছে আছে, তাকে জেরা করা হয়েছে, তাহলে বাকিটুকু তারা আন্দাজ করে নিতে পারবে। আমার ধারণা, সবাইকে নিয়ে এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি কেটে পড়বেন কাউন্ট।'

'তুমি বলছিলে ওরা তোমাকে দুটো প্রশ্ন করে।'

'হ্যাঁ, জানতে চাইছিল কোথায় রাখা হয়েছে লোকটাকে। ওটা অবশ্য কোন সমস্যা না। ওদের একজন লোক অনুপ্রবেশ করলেও করতে পারে, তবে ফুল স্কেল অ্যাসল্ট অসম্ভব।'

'কেন, অসম্ভব বলছ কেন?'

'রানা এজেন্সির লণ্ডন অফিস একটা সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। ওই দুর্গের বেসমেন্টে রাখা হয়েছে তাকে।'

সেলিনা ঠোঁট কামড়াল। 'আর তোমার সত্যি মনে হচ্ছে কথাটা ওদেরকে বলে দিয়েছ?'

'সম্ভবত। তুমি বললে তোমার বাবা এখান থেকে একবার ঘুরে গেছেন। সেটা আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো আমার কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়েছে ওরা। তুমি জেগে ছিলে...'

'হ্যাঁ।' মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল সেলিনা।

রানা ভাবল, ইন্টারোগেটরদের মুখোমুখি হবার চেয়ে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে মোসাড এজেন্টরা। কারণ, জানে, জেরার মুখে দেশের জন্যে ক্ষতিকর তথ্য

বলে ফেলতে পারে তারা। 'সত্যিই কি আমি আমার ইন্টেলিজেন্সের ক্ষতি করেছি, সেলিনা?' জানতে চাইল ও।

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সেলিনা। তারপর বলল, 'না, রানা। না। জানা কথা, তোমার সামনে কোন বিকল্প ছিল না। না, আমি ভাবছি বাবা তখন যে কথাটা বলে গেল—ঈশ্বরই জানেন কেন তাকে আমি বাবা বলি। সে আমার ঘৃণার পাত্র। এখানে ঢুকে তখন যা বলল তার মানে করা যেতে পারে, তোমার দ্বারা তার আশা পূরণ হয়েছে। ঢুলছিলাম আমি, কথাগুলো শুনে মনে হলো ব্যঙ্গ করছে। শুনতে পেলাম, তোমাকে ধন্যবাদও দিল।'

হতাশায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার চেহারা। রাহাত খান ওকে সম্পূর্ণ অন্ধকার একটা পরিবেশে পাঠিয়েছেন, যদিও সেজন্যে বসকে দোষ দিতে পারে না ও। বোঝাই যায় রাহাত খানের যুক্তি ছিল রানার যত কম জানা থাকে ততই ভাল। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ওর মত রাহাত খানও প্রতারিত হয়েছেন। তিনি জানতেন না টিমের সদস্যরা একসঙ্গে মিলিত হবার আগেই আসল ম্যাকফারসনকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জানতেন না কাউন্ট রোজেনবার্গের সঙ্গে রাসকিন হাত মিলিয়েছে। আরও রয়েছে ছলনাময়ী লীনার প্রসঙ্গ। ওর হতাশা বোধ করার কারণ, দেশের ক্ষতি করেছে ও, ক্ষতি করেছে বিসিআই-র। রানার কাছে এটা গর্হিত অপরাধ।

কোন সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে পাততাড়ি গোটাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে কাউন্ট রোজেনবার্গ। জিনিস-পত্র সব বাঁধাছাঁদা শুরু হয়েছে, ব্যবস্থা হচ্ছে পরিবহনের, অস্ত্র আর গোলাবারুদ তোলা হচ্ছে সব ক'টা বি. টি. আর.-এ, ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ডকুমেন্ট আর কাগজ-পত্র।

রানা চিন্তা করল, নতুন কমাণ্ড পোস্ট ছাড়াও কাউন্টের সাময়িক কোন ঘাঁটি আছে কিনা। এমন একটা ঘাঁটি যেখান থেকে অপারেশন চালানো যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যাবার চেষ্টা করবেন তিনি, তবু তাতেও চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যাবে বলে মনে হয়।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা, ভাবছে ওর কোন কাপড়চোপড় এখানে আছে কিনা। বিছানার উল্টোদিকে একটা লকার রয়েছে, তবে কাপড়চোপড় রাখার মত যথেষ্ট বড় নয়। কামরার বাকি অংশ প্রায় খালি। সেলিনার বিছানার উল্টোদিকেও একটা লকার রয়েছে। টেবিলটা এক কোণে, তাতে দুটো গ্লাস, একটা বোতল, কিছু ওষুধ আর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। কাজে লাগতে পারে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও।

পর্দা টাঙানোর জন্যে দুটো বিছানারই চারপাশে রেইল রয়েছে। দুটো বেডল্যাম্প। ওগুলো ছাড়াও সিলিঙে এক জোড়া টিউব জ্বলছে। ভেন্টিলেটরের ছোট ফাঁক গ্রিল দিয়ে আটকানো।

একটা বুদ্ধি এল মাথায়। একজন নার্সকে কাবু করা যেতে পারে, তারপর তার কাপড় খুলে নিতে পারে ও, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে একটা মেয়ের ছদ্মবেশে। নিজের ওপর রাগে পিত্তি জ্বলে গেল। এ-ধরনের অবাস্তব চিন্তা কেন আসবে মাথায়! ওর শরীরের যে কাঠামো, নার্সের ইউনিফর্ম গায়ে ফিট করবে না।

আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও রয়ে গেছে, মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না, সেজন্যেই কি? নির্যাতনের পর ওরা তাকে ইঞ্জেকশন দিয়েছে, কি ছিল সেটা?

এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না রানা। এই কামরা থেকে বেরুনো কঠিন কিছু নয়, কিন্তু বাংকার থেকে বাইরে বেরুবে কিভাবে? কাপড়চোপড়ই বা কোথায়? কয়েক প্রস্থ গরম কাপড় ছাড়া বাইরে বেরুনো মানে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা, আধঘণ্টাও টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

তবে পালাবার একটা উপায় হতে পারে রাসকিনের সঙ্গে মস্কোর পথে রওনা হবার পর। কাউন্ট যদি রাসকিনকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন তবেই সে সুযোগ আসতে পারে। কিন্তু কাউন্ট তাঁর কথা রাখবেন বলে মনে হয় না।

বাইরের প্যাসেজে কিসের যেন একটা শব্দ হলো। তারপর খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল নার্স। সদ্য ইস্ত্রি করা ইউনিফর্ম, মুখে মিষ্টি হাসি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'আপনাদের জন্যে খবর আছে,' শুরু করল সে। 'আপনারা দু'জন শিগগিরই এখান থেকে রওনা হচ্ছেন। ফুয়েরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আমাকে জানাতে বলা হয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবেন আপনারা।'

'কিসে রওনা হব আমরা,' জিজ্ঞেস করল রানা, চেষ্টা করে দেখছে নার্সকে কথা বলানো যায় কিনা। 'স্নোক্যাটে, নাকি বি. টি. আর-এ?'

মুখে হাসি ধরে রেখে নার্স উত্তর দিল, 'আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকব। আপনি তো প্রায় পুরোপুরি সুস্থ, মি. রানা। তবে মিস সেলিনা জামায়েলকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত, মানে তাঁর পা নিয়ে। আমি শুনেছি, নিজেকে সেলিনা জামায়েল বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করেন উনি। তাঁর জন্যেই আমাকে থাকতে হবে। না, আমরা রওনা হব ফুয়েরারের ব্যক্তিগত প্লেনে।'

'প্লেন?' রানা এমন কি চিন্তাও করেনি যে এখানে আকাশ পথ ব্যবহার করার সুযোগ থাকতে পারে।

'হ্যাঁ, গাছপালার আড়ালে একটা রানওয়ে আছে। আবহাওয়া যতই খারাপ হোক, সব সময় পরিষ্কার রাখা হয় ওটা। এখানে আমাদের দুটো প্লেন আছে—শীতকালে স্কি ফিট করা থাকে, অবশ্যই—আর আছে ফুয়েরারের এক্সিকিউটিভ জেট। সাধারণ একটা জেট, তবে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। স্পীড খুব ভাল, যে-কোন কিছুর ওপর ল্যাণ্ড করতে পারে…'

'যে-কোন কিছুর ওপর থেকে টেক-অফ করতে পারে কি?' গাছপালার মাঝখানে জমাট বাঁধা বরফ আর নরম তুষারের কথা ভাবছে রানা।

'রানওয়ে পরিষ্কার থাকলে পারে।' নার্সকে উদ্বিগ্ন মনে হলো না। 'আপনি এ-সব ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না, মি. রানা। যখনই তিনি কোথাও যান, তার আগে মেটাল রানওয়ের ওপর আইস বার্নার ব্যবহার করি আমরা।' দরজার কাছে পৌঁছে থামল সে। 'আপনাদের কিছু দরকার থাকলে বলতে পারেন।'

'প্যারাসট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এই প্রথম হাসল না নার্স। 'রওনা হবার আগে আপনাদেরকে খেতে দেয়া হবে। তার আগে পর্যন্ত অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব আমি।' বন্ধ হয়ে গেল দরজা,

বাইরে থেকে ভেসে এল তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ।

'বুঝতে পারছ তো, রানা?' বলল সেলিনা। 'আমাদের কপালে ফুল দিয়ে সাজানো কোন ঘর নেই।'

'হয়তো আছে। আমি কখনও হাল ছাড়ি না।'

'আমার বাবাকে আমি যতটুকু চিনি, বিশ হাজার ফুট ওপর থেকে তিনি আমাদেরকে নিচে ফেলে দেবেন বলে মনে হয় না।'

'হুম। প্যারাশুটের নাম শুনে নার্সের প্রতিক্রিয়াও সেই কথা বলে।'

'শ্‌শ্‌!' হিসহিস করে উঠল সেলিনা, ঠোঁটে আঙুল। 'প্যাসেজে কে যেন এসেছে। দরজার বাইরে।'

তার দিকে ফিরল রানা। কোন শব্দই পায়নি ও, অথচ হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠেছে সে, উত্তেজিত যদি না-ও হয়। তৎপর হলো রানা, অবাক হলো হাত ও পা স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় কাজ করতে পারছে অনুভব করে। নড়ে ওঠায় বরং যেন নতুন ও অকস্মাৎ একটা সতর্কতা এসে গেছে ওর মধ্যে। আচ্ছন্ন ভাবটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। কারণ, উপলব্ধি করতে পারছে, অন্তত প্রাথমিক একটা সার্ভেইলান্স চেক না করেই সব কথা গড়গড় করে সেলিনাকে বলে গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম ভেঙেছে ও।

এক ছুটে টেবিলের কাছে চলে এল রানা, বিবস্ত্র বলে কোন লজ্জা পাচ্ছে না। ছোঁ দিয়ে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে আবার এক ছুটে ফিরে এল বিছানায়। ফিসফিস করে সেলিনাকে বলল, 'এটা ভাঙা কোন সমস্যা না। ভাঙা গ্লাস কিভাবে যে মাংস কাটে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

মাথা ঝাঁকাল সেলিনা, তার মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। তারপর অকস্মাৎ এত দ্রুত খুলে গেল দরজাটা যে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও চমকে উঠল রানা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লীনা পেকার।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল লীনা। সেলিনা বা রানার কোন প্রতিক্রিয়া হবার আগেই দুই বিছানার মাঝখানে পৌঁছে গেল সে। রানা ওর নিজের পিসেভেনটা চিনতে পারল। উঁচু করা হাতে ওটা ধরে আছে লীনা, বাঁটের দুটো আঘাতে বেডহেড লাইট দুটো ভেঙে ফেলল সে।

'কি···?' শুরু করল রানা, জানে বালব দুটো ভাঙলেও আলোর কোন অভাব হবে না, কারণ বেশিরভাগ আলোই আসছে সিলিঙের টিউব থেকে।

'কোন কথা নয়!' চাপা গলায় সাবধান করল লীনা, দরজার দিকে পিছু হটার সময় হাতের পিসেভেন দুই বিছানার দিকে ঘন ঘন ঘুরছে। ঝুঁকে কামরার ভেতর একটা পোঁটলা টেনে নিল সে, তারপর আবার বন্ধ করল কবাট, এবার তালা লাগাল। 'বেডহেড লাইটের বালব দুটোয়, রানা, ইলেকট্রনিক্স ছিল। প্রতিটি শব্দ—মিষ্টি মেয়ে সেলিনার সঙ্গে যে-সব কথা তুমি বলেছ—সবই রিলে করা হয়েছে কাউন্ট রোজেনবার্গের কাছে।'

'কিন্তু···'

'যথেষ্ট হয়েছে!' পিসেভেন তাক করা সেলিনার দিকে, রানার দিকে নয়।

পায়ের ঠেলায় পোঁটলাটা রানার বিছানার দিকে সরিয়ে দিল লীনা। 'কাপড়গুলো পরে নাও। কিছুক্ষণের জন্যে ফুয়েরারের একজন অফিসার হতে যাচ্ছ তুমি।'

বিছানা থেকে নেমে পোঁটলাটা খুলল রানা। ভেতরে থারমাল আণ্ডারঅয়্যার, মোজা, ভারি একটা রোলনেক ও ফিল্ড গ্রে উইন্টার ইউনিফর্ম, স্মক ও ট্রাউজার; বুট, দস্তানা আর ইউনিফর্ম ফার হ্যাট রয়েছে। দেরি না করে কাপড় পরতে শুরু করল ও। 'আসলে কি ঘটছে, লীনা?'

'সময় হলে সব ব্যাখ্যা করা হবে,' ধমকে উঠল লীনা, তার গলায় মধু বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। 'তুমি তোমার কাজ করে যাও। এরইমধ্যে রাসকিন ভেগেছে, রয়ে গেছি শুধু আমরা দু'জন। পার্টনার্স ইন ক্রাইম, রানা। আমরা অন্তত বেরিয়ে যেতে পারছি।'

কাপড় পরা প্রায় শেষ করে এনেছে রানা। দরজার কাছাকাছি বিছানার পাশে চলে এল ও। 'সেলিনার কি হবে?'

'আগে বলো কি হওয়াতে চাও?'

'আমরা ওকে সঙ্গে নিতে পারছি না। তুমি আসলে কোন দলে বলো তো?'

'বিস্ময়কর হলেও, তোমার দলে, রানা। এ-কথা অবশ্য ফুয়েরারের মেয়ে সম্পর্কে বলা যায় না।'

লীনার কথা শেষ হতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল সেলিনার শরীরে। পিছু হটল লীনা, একটা আলোর ঝলকের মত সেলিনাকে দেখতে পেল রানা—প্লাস্টারের ছাঁচ থেকে পা দুটো বেরিয়ে এল, কাত করল একপাশে, ঝট করে নেমে পড়ল বিছানা থেকে, হাতে ছোট একটা পিস্তলের বাঁট ধরে আছে। তার শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নমাত্র নেই। চিৎকার করছে লীনা, সেলিনাকে পিস্তলটা ফেলে দিতে বলছে।

কাপড় পরা পুরোপুরি শেষ হয়নি, গোটা দৃশ্যটা স্লো মোশনে ঘটতে দেখল রানা। সেলিনার পরনে শুধু ব্রীফস, মেঝেতে যখন পা পড়ছে সেই একই সময়ে পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু হতে শুরু করেছে; লীনার হাত পুরোপুরি লম্বা হচ্ছে ফায়ারিং পজিশনে; সেলিনা এখনও সামনে এগোচ্ছে, তারপরই শোনা গেল পিসেভেনের কান ফাটানো আওয়াজ; সেলিনার অবয়ব বিস্ফোরিত হলো, মিহি রক্তকণা আর গুঁড়ো হাড় লালচে-সাদা কুয়াশায় পরিণত হলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পিছন দিকে বাঁকা হয়ে একটা ধনুক তৈরি করছে সেলিনার শরীর, বিছানার ওপর দিয়ে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

নাকে গান পাউডারের গন্ধ।

হিসহিস করে উঠল লীনা, 'এটাই আমি চাইনি। এই শব্দ!'

জীবনে এরকম খুব কমই ঘটেছে, রানার মনে হলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ও। সেলিনার ওপর ওর মন যে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল ও। লীনা যে বিশ্বাসঘাতিনী, তা ওর জানা। মরি মরব, এ-কথা ভেবে লীনার পিস্তল ধরা হাতটার দিকে লাফ দিতে যাচ্ছে ও।

ওর দিকে পিসেভেনটা লীনাই ছুঁড়ে দিল, ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলে নিল সেলিনার পিস্তলটা। 'এটা রাখো, রানা। তোমার লাগতে পারে। এখনও ভাগ্য আমাদেরকে সহায়তা করতে পারে। নার্সের চাবিটা চুরি করেছি আমি, তাকে একটা কাজ দিয়ে

সরিয়ে দিয়েছি। এদিকটায় কেউ নেই, গুলির আওয়াজ কেউ না-ও শুনে থাকতে পারে। তবে পালাতে হলে আমাদের কাঁধে ডানা থাকতে হবে।'

'কি নিয়ে কথা বলছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা, যদিও লীনা কি বলতে চায় আন্দাজ করতে পারছে।

'তোমাকে আমি সব কথা পরে বলব, কিন্তু তুমি নিজে কি কিছুই বুঝতে পারছ না? টরচারের সময় ওদেরকে তুমি কোন তথ্যই দাওনি, সেজন্যেই তোমার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় সেলিনাকে। তুমি তার মেয়েকে সব বলে ফেলেছ, কারণ ওর ওপর তোমার বিশ্বাস ছিল। প্রিয় আব্বুজানকে সাহায্য করছিল মেয়ে, প্রথম থেকেই। আমি যতটুকু বুঝেছি, তার ইচ্ছে ছিল প্রথম মহিলা ফুয়েরার হওয়া, সময় মত। এবার, আমার সঙ্গে আসবে? তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে আমাকে। তখন যেমন বললাম, পার্টনার্স ইন ক্রাইম।'

সাত

ইউনিফর্মের ওপর একটা গ্রেটকোট পরে রয়েছে লীনা, কোটের নিচে বুট জোড়া দেখা যাচ্ছে। মাথায় রয়েছে মিলিটারি ফার হ্যাট।

সেলিনার বিছানার দিকে তাকাল রানা। দুই প্রস্থ প্লাস্টার আসলে ফাঁপা ছাচ মাত্র, সেলিনার বিরুদ্ধে লীনার অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণ করে। বিছানার পিছনে দেয়ালের দিকে চোখ পড়তে বমি পেল ওর—সুররিয়ালিস্ট পেইন্টিঙের মত, রক্ত আর মাংস দিয়ে লেপা হয়েছে যেন। কামরার ভেতর এখনও ভেসে রয়েছে সেলিনার গন্ধ।

ঘুরল রানা, ফার হ্যাটটা তুলে নিল, ওর জন্যে যেটা নিয়ে এসেছে লীনা। শুরু থেকেই কোল্ড ওঅর অপারেশনে ছুরির মত ধারাল অনিশ্চয়তার মধ্যে ঘন ঘন স্থান বদল করছে বিশ্বস্ততা আর আনুগত্য। লীনার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না ও, তবে সে যে ওকে বাংকার থেকে বের করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সিরিয়াস, সেটা বুঝতে পারছে। এর মানে হলো ওর আর কাউন্ট রোজেনবার্গের মধ্যে ব্যবধান রচনা।

'গার্ডদের বোকা বানাতে অসুবিধে হয়নি, হবেও না,' বলল লীনা। 'ওরা জানে ফুয়েরারের নির্দেশে কাজ করছি আমি। আমাদের সবার কাছে একটা করে স্ট্যাণ্ডার্ড পাস আছে।' চৌকো, সাদা একটা প্লাস্টিক রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে, ক্রেডিট কার্ডের মত দেখতে। 'মেইন ওঅর্কশপ বা আর্মস স্টোরের দিকে যাচ্ছি না আমরা। মাথা নিচু করে রাখবে তুমি। বলা তো যায় না, আগে তোমাকে দেখেছে এমন কেউ সামনে পড়ে যেতে পারে। সব সময় আমার কাছাকাছি থাকবে। কথা যা বলার আমিই বলব, রানা। ছোট বাংকার দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা। সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ। ফুয়েরার সবকিছু গোছগাছ করার নির্দেশ দেয়ার পর সবাই খুব ব্যস্ত আছে। নির্দেশটা দেয়া হয়েছে সেলিনাকে তুমি কথাগুলো বলার পর।'

'এ প্রসঙ্গে আমি…', শুরু করল রানা।

'কোন প্রসঙ্গেই কোন কথা নয়,' তীক্ষ্ণ গলায় বাধা দিল লীনা। 'সব সময় মত হবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, অন্তত একবার। তোমার মতই, এর মধ্যে আমি মজা করার জন্যে ঢুকিনি।' তার দস্তানা পরা হাত মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো রানার কাঁধে। 'বিশ্বাস করো, রানা, তোমাকে বোকা বানাবার জন্যে ওই মেয়েটাকে ব্যবহার করেছে ওরা। তোমাকে সাবধান করার কোন উপায় ছিল না আমার। খুব পুরানো একটা কৌশল, আসলে। বন্দী বিশ্বাস করে এমন কাউকে ভেতরে ঢুকিয়ে দাও, তারপর ওদের কথা শোনো।' হেসে উঠল সে, সেই পরিচিত মিষ্টি হাসি। 'টেপটা যখন নিয়ে গেল, কাউন্টের সঙ্গেই ছিলাম আমি। লোকটা লাফ দিয়ে প্রায় সিলিং ছুঁয়ে ফেলল। গর্দভ—এত নির্যাতন সত্ত্বেও তুমি কিছু না বলায় ধরে নিয়েছিল ভয় পাবার কিছু নেই তার। এবার, রানা, আমার কাছাকাছি থাকো।'

দরজার তালা খুলল লীনা, প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে থেকে দরজায় তালা দেয়া হলো। প্যাসেজটা ফাঁকা, দেয়ালে সাদা টালি, বাতাসে ডিসইনফেকট্যান্ট-এর গন্ধ। ডান ও বামদিকে অন্যান্য হসপিটাল ওয়ার্ড। বাম দিকে, প্যাসেজের শেষ মাথায় ইস্পাতের একটা দরজা।

দরজাটার দিকে এগোল লীনা, তার পাশে রয়েছে রানা। 'পিস্তল লুকিয়ে রাখো, তবে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না,' সাবধান করল লীনা, এমন সুরে কথা বলছে যেন তার আর রানার মর্যাদা ও যোগ্যতা সমান। 'যদি যুদ্ধ করে পথ তৈরি করতে হয়, আমাদের জেতার সম্ভাবনা খুবই কম।' তার নিজের হাতটা ডান পকেটের গভীরে ঢুকে আছে, ওখানে সেলিনার পিস্তলটা রেখেছে সে।

হসপিটালের দূর প্রান্তের করিডরটা সুন্দর করে সাজানো—রঙচঙে চটের পর্দা তো আছেই, ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কিছু ছবি আর পোস্টারও রয়েছে, যেরকম কাউন্ট রোজেনবার্গের ব্যক্তিগত স্যুইটেও দেখেছে রানা। শুধু ওগুলো দেখেই রানা আন্দাজ করল বাংকারের সবচেয়ে গভীর এলাকায় রয়েছে ওরা, সম্ভবত ফুয়েরারের নতুন অফিসে যেতে যে প্যাসেজটা পড়ে তার সঙ্গে একই সমান্তরাল রেখায়।

লীনা বলল, রানার চেয়ে সামান্য এগিয়ে থাকবে সে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা। লীনার কাছ থেকে দুই কদম পিছিয়ে এল ও, সামান্য বামদিকে ঘেঁষে, দস্তানা পরা হাতে পকেটের পিসেভেন ধরে আছে। ঠিক একজন বডিগার্ডের পজিশন।

দু'মিনিট হাঁটার পর দেখা গেল সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে প্যাসেজটা। ডান দিকে ঘুরল লীনা, কার্পেট মোড়া ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে ছোট একটা প্যাসেজে, শেষ মাথায় চওড়া একটা দরজা, দরজার গায়ে জাল দিয়ে ঢাকা জানালা। ভেতরটা টানেলের মত, দু'দিকের দেয়াল কর্কশ পাথর, বিভিন্ন সাইজের পাইপ দেখা যাচ্ছে। খানিক পর পর ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে নিচ্ছে লীনা। কোন কথা বলছে না ওরা, হাঁটছে নিঃশব্দ পায়ে। তারপর বাম দিকে বাঁক ঘুরল, হাঁটতে গিয়ে বোঝা গেল উঁচু হতে শুরু করেছে টানেলটা।

ঢাল ক্রমশ খাড়া হচ্ছে, ডান দিকে একটা ওয়াকওয়ে দেখা গেল। এরকম একটা ওয়াকওয়ে দিয়েই বাংকারে প্রথম ঢুকেছিল ওরা, ধরার জন্যে হ্যাণ্ডরেইল আছে। এখানেও দু'দিকে দরজা ও প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে। হসপিটাল সেকশন থেকে বেরুবার পর এই প্রথম শব্দ পেল রানা—গলার আওয়াজ, বুটের আওয়াজ, ছুটন্ত

পায়ের শব্দ।

এগোবার সময় প্যাসেজগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রানা। দ্রুত, তবে নিয়ন্ত্রিত তৎপরতার লক্ষণ ধরা পড়ে। লোকজন ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র, মেটাল কেবিনেট, বাক্স, ফাইলের স্তূপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আরেক দলকে দেখা গেল, অফিসের সমস্ত জিনিস বের করে জড়ো করছে এক জায়গায়। বেশিরভাগ লোকই মনে হলো বাম দিকে যাচ্ছে, দেখে দিক নির্ণয়ে খানিকটা সুবিধে হলো রানার। প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে, মেইন টানেলে রয়েছে ওরা। এই টানেল ধরে এগোলেই ছোট বাংকারের প্রবেশ পথে পৌঁছুতে পারবে।

মার্চ করে এগিয়ে আসছে ছ'জন সৈনিকের একটা গ্রুপ। নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে আছে তারা, চোখের দৃষ্টি যেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিবদ্ধ, এন. সি. ও. রানা ও লীনাকে স্যালুট করার নির্দেশ দিল।

গ্রুপটা থামল, স্যালুট করল, তারপর আবার মার্চ করে এগিয়ে গেল। কোন বিপত্তি ঘটল না।

খানিক পরই সামনে পড়ল ছোট একটা ডিটাচমেন্ট, গার্ড দিচ্ছে। এটাই ওদের সর্বশেষ বাধা। টানেলটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, ওদের সামনে প্রকাণ্ড একটা ইস্পাতের শাটার। ছাদের কাছাকাছি হাইড্রলিক ইকুইপমেন্ট দেখতে পেল রানা, শাটার খোলা ও বন্ধ করার জন্যে। তবে ডান দিকে ছোট একটা দরজাও আছে, ভারি বোল্ট দিয়ে আটকানো।

'বিসমিল্লাহ বলো,' পরামর্শ দিল লীনা। 'অভিনয় করো, তুমিও যেন এখানকার একটা অংশ। কোন রকম ইতস্তত করবে না। আর আল্লাহর কিরে, তুমি কোন কথা বলবে না। যা বলার আমি বলব। বাইরে বেরিয়ে বাম দিকে হাঁটবে।'

এন্ট্রান্স-এর কাছাকাছি হচ্ছে ওরা, রানা দেখল ডিটাচমেন্টে একজন অফিসার সহ চারজন লোক রয়েছে, সবাই সশস্ত্র। দরজার কাছাকাছি একটা মেশিন রয়েছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল নেটওঅর্কে যেরকম টিকেট-ভেণ্ডিং মেশিন থাকে, অনেকটা সেরকম দেখতে।

দরজা থেকে চার গজ দূরে ওরা, জার্মান ভাষায় লীনা বলল, 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে দেয়ার প্রস্তুতি নিন। ফুয়েরার ব্যক্তিগত নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের।'

প্রাইভেট সোলজারদের একজন দরজার দিকে পা বাড়াল, এক পা এগিয়ে মেশিনটার পাশে দাঁড়াল অফিসার। 'আপনার কাছে পাস আছে, ম্যাডাম?' জানতে চাইল সে। 'এবং আপনার কাছে , স্যার?'

লোকগুলোর একেবারে সামনে চলে এসেছে ওরা।

'অবশ্যই,' বলল লীনা। বাম হাত দিয়ে প্লাস্টিকটা বের করল সে। রানাও তাই করল।

'গুড।' গম্ভীর, নিরস চেহারা অফিসারের; ভাব দেখেই বোঝা যায় শুধু নিয়ম পালনে অভ্যস্ত। 'হঠাৎ এই যে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে, এ-সম্পর্কে আপনারা কিছু জানেন? আমরা শুধু নানা রকম গুজব শুনছি।'

'অনেক কিছুই জানি আমরা,' কঠিন সুরে জবাব দিল লীনা। 'সময় মত আপনাদের সবাইকে বলা হবে।' অফিসারের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

'না, মানে শুনলাম, আমাদেরকে নাকি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সরে যেতে হবে। ধকল কাকে বলে, বুঝবে সবাই।'

'এর আগেও আমাদের ওপর দিয়ে এরকম ধকল গেছে,' লীনার সুরে কোন ভাবাবেগ নেই। মেশিনে চেক করানোর জন্যে কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল সে।

দুটো কার্ডই নিল অফিসার, একটা একটা করে মেশিনে ঢোকাল। প্রতিবার কয়েক সেকেণ্ড করে অপেক্ষা করতে হলো। প্রথমে কয়েকটা আলো জ্বলল, তারপর টিং-টং করে বেল বাজল।

'আপনাদের মিশন যা-ই হোক, সাফল্য কামনা করি,' বলে কার্ডগুলো ওদেরকে ফিরিয়ে দিল অফিসার। দরজার পাশে দাঁড়ানো প্রাইভেট সোলজার এরইমধ্যে বোল্ট খুলতে শুরু করেছে।

অফিসারকে ধন্যবাদ জানাল লীনা, তাকে অনুসরণ করল রানা।

বাইরে বেরুতেই ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগল। চারদিক অন্ধকার, হাতে ঘড়ি না থাকায় সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে রানা। এখুনি বলার কোন উপায় নেই সময়টা শেষ বিকেল নাকি প্রায় ভোর। অন্ধকার খুব ঘন, মাঝরাতও হতে পারে।

বাম দিকে এগোল ওরা, বাংকারের বাইরে এক সারিতে সাজানো নীল গাইড লাইট অনুসরণ করছে। তুষারের নিচে চেইনলিঙ্ক 'রোডওয়ে'-র কঠিন মেটালের অস্তিত্ব অনুভব করছে রানা, কমাণ্ড পোস্টের চারদিকে তৈরি করা হয়েছে। এ-ধরনেরই আরও অনেক বেশি চওড়া মেটাল স্ট্রিপ থাকবে কাউন্টের রানওয়েতেও।

বাংকারের সাদা মেইন ডোর ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেটা পেরুবার পর রানা বুঝতে পারল লীনা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—ছোট কংক্রিট সেন্টারে, যেখানে স্নো স্কুটারগুলোকে রাখতে দেখেছিল ও। ওর ডানদিকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল গাছপালার সারি। রানার মনে পড়ল, ওই গাছগুলোর আড়াল থেকেই রাসকিনের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল ও, বেরিয়ে আসতেই চারদিক থেকে উজ্জ্বল আলো পড়ে ওদের গায়ে।

দেখা গেল কিছুই ভোলেনি লীনা। ছোট, নিচু কংক্রিট শেলটারে পৌঁছেই সরু চেইনের সঙ্গে ঝুলন্ত একটা চাবির রিঙ বের করল সে।

শেলটারের ভেতর ফুয়েলের গন্ধ। দরজার পাশে সুইচ, অন করতেই মৃদু আলো জ্বলল। স্কুটারগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, প্রকাণ্ড আকারের পোকা যেন।

প্রথমটাই বেছে নিল লীনা—একটা লম্বা ও কালো ইয়ামাহা। রাসকিনের সঙ্গে রানা যেগুলোয় চড়ে এখানে এসেছে সেগুলোর চেয়ে বড় এটা।

'কিছু মনে কোরো না, ড্রাইভ করব আমি,' বলল লীনা। ফুয়েল চেক করছে সে। আলো খুব কম, তার ঠোঁটের ক্ষীণ নিঃশব্দ হাসিটা দেখতে পেল না রানা, শুধু অনুভব করল।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়, লীনা?'

চোখ তুলল লীনা, আবছা আলোয় রানার দিকে তাকাল। 'এখান থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে আমার লোকদের একটা অবজারভেশন পোস্ট আছে।' হাত ঝাপটা দিয়ে দক্ষিণ দিকটা ইঙ্গিত করল সে। 'ওটা আংশিক জঙ্গলের ভেতর, তবে

জমিনটা অনেক উঁচুতে। বরফ প্রাসাদের সবটুকু, রানওয়েটাও, ওখান থেকে দেখা যায়।' স্কুটার ধরে টানল সে, ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ করাচ্ছে, যাতে সরাসরি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

পিসেভেনের বাঁটে শক্ত হলো রানার মুঠো। 'আমাকে মাফ করতে হবে, লীনা। পরস্পরকে আমরা অনেক দিন থেকে চিনি, কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে কাউন্ট রোজেনবার্গের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত তুমি। শুরু থেকেই অপারেশনটা সহজ-সরল ছিল না। নিজের সম্পর্কে যে যা বলছে সবই মিথ্যে। যাকে যা মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তা-ও ভুল। আমি শুধু জানতে চাই, আসলে কে তুমি? যাদেরকে তুমি তোমার লোক বলছ, তারাই বা কে?'

'আরে থামো, রানা। আমাদের ফাইলে বলা হয়েছে এমআরনাইন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, গোটা এসপিওনাজ জগতের সেরা এজেন্টদের অন্যতম। আমি কে, আমার আচরণ দেখেই তোমার তা ধরে ফেলার কথা।'

পিসেভেনটা ধীরে ধীরে পকেট থেকে বের করল রানা। 'আমার ধারণা তুমি কেজিবির এজেন্ট, লীনা। আরও পরিষ্কার করে যদি বলি, ডিপার্টমেন্ট ভি-র অপারেটর।'

হাসির দমকে লীনার মাথা পিছন দিকে কাত হলো। 'কেজিবি? ভুল, রানা। এসো, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'রওনা হবার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' বলল রানা। 'প্রমাণ দাও তুমি কেজিবি নও।'

'কি আশ্চর্য, তা আমি কিভাবে প্রমাণ করব!'

'সেটা তোমার সমস্যা,' রানা নির্লিপ্ত, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

হেসে ফেলল লীনা। 'রানা, আমি এসইউপিও···এস. ইউ. পি. ও। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই। আসলে, মাই ডিয়ার রানা, আমাদের দেখা হওয়াটা ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট বা কাকতালীয় কোন ব্যাপার ছিল না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে।'

এসইউপিও? ফিনিস ইন্টেলিজেন্স? অসম্ভব নয়, হতে পারে। 'প্রমাণ করো,' রানা নড়ছে না।

'এখুনি সম্ভব নয়,' বলল লীনা, হাসছে সে। 'দু'ঘণ্টা সময় দাও আমাকে। এবার, ফর গড'স সেক, রানা, চলো বেরিয়ে যাই এখান থেকে। এখনও অনেক কাজ বাকি।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। লীনা স্টার্ট দিল মোটরে, তার পিছনে উঠে বসল ও। শেলটার থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল স্কুটার।

বাইরে বেরিয়ে সীট থেকে নামল লীনা, দরজাটা বন্ধ করল। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের স্কুটার ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর।

পুরো এক মিনিট হেডলাইট না জ্বেলেই স্লো স্কুটার চালাল লীনা। হেডলাইট জ্বালার পর স্পীড এত বাড়িয়ে দিল যে পিছন থেকে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হলো রানা। এমনভাবে ইয়ামাহা চালাচ্ছে লীনা, ওটা যেন তারই একটা অংশ, গর্তগুলো এড়াবার বা বাঁক ঘোরার সময় এত দ্রুত এঁকেবেঁকে যাচ্ছে ওদের

বাহন, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল রানার। লীনা চোখে গগলস পরেছে, গলা আর মুখে মাফলারও জড়িয়েছে, কিন্তু রানাকে আড়াল করে রেখেছে শুধু লীনার শরীরটা। তীব্র বাতাস গরম সুঁইয়ের মত বিঁধছে।

লীনার কোমরটা জড়িয়ে ধরে আছে রানা। তারপর, মিষ্টি-মধুর কণ্ঠে আরেকবার হেসে উঠে, কন্ট্রোল থেকে হাত তুলল লীনা, রানার কব্জি ধরে ওপরে তুলল, যাতে ওর হাত দুটো তার বুকে থাকে। বুকটা গ্রেটকোটে ঢাকা, তাসত্ত্বেও কোমল ভাবটুকু অনুভব করতে পারল রানা।

পথটা সহজ নয়। একটা ঢালের নিচের কিনারা ধরে ছুটল ওরা, চারদিকে গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। তারপর দীর্ঘ একটা ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে হলো, এখানেও কাছাকাছি দাঁড়ানো গাছপালা এড়াবার জন্যে গলদঘর্ম হতে হলো লীনাকে। যদিও স্পীড কমাল না সে। ঝুঁকি নিয়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁক ঘুরছে, বড় কোন গর্ত দেখলে স্পীড বাড়িয়ে সেটার ওপর দিয়ে প্রায় উড়িয়ে আনছে স্কুটারকে, অথচ একবারও নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না।

ঢালের মাথায় উঠে এসে স্পীড কমাল লীনা। ডান দিকে ঘুরে গেল সে, অনুসরণ করছে অকৃত্রিম একটা ট্রেইল। তারপর, হঠাৎ, পথের পাশ থেকে সিধে হলো দুটো মূর্তি। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার রানার চোখে সয়ে গেছে। তুষারের গায়ে মেশিন পিস্তলগুলো চিনতে পারল ও।

স্পীড কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লীনা, একটা হাত তুলল মাথার ওপর। রানার হাত পিসেভেনটা খুঁজছে।

দু'জন লোকের মধ্যে একজন মোটা, তার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল লীনা। লোকটা ল্যাপ ড্রেস পরে আছে, মুখে অসম্ভব চওড়া গোঁফ। ঠাটারি বাজারের এক পরিচিত কসাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল আছে। কসাই না, মাংস ব্যবসায়ী—রানার মনে পড়ে গেল, কসাইয়ের বদলে মাংস ব্যবসায়ী বলার দাবিতে কিছুদিন আগে ঢাকায় মিছিল করেছে ওরা।

অপর লোকটা লম্বা আর রোগা, চেহারা দেখে মনে হবে শয়তানের প্রতিমূর্তি। চোখা, ছুঁচো আকৃতির মুখ, খুদে চোখ দুটো সারাক্ষণ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। রানা ভাবল, লীনা সত্যি কথা বলে থাকলে সৃষ্টিকর্তাকে হাজারও ধন্যবাদ। কারণ এদের খপ্পরে পড়তে চায় না ও।

'এখানে আমাদের দুটো তাঁবু আছে, ওগুলো ওরা পরিষ্কার করে রেখেছে,' বলল লীনা, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'সব মিলিয়ে এখানে আমার লোক আছে চারজন। দু'জন নির্দিষ্ট সময় পরপর রেডিও ইকুইপমেন্ট চেক করে, আগুনটাকেও উসকে দেয়। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখানে আমরা নিরাপদ। বাকি দু'জন এখন ক্যাম্পে আছে। ওদেরকে আমি বললাম, সরাসরি তাঁবুতে ঢুকব আমরা—তোমার খাওয়া দরকার, আর শর্ট ওয়েভে আমাকে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে হেলসিঙ্কিতে। তুমি তোমার বসকে কিছু বলতে চাও, রানা?'

'চাই। কি ঘটছে, কোথায় আছি, এই সব। তুমি জানো, কাউন্ট রোজেনবার্গ কোথায় সরে যাচ্ছেন?'

'হেলসিঙ্কির সঙ্গে কথা বলার পর বলব তোমাকে,' জবাব দিল লীনা, স্টার্ট

দিল এঞ্জিনে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে।' হাঁটা গতিতে এগোল ওরা, ল্যাপ দু'জন ওদের সামনে আর পিছনে থাকল। সামনের দিকে ঝুঁকল ও, লীনার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'যদি বুঝতে পারি আমাকে তুমি ফাঁদে ফেলতে চাইছ, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব আমি, লীনা।'

'চুপ থাকো। বিশ্বাস রাখো আমার ওপর। এখানে একা শুধু আমাকেই বিশ্বাস করতে পারো তুমি। ভেবে দেখো।'

জঙ্গলের বাইরে, ঢালের মাথায়, দুটো তাঁবু দেখা গেল। সম্ভবত কাঠের কাঠামো, বলগা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি। সাদা তুষারের গায়ে কালো দেখাচ্ছে তাঁবু দুটোকে। তাঁবুর মাথা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কাঠের পোল, সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঢালের নিচ থেকে এগুলো কারও চোখে পড়বে না, ভাবল রানা, বিশেষ করে গাছপালার আড়াল থাকায়।

ইয়ামাহা থামাল লীনা, দু'জনেই ওরা নেমে পড়ল।

'আমি দেরি করতে পারছি না, এখুনি রেডিওতে কথা বলতে হবে,' বলে ডান দিকের তাঁবুটা হাত তুলে দেখাল লীনা, সেটার মাথার ওপর পোলের সঙ্গে একটা এরিয়াল বেরিয়ে রয়েছে। 'আমার বাকি দু'জন লোক ওখানে আছে। বিলুকে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেছি।' ইঙ্গিতে শয়তানের প্রতিমূর্তিটাকে দেখাল সে। 'মাইলস তোমার সঙ্গে দ্বিতীয় তাঁবুতে থাকবে। ওখানে খাবার তৈরি হচ্ছে।'

চওড়া গোঁফ, মাইলস, নিঃশব্দে হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে উৎসাহ দিল রানাকে। তার হাতের মেশিন পিস্তল নিচের দিকে তাক করা।

'ঠিক আছে, লীনা,' বলল রানা।

তাঁবুটা পাঁচ গজ দূরে থাকতেই পোড়া কাঠের গন্ধ ঢুকল নাকে। রানাকে ছাড়িয়ে সামনে এগোল মাইলস, চামড়ার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ভেতরটা নিরাপদ কিনা নিশ্চিত হয়ে হাতছানি দিয়ে রানাকে ডাকল সে।

দু'জন একসঙ্গে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল ওরা। ধোঁয়া লাগতেই জ্বালা করে উঠল রানার চোখ। কেশে উঠল ও, চোখ রগড়াল, তারপর তাকাল চারদিকে। তাঁবুর মাথা থেকে খুব ধীরগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া। ধোঁয়ার সঙ্গে রয়েছে লোভনীয় মাংসের গন্ধ। স্লিপিং ব্যাগ, কম্বল আর তৈজসপত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে রানাকে ইঙ্গিতে বসতে বলল মাইলস। মাটি কেটে চৌকো একটা গর্ত করা হয়েছে, সেই গর্তে জ্বলছে আগুনটা, আগুনের ওপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল। কি যেন ফুটছে তাতে।

নিজের মুখে একটা হাত তুলে খাওয়ার ভঙ্গি করল মাইলস। 'ফুড।' হাসল সে। 'গুড ফুড। ইট।'

রানাও মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল।

একটা প্লেট আর চামচ নিয়ে আগুনের কাছে চলে গেল মাইলস। পাতিলটার ওপর ঝুঁকে প্লেট ভরতে শুরু করল সে। সম্ভবত স্টু।

পরমুহূর্তে, চোখের পলকে, হাত-পা ছড়িয়ে আগুনের ওপর পড়ল মাইলস, একটানা চিৎকার শুরু করল। তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়া হয়েছে। কম্বলের

একটা স্তূপ অকস্মাৎ মানুষের আকৃতি ধারণ করেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় রানা পিসেভেনটা হাতে পাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বাধা পেয়ে থেমে যেতে হলো ওকে।

আগুনের ওদিক থেকে শান্ত গলায় সাবধান করল রাসকিন, 'ওটা বের করার কথা এমন কি চিন্তাও কোরো না, রানা। তোমার হাত বাঁটে পৌঁছুনোর আগেই মরে ভূত হয়ে যাবে।' এরপর মাইলসের দিকে ফিরে ফিনিশ ভাষায় কিছু বলল সে।

একটা গড়ান দিয়ে আগুন থেকে সরে গেল মাইলস, হাতের ঝাপটা দিয়ে কাপড় থেকে জ্বলন্ত কয়লা ফেলছে। তার একটা হাত বেশ অনেকটা পুড়ে গেছে।

'আমার বোঝা উচিত ছিল,' রাসকিনের মত শান্ত গলায় বলল রানা। 'দুয়ে দুয়ে চারের মতই সহজ ব্যাপারটা। সন্দেহ নেই লীনা আমাকে এখানে নাচাতে এনেছে।'

'লীনা?' আগুনের আভা মুহূর্তের জন্যে কমে আসায় রাসকিনের মুখটা মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। 'এই ব্যাটাকে এখুনি আমি বললাম, ওর মেশিন পিস্তলটা আমার দিকে যেন ঠেলে দেয়। ও যদি কোন চালাকি করতে যায়, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

রানা কিছু বলল না, অপেক্ষা করছে রাসকিনের আর কি বলার আছে শোনার জন্যে।

'লীনা যখন এখানে ঢুকবে, আমি চাই আমার কাছে একাধিক অস্ত্র থাকুক,' আবার বলল রাসকিন। 'বুঝতেই পারছ, রানা, আমি আসলে একা। সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। এবং খালি হাতে মস্কোয় ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

রানার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। ভাবছে কিভাবে লীনাকে সাবধান করা যায়। এখানে একা ও, সঙ্গে অস্ত্র থাকলেও ছোঁয়া যাবে না, রাসকিনকে কাবু করবে কিভাবে?

মাইলস অত্যন্ত সাবধানে তার পা দিয়ে মেশিন পিস্তলটা রাসকিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ধোঁয়া ভরা তাঁবুর ভেতর দ্রুত আরেকবার চোখ বুলাল রানা। মৃদু শব্দে গোঙাচ্ছে মাইলস। রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রাসকিন বলে উঠল, 'কি ভাবছ, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তারমানে, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছ,' ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রাসকিনের দিকে তাকাল রানা।

'ফ্যাসিস্ট শুয়োরটার সঙ্গে সেই চুক্তিই করেছিলাম আমি—কাউন্ট রোজেনবার্গের সঙ্গে।' হেসে উঠল রাসকিন। 'গাধা আর কি, তা না হলে কেউ ভাবতে পারে রাশিয়ার মাটিতে বসে নাৎসী আন্দোলন পরিচালনা করবে, অথচ কেউ তাকে কিছু বলবে না?'

'পরিচালনা করেননি, তাই বা বলো কি করে। তাঁর সব ক'টা অপারেশন সফল হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাশিয়ান অস্ত্র ব্যবহার করেছেন তিনি। নিরাপদে বেরিয়েও তো যাচ্ছেন।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রাসকিন। 'কাউন্ট রোজেনবার্গের বেরিয়ে যাবার কোন

উপায় নেই।'

'তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। প্লেনে করে। হয়তো এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছেন।'

'না। আমার চোখ-কান খোলা ছিল। তাঁর শখের প্রাইভেট জেট রানওয়ে ছাড়েনি। এমনকি ভোরের আগে কেটে পড়ার চেষ্টাও করবেন না। আমাদের হাতে দু'ঘণ্টার মত সময় আছে।'

বোঝা গেল, ভোর হতে আর দু'ঘণ্টা বাকি। অন্তত সময় সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। 'কিভাবে তুমি তাঁকে বাধা দিচ্ছ?' জানতে চাইল রানা।

'বাধা দেয়ার কাজ আগেই শুরু হয়েছে। রাশিয়ার মাটিতে কাউন্ট রোজেনবার্গের রয়েছে একটা সামরিক শক্তি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। আমাদের রেড এয়ার ফোর্স ওই বাংকারটাকে ফুটন্ত কেটলিতে পরিণত করবে।' আগুনের আভায় রাসকিনের চেহারা বদলে গেল। 'দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের ব্লু ফক্স বেস-ও উড়িয়ে দেয়া হবে। কিছু করার নেই, কারণ শুধু এভাবেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'তোমরা তাহলে কাউন্ট আর তাঁর সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিচ্ছ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার যে চুক্তি হয়েছিল, তার কি হবে?'

'মাই ডিয়ার রানা, চুক্তি চুক্তিই। ভাগ্যের সহায়তা না পেলে এক পক্ষের অনুকূলে যায় না। তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে আমার দেয়া শর্ত ছিল, তোমাকে আমি মস্কোয় নিয়ে যাব। চুক্তির এই অংশটুকু কিভাবে লংঘন করি আমি, বলো? বিশেষ করে আমার ডিপার্টমেন্ট যখন তোমাকে অসতর্ক অবস্থায় পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে এত বছর ধরে? ডিপার্টমেন্ট ভি, রানা।'

আট

তাঁবুর ভেতর কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা হলো না, তারপর মাইলসের দিকে ফিরে ফিনিশ ভাষায় কিছু বলল রাসকিন। এখনও গোঙাচ্ছে মাইলস। 'ভাল খাবার নষ্ট করার মানে হয় না,' নরম সুরে বলল রাসকিন, রানার দিকে তাকিয়ে। 'পাতিলটাকে সিধে করে আবার আগুন বাড়াতে বললাম ওকে। ও কোন চালাকি করবে বলে মনে হয় না। তোমার জানা উচিত, রানা, এখানেও আমার কিছু লোক আছে. ইতিমধ্যে তারা লীনাকেও কাবু করে ফেলেছে। কাজেই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হবে যদি···,' কথার মাঝখানে থেমে গেল সে, হঠাৎ দম বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল।

ধোঁয়া খানিকটা ঘন হয়েছে, মাইলস আগুনটা উসকে দিতে তা আবার হালকা হয়ে গেল। রানা দেখল রাসকিনের মাথাটা পিছন দিকে টেনে ধরা হয়েছে। একটা হাত তার চুল মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে আছে, আরেকটা হাতে বড় একটা

ছুরি, সেটা রাসকিনের গলার ওপর। লাফ দিয়ে আবার জ্যান্ত হলো আগুন, সেই সঙ্গে শয়তানের প্রতিমূর্তি বিলুর চেহারাটা পরিষ্কার ফুটে উঠল রাসকিনের কাঁধের পিছনে।

'দুঃখিত, রানা।' লীনা দাঁড়িয়ে রয়েছে চামড়া ঢাকা তাঁবুর প্রবেশ পথের ঠিক ভেতরে, হাতে একটা ভারি অটোমেটিক পিস্তল। 'তোমাকে তখন আমি বলিনি, তবে আমার লোকেরা রাসকিনকে এদিকে আসতে দেখেছে ঘণ্টা দুয়েক আগেই। তুমি আমার টোপ হিসেবে কাজে লেগেছ।'

'আমাকে বললেও কোন ক্ষতি ছিল না,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'ইতিমধ্যে এ-সবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'সত্যি দুঃখিত।' সামনে বাড়ল লীনা। 'আমাদের আরও সমস্যা ছিল। কমরেড রাসকিন সঙ্গে করে কিছু খেলোয়াড় এনেছে। দু'একজন নয়, ছ'জন। রাসকিন এখানে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দেখার পর বিলু আর মাইলস তাদেরকে কাবু করে। আমি যে এখনও কেজিবির বন্দী নই, সেটাই কারণ...'

'আরও অনেক আছে...,' শুরু করল রাসকিন, বোকামি হয়ে যাচ্ছে ভেবে মাঝপথে থেমে গেল।

'তোমার আরও সাবধান থাকা উচিত, রাসকিন,' বলল লীনা। 'তোমার গলায় যে ছুরিটা বিলু ধরে আছে ওটা ক্ষুরের মত ধারাল। এক কি দু'বার চালিয়েই ওটা দিয়ে তোমার মাথা আলাদা করে ফেলতে পারবে।' মাইলসের দিকে ফিরল সে, সংক্ষেপে কিছু বলল তাকে।

মোটাসোটা ল্যাপের মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ল, আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় অশুভ আর ভীতিকর লাগল হাসিটা। পোড়া হাতটা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অপর হাতে ধরে রাসকিনের দিকে এগোল সে, সাবধানে ফেরত নিল নিজের মেশিন পিস্তল, তুলে নিল অটোমেটিকটাও, তারপর তাকে সার্চ করতে শুরু করল।

'ওরা দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সব সময় একসঙ্গে কাজ করে— ছেলেমানুষি করতে দিলে আর কিছু চায় না,' বলল লীনা, আদুরে গলায়। 'ওদেরকে বললাম, রাসকিনকে বিবস্ত্র করুক, তারপর বাইরে বের করে নিয়ে যাক, জঙ্গলের ভেতর বেঁধে রাখুক গাছের সঙ্গে। আইডিয়াটা সুন্দর না, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমাদের উচিত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওকে চোখের সামনে রাখা,' বলল ও। 'চোখের আড়ালে ওকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না।'

'বিলু আর মাইলসকে তুমি চেনো না, ওরা ছেলেমানুষি করতে পছন্দ করলেও নিজেদের কাজ বোঝে। এমনভাবেই গাছের সঙ্গে বাঁধবে যে...'

রানা বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি বললে রাসকিনের সঙ্গে আরও লোক ছিল।'

'তাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'আরও হয়তো আছে। ও বলেছে, ভোরবেলা বিমান হামলা শুরু হবে। ওকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি, কাজেই চোখের আড়ালে পাঠানো ঠিক হবে না।'

দু'সেকেণ্ড চিন্তা করল লীনা, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ল্যাপ দু'জনকে নতুন নির্দেশ দিল।

রাসকিনের হাত ও পা বাঁধা হলো। থমথমে চেহারা, একটা কথাও বলল না সে। সবশেষে তার মুখের ভেতর কাপড় গোঁজা হলো, তারপর বন্ধ মুখের ওপর কাপড়ের পট্টি বেঁধে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো তাঁবুর এক কোণে।

রানার দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল লীনা, তাঁবু থেকে বেরুতে বলছে। বাইরে বেরিয়ে এসে গলা খাদে নামাল সে, খানিকটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তুমি ঠিকই বলেছ, রানা। রাসকিনের আরও লোক আশপাশে থেকে যেতে পারে। বুদ্ধি দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, ওকে এখানে রাখাই নিরাপদ। যদিও সত্যিকার নিরাপত্তা পাব ফিনল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারলে। তবে…'

'তবে, আমার মতই, বরফ প্রাসাদে কি ঘটে দেখতে চাও তুমিও।' মুচকি হাসল রানা।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল লীনা। 'ওটা দেখার পর ওকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি, তারপর ওর বন্ধুরা ওকে খুঁজে নিতে পারলে নেবে—নাকি, ওর মাথাটা তুমি সঙ্গে করে লণ্ডনে বা ঢাকায় নিয়ে যেতে চাও?'

'একটা অস্বস্তিকর বোঝা,' বলল রানা। 'লম্বা পথ, অনেক ঝামেলা আছে। তারচেয়ে আমরা রওনা হবার আগে ওর আয়ু কমিয়ে দিলেই চলে।'

'তারমানে তুমি চাও ওকে মেরে ফেলা হোক? ক্ষমা করতে রাজি নও?'

'ডিপার্টমেন্ট ভি আমাকে মেরে ফেলার জন্যে চায়নি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'মস্কোয় ওরা আমাকে জামাই আদর করার জন্যে নিয়ে যেতে চেয়েছে?'

এ-প্রসঙ্গে লীনা আর কিছু বলল না। 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। জরুরী কাজ রয়েছে ওদের হাতে—হেলসিঙ্কিতে মেসেজ পাঠাতে হবে তাকে, বিসিআই চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করবে রানা।

রেডিও রয়েছে দ্বিতীয় তাঁবুতে, ভেতরে ঢুকে পকেট হাতড়াতে শুরু করল রানা।

'তুমি কি এগুলো খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল লীনা, এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল। তার হাতে রানার গানমেটাল সিগারেট কেস আর গোল্ড লাইটারটা রয়েছে।

'তুমি দেখছি কোন কিছুই ভোলো না।'

'সেটার প্রমাণ পরে আরও পাবে তুমি, রানা, কথা দিচ্ছি।' তাঁবুতে ল্যাপরা থাকা সত্ত্বেও মুখটা উঁচু করে রানার ঠোঁটে আলতোভাবে চুমো খেলো লীনা। তারপর আবার, এবার আবেগতাড়িত ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল তার আচরণে।

দ্বিতীয় তাঁবুটায় একটা শক্তিশালী শর্ট-ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, মোর্স আর সরল ভাষা, দু'ভাবেই মেসেজ পাঠানো যায়। সঙ্গে একটা ফাস্ট-সেণ্ডিং ডিভাইসও আছে, মেসেজ পাঠাবার আগে তা টেপ করার জন্যে—মেসেজ পাঠাবার সময় ওটার গতি কমানো যায়, অপরপ্রান্তকে ডিকোড করার সময় দেয়ার জন্যে। বিভিন্ন এলাকা থেকে সিগন্যাল ট্রাফিক মনিটর করে যারা তাদের এয়ারফোনে মেসেজটা যান্ত্রিক শব্দজট হিসেবে ধরা পড়বে।

হেলসিঙ্কিতে পাঠাবার জন্যে নিজের মেসেজটা তৈরি করল লীনা, খুব বেশি

সময় নিল না। তার আচরণ ও কর্মকাণ্ড দেখে ইতিমধ্যেই পরিষ্কার বুঝেছে রানা, পুরোপুরি প্রফেশনাল সে। বোঝা যায়, ফিনিশ ইন্টেলিজেন্সও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও দক্ষ। লীনা যে এসপিওনাজ এজেন্ট, একজন প্রফেশনাল, অনেক বছর আগেই সেটা ধরতে পারা উচিত ছিল ওর। নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর খানিকটা অনাস্থার ভাব সৃষ্টি হলেও পাল্টা যুক্তি দাঁড়িয়ে গেল মনের ভেতর, মানুষ তো আর ফেরেশতা নয়, ভুল-ভাল তার হতেই পারে।

মেসেজটা কোড করা শেষ করেছে লীনা, রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাউন্টের বিরুদ্ধে এই অপারেশনে ফিনিশ ইন্টেলিজেন্স নিশ্চয়ই তোমার একটা কোড নেম দিয়েছে। কি সেটা?'

হেসে উঠল লীনা। 'ভাবছিলাম কখন তুমি জিজ্ঞেস করবে।'

'নামটা বলবে আমাকে?'

'কোরাল। তোমার বস্ হয়তো জানেন, জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

হেকলার অ্যাণ্ড কোচ পিসেভেন ছাড়া রানার সমস্ত ইকুইপমেন্ট হয় হাতছাড়া হয়ে গেছে নয়তো হোটেল গোল্ডস্টারে রেখে আসা গাড়িতে রয়ে গেছে। নিজের মেসেজ সাইফারে রূপান্তর করার কোন উপায় নেই ওর।

ট্র্যান্সমিটারটা ব্যবহার করছে লীনা। ওরা যখন দ্বিতীয় তাঁবুতে ঢুকল, ভেতরে দু'জন ল্যাপ ছিল। তাদের একজন লীনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, অপরজনকে বাংকার আর এয়ারস্ট্রিপের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছে।

কাগজ-কলম নিয়ে নিজের মেসেজটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল রানা, সরল ভাষায়।

'ভায়া এসইউপিও হেডকোয়ার্টার টু রানা এজেন্সি লণ্ডন ব্রাঞ্চ স্টপ কোল্ড ওঅর টিম ব্রোকেন বাট অবজেকটিভ শুড বি অ্যাচিভ্ড বাই ডন টুডে স্টপ রিটার্নিং সুনেস্ট স্টপ মোস্ট আর্জেন্ট ফ্ল্যাশ রিপিট মোস্ট আর্জেন্ট গেট ইওর বেস্ট বটল আউট অভ দা সেলার স্টপ আই ওঅর্ক থ্রু কোরাল এণ্ডস এম আর নাইন।'

এন.এস.এ.এ-র কোন লিসেনিং পোস্ট যদি সিগন্যালটা ধরে ফেলে, তাহলেও বাড়তি কোন ক্ষতি হবে বলে মনে করে না রানা। সম্ভবত এরইমধ্যে তারা জানে তাদের লোককে কোথায় রাখা হয়েছে। বন্দীকে কেন সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা সেটা আন্দাজ করে নিতে পারবে। এই মেসেজ শত্রুপক্ষকে শুধু জানিয়ে দেবে যে তাদের লোককে সরিয়ে ফেলা হবে। হাতে সময় কম, সুযোগ-সুবিধের অভাব, এর বেশি কিছু করার নেই রানার।

নিজের মেসেজ পাঠানোর পর রানার কাগজটা চেয়ে নিল লীনা, নিজের কোড যোগ করল যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় ওর নিজের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যায় মেসেজটা।

এ-সব কাজ শেষ হবার পর পরামর্শ করতে বসল ওরা। প্রশ্ন করে জেনে নিল রানা, বাংকারের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার উপায় কি। ভোরে বিমান হামলা হবে, ওদের আলোচনায় এই বিষয়টাই প্রাধান্য পেল। সিদ্ধান্ত হলো, বিমান হামলার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলাকা ছেড়ে সরে যেতে হবে, সরে যাবার আগে অবশ্য রাসকিনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সন্দেহ নেই, বিমান হামলার পর সীমান্ত

দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। দেরি করলে ঝামেলায় পড়তে হবে ওদের।

'ফেরার পথটা তুমি খুঁজে পাবে তো?' লীনাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোখ বুজে। সমস্ত তথ্য তোমাকে আমি পরে দেব, তবে সীমান্ত পেরুবার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।'

লীনার মাধ্যমে দ্বিতীয় তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিল রানা। রেডিও ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাক্সে ভরা হলো। চারজন ল্যাপের স্নো স্কুটার কাছাকাছি কোথাও লুকানো আছে, কয়েক মিনিটের নোটিশে রওনা হতে পারবে তারা। তাদের কাজ ভাগ করে দিল রানা, দু'জন সব সময় বিশ্রামে থাকবে। প্রথম তাঁবুটা কখন গুটাতে হবে তা-ও বলে রাখল সে।

'সবই তো বললে, রাসকিনের কি হবে তা-ও বলো,' রানার দিকে তাকাল লীনা।

'ও ব্যাটা একটা বোঝা,' বলল রানা। 'যতক্ষণ পারা যায় ওকে এখানে থাকতে দিতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লীনা। 'তারচেয়ে আমার ল্যাপদের হাতে ছেড়ে দাও ওকে,' বলল সে।

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে রানা, একেবারে অন্য কোন উপায় না দেখলে রাসকিনকে খুন করতে চায় না ও। ল্যাপদের ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়া হলো। রাসকিন শত্রু ও বন্দী হলেও তার ব্যাপারে পরে রানা সিদ্ধান্ত দেবে, ওরা নিজেরা যেন কিছু করতে না যায়।

দ্বিতীয় তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, লীনাকে নিয়ে প্রথমটায় চলে এল রানা। আসার পথে একবার থেমে জঙ্গলের দিকে তাকাল ও, রক্ত হিম করা গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে বাতাস। আওয়াজটার সঙ্গে কোনও আহত পশুর গোঙানি মিশে আছে বলে মনে হলো। 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নেকড়ে,' বলল লীনা। 'সীমান্তের ফিনিশ এলাকায় আমাদের বর্ডার পেট্রল এবছর রীতিমত উৎসব পালন করছে। মাথা পিছু অন্তত দুটো করে নেকড়ে পাচ্ছে ওরা প্রতি হপ্তায়, আর ক্রিস্টমাসের পর থেকে এ পর্যন্ত দুটো ভাল্লুক পেয়েছে। এবার শীত খুব বেশি তো, তাই আশ্রয়ের খোঁজে দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে ওগুলো। লোকে যে বলে নেকড়ে বিপজ্জনক নয়, একদম বাজে কথা। আবহাওয়া খারাপ থাকলে, যখন খাবার পাওয়া যায় না, সাংঘাতিক বেপরোয়া হয়ে ওঠে নেকড়েরা। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, যাকে দেখে তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

ইতিমধ্যে নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে মাইলস। বলে দিতে হয়নি, রাসকিনকে খাইয়েছেও সে। ভেতরে ঢুকে কেজিবি এজেন্টকে তাঁবুর এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখল ওরা। লীনাকে রানা আগেই সাবধান করে দিয়েছে, রাসকিনের সামনে ওদের প্ল্যান সম্পর্কে যেন কোন কথা না বলে।

ভেতরে ঢুকে একবার শুধু তাকাল ওরা রাসকিনের দিকে, তারপর আর গুরুত্ব দিল না। তবে একজন সশস্ত্র ল্যাপ সারাক্ষণ তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

মাইলসের বানানো বলগা হরিণের স্টু ভারি সুস্বাদু, তৃপ্তির সঙ্গে খেলো ওরা।

খেতে ওদের ভাল লাগছে দেখে চওড়া গোঁফে তা দিল দীর্ঘদেহী মাইলস, লাজুক মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। লীনার অবজারভেশন পোস্টে অল্পক্ষণ হলো এসেছে রানা, তবে এরইমধ্যে লক্ষ্য করেছে তার ল্যাপ সহকারীরা যেমন অনুগত তেমনি দক্ষ। খাওয়া শেষ হবার আগেই একটা বোতল বের করল লীনা, অপারেশনের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করে ভদকা পান করল ওরা, সবাই যে যার পেপার কাপ উঁচু করে পরস্পরের সঙ্গে ঠেকাল।

খাওয়া শেষ হতে রানাকে একটা চুরুট দিল মাইলস। হাতে সময় বেশি নেই, অথচ বিশ্রামও দরকার, চুরুটটা অর্ধেক খেয়ে ফেলে দিল রানা। বড় একটা স্লিপিং ব্যাগে লীনাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ও। তাঁবুর কোণে বসে বসে ঢুলছে রাসকিন, সেদিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো ব্যাপারটা তার ভানও হতে পারে।

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর দু'একবার মৃদু আদর করল ওরা পরস্পরকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদের ঘুম ভাঙাল বিল। কাঁধে ঘন ঘন ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলল রানা। আগেই জেগেছে লীনা, বিলু তাকে রিপোর্ট করছে। বাংকারে কিসের যেন একটা তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল লীনা। 'ভোর হতে আর আধ ঘণ্টার মত বাকি,' বলল সে।

'রাইট।' এরপর দায়িত্ব নিল রানা, তাকে কি করতে হবে নির্দেশ দিল দ্রুত। 'তাঁবুটা এখুনি গুটিয়ে ফেল। তারপর জঙ্গলে নিয়ে যাবে রাসকিনকে, একজন থাকবে পাহারায়। বাকি সবাই অবজারভেশন পোস্ট ছেড়ে নড়বে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লীনা আর রানা তুষার ঢাকা উঁচু পাথরের ওপর উঠে এল, যোগ দিল মাইলসের সঙ্গে। চোখে নাইট গ্লাস, নিচের দৃশ্যটা দেখছে। ওদের পিছনে লীনার অন্যান্য অনুচররা তাঁবু গুটাতে ব্যস্ত। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাতে রাসকিনকে দেখতে পেল রানা। পাহারা দিয়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিলুর হাতে একটা সাবমেশিন গান, সেটা দিয়ে মাঝে-মধ্যে রাসকিনের পিঠে খোঁচাও মারছে সে।

ভোরের আবছা অন্ধকারে সামনের দৃশ্যটা দেখে বিস্মিত হলো রানা। আলো ফুটতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। লীনার অবজারভেশন পোস্ট থেকে গাছপালার ভেতর ছোট্ট পরিষ্কার করা জায়গাটা আর সেই সঙ্গে বাংকারের ছাদ অর্থাৎ পাথুরে বিশাল এলাকা পর্যন্ত মাঝখানে কোন বাধা নেই। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, বরফ প্রাসাদের প্রবেশপথ খাড়া পাথরের পাঁচিল কেটে তৈরি করা হয়েছে, ঘন জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে পাথরের একটা প্রকাণ্ড অর্ধ বৃত্তাকার ধাপ। মেইন এন্ট্রান্সের সামনের গাছপালা অত্যন্ত সাবধানে ও কৌশলে কাটা হয়েছে, যাতে খোলা যায়গা যতটা সম্ভব কম থাকে। গাছ, পাথর আর বরফ কেটে অন্যান্য পথও তৈরি করা হয়েছে, বাংকারকে ঘিরে আরও খোলামেলা ওপরদিকে উঠে গেছে সেগুলো।

দক্ষিণ দিকে, পাথরের বিস্তৃত এলাকার ওপর, সতর্কতার সঙ্গে ঘন বনভূমি কেটে তৈরি করা হয়েছে রানওয়ে। মোটা ও সাদা আঙুলের মত আংশিক দেখা গেল সেটা, বাকিটা গাছপালার আড়ালে। এখান থেকে কোন প্লেন দেখা যাচ্ছে না। রানা

ধারণা করল, এক্সিকিউটিভ জেট আর হালকা প্লেন দুটো কংক্রিট পেন-এ রাখা হয়েছে, পেনটা তৈরি করা হয়েছে পাথর কেটে।

আলো খুব কম হওয়ায়, এত দূর থেকে রানওয়ের দৈর্ঘ্য আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে ধরে নেয়া যায় যে রানওয়েটা খুব বড় হতে পারে না, আর চারদিকে গাছপালা থাকায় টেক-অফ করার সময় ভুল করলে তার খেসারত অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সব কাজেই নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করেছেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, কাজেই রানওয়ে তাঁর জন্যে বিকট কোন সমস্যা তৈরি করবে না বলেই মনে হয়।

ওদের নিচে কাউন্টের প্রাইভেট আর্মি রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েছে বলে মনে হলো। গাছপালার ভেতর ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলছে, খুলে দেয়া হয়েছে বড় দরজাগুলো। ওই দরজা দিয়ে ভেহিকেল র‍্যাম্প নেমে গেছে আইস প্যালেসের গভীরে।

মাইলসের সঙ্গে কথা বলল লীনা। তারপর রানাকে জানাল, 'বাংকার থেকে এখনও কিছু বেরোয়নি। কোন প্লেন বা ভেহিকেলও দেখা যায়নি। তবে মাইলস বলছে জঙ্গলের ভেতর সৈনিকদের ব্যস্ততা দেখা গেছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে…,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল লীনা।

'সন্দেহ হচ্ছে রাসকিনের তথ্য ভুল কিনা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। বিমান হামলা হবে, এ খবর নিশ্চিতভাবে জেনেই বলেছে সে। তখন সে বন্দী হয়নি, অহেতুক মিথ্যে বলার প্রয়োজন ছিল না। তবে সময়ের সামান্য এদিক ওদিক হতেই পারে।'

'আশায় বুক বাঁধতে আমারও আপত্তি নেই,' বলল লীনা।

'হামলা শুরু হবার আগে তুষারের ভেতর ডুবে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'দেখে যাতে পাথরের অংশ বলে মনে হয়।'

'কোথায় হামলা করতে হবে, নিশ্চয়ই সে-সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছে রাসকিন…'

'তা দিয়েছে,' বলল রানা। 'তবে দু'একটা মিসাইল ভুল করে এদিকেও ছুটে আসতে পারে।'

রানার কথা শেষ হতেই জেটের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে, তবে চিনতে ভুল হলো না। আর ঠিক তখনই পুব আকাশে মাথা তুলল রক্ত-লাল সূর্য।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, নিঃশব্দে হাসল। তারপর তিনজনই সামান্য একটু সরে গিয়ে যে যার চারপাশে তুষার খুঁড়ে গর্ত তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হি হি করে কাঁপছে রানা। এক কিলোমিটার দূরে নিচের বাংকারের দিকে মনোযোগ থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে ওর। পরমুহূর্তে আবার ঠাণ্ডার কষ্ট ভুলে গেল ওরা, বিকট একটা শব্দের সঙ্গে ওদের চারপাশের বাতাস যেন বিস্ফোরিত হলো হঠাৎ। আকাশের দূর উত্তর-পুব প্রান্তে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনের ঝলক দেখা গেল, গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকা গাছপালার ভেতর থেকে ধোঁয়ার একটা রেখা মাথাচাড়া দিল।

'ব্লু ফক্স,' চিৎকার করছে লীনা, যেন তা না হলে রানা ওর কথা শুনতে পাবে না। 'ওরা ব্লু ফক্স…।' তার পরের কথাগুলো আসলেও চাপা পড়ে গেল। সুপারসোনিক শকওয়েভ প্লেনের চেয়ে আগে ছোটে। সর্বগ্রাসী একটানা একটা আওয়াজ ঘিরে ধরল যেন ওদেরকে।

ফাইটার প্লেনের প্রথম জোড়াটা এল গাছপালার ডগা প্রায় ছুঁয়ে, তুষারের ভেতর ডুবে থাকা ওদের তিনজনের ডান দিক ঘেঁষে। তবে কোন বোমা ফেলল না বা কোন মিসাইলও ছুঁড়ল না। রোদ্রস্নাত আকাশের গায়ে রূপালি বর্শার মত লাগল দেখতে, বড় আকারের এয়ার ইনটেক বাক্স আকৃতির, উঁচু লেজ, ডানা ভাঁজ হয়ে এলিভেটরের সঙ্গে মিশেছে, ফলে তৈরি হয়েছে সরু ও লম্বা লিফটিং সারফেস। দেখে মনে হলো যেন একজনই দুটো প্লেনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, একযোগে আকাশের দিকে তাক করল নাক, বিকট শব্দ তুলে তীরবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে, এক সময় মনে হলো রূপালি এক জোড়া বিন্দু মাত্র, বাঁক ঘুরে সরে যাচ্ছে উত্তর দিকে।

'ফেনসার,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা।

'কি? ফেনসার?' নিজের গর্তের ভেতর থেকে রানার দিকে গলা লম্বা করল লীনা।

'হ্যাঁ, ফেনসার। ন্যাটো-র দেয়া কোডনেম।' রানার চোখ সারাক্ষণ আকাশে ঘোরা-ফেরা করছে। জানে, যে-কোন মুহূর্তে হামলা শুরু হবে।

'ব্যাখ্যা করো, রানা। অপেক্ষার সময়টায় আমাকে কিছু জ্ঞান দান করো।'

'এ-সব আমি জানি শুধু পেশার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে তা কিন্তু নয়। জানি, কারণ এ-সব ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে—বলতে পারো এক ধরনের হবি।'

'তুমি নিতান্ত ভদ্রলোক, সেজন্যেই জ্ঞানদান করার পণ্ডিতি ভঙ্গি নিতে চাইছ না। বিনয় করার দরকার নেই, দরকার নেই জ্ঞানদান করারও, তোমার হবি সম্পর্কেই বলো আমাকে।'

'ওগুলো এসইউ-নাইনটিন। গ্রাউণ্ড অ্যাটাক ফাইটার-বম্বার। অত্যন্ত বিজ্জনক, লীনা।' একটা কম্পিউটরের মত, রানার মাথার ভেতরে ফেনসারের বিশদ বিবরণ জমা হয়ে আছে, বলার আগে মনের চোখ দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছে ও। পাওয়ার: এক জোড়া আফটার বার্নিং টার্বোফ্যান, বা জেট, ওজন নয় হাজার পাঁচশো পঁচিশ কেজি, ফার্স্ট ক্লাস। স্পীড: সী লেভেলে ম্যাক ১.২৫, অলটিচ্যুডে ২.৫। সার্ভিসিং সিলিং : ৬০০০০ ফুট, ইনিশিয়াল ক্লাইম্ব ৪০০০০ ফুট প্রতি মিনিটে। আর্মামেন্ট: একটা টোয়েন্টি থ্রী এমএম জিএসএইচ-টোয়েন্টি থ্রী টুইন-ব্যারেল কামান, নিচের সেন্টারলাইনে ফিট করা, এবং এয়ার-টু-এয়ার-টু গ্রাউণ্ড, গাইডেড ও আন গাইডেড মিসাইল। কমব্যাট রেডিয়াস : পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় পাঁচশো মাইল। সব মিলিয়ে ভীতিকর একটা যুদ্ধবিমান। ন্যাটোর বিশেষজ্ঞরাও এটার গুরুত্ব খাটো করে দেখেন না।

টার্গেট চিহ্নিত করার পর লিডার দু'জন তাদের স্কোয়াড্রনের বাকি প্লেনগুলোকে ডাকবে। সম্ভবত কম্পিউটর কী-বোর্ডে চাপ দিয়ে কো-অর্ডিনেটস আর ইন্সট্রাকশন যোগান দেবে তারা। কোন ছকে আক্রমণ চালাতে হবে সে-সম্পর্ক আগেই ব্রিফ করা হয়েছে পাইলটদের, প্রথমবারের রিকনিসনস-এই জানা হয়ে গেছে

কোনাকুনি, অর্থাৎ, প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ডাইভ দিতে হবে, সম্ভবত বিভিন্ন দিক থেকে।

রানা ধারণা করল, দুটো করে প্লেন একযোগে হামলা চালাবে, একের পর এক। সোভিয়েত পাইলটরা অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও। ইলেকট্রনিক্স, স্পীড, হাইট, টাইমিং আর ডাইভ অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা থাকবে তাদের।

আক্রমণ ঘনিয়ে আসার প্রথম ধ্বনি ভেসে এল ওদের বামদিক থেকে। প্রায় পরমুহূর্তে আওয়াজ শোনা গেল সরাসরি ওদের মাথার ওপর। 'শুরু হলো হামলা!' মাথা তুলে ওপর দিকে তাকাবার সময় রানা লক্ষ করল লীনার ঘাড় বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

আকাশ এখন নীলচে ও পরিষ্কার, বিদ্যুৎচমকের মত রূপালি ঝিলিক তুলে ছুটে এল প্লেন দুটো। রানার ধারণাই ঠিক। এক জোড়া করে আসছে ফেনসার, নাক নিচু হয়ে আছে ক্লাসিক গ্রাউণ্ড-অ্যাটাক ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে। ডানা থেকে বেরিয়ে এল প্রথম মিসাইল, বেশ পরিষ্কারই দেখতে পেল ওরা—সাদা ধোঁয়া লম্বা হলো পিছনে, বাতাস ফুঁড়ে ছোটার সময় কমলারঙের লেজ দেখা গেল। দুটো প্লেন থেকে মোট চারটে মিসাইল, চারটেই আঘাত করল বাংকারের সামনের অংশে, ঢুকে গেল ভেতরে, বিস্ফোরিত কমলা আগুন চোখে ধরা পড়ল আওয়াজটা কানে আঘাত করার আগেই।

মিসাইল নিক্ষেপ করার পরপরই বাঁক ঘুরে বাঁ দিকে চলে গেল প্রথম জোড়া, কোন বিরতি না দিয়ে রানা আর লীনার ডান দিক থেকে এল দ্বিতীয় জোড়া ফেনসার। আবার মিসাইলের লেজ ঝলসে উঠল, পরমুহূর্তে কমলা রঙের আগুন বিস্ফোরিত হলো টার্গেট এরিয়ায়। বিস্ফোরিত হবার আগে মিসাইলগুলো পাথর, ইস্পাত আর কংক্রিটের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানা, অস্ত্রগুলোকে চেনার চেষ্টা করছে।

তৃতীয় হামলা শুরু হলো আরও ডান দিক থেকে। এবার মিসাইলগুলোর পুরো গতিপথ চোখ দিয়ে অনুসরণ করা গেল। এএস-সেভেন, ভাবল রানা। ন্যাটোর দেয়া কোডনেম কেরী। কেরীও অনেক রকম হয়, গাইডেড ও আন গাইডেড। ওগুলোয় বিভিন্ন টাইপের ওঅরহেড ব্যবহার করা যায়—সরাসরি এইচই বা আর্মার ও রক পেনিট্রেটিং ডিলেইড চার্জ।

ওদের নিচে মাত্র বারোটা কেরী মিসাইলের আঘাতেই বরফ প্রাসাদ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম করেছে বলে মনে হলো। বিস্ফোরণের আওয়াজ এখনও চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে, ওরা দেখতে পেল খোলা মেইন ডোর দিয়ে আগুনের লালচে আভা বেরিয়ে আসছে। তার মানে আর্মস স্টোর আর ভেহিকেল পার্ক পর্যন্ত নাগাল পেয়ে গেছে আগুন।

তারপর শুরু হলো চতুর্থ আর পঞ্চম হামলা। ফেনসারগুলো যখন ঘুরে আকাশের দিকে মুখ করছে, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওগুলো থেকে বেরিয়ে আসা রকেটগুলো স্থিরভাবে ভেসে আছে বাতাসে। .কাশের দিকে নাক খাড়া করে সোজা উঠে গেল ওগুলোর বাহন, আর রকেটগুলো সরলরেখা তৈরি করে ছুটল, অদৃশ্য হয়ে গেল ধোঁয়া আর আগুনের ভেতর। বিস্ফোরিত হলো কয়েক সেকেণ্ড

পর।

ঢালের উঁচু মাথা থেকে বিমান হামলার পুরো দৃশ্যটাই দেখতে পাচ্ছে ওরা, তিনজনের কেউই মুহূর্তের জন্যে সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। রানা ভাবছে, কাউন্ট রোজেনবার্গ তাঁর প্রাইভেট আর্মি ও সমরাস্ত্র সরিয়ে ফেলার সময় পাননি, নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে ওখানে এই মুহূর্তে তাদের কবর রচিত হচ্ছে। এই মাপের বিমান হামলা এড়িয়ে কারও পক্ষেই পালানো সম্ভব নয়। পাইলটরা শুধু স্থির টার্গেটে হামলা করবে না, বাংকারের আশপাশে কিছু নড়তে দেখলে সেগুলোকে লক্ষ্য করেও মিসাইল ছুঁড়বে।

আকাশে এখন শুধু প্লেন আর প্লেন। জোড়ায় জোড়ায় আসছে তো আসছেই। পাইলটরা যেন খুব একটা মজার খেলা পেয়ে গেছে। রানার কানে সুপারসনিক শক ওয়েভ ধাক্কা মারছে ঘন ঘন হাতুড়ির বাড়ির মত, একের পর এক রকেটগুলো বিস্ফোরিত হওয়ায় চোখে আঘাত করছে আলোর তীব্র ঝলক।

বাংকারটা ইতিমধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে, ওটার অস্তিত্ব এখন টের পাওয়া যাচ্ছে শুধু কালো ধোঁয়া আর ধোঁয়ার ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে লাফিয়ে ওঠা লাল আগুন দেখে। বিমান হামলা শুরু হয়েছে সাত কি আট মিনিট, অথচ মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলছে বুঝি।

সবশেষে আরও একজোড়া ফেনসার এল দক্ষিণ দিক থেকে, অস্বাভাবিক লম্বা ডাইভ দিয়ে একেবারে নিচে নেমে এল। প্রথমে তারা রকেট ছুঁড়ল, তারপর কামানের গোলা ছুঁড়ে ধোঁয়া আর আগুন ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করল।

একসাথে সিধে হলো প্লেন দুটো, কিন্তু নাক খাড়া করে ওপরে উঠল না, সোজা পথ ধরে সরাসরি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ধোঁয়ার ভেতর ঢুকে পড়ল।

কালো ধোঁয়ার ভেতর যেই অদৃশ্য হয়েছে, অমনি গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ শোনা গেল, পরমুহূর্তে একটানা বিস্ফোরণের শব্দ, যেন একটা আগ্নেয়গিরি বিপুল শক্তিতে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

প্রথমে রানা মনে করল ফেনসারগুলো টার্গেটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু তারপরই দেখতে পেল কালো ধোঁয়া পুরোটাই পরিণত হলো প্রকাণ্ড বিশাল একটা আগুনের বলে, প্রতি মুহূর্তে ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে চারদিকে; প্রথমে ওটার রঙ হলো কমলা, তারপর সাদা হয়ে গেল, সবশেষে রক্তলাল।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে জমিন। ওরা অনুভব করল, ওদের নিচে বরফ আর মাটি নড়াচড়া করছে, যেন তীব্র ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

গরম আঁচ লাগল ওদের মুখে, জ্বালা করে উঠল চামড়া—আগুনের বলটা সবেগে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। টকটকে লাল শিখা লম্বা জিভ বের করে ছুঁতে চেষ্টা করল ওদেরকে, পেঁচিয়ে ধরল আশপাশের সমস্ত গাছপালাকে। তারপর মোচড়ানো একটা টর্নেডোর মত ছুটে এসে আঘাত করল বাতাস, পর মুহূর্তে পৌঁছুল বিস্ফোরণের শব্দগুলো, মনে হলো যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

ঝট করে একটা হাত লম্বা করে দিয়েছে রানা, সজোরে তুষারের ভেতর চেপে ধরল লীনার মাথা, নিজের মুখও ডুবিয়ে দিয়েছে তুষারের ভেতর। দু'জনের কেউই নিঃশ্বাস ফেলছে না।

অবশেষে সরে গেল আঁচ। ফেনসার দুটো নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথার ওপর অন্যান্য প্লেনগুলো দেখতে পেল রানা, চক্কর দিতে দিতে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকাল, এতক্ষণে পরিষ্কার দেখতে পেল ছবিটা।

বাংকার বলে কিছু নেই ওখানে। বাংকারের জায়গায় এখন ওখানে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা গর্ত, গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত অথবা ভাঙা গাছ। গর্তের ভেতর থেকে দাউ দাউ আগুন বেরিয়ে আসছে। আগুন আর ধোঁয়ার ভেতর বাংকারের অবশিষ্ট চিহ্ন মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ল—ইস্পাতের বিধ্বস্ত কাঠামো, ধাপ, ছাদবিহীন খোলা টানেল, ভাঙা প্যাসেজ। বাংকারের কোন অংশই অক্ষত নেই, বলা যায় প্রায় ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

কেরী মিশাইলের বিরতিহীন আক্রমণে বাংকারে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুন অবশেষে নাগাল পেয়ে যায় অ্যামুনিশন, বোমা আর গ্যাসোলিনের। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে—কাউন্ট রোজেনবার্গের বরফ-প্রাসাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

আকাশের অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠছে ধোঁয়া, তারপর বাতাসের টানে সরে যাচ্ছে আরেকদিকে। বিশাল গর্তের ভেতর এখনও আগুন জ্বলছে, তবে আগুনের গোঁ গোঁ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। প্লেনগুলো এখনও চক্কর দিচ্ছে ওপর আকাশে, যদিও আর কোন হামলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

'ওহ্ গড!' দম ছাড়ল লীনা, তুষারের ভেতর থরথর করে কাঁপছে সে। 'এ অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলব না!'

লীনা কথা বলার পরই শুধু উপলব্ধি করল ওরা যে ওদেরও শ্রবণশক্তি ফিরে এসেছে।

'এখন আমরা কি করব?' জিজ্ঞেস করল লীনা, হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে, ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

'কেটে পড়ব,' মনে করিয়ে দিল রানা। তুষার সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও।

'আরও কাছ থেকে একবার দেখে এলে ভাল হয় না?' জিজ্ঞেস করল লীনা। 'যদি কেউ বেঁচে থাকে…'

'তুমি কি পাগল হলে!' ধমক দিল রানা। 'ওই জায়গা তো এখন একটা ফাঁদ। ভেবেছ রাশিয়ানরা ওটার ওপর নজর রাখেনি? ওদের গ্রাউণ্ড ফোর্সও আশপাশে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে বোধহয় বাংকারের দিকে এগোতেও শুরু করেছে।'

'কিন্তু কাউন্ট যদি কোনভাবে বেঁচে গিয়ে থাকে? যদি পালিয়ে যায়?'

'অসম্ভব। নিজের চোখেই তো দেখলে সব, ওখানে কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।'

রানার দেখাদেখি তুষার সরিয়ে লীনাও নিজেকে মুক্ত করল। 'রাসকিনের কপালে যাই থাকুক,' বলল সে, 'সে তার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছে।'

'ব্লু ফক্সেরও কোন অস্তিত্ব নেই,' বলল রানা। 'পাইলটরা ওটাই প্রথম ধ্বংস করে।'

তিনজনই ওরা সামান্য আচ্ছন্নবোধ করছে, ফেরার সময় অলস পায়ে হাঁটছে, সবাই যেন খুব ক্লান্ত। যেখানে তাঁবুগুলো ছিল সেখানে ফিরে এল ওরা।

'এবার তাহলে রাসকিনের একটা ব্যবস্থা করতে হয়,' বলল লীনা। 'কি ঠিক করেছ, রানা?'

রাগের মাথায় এর আগে যাই বলে থাকুক রানা, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ বলা হলেও, রাসকিনকে ক্ষমা করলে বিপদের বীজ বুনে রাখা হবে। বিসিআই-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অপারেশন কোল্ড ওঅর সফল হয়েছে—ধ্বংস হয়ে গেছে এন. এস. এ. এ. হেডকোয়ার্টার, মারা গেছেন ওদের লীডার কাউন্ট রোজেনবার্গ ওরফে এরিক মর্টিমার। প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে এখন রানার লণ্ডনে ফিরে যাওয়া উচিত, রিপোর্ট করা দরকার রাহাত খানকে। রাসকিনকে ক্ষমা করলে বিপদের বীজ থেকে যাবে ঠিকই, তবে এসপিওনাজ জগতে থাকতে হলে এরকম বিপদ মাথায় করেই টিকে থাকতে হবে ওকে। বরং তাকে ক্ষমা করলে রাশিয়ায় অর্থাৎ কেজিবিতে ওর যারা শুভানুধ্যায়ী তারা খুশি হবে ওকে নিয়ে তাদের ডিপার্টমেন্টাল দ্বন্দ্বে ওর পক্ষে লড়াই করার হাতিয়ার পাবে তারা।

'ওকে আমরা এখানেই বেঁধে রেখে যাব,' বলল রানা। 'পারলে নিজেকে মুক্ত করবে, কিংবা ওর লোকজন খুঁজে বের করবে ওকে।'

গাছপালার আড়ালে বেঁধে রাখা হয়েছে রাসকিনকে, পাহারা দিচ্ছে বিলু। সেদিকে পা বাড়াল রানা। ওর পিছু নিল লীনা আর ল্যাপরা।

সবার আগে ওর চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। 'থামো!' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'মাইলস, তোমরা ছড়িয়ে পড়ো, এগোবে ক্রল করে।' রানা নিজেও শুয়ে পড়ল, নিজের পাশে টেনে নিল লীনাকে।

'কি ব্যাপার, রানা?'

'তুমি এখানে থাকো,' শান্তসুরে বলল রানা, ওর সব ক'টা ইন্দ্রিয় এখন সজাগ, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিসেভেন। 'তোমার লোকদের বলো আমাকে যেন কাভার দেয়।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল লীনা, তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে-ও যেন আন্দাজ করতে পারছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। 'বিলু,' অস্ফুটে বলল সে, অমঙ্গল আশঙ্কায় গলাটা কেঁপে গেল।

নয়

ক্রল করে কিছু দূর এগিয়ে দাঁড়াল রানা, মাথা নিচু করে ছুটল গাছপালার ভেতর দিয়ে। বরফের ওপর সামনে একজনকে পড়ে থাকতে দেখল ও, কাছে এল সাবধানে ও ধীর পায়ে। প্রথমে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল, তারপর আরও একটু সামনে বাড়ল। চিনতে পারল লোকটাকে।

শয়তানের প্রতিমূর্তি বিলুকে মৃত্যু যেন আরও কুৎসিত করে তুলেছে। চারপাশের বরফে বুটের দাগ দেখে রানা বুঝতে পারল, চারজন লোক ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল তার ওপর, প্রথমেই ছুরি চালিয়েছে যাতে চিৎকার দিতে না পারে।

বিলুর গলা কাটা হয়েছে। তবে তার শরীরে আরও অনেক আঘাতের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, গলাটা দু'ভাগ করা হয়েছে ধস্তাধস্তির শেষ পর্যায়ে। অকস্মাৎ আক্রান্ত হলেও, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে লড়েছে বিলু।

আশপাশে কোথাও রাসকিনের চিহ্নমাত্র নেই। তবে যে-কোন বোকার হদ্দও উপলব্ধি করবে যে এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নিরাপদ নয়। লীনার কাছে ফেরার পথে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। স্নো স্কুটারগুলো কি ওরা অক্ষত অবস্থায় রেখে গেছে? আশা করা বোকামি। রাসকিন ছাড়া পাবার পর অবশ্যই হামলা চালাবে, কিন্তু কখন সেটা? এখুনি, নাকি পরে সময়-সুযোগ মত?

পরে লীনা রানাকে বলল বিলু তার সঙ্গে বহু বছর ধরে কাজ করেছে, সীমান্তের রুশ এলাকায় সেই ছিল তার সবচেয়ে অনুগত অপারেটর। এই মুহূর্তে বিলু নেই শুনে তার চোখ পানিতে ভরে উঠল, তবে কথা বলার সময় গলা একটুও কাঁপল না। সে তার লোকদের খবরটা দিল শুধু, কোন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়েই। একেবারে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না বিলুর মৃত্যুতে কতটা আঘাত পেয়েছে সে।

ল্যাপদের নির্দেশ দিল রানা। একজনকে চেক করে দেখতে হবে স্নো স্কুটারগুলো কি অবস্থায় আছে। এখনও যদি ওগুলো অক্ষত থাকে, এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যাবে ওরা। জানা কথা, রাসকিনকে যারা উদ্ধার করেছে তারা আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে, আঘাত করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে।

'তোমার লোকদের লড়াই করার জন্যে তৈরি হতে বলো,' লীনাকে বলল রানা। 'মানে, প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে পালাবার পথ করে নিতে হবে।'

'ওরা ক'জন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল লীনা।

'রাসকিনকে নিয়ে সম্ভবত পাঁচজন, তবে আরও অনেক বেশিও হতে পারে,' বলল রানা। 'আমি যে-কোন মুহূর্তে হামলার আশঙ্কা করছি। এখানে, এখুনি যদি হামলা না হয়, ধরে নিতে হবে পথে কোথাও ওত পেতে অপেক্ষা করছে ওরা।'

একটু দেরি করে ফিরল মাইলস। লীনার কাছে রিপোর্ট করল সে। লীনা রানাকে বলল, 'স্নো স্কুটারগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে। ওদিকে বরফের ওপর কোন বুটের দাগ নেই, তারমানে ওগুলো তারা খুঁজেই পায়নি।'

'তাহলে আর দেরি নয়,' তাগাদা দিল রানা।

উনিশশো উনচল্লিশ সালে বিপুল পরাক্রমশালী রুশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে দারুণ একটা অবিশ্বাস্য লড়াই দিয়েছিল ল্যাপরা, কারণটা আজ এই মুহূর্তে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। গাছপালার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য ভূতের মত ছুটছে তারা, কখনও ব্যাঙের মত লাফিয়ে, কখনও গাছের ডাল ধরে ঝুলে, আবার কখনও বা নিচু ঢালে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে; প্রতি মুহূর্তে পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে তারা, মাঝে-মধ্যে তাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না রানা।

ওর পাশেই রয়েছে লীনা, কারণ পথ দেখিয়ে ল্যাপদের বের করে নিয়ে যাবার দায়িত্বটা তারই। ওরা দু'জন যখন স্কুটারের কাছে পৌঁছুল, ল্যাপ তিনজন ইতিমধ্যে এঞ্জিনগুলো স্টার্ট দিয়েছে। চারটি স্নো স্কুটারের গর্জনে গাছপালা যেন কেঁপে উঠল।

রানার ভয় হলো, মুষলধারে বৃষ্টির মত চারদিক থেকে বুলেট ছুটে আসবে।

বড় ইয়ামাহাটার সীটে বসল লীনা, রানা বসল তার পিছনে, পরমুহূর্তে রওনা হয়ে গেল ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে পথ, তা সত্ত্বেও স্পীড বাড়াচ্ছে লীনা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ওরা। এখনও কোন বিপদ হয়নি।

ল্যাপ তিনজন ওদের খানিক আগে রওনা হয়েছে, তবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে যাচ্ছে না, ওদের দু'জনের সামনের পথ নিরাপদ কিনা বোঝার জন্যে তাদের দু'জন দু'পাশে চক্কর দিচ্ছে বারবার, তৃতীয় লোকটা সামনের রাস্তা ছেড়ে নড়ছে না। বনভূমির ভেতর পথে কোথাও অ্যামবুশ আছে কিনা বোঝার জন্যে আফ্রিকায় এই পদ্ধতি কাজে লাগাতে দেখেছে রানা। খানিক পরপর ছড়িয়ে পড়ছে লীনার অপারেটররা, অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখে রাখছে। আক্রমণ যদি হয়ও, শত্রুদের বিরুদ্ধে ওরা পাঁচজন কাছাকাছি পজিশন নিয়ে লড়তে পারবে, কারণ খুব বেশি দূরে একবারও যাচ্ছে না ওরা।

প্রায় এক ঘণ্টার মত পেরিয়ে গেছে, এখনও কোন বিপদ ঘটেনি। একবার, দুর্গম একটা জায়গা দিয়ে এগোবার সময় স্কুটারের গতি একেবারে কমিয়ে ফেলতে হলো। রানার মনে হলো, অন্য কোন এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে ও। কল্পনা করছে? মনের ভুল? হতেও পারে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, কোথাও না কোথাও বাধা রাসকিন দেবেই, ওদেরকে নিরাপদে ফিনল্যাণ্ডে ফিরতে দেয়ার লোক সে নয়। হয় সে ওদেরকে অনুসরণ করছে, নয়তো সামনে কোথাও অপেক্ষায় আছে।

সীমান্ত পেরুবার জন্যে ঠিক কোন জায়গাটা বেছে নেবে লীনা রাসকিনের তা জানার কথা নয়। তবে মাথা খাটিয়ে আন্দাজ করে নেবে সে। সীমান্তের নিরাপদ এলাকা খুব একটা বড় নয়, প্রায় সবটুকুর ওপরই চোখ রাখা সম্ভব, বিশেষ করে যদি লোকবলের অভাব না থাকে। রাসকিনের তা নেইও। সে জানে, সীমান্ত টপকাতে হলে ফাঁকা জায়গা পেরুতেই হবে ওদেরকে। গুলি করে ফেলে দেয়ার মোক্ষম সুযোগ পাবে তখনই।

বলা যায় না, ভাবল রানা, রাসকিন ফেনসারের সাহায্যও চাইতে পারে আবার।

আরও আধ ঘণ্টা পেরুল, এখনও কোন বিপদ ঘটেনি। তবে পুরো দলটা একবার থামল। লীনা নিশ্চয়ই কোন সংকেত দিয়েছিল, লক্ষ্য করেনি রানা। হঠাৎ খেয়াল করল, সামনের পথ ধরে ওদের দিকে ফিরে আসছে মাইলস। লীনা ও মাইলস দু'জনেই ব্রেক কষে স্নো স্কুটার থামাল। বাকি দু'জন ওদের দু'পাশে ছড়িয়ে আছে।

'এখানে থামা উচিত হবে না,' লীনাকে বলল মাইলস। 'চারপাশে ঘন জঙ্গল, ডানদিকে একটা খাদও আছে। মাইলখানেক সামনে গাছপালা কম, ওখানে থামা যেতে পারে।

'ঠিক আছে,' জবাব দিল লীনা।

স্নো স্কুটার ঘুরিয়ে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল মাইলস।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'থামতে চাইছ কেন?' কারণটা আন্দাজ করতে পারছে না।

মাইলখানেক সামনে আবার ফিরে এল মাইলস। কোন বাক্য বিনিময় হলো না, স্নো স্কুটার থামিয়ে নেমে পড়ল লীনা, একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

তিন মিনিট পর ফিরে এল লীনা, মাইলস তাকে রিপোর্ট করল, 'পথে আমরা স্নো স্কুটারের দাগ দেখেছি।'

রানার দিকে ফিরল লীনা। 'তারমানে আমাদের আগে রয়েছে ওরা।'

সামনে বিপদ নিশ্চিতভাবে তা জানা সত্ত্বেও পিছু হটার কোন উপায় নেই ওদের। সীমান্ত পেরুতেই হবে, আর তা পেরুতে হলে সামনে এগোতে হবে।

মাইলসের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করল লীনা, তারপর আবার রানার দিকে ফিরল। 'মাইলস বলছে, পথের পাশে হামলা হবার ভয় কম। হামলা হবে সীমান্ত পেরুবার সময়।'

রানা বলল, 'সীমান্ত পেরুবার সময় ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না। যথেষ্ট অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

আবার রওনা হলো ওরা, শেষবার থামল সীমান্তের কাছে।

বিশাল খোলা উপত্যকার মাথায়, গাছপালার ভেতর পজিশন নিল দলটা। এই উপত্যকাই ফিনল্যাণ্ড আর রাশিয়াকে বিভক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা শুকনো কৃত্রিম একটা নদীর মত।

ওরা আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিল। ইয়ামাহার পাশে লীনাকে নিয়ে একা থাকল রানা, বাকি তিনজন ল্যাপ অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার ভেতর, ওদের দু'জনকে মাঝখানে রেখে একটা ত্রিভুজ তৈরি করল। শুরু হলো অপেক্ষার পালা, যথেষ্ট অন্ধকার না নামা পর্যন্ত সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করবে না।

'পারবে? মানে আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই তো?' লীনাকে জিজ্ঞেস করল রানা, হাসছে। আসলে তার নার্ভ পরীক্ষা করতে চাইছে ও। 'আমি চাই না কোন মাইনে হোঁচট খাই।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না লীনা। 'রানা, তুমি যদি একা যেতে চাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না,' শুরু করল সে, গলায় সামান্য ঝাঁঝ।

'তোমার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে, লীনা।' ঝুঁকে তার গালে চুমো খেলো রানা। লীনা কাঁপছে, কারণটা শুধু ঠাণ্ডা নয়। তার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারছে ও। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, যা করার রুশ এলাকাতেই করবে রাসকিন। অর্থাৎ নিচের ওই উপত্যকা পেরুবার আগেই।

ধীরে ধীরে আলোর জোর কমে আসতে শুরু করল, সেই সাথে বেড়ে উঠছে উত্তেজনা। ইতিমধ্যে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে একটা পাইন গাছের উঁচু ডালে উঠে পড়েছে মাইলস। সে ঠিক কোথায়, রানা তা দেখতে পাচ্ছে না। এমন কি তাকে গাছে চড়তেও দেখেনি ও। তবু জানে, কারণ লীনাকে সে-কথাই বলে গেছে সে। আশপাশের গাছপালার ওপর চোখ বুলাল রানা, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। আলো কমে আসায় তাকে দেখতে পাওয়া এখন আরও কঠিন হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই ওদের ওপর ঝট করে নেমে এল আর্কটিকের সেই 'ব্লু মোমেন্ট'। তুষার থেকে প্রতিফলিত হলো নীলচে-সবুজাভ আভা, সমস্ত কিছুর আকার-আকৃতি, দূরত্ব, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ওপর প্রভাব ফেলল।

'তুমি তৈরি?' লীনার দিকে ফিরল রানা, তাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল।

লীনার দিকে ফেরার আগে একটা পাইন গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল রানা, ওর ধারণা হয়েছে ওই গাছটাতেই উঠেছে মাইলস। যে-ই চোখ সরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গুলিটা হলো।

শব্দ শুনে মনে হলো, ওই পাইন গাছটা থেকেই গুলি করা হয়েছে। তারমানে রাসকিন বা তার লোক নয়, ওরাই তাদেরকে আগে দেখতে পেয়েছে।

প্রথম গুলির শব্দ বাতাসে এখনও প্রতিধ্বনি তুলছে, আবার শুরু হলো। এবার এক সঙ্গে কয়েকটা। সামনের গাছপালার ভেতর একটা অর্ধবৃত্ত থেকে আসছে বলে মনে হলো—প্রথমে একটা সিঙ্গেল রাউণ্ড, তারপর একটানা মেশিনগান ফায়ার।

শত্রুপক্ষের শক্তি আন্দাজ করা অসম্ভব, তারা এগিয়ে আসছে কিনা তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। রানা শুধু জানে ওদের সামনে একটা বন্দুকযুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠছে।

'ব্লু মোমেন্ট' মানে অন্ধকার নয়, দেখতেই পাচ্ছে রানা, তবে ওর মনে হলো এই পরিস্থিতিতে অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করাটা নেহাত বোকামি হবে। লীনা ওকে বারবার আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে রাসকিন যে শক্তি নিয়েই আক্রমণ করুক, তা ঠেকিয়ে রাখার যোগ্যতা ও প্রস্তুতি তার ল্যাপদের আছে। রানাকে নিয়ে সে নিরাপদে পালাতে পারবে। তার দেয়া আশ্বাস পরীক্ষা করার এটাই সময়।

'গো!' লীনার উদ্দেশে চিৎকার করল রানা।

লীনা যে প্রফেশনাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রানার চিৎকার বাতাসে এখনও ভেসে রয়েছে, কোন রকম ইতস্তত না করে ইয়ামাহার এঞ্জিনে স্টার্ট দিল সে। কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল স্নো স্কুটার, বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। বরফের ওপর তুষার জমেছে, বিপজ্জনক হয়ে আছে ঢাল, সগর্জনে নামতে শুরু করল ইয়ামাহা। নিচে উপত্যকা, সেখানেও কোন গাছের আড়াল নেই। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে হলে ওটা ওদেরকে পেরুতে হবে।

তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু হলো। একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল রানা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পরিষ্কার কিছু দেখতে পেল না, তবে পাইন গাছের উঁচু ডাল থেকে খসে পড়তে দেখল একজনকে। শূন্যে হাত-পা মেলে দিয়ে পড়ল সে, কাজেই মানুষ বলে চিনতে অসুবিধে হলো না।

লীনার জন্যে আরও একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। মাইলস তার বন্ধু বিলুর কাছে চলে গেছে। তবে খবরটা লীনাকে জানাবার উপযুক্ত মুহূর্ত এটা নয়, সিদ্ধান্ত নিল রানা।

আধ কিলোমিটার পেরিয়েছে ওরা, অন্ধকার গ্রাস করল ওদের। পিছন থেকে এখনও বিরতিহীন গুলির শব্দ ভেসে আসছে। লীনার বাকি দু'জন ল্যাপ দারুণ একটা লড়াই দিচ্ছে, তবে শেষ রক্ষা হবে কিনা বলা কঠিন। অনেকটাই নির্ভর করে রাসকিনের শক্তি আর প্রস্তুতির ওপর। সে কি তাদের শক্তিশালী স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করবে? নাকি গোটা উপত্যকা ঝাঁঝরা করবে গুলি ছুঁড়ে?

উপত্যকার সমতল কাছাকাছি চলে এল, রানার প্রশ্নের উত্তরও মিলল। উপত্যকার উল্টোদিকের ঢাল তিন কি চার কিলোমিটার দূরে, ওখানে পৌঁছুতে পারলে গাছের আড়াল ওদেরকে নিরাপত্তা দেবে। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল

একটা আওয়াজ, নেমে এল ওদের মাথার অনেক ওপর থেকে।

গোটা এলাকা প্যারাশুট ফ্লেয়ারের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তুষার আর বরফে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখ।

'এঁকেবেঁকে এগোনো কি নিরাপদ?' লীনার পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা, জানতে চাইল চিৎকার করে। মাইন ফিল্ডের কথা চিন্তা করছে ও।

ঘাড় ফিরিয়ে লীনাও পাল্টা চিৎকার করল, 'একটু পরই জানতে পারব।'

হ্যাণ্ডেলবার ঘোরাল লীনা, ফলে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে এগোল স্নো স্কুটার, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রানা ওদের বাম দিকে বাতাস ভেদ করে এক পশলা বুলেট ছুটে যাবার শব্দ শুনতে পেল। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল মন, লীনা হ্যাণ্ডেলবার না ঘোরালে বুলেটগুলো ঝাঁঝরা করে দিত ওদেরকে।

স্কুটার সিধে করে নিল লীনা, তারপর আবার হ্যাণ্ডেলবার ঘুরিয়ে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ছোটাল। মরিয়া মানুষ যখন শেষ চেষ্টা করে, তার শরীরে কোত্থেকে যেন বিপুল শক্তি এসে যায়, লীনার বেলায়ও ঠিক তাই ঘটছে। হড়কে যাচ্ছে স্কুটার, এত বেশি কাত হচ্ছে মনে হলো উল্টে যাবে, আবার মাঝে মাঝে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে। তারপর আবার আড়াআড়ি ভাবে, থ্রটল পুরোপুরি খোলা।

প্রথম ফ্লেয়ারটা নিভে যাচ্ছে, এখনও ওদের চারধারের বাতাস ভেদ করছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। রানা দু'বার দেখতে পেল ট্রেসারের লম্বা, প্রায় অলস রেখা, পড়ল ওদের সামনে—লাল আর সবুজ—প্রথমে ডানদিকে, তারপর ওদের বামদিকে। দু'জনে ওরা মাথা নিচু করে রেখেছে। রাগ, হতাশা ও ক্ষোভ, সব একসঙ্গে অনুভব করছে রানা। কারণটা বুঝতে পারল এক মুহূর্ত পর। ওর বিবেচনাবোধ ওকে পরামর্শ দিয়েছিল এভাবে পালাবার চেষ্টা না করে সীমান্তের রুশ এলাকায় দাঁড়িয়ে রাসকিনের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত। পুরানো প্রবচনটা মনে পড়ে গেল ওর, 'যে যুদ্ধও করে, আবার পালিয়েও যায়, সে আরেকদিন যুদ্ধ করার জন্য বেঁচে থাকে।' কিন্তু যুদ্ধ এড়িয়ে পালানো রানার চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। মনের গভীরে যদিও উপলব্ধি করতে পারছে যে অন্তত এ-ক্ষেত্রে পালানোটা একান্ত প্রয়োজন। ওর আর লীনার, দু'জনেরই কাজ আছে, একটা অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করতে হবে। তার আগে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। আর এটাই একমাত্র সুযোগ বা উপায়।

ট্রেসারগুলো এখনও আসছে, যদিও ফ্লেয়ারটা নিভে গেছে। তারপর বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল, আরেকটা ফ্লেয়ার জ্বলল আকাশে। এবার আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গুলিবর্ষণ।

গুলির আওয়াজ নয়, তার বদলে অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। সগর্জনে, দ্রুতগতি একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে আসছে—অন্তত মর্টার বোমাটা ল্যাণ্ড করার আগে সেরকমই মনে হলো ওদের। গোলাটা পড়ল ওদের অনেক পিছনে বাম দিক ঘেঁষে। প্রথমটাকে অনুসরণ করল আরও দুটো, সেগুলোও অনেক পিছনে পড়ল।

ইয়ামাহার কাছ থেকে পুরোটা শক্তি আদায় করে নিচ্ছে লীনা। বেশিরভাগ সময় সরল রেখায় থেকে দূরত্ব বাড়াবার সুযোগ ছাড়ছে না, তবে হামলা এড়াবার কৌশলগুলোও মাঝেমধ্যে কাজে লাগাচ্ছে। লীনাকে আঁকড়ে ধরেছে রানা,

দু'একবার ওর মনে হলো জমিন ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে ওদের স্কুটার।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে আবার ছুটে এল কামানের গোলা। এবার সেগুলো ওদের ডান দিকে কিছুটা সামনে পড়ল। অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ কমলা রঙের আলো বিস্ফোরিত হওয়ায় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বিস্ফোরণের দৃশ্যটা আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হলো ওদের রেটিনায়।

কামানের গোলা পতনের ছকটা উদ্বিগ্ন করে তুলল রানাকে। প্রথমে ওগুলো পিছনে পড়েছে, এখন পড়ল সামনে। এর একটাই অর্থ হতে পারে, রাসকিনের লোকেরা তাদের টার্গেটকে একটা বন্ধনীর ভেতর আটকাচ্ছে। সম্ভাবনা আছে এরপরের গোলাগুলো ওদের গায়ের ওপর না-ও যদি পড়ে, ওদের সঙ্গে একই রেখার ওপর পড়বে, যদি সময়মত লীনা রেঞ্জের বাইরে সরে যেতে না পারে।

সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব করছে সে। থ্রটল পুরোপুরি খোলা, বরফ আর তুষারের ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে যাচ্ছে স্নো স্কুটার।

আলো-ছায়ার ভেতর দূর প্রান্তের ঢাল এরইমধ্যে দেখতে পাচ্ছে ওরা। গাছপালায় ঢাকা ফিনল্যাণ্ড, নিরাপত্তার আশ্বাস।

আরও একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল। শেষবারের মত সগর্জনে ছুটে এল কামানের গোলাগুলো। তবে লীনার ক্ষিপ্রগতি ওগুলোকে পিছনে ফেলে এল। এবার গোলা বিস্ফোরিত হলো ছ'টা, সবগুলোই ওদের পিছনে, সরল রেখার অনেক বাইরেও। স্কুটার যদি মাইন না ছোঁয়, বলা যায় এ-যাত্রা বেঁচে গেছে ওরা। ইতিমধ্যে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে যে ঝুঁকি নিয়েছে লীনা, বলা যায় স্রেফ ভাগ্যের জোরে কোন মাইনের সাথে মোলাকাত হয়নি।

রানা ও লীনা যখন মরিয়া হয়ে সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করছে, সেই একই সময়ে অগ্নিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত কাউন্ট রোজেনবার্গের বরফ প্রাসাদের বাম দিকের পাথরের রাজ্য থেকে উঠে এল দু'জন লোক। ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, ফলে কেউ তাদেরকে দেখতে পেল না। সেই মুহূর্তে আশপাশে অবশ্য কেউ ছিলও না।

ভোরের বিমান হামলার পর থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে ওরা। বিস্ময়করই বলতে হবে, বাংকারের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ অক্ষত রয়ে গেছে—ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি একটা আশ্রয়। বিমান হামলার সময় থেকে ওরা দু'জন ওখানেই ছিল, আর ছিল একটা ছোট, ধূসর রঙের সেসনা, ট্রাইসাইকেল আণ্ডারক্যারিজে স্কি অ্যাটাচমেন্ট সহ। অন্ধকার হবার পর তোবড়ানো দরজা খুলতে সফল হয়েছে ওরা।

প্লেনটা অক্ষতই আছে, তবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে রানওয়ে, এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে আবর্জনা। দীর্ঘদেহী লোকটা তার সঙ্গীকে নরম সুরে কয়েকটা নির্দেশ দিল। সঙ্গীটি তার জন্যে গাধার মত খাটাখাটনি করেছে। নির্দেশ শুনেই খুশি মনে রানওয়ে ধরে ছুটল সে, যতটুকু পারল একার চেষ্টায় আবর্জনা সরাল, সেসনার সামনে পরিষ্কার করল কয়েকশো গজ রানওয়ে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল সেসনার এঞ্জিন।

সঙ্গীটি ফিরে এল, সেসনায় উঠে দীর্ঘদেহীর পাশে বসল। ছোট্ট প্লেনটা ধীরে

ধীরে সামনে বাড়ল, পাইলট যেন ওটার নিচে রানওয়ের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছে। দীর্ঘদেহী পাইলট তার সঙ্গীর দিকে ফিরে হাসল, প্রশংসা করল কাঁধ চাপড়ে দিয়ে। তারপর ম্যাক্সিমাম লিফট পাবার জন্যে ফ্ল্যাপ কন্ট্রোলে চাপ দিল। এক সেকেণ্ড পর সাবধানে থ্রটল খুলল সে। এঞ্জিনটা এখন সম্পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করছে, ঝাঁকি খেয়ে সামনে ছুটল সেসনা, দ্রুত বাড়ছে স্পীড। রানওয়ের গর্তগুলো এড়াবার জন্যে সেসনাকে আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ছোটাচ্ছে পাইলট।

তুষারের একটা লম্বাটে স্তূপের সঙ্গে ধাক্কা খেল সেসনা, গ্রাউণ্ড স্পীড হঠাৎ কমে গেল। প্লেনটা রানওয়ে আঁচড়াতে শুরু করল।

ওদের সামনে ঝুলে আছে গাছগুলো, প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে আকারে। এই সময় পাইলট অনুভব করল, সাড়া দিচ্ছে প্লেন, সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিচ্ছে ডানার ওপর।

উঁচু হতে শুরু করল সেসনার নাক। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল, তারপর ঝাঁকি খেয়ে আবার ছুটল। রানওয়ে থেকে সামান্যই ওপরে উঠেছে, তবে এয়ারস্পীড বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

এখন আর ঝাঁকি খাচ্ছে না সেসনা। আকাশের দিকে নাক, ওপরদিকে উঠছে। গাছগুলোর মাথা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ছুঁলো না।

দীর্ঘদেহী পাইলট অর্থাৎ কাউন্ট অ্যারন রোজেনবার্গ সামান্য হাসলেন, কোর্স সেট করে রওনা হলেন তাঁর পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে। আজ হয়তো তাঁর পরাজয় হয়েছে, তবে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র তিনি নন। সন্দেহ নেই, সব দিক থেকেই বিপুল বাধা স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে, তবে এ-সব বাধা যে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন সে আত্মবিশ্বাস তাঁর আছে। অন্তত মানুষের কোন অভাব নেই তাঁর, অসংখ্য মানুষ তাঁর নেতৃত্বের অধীনে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তবে সবচেয়ে আগে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে তাঁকে, একজনের সঙ্গে একটা হিসাব মেটাতে হবে।

চেহারায় কৃতজ্ঞতার ভাব, হ্যানস বয়লারের দিকে ফিরলেন তিনি, রানা যাকে 'বিটার ম্যাক' বলে চেনে।

লীনা ও রানা হোটেল গোল্ড স্টারে পৌঁছুল রাত দুটোয়। লীনাকে রিসেপশনে ঢুকিয়ে দিয়ে সরাসরি গাড়ির কাছে চলে এল রানা, রাহাত খানকে একটা মেসেজ পাঠাবে।

প্রথমে গাড়ির অ্যালার্ম সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেক করল রানা। ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ওটার গায়ে হাত দেয়নি। মেসেজের শব্দগুলো সাবধানে নির্বাচন করল ও। রিসেপশনে ফিরে এসে দেখল ওর জন্যে একটা চিরকুট রেখে গেছে লীনা। তাতে লেখা···

'আমরা পাঁচ নম্বর স্যুইটে থাকছি, ডার্লিং রানা। আমরা দু'জন কি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি, প্লীজ? বিকেলের আগে হেলসিঙ্কির উদ্দেশে রওনা হওয়া আমার ইচ্ছে নয়। ভুলে যেয়ো না যে আমরা ফিনল্যাণ্ডে রয়েছি, অর্থাৎ কোন বিষাক্ত মশা আমাদের ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য তোমার যদি

তাড়া থাকে তাহলে আলাদা কথা। অল লাভ, লীনা।'

'বি. দ্র.: এই মুহূর্তে আমাকে ঠিক ততটা ক্লান্ত বলা যায় না। কাজেই সামান্য কিছু সুস্বাদু খাবার আর এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়েছি। সমস্ত বিল আমি দেব, কেননা তুমি আমার সম্মানিত অতিথি।'

মনে সন্তুষ্টি, শরীরে পুলক, লীনার গোপন কয়েকটা লীলার কথা মনে পড়ে গেল রানার। একটা লোভ পেয়ে বসল ওকে। পা বাড়াল লিফটের দিকে।

দশ

রানার গাড়িতে চড়ে হেলসিঙ্কি ফেরার পথে সারাক্ষণ কথা বলল ওরা।

'অনেক কিছু এখনও আমার জানার বাকি,' বলল রানা। শরীরটা ঝরঝরে তাজা লাগছে ওর। গোল্ড স্টার ছেড়ে রওনা হবার আগে গোসল করে নতুন কাপড় পরেছে।

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল লীনা। তার চেহারায় পরিতৃপ্তির একটা আভা ফুটে রয়েছে, যেন একটা দুষ্ট আদুরে বিড়াল, যে এইমাত্র গ্লাসটা উল্টে দিয়ে সব দুধ চেটে খেয়ে নিয়েছে মেঝে থেকে। তার পরনে ফার, এক রাশ কালো চুল ঝাঁকি দিয়ে সরাল, মাথা রাখল রানার কাঁধে।

'এরিক মর্টিমার বা কাউন্ট রোজেনবার্গকে তোমার ইন্টেলিজেন্স ঠিক কবে সন্দেহ করল?' জানতে চাইল রানা।

মৃদু হাসল লীনা, যেন নিজের ওপর ভারি খুশি। 'কৃতিত্বটা আমার,' বলল সে। 'জানো, রানা, একটা কথা ভেবে সত্যি আমার খুব আশ্চর্য লাগে। এত বছর ধরে চেনো আমাকে, অথচ আমার আসল পরিচয় তুমি ধরতে পারোনি। জানি, আমার কাভার খুব ভাল, কিন্তু তোমার কি একটু সন্দেহও হয়নি?'

'বোকামি হয়েছে, তোমার দেয়া পরিচয়টাই বিশ্বাস করেছিলাম,' বলল রানা, বড় করে শ্বাস টানল। 'তবে সন্দেহ হয়নি এ-কথা ঠিক নয়। একবার চেকও করি, কিন্তু কোন তথ্য পাইনি। এখন কথাটা বলা সহজ, তবে মাঝে মধ্যে ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে আমার—দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়ই কিভাবে আমাদের দেখা হয়ে যায়!'

'আচ্ছা!'

'কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। শোনো, কাউন্ট যে একটা কিছু করতে যাচ্ছে এ আমরা জানতাম। বলতে চাইছি, বেটিনা মর্টিমার আমার স্কুলফ্রেণ্ড ছিল বলে যে কথাটা রটেছে তা পুরোপুরি সত্যি। তার মা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনে, তখনই তার সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। কিন্তু পরে, আমি এসইউপিও-তে জয়েন করারও অনেক পরে, যখন অফিস থেকে শুনলাম যে বেটিনা মোসাডে যোগ দিয়েছে, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'কেন?' এক সেকেণ্ডের জন্যে রাস্তার ওপর থেকে মনোযোগ ছুটে গেল রানার। বেটিনা মর্টিমারের প্রসঙ্গ উঠলেই অপ্রীতিকর স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে।

'কেন বিশ্বাস করতে পারিনি সে মোসাড এজেন্ট?' লীনার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। 'কারণ তাকে আমি খুব ভাল করে চিনতাম। এরিক মর্টিমারের চোখের মণি ছিল সে। বাপকে বেটিনা সাংঘাতিক ভালও বাসত। আমি মেয়ে বলেই ব্যাপারটা ধরে ফেলি। কিছুটা তার কথা থেকে বুঝেছি, বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছি।

'বেটিনার বাবা সম্পর্কে সবাই সব কিছু জানত। না, ব্যাপারটা কারও কাছেই গোপন ছিল না। গোপন ছিল বেটিনার ব্যাপারটা, কেউ জানত না যে তার বাবা তার ব্রেন ওয়াশ করেছে। আমার ধারণা, বেটিনা যখন একেবারে ছোট তখনই তার বাবা মেয়ে ভবিষ্যতে কি ভূমিকা পালন করবে তার একটা ছক তৈরি করে ফেলে। নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে মেয়ের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ ছিল তার, উপদেশ-পরামর্শ বা নির্দেশ যখন যা দরকার দিয়েছে। বেটিনাকে ট্রেনিঙ দিয়েছে, শিখিয়েছে কিভাবে অনুপ্রবেশ করতে হবে মোসাডে।'

'কাজটায় পুরোপুরি সফল হয় সে,' বলল রানা, পাশে বসা সুন্দর মুখটার ওপর চোখ বুলাল একবার। 'তার নামটা তুমি আমাকে বলেছিলে কেন? মানে প্রথমবার? তোমার ফ্ল্যাটে আমার ওপর হামলা হবার পর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। 'তোমার কি ধারণা, কেন বলেছিলাম, রানা? পরিস্থিতিটা আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন ছিল। তোমাকে একটা ক্লু দেয়ার একমাত্র উপায় ছিল ওটা।'

'ঠিক আছে। এবার তুমি আমাকে পুরো গল্পটা শোনাও।'

একেবারে শুরু থেকেই এন. এস. এ. এ.-র বিরুদ্ধে কাজ করছে লীনা, তখনও এন. এস. এ. এ. ত্রিপোলিতে তাদের প্রথম অপারেশন চালায়নি। ইনফর্মারদের দেয়া তথ্য ও অবজার্ভেশন-এর মাধ্যমে এসইউপিও জানত এরিক মর্টিমার ফিনল্যাণ্ডে ফিরে এসেছেন, নাম বদলে হয়েছেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, এবং যেন মনে হচ্ছে সীমান্তের ঠিক ওপারে রুশ এলাকায় কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মিকে নিয়ে দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো যখন মাথা ঘামাতে শুরু করেছে, আমি আমার বসকে বললাম, ওটার পিছনে এরিক মর্টিমার থাকতে পারে,' রানাকে বলল লীনা। 'বলেই ফেঁসে গেলাম। বস্ নির্দেশ দিলেন, অনুপ্রবেশ করো। কাজেই সঠিক জায়গায় পজিশন নিয়ে সঠিক সংলাপ আওড়াতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলল। আমাকে আদর্শ ও স্বাস্থ্যবতী এরিয়ান নাৎসী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এক সময় কাউন্ট রোজেনবার্গ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে, বেশ কিছুদিন পর, হেলসিঙ্কিতে আমাকে তাঁর রেসিডেন্ট স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তারমানে, আমি আমার বসের চোখের সামনে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। এন. এস. এ. এ.-র সমস্ত তথ্য আমি তাঁকে পাচার করতে শুরু করলাম।'

'সে-সব তথ্য আমাকে বা বিসিআইকে জানাতে নিষেধ করলেন তিনি?' এখনও অনেক ব্যাপার বোধগম্য হচ্ছে না রানার।

'না। আমার ইন্টেলিজেন্স আসলে একটা ডোশিয়ে তৈরি করছিল। তারপরই

আইস প্যালেসে—ব্লু ফক্সে—ঝড় শুরু হয়ে গেল, ফলে কোথাও কোন রিপোর্ট পাঠানোর আর প্রয়োজন থাকল না। রাসকিনের কয়েকজন বস্ কোল্ড ওঅর অপারেশনের আয়োজন করলেন, আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখার। অবশ্যই অন্যদের তরফ থেকে বিসিআইকে সবকিছু জানানো হয়, তবে তুমি আইস প্যালেসের উদ্দেশে রওনা হবার পরে।'

নিঃশব্দে কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে এল রানা, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। অবশেষে বলল, 'হজম করতে কষ্ট হচ্ছে আমার—কোল্ড ওঅর অপারেশনের গোটা ব্যাপারটা, তারপর রাসকিনের সঙ্গে চুক্তি।'

'বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন, কারণ তুমি জানো না কাউন্ট রোজেন-বার্গ আর রাসকিন কতবড় শয়তান।' হেসে উঠল লীনা। 'ক্ষমতার লোভ ওদের সীমাহীন, অহঙ্কার আর অহমিকা ওদের চালিকা শক্তি—যদিও, দু'জনের ধরন আলাদা, পথও আলাদা। তুমি চেনো না, কিন্তু আমি ওদেরকে চিনি, রানা—হেলসিঙ্কি থেকে আর্কটিকে, তারপর বাংকারে অন্তত দশ-বারো বার আসা-যাওয়া করেছি আমি। বিশ্বাস করবে, বেলুনটা যখন ফেটে যায় তখনও আমি ওখানে ছিলাম, ওদের পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়ে?'

'হোয়াট? ব্লু ফক্সে?'

'হ্যাঁ। ঘটনাটা নির্ভেজাল, বানানো নয়। কাউন্ট রোজেনবার্গের প্রশংসা করতে হবে তোমাকে। তার নার্ভ আছে। অবিশ্বাস্য নার্ভ। আমার বিশ্বাস, রোজেনবার্গ যেমন ধারণা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি নজর রাখছিল রাশিয়ানরা তার ওপর।'

'সব মিলিয়ে অদ্ভুতই বলব,' বলল রানা। 'এ-প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ জেনারেলের বক্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে আমার—অযোগ্যতা আর অক্ষমতার জন্যে রাশিয়ানদের কাঠের চামচ দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত। সম্ভাব্য সব রকম বোকামি ওদের দ্বারা সম্ভব। ব্লু ফক্সে কি ঘটল বলো দেখি।'

'তথাকথিত ফুয়েরারের ইনার সার্কেলে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় আমাকে। নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করার জন্যে কাউন্ট প্রায়ই আমাদেরকে শোনাত কিভাবে সে ব্লু ফক্সের এন. সি. ও.-কে ঘুষ দিয়ে হাত করেছে। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বিনিময়ে খুব সামান্যই ঘুষ খেত তারা, দেখে মনে হত না যে ধরা পড়ার ভয় আছে মনে।'

'তবে ধরা পড়ল।'

'অবশ্যই ধরা পড়ল। ব্যাপারটা যখন ঘটে আমি তখন ওখানেই। মোটা ওয়ারেন্ট অফিসার হন্তদন্ত হয়ে বাংকারে ছুটে এল। বাকি সবার মতই সে-ও ছিল ইউনিফর্ম পরা এক চাষা। তার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করল রোজেনবার্গ। স্বীকার করতে হবে, সংকটের সময় আশ্চর্য ঠাণ্ডা আর শান্ত থাকতে পারত লোকটা। নতুন ফুয়েরার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে, অবশ্যই এটা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। কোথাও কোন ভুল হতে পারে না, এবং প্রতিটি মানুষকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আমি শুনলাম, ব্লু ফক্সের এন. সি. ও.-কে সে পরামর্শ দিল, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ জিআরইউ-কে তদন্তের দায়িত্ব দেয়ার আবেদন জানাক সে।

কাউন্ট জানত, জিআরইউ এ-ধরনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে রাজি হবে না, চাপিয়ে দেবে কেজিবির ওপর। অদ্ভুতই বলব, ঘটলও ঠিক তাই। দেখা গেল চোখের পলকে ওখানে হাজির হয়েছে নিকোলাই রাসকিন।'

'হাজির হয়ে কাউন্টের সঙ্গে চুক্তি করল, বলল আমার মাথা দরকার তার?'

লীনার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে ঘটেনি। কাউন্টকে পালিয়ে যেতে দেয়ার কোন ইচ্ছে কখনই ছিল না রাসকিনের। সে স্রেফ খেলছিল, রশিতে কিছুটা ঢিল দেয়। রাশিয়ানদের তুমি চেনো। রাসকিনের একটা দুর্বলতা এই ছিল যে, ব্লু ফক্স সমস্যাটাকে তার ধামাচাপা দিতে হবে। তবে রাসকিনকে দেয়া কাউন্টের প্রস্তাবে কোন ভেজাল ছিল বলে আমার মনে হয় না।'

'তার প্রস্তাব শুনে রাসকিন বলল, আমার রানাকে চাই?'

'কাউন্ট রোজেনবার্গের স্বপ্ন ছিল গোটা দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পেতে হবে তাকে। এ-ধরনের বড় চিন্তা রাসকিনের মাথায় আসেনি। তার কাজ ছিল একটাই, ব্লু ফক্সের কবর রচনা। তা করতে হলে কাউন্টের সেট-আপ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হয়। কাজটা দু'দিনেই সারতে পারত সে, কেজিবির সাহায্য নিয়ে একাই। কিন্তু রাসকিনকে রঙিন স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করল কাউন্ট।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাসকিন, জীবনে উন্নতি করার জন্যে কি চাও তুমি? রাসকিন চিন্তা করল—পথ ছেড়ে সরে যাও, কাউন্ট রোজেনবার্গ, ব্লু ফক্সকে আমি মাটির নিচে চাপা দেই। সুনাম আর পদোন্নতি হবে আমার। তারপর, মুখে বলল, আমার রানাকে চাই।'

'ঠিক তাই। ডিপার্টমেন্ট ভি তোমাকে চেয়েছে। কাজেই রোজেন-বার্গের কাছে তোমাকেই সে চাইল।' হেসে উঠল লীনা। 'তারপর এমন একটা চুক্তি করল কাউন্ট, খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো রাসকিনের। তার মাধ্যমেই তো সিআইএ, মোসাড আর বিসিআই এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করল। তার মাধ্যমেই বিসিআইকে বলা হয়, ওরা যেন তোমাকে, মাসুদ রানাকে পাঠায়। গোটা আয়োজনটাই তো রাসকিনের।'

'কাউন্টের নির্দেশে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিন্তু কেন যেন এ-সব সত্যি বলে মনে হয় না, লীনা।'

'না। আসলেও সত্যি বলে মনে হবে না, যদি না তুমি বিবেচনার মধ্যে রাখো কি ধরনের ব্যক্তিরা জড়িত ছিল, কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তোমাকে আমি আগেই বলেছি, কাউন্টকে কেটে পড়তে দেয়ার কোন ইচ্ছেই রাসকিনের ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা আর উন্নতির লোভে পড়ে যায় সে, তোমাকে ফাঁদে ফেলে রাশিয়ায় আনার জন্যে কাউন্টের গোটা অর্গানাইজেশনটাকে ব্যবহার করে সে। এতসব আয়োজন করা সহজ কাজ ছিল না—বিশেষ করে প্রিন্টেড ম্যাপ, ম্যাকফারসনের বদলি লোক...'

'টীমে সেলিনাকে ঢোকানো?'

'কাউন্ট পরামর্শ দেয়, মোসাডের কাছ থেকে সেলিনাকে চাইবে রাসকিন, ঠিক যেমন আমেরিকানদের কাছ থেকে ম্যাকফারসনকে চাওয়ার পরামর্শ দেয় সে। আর, আগেই বলেছি, রাসকিন চেয়েছিল তোমাকে। তাকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে

কাউন্টের টেলিফোন ব্যবহার করতে দেখেছি, সব সময় যোগাযোগ রাখত মস্কো সেন্টারের সঙ্গে। প্রথমে মস্কো সেন্টার ইতস্তত করে। রাসকিন তাদেরকে বানানো একটা গল্প শোনায়। অবশেষে তার কয়েকজন বস্ রাজি হলো, আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাল সিআইএ, মোসাড আর বিসিআইকে।

'সরাসরি তুমি এলে না দেখে সবাই খেপে গিয়েছিল। প্রথমে এল হ্যানস বয়লার। কাউন্টের লোক ছিল সে, তারা তাকে আসল ম্যাকফারসনের সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছিল—মানে সরিয়ে ফেলতে। তারপর ফিনল্যাণ্ডে এল সেলিনা। আমার জন্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বেশির ভাগ সময় দূরে সরে থাকতে হলো আমাকে। রাসকিনের জন্যে আমাকে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করল কাউন্ট।

'ইতিমধ্যে মস্কো সেন্টার রাসকিনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। কেজিবি কর্তৃপক্ষ মনে করল, ফিনিশ সীমান্তে কিছু ভিন্নমতাবলম্বী জড়ো হয়েছে, তাদের আস্তানা ধ্বংস করছে সে, আর ব্লু ফক্স কেলেংকারি ধুয়ে মুছে সাফ করছে—সিআইএ, মোসাড আর বিসিআই-এর সাহায্য নিয়ে তাদেরকে ফলগাই বানিয়ে। যদি কোন বিপত্তি ঘটে, ওদেরকে দায়ী করা যাবে। আমার ধারণা, এন. এস. এ. এ.-কে তারা ফ্যানাটিকদের ছোট একটা গ্রুপ বলে ধরে নিয়েছিল।'

থামল লীনা, রানার প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল, তারপর শুরু করল আবার, 'আমার জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি করে সেলিনা। আমি তার সঙ্গে কোন অবস্থাতেই দেখা করতে চাই না, অথচ রাসকিন চাইছে আমার মাধ্যমে তাকে হেলসিঙ্কিতে মেসেজ পাঠাতে। বাধ্য হয়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কাজটা করতে হয় আমাকে। তখন প্রত্যেকে ওরা তোমাকে বের করে আনার একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কাউন্ট একটা কৌশল করল, মঞ্চে উদয় হলো সেলিনা, স্ট্যাণ্ডবাই হিসেবে...'

'তার কোন্ কৌশলটার কথা বলছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। 'যেটা আমাকে সাংঘাতিক ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সেলিনাকে নির্দেশ দেয়া হয় তোমার হৃদয় জয় করার, তারপর অদৃশ্য হয়ে যাবে সে, প্রয়োজন দেখা দিলে তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তাকে টোপ হিসেবে যাতে ব্যবহার করতে পারে কাউন্ট। স্কি ঢালের ঘটনাটা ঘটানোর জন্য ব্যাপক আয়োজন দরকার হয়েছিল, এ-প্রসঙ্গে বেটিনার নার্ভের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। তবে, ভুললে চলবে না যে বরাবরই জিমন্যাস্ট হিসেবে ভাল সে...যার প্রমাণ অবশ্যই তুমি পেয়েছ,' শেষ কথাটা খোঁচা হিসেবে ব্যবহার করল লীনা।

'কাউন্ট তাহলে ধরে নিয়েছিলেন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে কেটে পড়তে পারবেন তিনি?'

'না, ঠিক তা নয়। রাসকিনের ওপর তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাকে একটুও বিশ্বাস করত না কাউন্ট। সেজন্যেই লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয় আমাকে। রাসকিন কি করছে না করছে সব তাকে আমার রিপোর্ট করার কথা ছিল। তারপর আমরা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছুলাম যখন আমাদের মহান ফুয়েরার তার বন্দী লোকটার খোঁজ পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল, তোমরা যাকে ইংল্যাণ্ডে আটকে

রেখেছ। ইতিমধ্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে রাসকিনকেও। কাউন্টের প্ল্যান ছিল এ-সব কাজ শেষ করে নিজের লোকদের নিয়ে নরওয়ে চলে যাবে।'

'নরওয়ে? ওখানেই তাঁর নতুন কমাণ্ড পোস্ট তৈরি করা হয়েছিল?'

'আমার বস্ আমাকে তাই জানিয়েছেন। তবে আমাদের ইন্টেলিজেন্স তার আরেকটা গোপন আস্তানার কথা জানে, সেটা ফিনল্যাণ্ডে। সেদিন ভোরে, বিমান হামলা শুরু হবার আগে, সবাইকে নিয়ে ওখানে সরে যাবারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল কাউন্ট, আমার ধারণা।'

বেশ কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। রানা গাড়ি চালাচ্ছে, আর মনে মনে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। 'এই অ্যাসাইনমেন্টে আমার সমস্যা ছিল,' অবশেষে বলল, 'কাউন্ট রোজেনবার্গই আমার প্রথম শত্রু যাকে দূর থেকে মাপতে হয়েছে। বেশিরভাগ অ্যাসাইনমেন্টে কাছাকাছি পৌঁছুনোর সুযোগ হয় আমার, শত্রুকে চেনার সুযোগ ঘটে। কিন্তু কাউন্ট রোজেনবার্গ প্রকৃত অর্থে আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দেননি একবারও।'

'সে কৃতিত্ব তার ব্যক্তিত্বের। তার পুরোপুরি বিশ্বাস অর্জন করার সুযোগ কাউকে সে দেয়নি, এমন কি যে মেয়েলোকটাকে সঙ্গে রেখেছিল তাকেও নয়। আমার ধারণা একমাত্র সেলিনা—বেটিনা— তাকে প্রকৃত অর্থে চিনতে পেরেছিল।'

'এমনকি তুমিও তাকে চিনতে পারোনি?' রানার প্রশ্নের মধ্যে ক্ষীণ হলেও সন্দেহের রেশ রয়েছে।

'ঠিক কি বলতে চাও তুমি?' হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল লীনার গলা, যেন আহত বোধ করছে।

'বলতে চাই, কোন কোন সময় তোমার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি আমি, লীনা।'

দ্রুত নিঃশ্বাস আটকাল লীনা, আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'তোমার জন্যে এতকিছু করার পরও?'

'এমন কি আমার জন্যে এতকিছু করার পরও। একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমার ফ্ল্যাটে গুণ্ডা দু'জন সম্পর্কে ব্যাখ্যাটা কি?'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল লীনা। 'ভাবছিলাম এ-প্রসঙ্গে কখন তুমি ফিরবে।' সরে বসল সে, শরীরটা রানার দিকে ঘোরাল। 'তোমার ধারণা, তোমার জন্যে আমি ফাঁদ পেতেছিলাম?'

'চিন্তাটা মাথায় আসে।'

ঠোঁট কামড়াল লীনা। 'না, ডিয়ার রানা।' বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'না, ফাঁদটা আমি তোমার জন্যে পাতিনি। বলতে পারো, তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি আমি। বুঝতে পারছি না কিভাবে ব্যাখা করব। আগেই বলেছি না-কাউন্ট, না-রাসকিন, কেউই সোজা পথে হাঁটছিল না। গোটা পরিস্থিতিটাই ছিল উদ্ভট। আমি কাজ করছিলাম এসইউপিও-র নির্দেশে, আবার একই সঙ্গে কাউন্টের নির্দেশে। পরিস্থিতি অসম্ভব হয়ে উঠল আমাকে রাসকিনের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষার দায়িত্ব দেয়ার পর। সে তখন ঘন ঘন হেলসিঙ্কিতে আসা-যাওয়া করছে। হঠাৎ

আকাশ থেকে পড়লে তুমি, খবরটা আমার বসকে দিতে হলো। আমি তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি, রানা। আমার আসলে উচিতই হয়নি কাউকে কিছু বলা।'

'তুমি আসলে বলতে চাইছ, এসইউপিও তোমাকে নির্দেশ দেয় আমার উপস্থিতির খবরটা রাসকিনকে জানাও?'

মাথা ঝাঁকাল লীনা। 'রাসকিন দেখল হেলসিঙ্কিতেই তোমাকে মুঠোয় ভরার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তার মাথায় বুদ্ধি এল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আর্কটিকে যাবে সে, তারপর একার চেষ্টাতেই রাশিয়ায় নিয়ে তুলবে। দুঃখিত।'

'আর স্নো প্লাউ? ওগুলোর কি ব্যাখ্যা?'

'কিসের স্নো প্লাউ?' লীনার মেজাজ বদলে গেল। এতক্ষণ তার ভূমিকা ছিল আত্মরক্ষামূলক, এখন তাকে বিস্মিত দেখাল। হেলসিঙ্কি থেকে স্যালা যাবার পথে কি ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করল রানা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করল লীনা। 'এক্ষেত্রেও আমি রাসকিনকে দায়ী করব। আমি জানতাম এয়ারপোর্ট আর হোটেলগুলোর ওপর তার লোকেরা নজর রাখছিল—মানে হেলসিঙ্কিতে। কোনদিকে তুমি যাচ্ছ তা তাদের জানার কথা। আমার ধারণা, কাউন্টের সাহায্য ছাড়াই তোমাকে বগলদাবা করে রাশিয়ায় নিয়ে যাবার জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে রাসকিন।'

হেলসিঙ্কিতে প্রায় পৌঁছে গেছে ওদের গাড়ি, ইতিমধ্যে লীনার ব্যাখ্যা প্রায় মেনেই নিয়েছে রানা। ও যেমন বলেছে, আয়রন-গ্রে চুলের অধিকারী স্বৈরাচারী কাউন্ট রোজেনবার্গের কাছাকাছি সত্যিকার অর্থে পৌঁছুতে পারেনি ও; অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এ-ও জানে যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দু'জন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ কি রকম অদ্ভুত হয়—যেমন, কাউন্ট আর রাসকিন।

'কোথায় যাব আমরা? তোমার জায়গায়, নাকি আমার?' হেলসিঙ্কিতে ঢোকার মুখে জিজ্ঞেস করল রানা। লীনার উত্তরে প্রায় সন্তুষ্ট বটে, তবে মনের গভীরে ক্ষীণ একটা সন্দেহ এখনও খচ খচ করে বিঁধছে, কারণ অপারেশন কোল্ড ওঅর-এর কোন কিছুই নির্ভেজাল ছিল না। এখন ওর তুরুপটা খেলার সময় হয়েছে।

'আমার জায়গায়? না, ওখানে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়।' খুক করে কাশল লীনা। 'ওখানে সব এলোমেলো হয়ে আছে—চোর সব চুরি করে নিয়ে গেছে, রানা, সত্যিকার অর্থে। আমার এমন কি পুলিসকে খবর দেয়ারও সময় হয়নি।'

রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। 'জানি।' হাত বাড়িয়ে গ্লাস কমপার্টমেন্ট থেকে কাউন্টের নাইট'স ক্রস আর ক্যাম্পেন শীল্ডটা বের করল, ফেলে দিল লীনার কোলের ওপর। 'এগুলো আমি তোমার ড্রেসিং টেবিলে পেয়েছি। আর্কটিকে রওনা হবার আগে ওখানে একবার গিয়েছিলাম আমি।'

চেহারা দেখে মনে হলো রেগে গেছে লীনা। 'এগুলো তাহলে তুমি ব্যবহার করোনি কেন? বেটিনাকে দেখাতে পারতে।'

লীনার হাতে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'দেখিয়েছিলাম। সে ওগুলো চিনতে পারে। ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি আমি, সন্দেহও বাড়ে। তোমার ওপর। এগুলো তুমি পেলে কোত্থেকে, লীনা?'

'কাউন্টের কাছ থেকে, অবশ্যই। ওগুলো পরিষ্কার করানোর দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। ওহ্ হেল, আমার বোঝা উচিত ছিল ডাইনীটা ওগুলো আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।'

পদক দুটো নিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল রানা। 'ঠিক আছে,' বলল ও, স্বস্তিবোধ করছে। 'তুমি পাস করেছ। এসো, এই উপলক্ষ্যে আনন্দ করি। ইন্টারকনের একটা হানিমুন স্যুইট ভাড়া করব আমরা। তুমি কি বলো?'

হেসে ফেলল লীনা। 'আমি কি বলব!' রানার হাতে চাপ দিল সে, ওর তালুর ওপর আঙুল ঘষল।

হোটেলে নাম লেখাতে কোন অসুবিধে হলো না, ইন্টারকনের সার্বক্ষণিক রূম সার্ভিস অর্ডার পেয়েই খাবার ও পানীয় পরিবেশন করল। গাড়ি চালিয়ে আসার পথে সংলাপ, ব্যাখ্যা, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদি ওদের এতদিনকার সম্পর্কটাকে আবার মধুর করে তোলায় অবদান রাখল, দু'জনের মাঝখান থেকে সরিয়ে দিল সমস্ত বাধা।

'আমি শাওয়ারে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল লীনা। 'তারপর মনের সাধ মিটিয়ে আনন্দ করা যাবে। তোমার কথা বলতে পারি না, তবে আমরা হেলসিঙ্কিতে ফিরেছি এ-খবর আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে অন্তত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা জানাবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'তোমার ইচ্ছে নয় যোগাযোগ করি? ইচ্ছে করলেই বলতে পারি রাস্তায় আছি আমরা।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল লীনা, তারপর বলল, 'আমি হয়তো আমার অ্যানসারিং সার্ভিসে ডায়াল করব পরে। জরুরী কোন ব্যাপার থাকলে আমার কন্ট্রোলার আমার জন্যে একটা নম্বর রাখবে। তোমার মতলব কি?'

'তুমি শাওয়ার থেকে ফেরো, তারপর আমি যাব। সকালের আগে যোগাযোগ করলে আমার বস্ রেগে যেতে পারেন।'

লীনার হাসি রানার কানে যেন মধু বর্ষণ করল। ছোট ওভারনাইট কেসটা নিয়ে বাথরূমের দিকে পা বাড়াল সে।

রানা স্বপ্ন দেখছে। এই একই স্বপ্ন আগেও বহুবার দেখেছে ও। আকাশে মেঘ নেই, তবে ঝড়ো বাতাস বইছে, দাঁড়িয়ে আছে ধু-ধু সাগর সৈকতে। দুনিয়ার দীর্ঘতম সৈকত, কক্সবাজারকে চিনতে পারছে ও। ওর স্বপ্নে জীবন ও সময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যা কিছু শুভ সবই স্থায়ী। যেমন, যৌবন ও তারুণ্য। আশপাশে কোথাও একটা ব্যাণ্ড সঙ্গীত পরিবেশন করছে। জমিন থেকে বেশ কিছুটা ওপরে, শূন্যে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সম্ভবত কোন মাটির টিলার ওপর তিন রঙা ফুল—বেগুনি, সাদা আর গোলাপী—দিয়ে সাজানো একটা চওড়া বিছানা দেখতে পাচ্ছে ও। সময়টা শীতকাল নয়, তবে জোরাল বাতাস থাকায় আর বেলা পড়ে আসায় রোদে তেমন তেজ নেই। পরিবেশটা এমন যে মন-প্রাণ অকারণেই পুলকিত হয়ে ওঠে। নিজেকে ভারি সুখী লাগছে রানার।

লীনা বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসেছিল স্বচ্ছ একটা নাইটড্রেস পরে, সোনালি বরণ দেহ যেন একটা আভা ছড়াচ্ছে। লীনার নিজের একটা গন্ধ আছে, যার বর্ণনা

দেয়া অসম্ভব, রানা শুধু জানে ওই গন্ধটা পেলে লীনাকে পাবার লোভটা অদম্য হয়ে ওঠে।

শাওয়ারে যাবার আগে রানা এজেন্সি লণ্ডন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। যোগাযোগ করেছে বিশেষ একটা নম্বরে, ওটায় শুধু রাহাত খানের টেপ করা মেসেজ পাওয়া যেতে পারে। স্যালা থেকে গাড়িতে বসে যে সাইফারটা পাঠিয়েছিল ও, তার উত্তরে কিছু যদি বলার থাকে রাহাত খানের, এই নম্বরে যোগাযোগ করলে এখন তা শুনতে পাবে ও। ঠিক তাই ঘটল, অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল রাহাত খানের কণ্ঠস্বর। সংক্ষিপ্ত, হেঁয়ালির মত, তবে রানার কাছে দুর্বোধ্য নয়। শুনে মনে হলো ওর যেন একটু প্রশংসাই করলেন বস্, তবে এতটাই পরোক্ষভাবে ও আভাসে যে রানার মনে অতৃপ্তির ভাবটা থেকেই গেল। রাহাত খান নিশ্চিত করলেন ওকে, হ্যাঁ, লীনা পেকার ফিনিশ ইন্টেলিজেন্সে আছে।

রানা ভাবল, বাঁচা গেল, আর কোন বিস্ময় তাহলে অপেক্ষা করছে না।

বিছানায় ভালবাসা নামক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটল লীনার উদযোগে। শুরু থেকেই এত বেশি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা দেখাল, গোটা ব্যাপারটাকে সে যেন পবিত্র একটা সাধনা হিসেবে নিয়েছে। তারপর, অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিশ্রামের সময়টা অশুভ শক্তির সঙ্গে ওদের সংঘর্ষের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলল লীনা, খুব একচোট হাসাহাসিও করল। আলাপটা অবশ্য রানাই শুরু করল, লীনা যেখানে থেমেছিল।

এই মুহূর্তে ওর মনে শান্তি। আরামপ্রদ উষ্ণতা অনুভব করছে। নিরাপদও বোধ করছে। শুধু ওর ঘাড়ে একটু ঠাণ্ডা লাগছে, কানের পিছনটায়। এখনও আধো ঘুমে রয়েছে রানা, হাত তুলে ঠাণ্ডা জায়গাটায় চুলকাতে চেষ্টা করল। হাতটা শক্ত কিছুর সঙ্গে ঠেকল, কেমন যেন অপ্রীতিকরও। ঝট করে চোখ মেলল, সেই সঙ্গে অনুভব করল ঠাণ্ডা কিছু একটা চেপে আছে ওর ঘাড়ে। উধাও হলো ফুল দিয়ে সাজানো বিছানা, কক্স বাজারের সৈকত, ফিরে এল আপসহীন বাস্তবতা।

'কোন চালাকি নয়, রানা। শুধু উঠে বসো—ধীরে ধীরে, সাবধানে।'

এগারো

ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল পিছু হটে ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে রাসকিন। হাতে সাইলেন্সার লাগানো লুগার, নাগালের বাইরে, রানার গলার দিকে তাক করা।

'কিভাবে...,' শুরু করল রানা। তারপর, লীনার কথা মনে পড়ে যেতে, ঘাড় ফেরাল। দেখল, ওর পাশেই ঘুমাচ্ছে সে।

হেসে উঠল রাসকিন, যদিও এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। 'লীনাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না,' বলল সে, নরম শান্ত গলা, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। 'তোমরা দু'জন নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত ছিলে। বিনা বাধায় তালায় কারিগরি ফলিয়েছি, একটা ইঞ্জেকশন পুশ করেছি, স্যুইটের ভেতর হাঁটাহাঁটি করেছি।'

মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। এরকম ভুল আগে কখনও হয়নি ওর, নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়া। বাকি সব দিকেই ওর খেয়াল ছিল। মনে পড়ল, স্যুইটে ঢুকেই ছারপোকা আছে কিনা দেখার জন্যে সার্চ করেছে ও।

'ইঞ্জেকশন? কি ইঞ্জেকশন?' জানতে চাইল রানা, তবে চেহারায় বা গলায় উদ্বেগ ফুটতে দিল না।

'ছয় কি সাত ঘণ্টা অঘোরে ঘুমাবে লীনা। আমাদের যা করণীয় তার জন্যে যথেষ্ট সময়।'

'কি সেটা?'

লুগারটা ঝাঁকাল রাসকিন। 'কাপড় পরো। আমাকে অসমাপ্ত একটা কাজ শেষ করতে হবে। তারপর আমরা বেড়াতে বের হব। তোমার জন্যে এমনকি আনকোরা নতুন একটা পাসপোর্টও আছে আমার কাছে—যদি লাগে। হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হব আমরা গাড়ি নিয়ে, তারপর হেলিকপ্টারে চড়ব, আরও পরে একটা জেট আমাদেরকে তুলে নেবে। লীনা কাউকে সতর্ক করার আগেই অনেক দূর, নাগালের বাইরে সরে যাব আমরা।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। চেহারায় হাল ছেড়ে দেয়ার একটা ভাব ফুটে উঠল, ধীরে ধীরে হাত বাড়াল বালিশের দিকে। বালিশটার তলায় পিসেভেন আছে, ঘুমোবার আগে রেখেছে।

রানার হাতটাকে নড়তে দেখেও না দেখার ভান করল রাসকিন। সে তার প্যাড লাগানো জ্যাকেটের ভেতর হাত গলাল, বোতামগুলো আগে থেকেই খোলা। ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে আটকানো পিসেভেনটা রানাকে দেখাল সে। 'এখানে রাখাটাই নিরাপদ বলে মনে করেছি আমি—মানে আমার জন্যে আর কি।'

মেঝেতে পা রাখল রানা। মুখ তুলে রাসকিনের দিকে তাকাল। 'তুমি দেখছি সহজে হাল ছাড়ার লোক নও।'

'তোমাকে নিয়ে যাবার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

'জীবিত অথবা মৃত, অন্তত তোমার আচরণে তাই মনে হয়েছে।' মেঝেতে দাঁড়াল রানা।

'জীবিত হলেই ভাল। সীমান্তে যা ঘটেছে তাকে তুমি ঝোঁকের মাথায় বিপজ্জনক ঝুঁকি নেয়া বলতে পারো। তবে যা শুরু করেছিলাম এখন তা শেষ করার সুযোগ পেয়েছি আমি।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না,' একটা চেয়ারের দিকে এগোল রানা, ওটায় ওর ভাঁজ করা কাপড়চোপড় রয়েছে। 'গত কয়েক বছরে তোমরা আমাকে বেশ কয়েকবার মেরে ফেলার বা ধরে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছ, কিন্তু একবারও সেরকম কোন চেষ্টা করোনি। এখন কেন?'

'বেশি কথা না বলে কাপড় পরো।'

কাপড় পরতে শুরু করল রানা, তবে থামল না। 'কারণটা আমাকে বলো, রাসকিন। এখন কেন?'

'কারণ এখনই সঠিক সময়। মস্কো তোমাকে বহু বছর ধরে চাইছে। মস্কো মানে কেজিবির ভি ডিপার্টমেন্ট। একটা সময় ছিল যখন তোমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরে পরিস্থিতি বদলে যায়। আর কেউ তোমাকে মেরে ফেলেনি, সেজন্যে আমি খুশি, সেক্ষেত্রে আমরা ফাঁকিতে পড়তাম। আজ যে সীমান্তে তুমি বেঁচে গেছ, সেজন্যেও আমি খুশি। আমার লোকদের তোমার ওপর গুলি করতে দিয়েছি, স্বীকার করছি এটা আমার বোকামি হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছ, হিট অভ দা মোমেন্ট।'

'হুম।'

'যা বলছিলাম। পরিস্থিতি বদলে গেছে,' বলে চলেছে রাসকিন। 'আমরা স্রেফ নির্দিষ্ট কয়েকটা তথ্য যাচাই করে দেখতে চাই। প্রথমে আমরা একটা কেমিকেল ইন্টারোগেশনের ব্যবস্থা করব, তোমার ভেতর থেকে সব মুছে বের করে আনার জন্যে। তারপর ছোটখাট একটা সম্পদ বিনিময় করব। ঢাকায় আমাদের দু'জন লোককে তোমরা গ্রেফতার করেছ, চোরাচালান না মুদ্রা পাচারের অভিযোগে। তোমাদেরও দু'জন লোক আমাদের জেলখানায় পচছে। আমার ধারণা, বিনিময়ের একটা আয়োজন করা সম্ভব।'

'সেজন্যেই কি শুরু থেকে এত ঝামেলা মাথায় তুলে নিয়েছে মস্কো? কাউন্টের শুরু করা খেলায় যোগ দিলে তোমরা, তাঁর উদ্ভট প্ল্যান সমর্থন করলে?'

'ওটা আংশিক কারণ।' লুগারটা আবার ঝাঁকাল রাসকিন। 'শোনো, আর কোন কথা নয়। আমার হাতে সময় কম, হেলসিঙ্কি ছাড়ার আগে আরও একটা কাজ সারতে হবে আমাকে।'

স্কি প্যান্ট পরছে রানা। 'আংশিক, রাসকিন? আংশিক? অত্যন্ত খরচ বহুল অপারেশন হয়ে গেল না? শুধু আমাকে ধরার জন্যে…তা-ও আমাকে তুমি প্রায় মেরেই ফেলেছিলে।'

'কাউন্টের শুরু করা উদ্ভট খেলায় যোগ দেয়ায় লাভ হয়েছে এই যে অন্যান্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সামাল দেয়া গেছে।'

'যেমন ব্লু ফক্স?'

'ব্লু ফক্স এবং অন্যান্য পরিস্থিতি। কাউন্ট রোজেনবার্গের মৃত্যু হয়েছে, এটা একটা বাতিল উপসংহার।'

'বাতিল উপসংহার?'

মাথা ঝাঁকাল রাসকিন। 'অবিশ্বাস্য, জানি। আমাদের অ্যাটাকটা কী প্রচণ্ড ছিল তুমি নিজেই তো দেখেছ। চিন্তাও করা যায় না ও-ধরনের একটা হামলার পর কেউ বাঁচতে পারে। অথচ কাউন্ট রোজেনবার্গ পালিয়ে গেছেন।'

রানার কাছে ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই রাহাত খান খবরটা এখনও পাননি। রানা জিজ্ঞেস করল, ফোর্থ রাইখের হবু লিডার কোথায় লুকিয়ে আছেন।

'তিনি এখানেই আছেন,' এমন সুরে বলল রাসকিন যেন তথ্যটা সবারই জানা। 'হেলসিঙ্কিতে। রিগ্রুপিং, রিঅর্গানাইজিং। আবার প্রথম থেকে শুরু করার জন্যে

তৈরি, যদি না তাঁকে বাধা দেয়া হয়। বাধা দেয়ার কাজটা আমাকে করতে হবে। যদি কম করেও বলি, কাউন্টকে এরপর অপারেশন চালিয়ে যেতে দিলে ব্যাপারটা সাংঘাতিক বিব্রতকর হয়ে উঠবে।'

রানার কাপড় পরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 'তুমি আমাকে ফেরত নিয়ে যাচ্ছ—রাশিয়ায়। তুমি কাউন্টকেও বাধা দিতে চাও?' রোলনেকের কলার অ্যাডজাস্ট করল ও।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার একটা প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের একটা অংশ তুমি, রানা। কাউন্ট রোজেনবার্গ বা এরিক মর্টিমারকেও আমার ধ্বংস করতে হবে। এখনই উপযুক্ত সময়...'

'ক'টা বাজে?'

রাসকিন, প্রতি মুহূর্তে প্রফেশন্যাল, এমনকি হাতঘড়ির দিকে তাকালও না। 'সকাল—সাতটা পঁয়তাল্লিশের মত। যা বলছিলাম, এখনই উপযুক্ত সময়। তুমি জানো না, এখানে কাউন্টের কিছু লোক আছে। আজ সকালেই প্যারিস হয়ে লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে যাবেন তিনি। উন্মাদ ভদ্রলোক, শুনছি, লণ্ডনে একটা মিছিল ও সমাবেশ করার কথা ভাবছেন। আরও একটা প্রশ্ন আছে—তাঁর এক লোককে তোমরা নাকি লণ্ডনে আটকে রেখেছ। স্বভাবতই, তোমাকে দেখলেই প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠবে তাঁর। কাজেই ঠিক করেছি, তাঁর সামনে তোমাকে একটা টার্গেট হিসেবে হাজির করব আমি। প্রতিশোধ নেয়ার লোভ তিনি সামলাতে পারবেন না, আমি নিশ্চিত। কি, বুদ্ধিটা দারুণ না?'

'বলতে চাইছ কুবুদ্ধিটা। হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত।' কাউন্ট রোজেনবার্গ বেঁচে আছেন, হতাশায় নিমজ্জিত হবার জন্যে এই খবরটাই যথেষ্ট। এখন আবার ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অপারেশন শুরু হবার পর এটাই অবশ্য প্রথম নয়। মনটা শক্ত করল রানা। পরিস্থিতিটা মেনে নিতে পারছে না। যেভাবেই হোক একটা উপায় বের করতে হবে ওকে। কাউন্ট রোজেনবার্গ ওর শিকার, ও-ই তাঁকে ধরবে।

এখনও কথা বলে চলেছে রাসকিন, 'কাউন্টের ফ্লাইট ন'টায়। দারুণ একটা মজা হবে মাসুদ রানাকে যদি ভান্তা এয়ারপোর্টের বাইরে তার গাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায়। শুধু এতেই ডিপারচার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবেন কাউন্ট। তাঁর তো আর জানার কথা নয় যে ব্যাপারটার পিছনে আমি আছি। অবশ্যই আমি ব্যবস্থা করব গাড়িতে তুমি যাতে শান্তভাবে বসে থাকতে পারো, হাতকড়া পরা অবস্থায়। হ্যাঁ, একটা ইঞ্জেকশনও দেয়া হবে।' বিছানার দিকে তাকাল সে, ওখানে এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে লীনা। 'ওকে যে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে সে-ধরনের নয়, অন্য ধরনের।'

'তুমি একটা পাগল,' বলল রানা, বললেও মনে মনে স্বীকার করল যে ও-ই একমাত্র ব্যক্তি যাকে দেখে ধরা দেয়ার জন্যে ছুটে আসবেন কাউন্ট। 'কিভাবে কি করতে চাও, শুনি?'

মুচকি হাসল রাসকিন। 'তোমার গাড়ি, রানা। আমি জানি, ওটায় বিশেষ

ধরনের একটা টেলিফোন আছে।'

'সে-কথা খুব কম লোকই জানে।' রাসকিন টেলিফোনটার কথা জানে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল রানার। আর কি জানে ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

'তবে আমি জানি। শুধু তাই নয়, কিভাবে ওটা কাজ করে তা-ও জানি। তোমার কার ফোনের বেস ইউনিটকে সাধারণ একটা টেলিফোনের সাহায্য নিতে হয়, তুমি যে দেশে অপারেশনে থাকো সে দেশের টেলিফোন সিস্টেমের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে নিতে হয়। যেমন, বেস ইউনিটটা এই কামরার ফোনের সঙ্গে জোড়া লাগানো যায়। এখানে আমরা তোমার বেস ইউনিট জোড়া লাগিয়ে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে চলে যেতে পারি। ওখানে পৌঁছুনোর আগেই তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে, তুমি নড়াচড়া করতে পারবে না। আর, ওখানে পৌঁছুনোর ঠিক আগে কার ফোনটা ব্যবহার করব আমি—ইনফরমেশন ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাউন্টকে খুঁজে বের করতে বলব। কাউন্ট একটা মেসেজ পাবেন।

'মেসেজে বলা হবে, এয়ারপোর্টের কারপার্কে মাসুদ রানাকে একটা গাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তার হাতে হাতকড়া আছে, সে একা। ভাবছি, মেসেজটা লীনার নামে পাঠালে সবচেয়ে ভাল হয়, সে কিছু মনে করবে না। কাউন্ট যখন বেরিয়ে আসবেন, তাঁর কাছাকাছিই থাকব আমি।' সাইলেন্সার লাগানো লুগারটায় হাত বুলাল সে। 'এ-ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হলে লোকে ভাববে হার্ট অ্যাটাক, অন্তত শুরুতে। মৃত্যুর আসল কারণ অবশ্যই জানা যাবে, তবে ততক্ষণে তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছি আমি। আরও একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে। গোটা ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটবে, রানা।'

'তুমি স্বপ্ন দেখছ। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে এভাবে পার পাওয়া সম্ভব না।' মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে রানা জানে যে প্ল্যানটা ভালই করেছে রাসকিন, সফল হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। তবে একটা খড়কুটো পেয়ে সেটাই আঁকড়ে ধরল ও। একটা ভুল করেছে রাসকিন—সে বিশ্বাস করে, রানার কার ফোনের একটা বেস ইউনিট দরকার, যেটা মেইন ফোন সিস্টেমের সঙ্গে জোড়া লাগাতে হবে। কিন্তু তা দরকার বিদেশে যোগাযোগ করার জন্যে। এটা তো হবে লোকাল কল, আর গাড়ির ইলেকট্রনিক্সের অপারেটিং রেঞ্জ হলো পঁচিশ মাইলের মত। ঠিক এ-ধরনের একটা ভুলেরই দরকার ছিল রানার।

'কাজেই,' হাতের লুগারটা আরেকবার ঝাঁকিয়ে বলল রাসকিন, 'গাড়ির চাবিটা দাও আমাকে। আমরা একসঙ্গে বেরুব। বেস ইউনিটটা কিভাবে বের করতে হবে তুমি আমাকে দেখাবে।'

পুরো এক মিনিট ধরে ভান করল রানা, যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রাসকিন, 'তোমার সামনে কোন বিকল্প নেই, রানা।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর রানা বলল, 'হ্যাঁ, কোন বিকল্প নেই। তোমার সঙ্গে মস্কোয় যেতে আমার খারাপ লাগবে, রাসকিন, তবে আমিও চাই কাউন্টের উপযুক্ত শাস্তি হোক। বেস ইউনিটটা বের করা খুব জটিল আর ঝামেলার কাজ। ওটা একটা গোপন জায়গায় লুকানো আছে, হাতে পেতে হলে অনেকগুলো তালা খুলতে হবে,

তা-ও আবার একেকটা তালা একেক নিয়মে। তবে তুমি আমার ওপর নজর রাখতে পারবে সারাক্ষণ।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আমি তৈরি। এখুনি কাজটা সেরে ফেলতে অসুবিধে কি?'

'কোন অসুবিধে নেই,' বলে লীনার দিকে তাকাল রাসকিন, লুগারটা জ্যাকেটের ভেতর রাখল। ইঙ্গিতে গাড়ি আর কামরার চাবি নিতে বলল রানাকে, তারপর তার আগে থাকার নির্দেশ দিল।

করিডর ধরে এগোবার সময় রানার কাছ থেকে তিন কদম পিছিয়ে থাকল রাসকিন। লিফটেও এক কোণে থাকল, যতটা সম্ভব দূরে। রাসকিনের ট্রেনিং যে খুব ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। রানাকে একটু বেচাল চলতে দেখলেই লুগারটা 'ধুপ' করে ভোঁতা একটা শব্দ করবে, মুখ খোলা একটা গভীর গর্ত তৈরি হবে রানার বুকে। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে কারপার্কের দিকে এগোল ওরা।

গাড়ির কাছ থেকে এখনও তিন পা দূরে রানা, ঘুরে দাঁড়াল। 'পকেট থেকে চাবি বের করতে হবে। ঠিক আছে?'

কথা বলল না রাসকিন, কোটের ভেতর ধরে থাকা অস্ত্রটা একটু বের করে দেখাল শুধু, তারপর মাথা ঝাঁকাল। পকেট থেকে চাবি বের করল রানা, ওর দৃষ্টি চারদিকে ছুটোছুটি করছে। কার পার্কে আর কোন লোক নেই, একেবারেই ফাঁকা। ওর পায়ের তলায় মুড়মুড় করে গুঁড়ো হচ্ছে বরফ, গরম কাপড়ের তলায় বগল থেকে ঘাম ঝরছে। সকালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে চারদিক।

গাড়ির কাছে পৌঁছুল ওরা। ড্রাইভারের দরজা খুলল রানা, তারপর রাসকিনের দিকে ফিরল। 'সুইচ টিপে ইগনিশন অন করতে হবে আমাকে—এঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছি না, তালা অপারেট করার জন্যে শুধু বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিচ্ছি,' বলল ও।

এবারও নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রাসকিন। ড্রাইভারের সীটের ওপর ঝুঁকল রানা, ইগনিশনে চাবি ঢোকাল, তারপর রাসকিনকে জানাল টেলিফোন কম্পার্টমেন্ট খোলার জন্যে ড্রাইভারের সীটে বসতে হবে ওকে। নিঃশব্দে অনুমতি দিল রাসকিন। জ্যাকেট ভেদ করে একচোখো লুগার ওর দিকে তাকিয়ে আছে, অনুভব করল রানা। ও জানে, এই মুহূর্তে ওর একমাত্র মিত্র বিস্ময় আর গতি।

ড্যাশবোর্ডের কালো বোতামটায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চাপ দিল রানা, অপর অর্থাৎ বাম হাতটা ঝুলে পড়ল পজিশনে। মৃদু হিস হিস শব্দ করল গ্যাস, গোপন কম্পার্টমেন্টটা হাইড্রলিকের সাহায্যে খুলে যাচ্ছে। এক সেকেণ্ড পর ওর বাম হাতে খসে পড়ল রেডহকটা।

দু'হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার ট্রেনিং আছে রানার, শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলেও ওর কাঠামোটা সামান্যই ঘুরল, ম্যাগনাম কার্তুজের ফ্ল্যাশ, পুড়িয়ে দিল ওর ট্রাউজার আর জ্যাকেট, লুকানো জায়গা থেকে লুগারটা বেরিয়ে আসার আগেই গুলি করেছে।

রাসকিন কিছুই টের পায়নি। এই মাত্র সাইলেন্সার লাগানো লুগারের ট্রিগার চাপ দেয়ার জন্যে তৈরি ছিল সে, পরমুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো ফ্ল্যাশ সামান্য একটু ব্যথা, তারপরই অন্ধকার ও অচেনা জগতে পতন।

বুলেটটা রাসকিনকে জমিন থেকে শূন্যে তুলে ফেলেছে, লেগেছে গলার নিচে, দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে মাথা। পিছলে পিছিয়ে যাবার সময় বরফের গায়ে আঁচড় কাটল তার গোড়ালি, পড়ে যাবার সময় ঘুরে যাচ্ছে শরীরটা, পতনের পর প্রায় দেড় মিটার হড়কে গেল।

যদিও এ-সব কিছু দেখেনি রানা। গুলি করার পরপরই ওর ডান হাত বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা। নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে গেল রেডহক, চাবিটা ইগনিশনের ভেতর এবার পুরোপুরি ঘুরল। সশব্দে জ্যান্ত হলো গাড়ি। রানার হাত শান্তভাবে কাজ করছে, আত্মবিশ্বাস আর দক্ষতার সঙ্গে। প্রথমে একটা বোতামে চাপ দিল, রেডহকের গোপন কম্পার্টমেন্টটা বন্ধ হয়ে গেল। লিভার ঠেলে ফার্স্ট গিয়ার দিল রানা। সীট বেল্ট আটকাল। ব্রেক রিলিজ করল। গাড়ি সাবলীল ভঙ্গিতে চলতে শুরু করেছে, আঙুলের সাহায্যে অ্যাডজাস্ট করছে হট এয়ার কন্ট্রোল আর রিয়ার উইণ্ডো হিটার। গাড়ি চলতে শুরু করায় আধ সেকেণ্ডের জন্যে লাশটা দেখতে পেল রানা, বরফের ওপর পড়ে থাকা একটা পোঁটলার মত, পাশে ক্রমে বড় হচ্ছে রক্তের ছোট্ট একটা পুকুর। হোটেলের কারপার্ক থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, সোজা ছুটল ভান্তা এয়ারপোর্টের দিকে।

খানিকদূর এসে রেডিও ফোনের রিসিভার তুলল রানা। এই টেলিফোনের ব্যাপারটাই ভুল বোঝে রাসকিন, সেটাই তার জন্যে কাল হয়ে দেখা দেয়। এটা একটা সহজ লোকাল কল, বেস ইউনিট দরকার নেই, বিসিআই-এর রেসিডেন্ট এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে ও। এই মুহূর্তে গাড়িটা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে দশ মাইলের মধ্যে একটা নম্বরে থাকার কথা তার।

ডায়াল করল রানা স্পর্শের সাহায্যে, কারণ চোখ দুটো সারাক্ষণ চারদিকে ব্যস্ত। হ্যাণ্ডসেটে শব্দ পেল, অপরপ্রান্তে বেল বাজছে। বাজতেই থাকল, সাড়া দিচ্ছে না কেউ। রেসিডেন্ট ফোনের কাছে না থাকায় মনে মনে একটু খুশিই হলো রানা। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, রেসিডেন্টকে এড়িয়ে থাকাই সবদিক থেকে নিরাপদ। তবে কেউ বলতে পারবে না যে অফিশিয়াল নিয়ম পালন করেনি ও।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, কারণ জানে গতি-সীমা লংঘন করলে ফিনিশ পুলিস খেপে যায়। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে আটটা পাঁচ—হেলসিঙ্কির সময়ের সঙ্গে আগেই মিলিয়ে রাখা হয়েছে। হিসাবটা ঠিক আছে, সাড়ে আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে ও। কাউন্ট সম্ভবত ওর অনেক আগেই পৌঁছুবেন ওখানে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক টার্মিনালের মতই ভান্তা এয়ারপোর্টও লোকে লোকারণ্য। গাড়িটা এমন জায়গায় থামাল রানা, প্রয়োজনের সময় যাতে সহজেই পাওয়া যায় আবার। বেটপ রেডহক রয়েছে জ্যাকেটের ভেতর, লম্বা ব্যারেল তেরছাভাবে ঢুকে গেছে ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যাণ্ডে। ট্রাউজারের ভেতর রাখলে সরাসরি নিচের দিকে মাজল তাক করা বোকামি, ট্রেনিঙের সময় শেখানো হয়েছে ওদেরকে, রাখতে হবে একটু বাঁকা করে। সোজা করে রাখলে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, একটা পায়ের অংশ বিশেষ হারাতে হতে পারে তোমাকে, ভাগ্য যদি নেহাতই ভাল হয় তোমার।

'আর ভাগ্য খারাপ হলে,' ওদের ইনস্ট্রাক্টর বলেছেন, 'দাম্পত্য সুখের চাবিকাঠি হারিয়ে সারাজীবন কাঁদতে হবে।' অস্ত্রটা আড়াআড়িভাবে রাখলে তোমার খানিকটা চামড়া পুড়বে, আর গুলিটা লাগবে তোমার পাশে যদি কোন দুর্ভাগা দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে।

ইন্টারন্যাশনাল ডিপারচার-এর দেয়ালঘড়িতে আটটা বেজে সাতাশ মিনিট। ভিড় ঠেলে দ্রুত এগোল রানা, লোকজনকে কনুইয়ের ধাক্কা দিতে বাধ্য হলো। অবশেষে ইনফরমেশন ডেস্কের সামনে পৌঁছুল। ন'টার প্যারিস ফ্লাইট সম্পর্কে জানতে চাইল ও। ডেস্কের তরুণী ভাল করে ওর দিকে তাকালও না। তবে জবাব দিল দ্রুত, 'ফ্লাইট নম্বর এওয়াই এইট-সেভেন-থ্রী, ভায়া ব্রাসেলস। হ্যাঁ, ন'টায় টেক-অফ করার কথা, তবে পনেরো মিনিট দেরি হবে, ক্যাটারিং সার্ভিস সময় মত কাজ সারতে পারেনি।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, মাইকযোগে এখুনি কাউন্ট রোজেনবার্গকে ডাকার দরকার নেই। তাঁর সঙ্গে যদি বিদায় জানাতে আসা ভক্তরা থাকেও, তবু টার্মিনালের এদিকটায় তাঁকে কোণঠাসা করার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। তা যদি না পাওয়া যায়, রানা তখন তাঁকে ধোঁকা দিয়ে এয়ার-সাইড থেকে বের করে আনবে।

পিছনে যতটা সম্ভব কাভার রেখে ধীরে ধীরে সামনে এগোল রানা, পাশ কাটাল সারি সারি ফোন বুদগুলোকে, টার্মিনালের সর্বদক্ষিণে প্যাসেজটার কাছাকাছি একটা জায়গায় পজিশন নিতে চাইছে। প্যাসেজটা পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর এয়ারসাইড লাউঞ্জের দিকে চলে গেছে।

ডিপারচার এরিয়ার এই অংশের শেষ মাথায় বড় বড় কয়েকটা জানালার সামনে একটা কফি শপ দেখা যাচ্ছে, মেইন কমপ্লেক্স থেকে আলাদা করে রেখেছে নিচু একটা ভঙ্গুর ব্যারিয়ার, কৃত্রিম ফুল দিয়ে ঢাকা। ওটার বাম দিকে, এখন রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার খুব কাছে পাসপোর্ট কন্ট্রোল সেকশন, প্রতিটি ছোট আকারের বুদে একজন করে অফিসার বসে আছে।

ভিড়ের ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা, কাউন্ট রোজেনবার্গকে খুঁজছে। পাসপোর্ট কন্ট্রোল-এর ভেতর স্রোতের মত ঢুকছে মানুষ, কফি শপেও অসম্ভব ভিড়। নিচু, গোলাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে লোকজন, টেবিল না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে।

তারপর একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রায় চোখের কোণ দিয়ে, ওর শিকারকে দেখতে পেল রানা। কফি শপের একটা টেবিল ছেড়ে সিধে হচ্ছেন কাউন্ট রোজেনবার্গ।

অ্যাডলফ হিটলারের ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের হবু উত্তরাধিকারীকে দেখে মনে হলো আইস প্যালেসের মত এখানে অর্থাৎ হেলসিঙ্কিতেও তাঁর সুযোগ-সুবিধের কোন অভাব নেই। তাঁর পরনে মূল্যবান ও নিখুঁত পোশাক। গায়ে ধূসর রঙের সিভিলিয়ান গ্রেটকোট থাকলেও, চেহারার মিলিটারি ভাব গোপন থাকেনি—পিঠ এত বেশি খাড়া আর হাবভাবে এত বেশি আভিজাত্য যে ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। রানা ভাবল, এই ভদ্রলোক যে দুনিয়াটাকে পদদলিত করতে চান,

তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ছ'জন লোক ঘিরে রেখেছে তাঁকে, সবার পরনে দামী স্যুট, দেখে মনে হলো ছ'জনই প্রাক্তন সৈনিক। মার্সেনারি, সম্ভবত। তাদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, দ্রুত হাত নেড়ে প্রতিটি শব্দ যেন তর্জনী দিয়ে ফুটো করছেন। ব্যাপারটা ধরতে এক সেকেণ্ড দেরি হলো রানার, হাত নাড়ার এই বিশেষ ভঙ্গিটা অ্যাডলফ হিটলারের মধ্যেও ছিল।

রেডিও অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম জ্যান্ত হয়ে উঠল। ঘোষণা প্রচারের আগে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে ঘোষক। রানা নিশ্চিতভাবে ধরে নিল, প্যারিস ফ্লাইটের ঘোষণা দেয়া হবে। শোনার জন্যে মাথাটা একদিকে কাত করলেন কাউন্ট রোজেনবার্গ, তবে চেহারা দেখে মনে হলো, তিনিও ধরে নিয়েছেন যে তাঁর ফ্লাইটের কথাই ঘোষণা করা হবে। হাসিমুখে তিনি তাঁর লোকদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, তারপর এদিক-ওদিক তাকালেন হ্যাণ্ডব্যাগের খোঁজে।

ভঙ্গুর ব্যারিয়ারের আরও কাছে সরে এল রানা। কফি শপে এত ভিড়, এখানে কিছু করা যাবে না, সিদ্ধান্ত নিল ও। কফি শপ থেকে বেরিয়ে পাসপোর্ট কন্ট্রোলের দিকে যাবার সময় ভাল একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

মানুষের ভিড় প্রতি মুহূর্তে গতি বদলাচ্ছে, তার ভেতর লুকিয়ে থেকে বাম দিকে সরে আসছে রানা। কাউন্ট রোজেন বার্গকে দেখা গেল চঞ্চল দৃষ্টিতে নিজের চারদিকে তাকাচ্ছেন, যেন কোন বিপদের গন্ধ পেয়েছেন।

এই সময় স্পীকার থেকে ঘোষণাটা দেয়া হলো। এত বেশি জোরাল আর স্পষ্ট, প্রায় অসহ্য লাগল কানে। রানার তলপেটের ভেতর অকস্মাৎ একটা আলোড়ন উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও, তাকিয়ে আছে কাউন্ট রোজেনবার্গের দিকে। অটল পাথরে পরিণত হয়েছেন ভদ্রলোক, স্পীকারের প্রতিটি শব্দ বদলে দিচ্ছে তাঁর চেহারা।

'মি. মাসুদ রানা, দয়া করে আপনি কি তিনতলার ইনফরমেশন ডেস্কে চলে আসবেন?'

তিনতলাতেই রয়েছে ওরা। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল রানা, ইনফরমেশন ডেস্কটা খুঁজছে, সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল যে কাউন্টও ঘুরছেন।

ঘোষণাটা আবার শোনা গেল, 'মি. মাসুদ রানা, দয়া করে ইনফরমেশন ডেস্কে চলে আসুন।'

কাউন্ট রোজেনবার্গ পুরোপুরি ঘুরে গেলেন। ইনফরমেশন ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি, সম্ভবত একই মুহূর্তে দেখতে পেল রানাও।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যানস বয়লার, যাকে রানা প্রথমে পিটার ম্যাকফারসন হিসেবে চিনত। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পা বাড়াল বয়লার, সরাসরি রানার দিকে হেঁটে আসছে। মুখ খুলল সে, কয়েকটা শব্দও বেরুল, তবে চারদিকে এত বেশি শোরগোল হচ্ছে যে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না।

মুহূর্তের জন্যে বয়লারের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কাউন্ট

রোজেনবার্গ, তারপর তিনিও দেখতে পেলেন রানাকে।

গোটা দৃশ্যটা পলকের জন্য যেন জমাট বেঁধে স্থির হয়ে থাকল। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কি যেন বললেন কাউন্ট রোজেনবার্গ। দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল লোকগুলো। খপ করে কেবিন ব্যাগেজটা তুলে নিয়ে কফি শপ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন কাউন্ট।

ভিড় থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা, চেষ্টা করছে কাউন্টের সামনে পৌঁছে বাধা দেবে। সেই সঙ্গে সচেতন, ভিড় ঠেলে ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বয়লার। রেডহকের বাঁট স্পর্শ করল ও, এই সময় বয়লারের কথাগুলো এই প্রথম শুনতে পেল।

'না, রানা, না! না, ওঁকে আমরা জ্যান্ত ধরব।'

মর শালা, মনে মনে গাল দিল রানা, রেডহকের বাঁট ধরে টানাটানি করছে। ইতিমধ্যে কাউন্টের কাছাকাছি চলে এসেছে ও, তিনি ওর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন, হাঁটছেন হন হন করে। রানাকে এই মুহূর্তে বাধা দেয়ার উপায় নেই। 'হল্ট, মর্টিমার!' চিৎকার করল ও। 'প্লেনে আপনি উঠতে পারবেন না! দাঁড়ান ওখানে!'

লোকজন চিৎকার শুরু করল, কেঁদে ফেলল কয়েকজন মহিলা। রানার কাছ থেকে কাউন্ট আর মাত্র কয়েক পা দূরে, এই সময় দেখতে পেল ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অ্যাকশন আর্মির লিডার তাঁর ডান হাতে একটা লুগার লুকিয়ে রেখেছেন, বাম হাতে ধরা ছোট কেসটার আড়ালে খানিকটা লুকানো।

এখনও রেডহক ধরে টানছে রানা, ওয়েস্টব্যাণ্ডে আটকে যাওয়ায় বেরিয়ে আসছে না। আবার নির্দেশ দিল ও, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পিছন থেকে ওর কাছাকাছি চলে এসেছে বয়লার, দু'হাতের নির্মম ধাক্কা দিয়ে লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে নিজের পথ থেকে।

চারদিকে আতঙ্ক যেন বিস্ফোরিত হতে শুরু করল, তারই মধ্যে কাউন্টের উন্মত্ত চিৎকার শুনতে পেল রানা, ওর দিকে পুরোপুরি ঘুরে গেছেন তিনি। 'কাল তোমরা আমাকে ধ্বংস করতে পারোনি! এতেই প্রমাণ হয় নিয়তি আমার পক্ষে! প্রমাণ হয় আমিই সঠিক পথে আছি, আমার আদর্শের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।'

যেন তাঁর কথার উত্তরেই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল রেডহকের ব্যারেল। কাউন্ট রোজেন বার্গের হাত উঁচু হলো, লুগারটা রানার দিক তাক করলেন তিনি।

একটা ভাঁজ করা হাঁটু মেঝেতে ঠেকাল রানা, রেডহক ধরা হাতটা সবটুকু লম্বা করে দিল। কাউন্টের হাত আর লুগার রানার দৃষ্টিপথ পুরোটা দখল করে নিল। আবার চিৎকার করল রানা, 'আপনার খেলা শেষ হয়ে গেছে, এরিক মর্টিমার। বোকামি করবেন না।'

লুগারের ব্যারেল থেকে আগুন বেরুল, রানার আঙুলও রেডহকের ট্রিগারে চাপ দিল দু'বার।

বিস্ফোরণগুলো একই সময়ে ঘটল, হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো রানা, মনে হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা হাত এক ঝটকায় একপাশে ঠেলে দিল ওকে। পাসপোর্ট

কন্ট্রোলের বুদগুলো ওর সামনে ঘুরতে শুরু করল, টার্মিনালের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ও। ওদিকে কাউন্ট রোজেনবার্গ মোচড় খাচ্ছেন, পিছু হটছেন আহত হরিণের মত, চিৎকার করছেন এখনও, 'তোমরা আমাকে আর্য সম্রাট বলে মান্য করতে বাধ্য হবে! নিয়তি আমার পক্ষে। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ আমার মুঠোয়…'

রানা বুঝতে পারছে না মেঝেতে কেন পড়ে আছে ও। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল একজন পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসার ডাইভ দিল তার বুদের পিছনে। তারপর, শোয়া অবস্থা থেকেই, রেডহকটা কাউন্টের দিকে তাক করল ও। কাউন্টও লুগার তুলে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছেন। আরেকটা গুলি করল রানা, কাউন্টের হাত থেকে পড়ে গেল লুগারটা, পিছিয়ে গেলেন এক পা, তাঁর মাথা ঘন লাল কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল।

এতক্ষণে প্রচণ্ড ব্যথা গ্রাস করছে রানাকে। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ওর। কেউ একজন ওর কাঁধটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। চারদিকে প্রবল ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচি। তারপর একটা কণ্ঠস্বর, 'তোমার কোন উপায় ছিল না, রানা। ডুয়েলে তুমিই জিতেছ, বেজন্মাটা শেষ। সব মিটে গেছে, রানা। অ্যাম্বুলেন্স আনতে পাঠিয়েছে ওরা। তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

আরও অনেক কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু রানার চোখে নিভে গেল আলো, থেমে গেল সমস্ত শব্দ, কেউ যেন সুইচ টিপে সব বন্ধ করে দিল।

বারো

টানেলটা খুব লম্বা, দেয়ালগুলো সাদা। রানা ভাবছে, আবার আর্কটিকে ফিরে এল নাকি। তারপর সাঁতার দিতে শুরু করল, পালা করে—একবার ঠাণ্ডায়, একবার গরমে। মিষ্টি গলা, কোন তরুণীর। মেয়েটা ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে, ওর নাম ধরে ডাকছে। 'মি. রানা…? মি. রানা…?'

ডাকটা যেন পাখির, এত মিষ্টি; আর তরুণীর মুখটা অদ্ভুত সুন্দর। তার চুল কালো রেশম, মাথায় সাদা মুকুট পরেছে। চোখ খুলে তাকাল রানা। হ্যাঁ, মুকুট পরা একটা ফর্সা পরীই। 'আমি কি সত্যি উতরে গেছি? এত পূণ্য কবে করলাম! নাকি এটা স্বর্গ নয়?'

মেয়েটা হেসে উঠল। 'আপনি কি ভাষায় কথা বলছেন, মি. রানা?'

কথাগুলো আবার বলল রানা, এবার ইংরেজিতে।

মেয়েটা এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। 'স্বর্গ নয়, মি. রানা। আপনি হসপিটালে।'

'কোথায়?'

'হেলসিঙ্কিতে। বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা।'

হঠাৎ করে অসম্ভব ক্লান্ত লাগল রানার। 'ফেরত পাঠিয়ে দাও,' জড়ানো গলায় বলল ও। 'আমি এখন খুব ব্যস্ত। হেভেন ইজ গ্রেট।' পিছু হটতে শুরু করল ও

টানেল ধরে ফিরে গেল অন্ধকার জগতে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে মনে করতে পারল না রানা। কয়েক ঘণ্টা হতে পারে, আবার কয়েক হপ্তাও হতে পারে। তবে সচেতন হবার পর থেকে শরীরের ডান দিকে একটা ব্যথা অনুভব করছে। পরীটা চলে গেছে, তার বদলে পরিচিত একজনকে বিছানার ধারে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখল।

'ফিরলে, রানা?' রাহাত খানের প্রথম প্রশ্ন। 'এখন কেমন লাগছে তোমার?'

একগাদা পুরানো ফটোগ্রাফের মত চোখের সামনে ফিরে এল দৃশ্যগুলো: ব্লু ফক্স, বরফ প্রাসাদ, লীনার অবজারভেশন পোস্ট, কামানের গোলা, লুগারের চোখ।

ঢোক গিলল রানা। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আছে। 'ভালই আছি, স্যার,' বেসুরো গলায় বলল। পরমুহূর্তে লীনার কথা মনে পড়ে গেল, বিছানায় শুয়ে আছে। 'লীনা?'

'সে ভাল আছে, রানা।'

'যাক।' চোখ বুজল রানা, যা কিছু ঘটেছে সব এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছে। রাহাত খানও ওকে বিরক্ত করছেন না, চুপচাপ বসে থাকলেন। নিজের অবস্থা যা-ই হোক, মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করছে রানা। ও আহত হয়েছে শুনে লণ্ডন থেকে হেলসিঙ্কিতে ছুটে এসেছেন বস্। এটা ওর জন্যে একটা দুর্লভ সম্মান। একটা প্রশ্ন উঁকি দিল মনে—ও আহত না হয়ে অন্য কোন এজেন্ট আহত হলে কি বস্ এভাবে ছুটে আসতেন? নিজেকে তিরস্কার করল রানা—তুমি জানো, এ-ধরনের চিন্তা তোমাকে ছোট করে।

একসময় আবার চোখ খুলল রানা। 'পরের বার, স্যার, আশা করি আমাকে পুরোপুরি ব্রিফ করা হবে।'

খুক্ করে কাশলেন রাহাত খান, অস্বস্তি গোপন করার চেষ্টা। 'আমরা ভেবেছিলাম সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি নিজে থেকে সব জেনে নিতে পারো, রানা। সত্যি কথাটা হলো, ওদের কারও সম্পর্কে আমরা নিজেরাই নিশ্চিত ছিলাম না। মোটামুটি আইডিয়াটা ছিল, তোমাকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক কে কোনদিক থেকে গুলি করে।'

'দেখা যাচ্ছে আপনাদের সে সাধ ভালভাবেই পূরণ হয়েছে।' মনে মনে হাসল রানা, আহত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকার এটা একটা মস্ত সুবিধে, ভয় না করে যা খুশি বলা যায়, যে-কোন সুরে।

সাদা মুকুট পরা পরীটা আবার ফিরে এল। সে আসলে, বলাই বাহুল্য, একজন নার্স। 'আপনি কিন্তু ওকে বিরক্ত করতে পারবেন না,' হাসিমুখে রাহাত খানকে শাসন করল সে, তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গুলি খেয়েছ দুটো,' বললেন রাহাত খান, যদিও উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। 'দুটোই বুকের ওপর দিকে। মারাত্মক কোন ক্ষতি হয়নি। এক কি দেড় হপ্তার মধ্যে দাঁড়াতে পারবে আবার। দেখব তারপর যাতে এক মাসের ছুটি পাও তুমি। ম্যাকফারসন আমাদের কাছে মর্টিমারকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, তবে ওই পরিস্থিতিতে তোমার কিছু করার ছিল না।' চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান,

রানার দিকে ঝুঁকে ওর হাতে পিতাসুলভ মৃদু চাপড় দিলেন। 'ওয়েল ডান, এমআরনাইন। গুড জব, ওয়েল ডান।'

'কাইণ্ড অভ ইউ, স্যার। কিন্তু আমি জানি পিটার ম্যাকফারসনের আসল নাম হ্যানস বয়লার, স্যার। সে কাউন্ট রোজেনবার্গের শিষ্য।'

'আমি চেয়েছিলাম তা-ই তুমি জানো, রানা।' কথা বলতে শুনে এতক্ষণে রানা খেয়াল করল, ম্যাকফারসনও কেবিনে উপস্থিত রয়েছে। 'কল্পনাও করিনি গোটা ব্যাপারটা এভাবে চেহারা বদলাবে। সেজন্যে আমি দুঃখিত রানা। সব কিছুতে গোলমাল দেখা দেয়। কাউন্টের সঙ্গে থাকা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। তবে চুল পরিমাণ বেশি থাকা হয়ে গেছে। বাকি সবার সঙ্গে যে মারা যাইনি আমরা, সেটা নেহাতই ভাগ্যের জোরে। রাশিয়ান এয়ারফোর্স কাজ খুব ভালই দেখিয়েছে। জেসাস ক্রিস্ট অলমাইটি। এরকম-ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।'

'জানি। হামলাটা আমি দেখেছি,' বলল রানা। আহত ও ব্যথায় কাতর হলেও, আমেরিকান এজেন্টের উপস্থিতি ওকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। 'কিন্তু হ্যানস বয়লারের ব্যাপারটা তাহলে কি?'

সময় নিয়ে দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা দিল ম্যাকফারসন। প্রায় এক বছর আগে সিআইএ তাকে এরিক মর্টিমারের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেয়। তারা সন্দেহ করছিল, রাশিয়ানদের সঙ্গে কাউন্টের একটা অস্ত্র চুক্তি হয়েছে। 'তাঁর সঙ্গে আমি হেলসিঙ্কিতে দেখা করি,' বলল ম্যাকফারসন। 'জার্মান ভাষা খুব ভাল বলতে পারি আমি। দেখা করার অনেক আগেই হ্যানস বয়লারের নামে ভুয়া একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করে রাখি। আমি তাঁকে নিজের পরিচয় দিই বয়লার বলে, জানাই অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে আমার কাছে অনেক খবর আছে। আমি তাঁকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সুকৌশলে আরও জানতে দিই যে সিআইএ-র একজন এজেন্টের সঙ্গে, পিটার ম্যাকফারসনের সঙ্গে, আমার শারীরিক কাঠামোর প্রায় হুবহু মিল আছে। ব্যাপারটা ছিল একটা বীমা, সেটা কাজে লেগে যায়। দুনিয়ার খুব কম লোকই জেনেশুনে খুন হবার ঝুঁকি নেয়, তাদের মধ্যে আমি একজন। কি বলতে চাইছি আশা করি বুঝতে পারছ।'

একটা জগে বার্লি গোলা পানি নিয়ে আবার ফিরে এল নার্স, সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলল আর মাত্র কয়েক মিনিট সময় পাবে তারা। রাহাত খানের কান এড়িয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, বার্লির বদলে বিয়ার পেতে পারে কিনা। উত্তরে ঠোঁট টিপে ভদ্র হাসি উপহার দিল মেয়েটা।

'তোমাকে টরচার করা হয়, কিন্তু সে-ব্যাপারে আমার তেমন কিছু করার ছিল না,' বলল ম্যাকফারসন। 'তোমাকে এমন কি সেলিনা সম্পর্কেও সাবধান করতে পারিনি আমি, কারণ আমি কিছু জানতামই না। কাউন্ট আমাকে সব কথা বলতেন না। হাসপাতালের অস্তিত্বও অনেক পরে জানতে পারি আমি। তাছাড়া, আমার ইন্টেলিজেন্সও আমাকে নিরেট কোন তথ্য দিতে পারেনি...'

ঘুমে তলিয়ে গেল রানা, আবার চোখ মেলল কয়েক মিনিট পর। দেখল, কামরায় শুধু রাহাত খান রয়েছেন।

'এখনও ধরপাকড় চলছে, রানা,' বললেন তিনি, বলার সুরে সন্তুষ্টি। 'বলা যায় এন এস. এ. এ. মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর কোন দিন ওটাকে কেউ দাঁড় করাতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার আসলে ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে, তথ্যের এরকম অভাব সত্ত্বেও শেষ রক্ষা করা সহজ কথা নয়।'

'অল পার্টস অভ দা সার্ভিস,' মৃদু ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ল না রানা।

কিন্তু মন্তব্যটা কচুপাতার পানির মত পিছলে গেল, রাহাত খান গায়ে মাখলেন না।

রাহাত খান চলে যাবার পর রানা আরাম পাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে আবার হাজির হলো নার্স।

'তুমি সত্যি একজন নার্স, তাই না?' রানার গলায় সন্দেহ।

'অবশ্যই। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন, মি. রানা?'

'এমনি জেনে নিলাম।' কোন রকমে একটু হাসল রানা। 'আজ রাতে ডিনার সম্পর্কে কি বলো তুমি?'

'খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ আছে। তবে বিশেষ কিছু যদি চান, ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি আমি···'

'তা বলছি না, বলতে চাই আমার সঙ্গে তুমি ডিনার খাবে কিনা।'

বিছানার কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল নার্স, রানার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল। রানার মনে হলো অনেক আগে ভেঙে যাওয়া একটা ছাঁচ থেকে তৈরি করা হয়েছে মেয়েটাকে। এ-ধরনের ফিগার আজকাল আর তৈরি হয় না বললেই চলে। খুবই দুর্লভ। সেলিনার মত। কিংবা লীনার মত।

'আমার নাম মার্লিন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল নার্স। 'আপনি পুরোপুরি সুস্থ হলে আপনার সঙ্গে ডিনার খাব কিনা চিন্তা করে দেখতে পারি। আপনার কি মনে আছে, প্রথমবার জ্ঞান ফেরার পর আপনি আমাকে কি বলেছেন?'

বালিশের ওপর মাথা নাড়ল রানা।

'বলেছেন, এটা স্বর্গ হতে পারে না। মি. রানা, আমি হয়তো প্রমাণ করতে পারব যে এটা স্বর্গই। তবে আপনি পুরোপুরি সুস্থ হবার আগে নয়।'

'আর পুরোপুরি সুস্থ হতে অনেক দিন লাগবে ওর,' আওয়াজটা ভেসে এল দরজার কাছ থেকে। 'আর হেলসিঙ্কি কি ধরনের স্বর্গ হয়ে উঠতে পারে তা যদি কেউ ওকে দেখায় তো সে আমি,' বলল লীনা পেকার।

'আচ্ছা!' রানার ঠোঁটে দুর্বল হাসি। দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে মনে মনে স্বীকার করতে হলো ওকে যে লীনার সৌন্দর্যের ধার একটু বেশি।

'এ তোমার ভারি অন্যায়, রানা। যেই একটু পাশ ফিরেছি, অমনি শুরু করে দিয়েছ। ভুলে যেয়ো না যে এটা আমার শহর, এখানে যতক্ষণ আছ তুমি···'

'কিন্তু তুমি তো ঘুমাচ্ছিলে,' ক্লান্ত হেসে বলল রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ। ওহ্ রানা, তুমি আমাকে কি চিন্তায় যে ফেলেছিলে!'

'আমাকে নিয়ে তোমার কখনই চিন্তা করা উচিত নয়।'

'নয়? শোনো, সব আয়োজন করা হয়ে গেছে। তোমার বস্—প্রসঙ্গটা উঠল বলে বলছি, সাংঘাতিক কিউট উনি—বলেছেন, দু'হপ্তা তোমার ওপর নজর রাখতে পারি আমি, এখান থেকে ওরা তোমাকে ছেড়ে দেয়ার পর।'

'কিউট?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেহারায় অবিশ্বাস। তারপর আবার তলিয়ে গেল, তলিয়ে যাবার আগে অনুভব করল ঝুঁকে ওর গালে ঠোঁট বুলাচ্ছে লীনা।

রাতে নিবিড় ঘুম হলো রানার, কোন দুঃস্বপ্ন দেখল না। ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে, তারপর আবার তলিয়ে গেল। এবার একটা স্বপ্ন দেখল ও। সেই স্বপ্ন, মনে তৃপ্তি থাকলে দেখে যেটা। কক্সবাজারের সৈকতে রয়েছে ও···।

(শেষ)

A SUVOM CREATION